শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৩০শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৮৪ { ১ম সংখ্যা

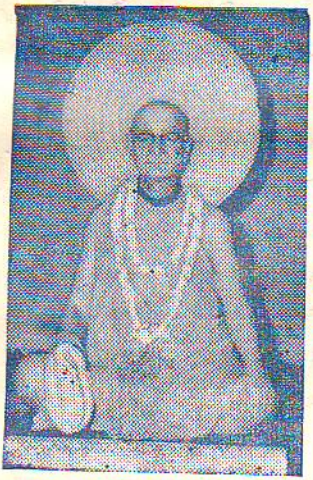

সমাধি-মন্দিরে অর্চ্চাবিগ্রহরূপে অধিষ্ঠিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

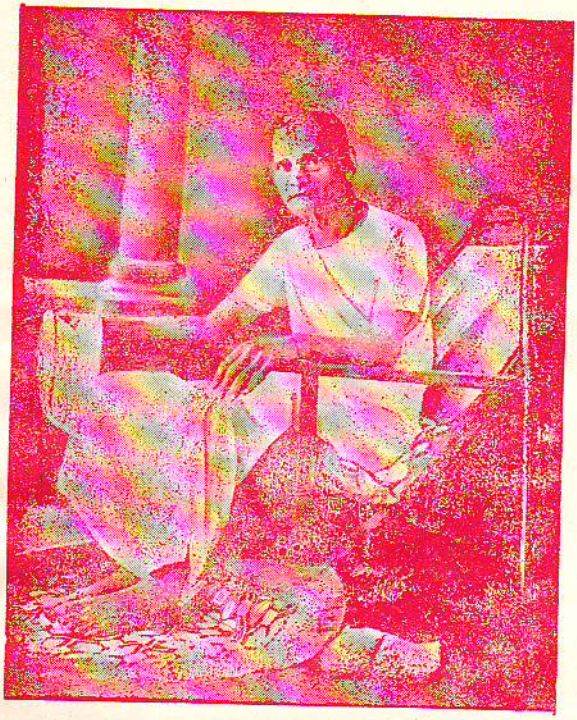

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(আশ্বিনক)

ত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৯১ গোবিন্দ হইতে ৪৯২ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৮৪ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৫ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭৮ মার্চ্চ হইতে ১৯৭৯ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ভেষরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—৭'০০ টাকা ॥*॥

ত্রিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অত্যাহার—[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩।৯১
২। অমরনাথ দর্শন—শ্রী—সাধুসঙ্গে [বিবরণ]	৪।১৪৯, ৫।২০১, ৭।২৬৪
৩। আদর্শ	১১।৪৯৭, ১২।৪৪৮
৪। আদর্শ ভ্রাতার পত্র	৮।৩০৭
৫। কপিল (৫) [দ্বাদশ বৈষ্ণব]	৪।১৪৫, ৫।১৮৬
৬। 'কবি-হরি' ও মহারাজ 'নিমি'-সংবাদ [কবিতা]	১।১৭
৭। কুসুমাঞ্জলি—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিতে [কবিতা]	২।৭৬
৮। কৃষ্ণ-সংহিতা-গ্রন্থের বিচার সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তর—শ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১০।৩৬৪
৯। কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শিলিগুড়িস্থ শ্রী [নিমন্ত্রণপত্র]	১।৩৬
১০। গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৯।৩২৩
১১। গুরুপাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা—শ্রীল [কবিতা]	১১।৪০৭
১২। গোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী— [শ্রীল বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্]	১।১, ২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৬।২০৯
১৩। গৌরচরণ-সরোজে দীনার বিজ্ঞপ্তি [কবিতা]	২।৫৯
১৪। গৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গে—শ্রী [কবিতা]	৯।৩৩৩
১৫। গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্য—শ্রী [কাটিয়াহাটে ধর্ম্মসম্মেলনে]	২।৭২
১৬। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ	২।৫১
১৭। গৌড়ীয়ের ত্রিংশ-বর্ষ	১।৩৮
১৮। জগন্নাথ-প্রকাশ—শ্রীশ্রী [কবিতা]	৫।২০৪, ৬।২২৭, ৭।২৫৪, ৮।২৮৯
১৯। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ]	৫।২০৭
২০। জন-সঙ্গ (৫) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৭।২৪৮
২১। জড়-ভোগাগার	৯।৩৩৯
২২। জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী—পরলোকে শ্রীযুক্তা [বিবরণ]	৯।৩৫৪
২৩। ঝুলনযাত্রা—শ্রী [শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে]	৭।২৭৪

২৪। দক্ষিণ ভারত-পরিক্রমা—প্রসঙ্গ [বিবরণ] ৬।২৩৯, ৭।২৭১, ৮।৩০১
২৫। দক্ষিণ ভারত তীর্থদর্শনের সুবর্ণ সুযোগ—সাধুসঙ্গে [পত্র] ১০।৩৯১
২৬। দিব্যসূরি বা আলবরবর্গের জীবনী (১)—[শ্রীল প্রভুপাদ] ৬।২১৩, (২) গোদাদেবী ৬।২১৪, (৩) শ্রীবিষ্ণুচিত্ত ৭।২৬৫, (৪) শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রি-রেণু ৮।২৮১, (৫) শ্রীকুলশেখর ৯।৩২১, (৬) শ্রীশঠকোপসূরি ১০।৩৬০
২৭। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শন—সরকারীপদস্থ-কর্ম্মচারীর [পত্র ও বিবরণ] ১০।৩৮৫
২৮। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের জনসেবা—শ্রী [রাসযাত্রাকালে] ১১।৪২৫
২৯। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের ত্রাণকার্য্য—করালগ্রাসী বন্যায় [প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ] ৮।৩০৯
৩০। দৈন্য [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৮
৩১। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ৩।১১৭
৩২। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব—শ্রী [পত্র] ১২।৪৫৩
৩৩। নাথমুনি—শ্রীমন্ [শ্রীল প্রভুপাদ] ১১।৩৯৬
৩৪। নাম ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীনামকীর্ত্তনের নিত্যত্ব—শ্রী ৮।২৯৩
৩৫। নিয়মাগ্রহ (৪) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৬।২১৭
৩৬। পারমার্থিক সাময়িক পত্রের আদর্শ ও নীতি [শ্রীল প্রভুপাদ] ১২।৪৩২
৩৭। পিছলদা গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ৬।২৩৭
৩৮। প্রকৃতি [প্রবন্ধ] ১।১৩
৩৯। প্রজল্প (৩) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৫।১৭১
৪০। প্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্—শ্রী [সানুবাদং পাণ্ডবাদিকৃতম্] ৭।২৪১, ৮।২৭৭, ৯।৩১৭, ১০।৩৫৭, ১১।৩৯৩, ১২।৪২৯
৪১। প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা—শ্রীল [শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে] ১১।৪২১
৪২। প্রয়াস (২) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৪।১২৮
৪৩। প্রশ্ন ও উত্তর—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি ? [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১১।৩৯৯
৪৪। প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ [(১) ঔষধ সেবন করা বিধি কিনা ? (২) মৎস্য প্রভৃতি জলজ প্রাণীর জীবাত্মা আছে কি ? (৩) ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ, তবে পথ্যার্থে অমেধ্য সেবন করা যাইতে পারে কিনা ? ৯।৩৪৭

৪৪। প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ — (১) জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি? (২) এই সংসারচক্রে কি সুখ আছে? (৩) বিশ্ব প্রপঞ্চে ভোগ্যপদার্থ কি? (৪) জগৎ-প্রপঞ্চ মরীচিকার জলের ন্যায় মিথ্যা?] ১০।৩৭৫

৪৫। প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ [(১) শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণ বিপ্রগৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কেন? (২) "দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে" শাস্ত্রীয় বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? (৩) শ্রীরাধা-পাদ-পদ্মে তুলসী অর্পণ করিলে তুলসীসেবা হয় কিনা? (৪) কৃষ্ণ আরাধ্য হইলে অন্যান্য বিষ্ণুমূর্ত্তিকে দ্বাদশাঙ্গে ধারণের সার্থকতা কি?] ৩।১১৩, ৬।২৩০, ৭।২৫৯, ৮।২৯৬, ৯।৩২৬

৪৭। বর্ণধর্ম্ম ও দৈববর্ণাশ্রম ১।২১, ২।৬৩

৪৮। বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত [শ্রীল প্রভুপাদ] ১।৫

৪৯। বন্দনা-পঞ্চকম্ [শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-মহারাজস্য] ৩।৯৯

৫০। বন্যা [কবিতা] ৮।৩১৫

৫১। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা — শ্রী [শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে] ৪।১৫৫

৫২। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব — শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে [নিমন্ত্রণপত্র] ১।৩৬

৫৩। বিরহ-মহোৎসব [শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ১০ম বার্ষিকী-বিবরণ] ৯।৩৫১

৫৪। বৈষ্ণব ও ইতর-স্মৃতি [শ্রীল প্রভুপাদ] ৪।১২৪

৫৫। বৈষ্ণব-মত-পঞ্চক [শুদ্ধদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতাবাদ, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব] ৭।২৬৯

৫৬। ব্যাসপূজা-মহোৎসব — শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণপত্র] ১০।৩৯০

৫৭। ব্যাসপূজা-মহোৎসব — শ্রী [বিবরণ] ২।৭৯

৫৮। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা — সাধুসঙ্গে [নিয়মাবলীসহ নিমন্ত্রণপত্র] ৪।১৫২

৫৯। ভক্তি-অঞ্জলি — শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের শুভ প্রকটবাসরে [কবিতা] ৪।১৪২

৬০। ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি — শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীচরণ-কমলে ৩।১০৭

৬১। ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি — শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবে [কবিতা] ১০।৩৭২

৬২। ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি — শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে [কবিতা] ৪।১৮১

৬৩। ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ১০ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব [নিমন্ত্রণপত্র] ৭।৭৫

৬৪। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রীল [নিমন্ত্রণপত্র] ৫।২০৭
৬৫। ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথি—ঠাকুর [প্রভুপাদের ভাষণ] ৫।১৬৪
৬৬। ভক্তির স্বরূপ-বিবেক [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১২।৪৩৭
৬৭। ভক্তাঞ্জলি—শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিতে ২।৭৪
৬৮। ভীম ও জরাসন্ধ—শ্রী ১২।৪৪১
৬৯। মধ্বমুনি-চরিত—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদ] ২।৪২, ৩।৮৫
৭০। মানহানি ও মানদান ১১।৪১০
৭১। মোহ-নিদ্রাভিভূত জীবের ভাবনা ৯।৩৪১
৭২। রথযাত্রা-মহোৎসব— [নবদ্বীপ, চুঁচড়া ও শিলিগুড়ি মঠে] ৬।২৩৮
৭৩। রাজর্ষি ভরত ও মহাত্মা রন্তিদেব ১।৩১
৭৪। রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের সদস্য-সচিব অনাদিরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের পত্র ১১।৪২৮
৭৫। লয় ও বিক্ষেপ ১১।৪০৪
৭৬। লৌল্য (৬) [শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৮।২৮৫
৭৭। শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামী-মহারাজস্য ৩।১০০
৭৮। শ্রদ্ধাঞ্জলি—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের তিরোভাব-তিথিতে [কবিতা] ১২।৪৪৮
৭৯। শ্রদ্ধা-প্রসূনাঞ্জলি—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের [কবিতা] ৩।১০৬
৮০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [বিজ্ঞাপন] ২।৭৮
৮১। শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ-বিধি ১০।৩৮১
৮২। শ্রীমদ্ভাগবত-সার [১০ম ও ১১-১২শ অধ্যায়-বিবরণ] ৫।১৯৩, ৬।২৩৩
৮৩। সদাচার ১২।৪৪৫
৮৪। সাম্যবাদ ও সেবাবিচার ৯।৩৩৪, ১০।৩৬৭, ১১।৪১৪
৮৫। সন্দর্ভ-সার [বৎসল রস] প্রীতি—(৬০) ১।১০, (৬১) ৩।৫৫, (৬২) ৩।৯৫, (৬৩) ৪।১৩৪, (৬৪) ৫।১৭৭, (৬৫) ৬।২২৪, ৭।২৫২
৮৬। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত ব্যাখ্যান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু—পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ১।২৬, ২।৬৭, ৩।১০১, ৪।১৩৭, ৫।১৮২
৮৭। Statement about 'Shri Goudiya-Patrika, ১।৪০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩০শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ১৯ গোবিন্দ, ৪৯১ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৮৪ ; ইং ১৪।৩।১৯৭৮ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

অগ্রে কুরূণামথ-পাণ্ডবানাং
দুঃশাসনেনাহৃতবস্ত্রকেশা।
কৃষ্ণা তদাক্রোশদনন্যনাথা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১॥

যখন কৌরব-পাণ্ডবদের সম্মুখে প্রকাশ্য সভামধ্যে দুরাত্মা দুঃশাসন কৃষ্ণার অর্থাৎ দ্রৌপদীর বস্ত্র ও কেশ আহরণ (আকর্ষণ) করিতেছিল, তখন দ্রৌপদী অনন্যগতি হইয়া "হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো মধুকৈটভারে,
ভক্তানুকম্পিন্ ভগবন্ মুরারে।
ত্রায়স্ব মাং কেশব লোকনাথ,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে মধুকৈটভহন্তা! হে ভক্তানুগ্রহকারিন্! হে ভগবন্ মুরারে! হে কেশব! হে লোকনাথ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আমাকে ত্রাণ কর, ত্রাণ কর ॥২॥

বিক্রেতুকামাখিলগোপকন্যা,
মুরারিপাদার্পিতচিত্তবৃত্তিঃ।
দধ্যাদিকং মোহবশাদবোচদ্,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩॥

কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিতচিত্তা গোপকন্যা দধ্যাদি বিক্রয়মানসে মোহবশতঃ দধিদুগ্ধাদির নাম না করিয়া শুধু গোবিন্দ-দামোদর-মাধবের নাম হাঁকিয়া চলিয়াছেন ॥৩॥

উলূখলে সম্ভৃততণ্ডুলাংশ্চ,
সংঘট্টয়ন্ত্যো মুষলৈঃ প্রমুগ্ধাঃ।
গায়ন্তি গোপ্যো জনিতানুরাগা,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪॥

কৃষ্ণানুরাগিণী গোপিগণ উলূখলে মুষলদ্বারা ধান্যাদি পেষণ করিতে করিতে তৎপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া 'গোবিন্দ-দামোদর মাধব' বলিয়া গান করিতেছিলেন ॥৪॥

কাচিৎ করাম্বুজপুটে নিষণ্ণং,
ক্রীড়াশুকং কিংশুকরক্ততুণ্ডম্।
অধ্যাপয়ামাস সরোরুহাক্ষী,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৫॥

কোন কমললোচনা উভয়করপদ্মে স্থিত পলাশপুষ্পের ন্যায় রক্তিমবদন ক্রীড়াশুককে 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' অভ্যাস করাইতেছিলেন ॥৫॥

গৃহে গৃহে গোপবধূসমূহঃ,
প্রতিক্ষণং পিঞ্জরসারিকাণাম্।

স্খলৎগিরং বাচয়িতুং প্রবৃত্তো,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৬॥

প্রতিগৃহে গোপবধূগণ তাঁহাদের পিঞ্জরস্থিত সারিকা পক্ষীকে নিরন্তর 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' এই সুমধুর বুলি শিক্ষা করাইতে প্রবৃত্ত থাকিতেন ॥৬॥

পর্য্যঙ্কিকাভাজগলং কুমারং
প্রস্বাপয়ন্তোঽখিলগোপকন্যাঃ ।
জগুঃ প্রবন্ধং স্বরতালবন্ধং,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৭॥

শয্যাস্থিত স্বীয় শিশুদিগের নিদ্রাকর্ষণের জন্য সুর-তালের সহিত নিখিল গোপকন্যাগণ 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' এই প্রবন্ধ গান করিতেন ॥৭॥

রামানুজং বীক্ষণকেলিলোলং,
গোপী গৃহীত্বা নবনীতচৌরম্ ।
আবালকং বালকমাজুহাব,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৮॥

বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকে গোপবালকদের সহিত ক্রীড়াচঞ্চলদর্শনে তাহাদের মধ্য হইতে নবনীচোরকে ধরিয়া গোপী যশোদারাণী বলিতে লাগিলেন,—'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' একবার এস ॥৮॥

বিচিত্রবর্ণাভরণাভিরামে-
ইভিধেহি বক্ত্রাম্বুজরাজহংসি ।
সদা মদীয়ে রসনেঽগ্ররঙ্গে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৯॥

হে বিচিত্র-অলঙ্কার-শোভিতে সুন্দরি বদনকমলরূপিনি রাজহংসি ! মদীয় জিহ্বাগ্রে 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' বলিয়া অভিনেত্রীর ন্যায় সর্ব্বদা গীতালাপ করিতে থাক ॥৯॥

অঙ্কাধিরূঢ়ং শিশুগোপগূঢ়ং,
স্তনং ধয়ন্তং কমলৈককান্তম্ ।
সম্বোধয়ামাস মুদা যশোদা,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১০॥

মাতা যশোদারাণী গোপশিশুরূপে গূঢ়ভাবে লীলাকারী ভগবান্ লক্ষ্মী-কান্তকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্যপান করাইতে করাইতে, আনন্দসহকারে 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন ॥১০॥

ক্রীড়ন্তমন্তর্জমাত্মজং স্বং,
সমং বয়স্যৈঃ পশুপালবালৈঃ।
প্রেম্ণা যশোদা সমুদাজুহাব,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১১॥

গোষ্ঠে বয়স্য গোপবালকগণসহ ক্রীড়ারত আত্মজ সন্তান শ্রীকৃষ্ণকে মাতা যশোদা আনন্দে প্রেমভরে 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥১১॥

যশোদয়া গাঢ়মুলূখলেন,
গোকণ্ঠপাশেন নিবধ্যমানঃ।
রুরোদ মন্দং নবনীতভোজী,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১২॥

নবনীত প্রস্তুতকালে দধিভাণ্ড-ভঙ্গের ও গৃহস্থিত নবনীত মর্কটদিগকে প্রদানের নিমিত্ত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মাতা যশোদা গাভিবন্ধন-রজ্জুদ্বারা উলূখলের সহিত নবনীতভোজী কৃষ্ণকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করায়, "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিয়া ধীরে ধীরে কাঁদিতে লাগিলেন ॥১২॥

নিজাঙ্গনে কঙ্কণকেলিলোলং
গোপী গৃহীত্বা নবনীতচৌরম্।
উবাচ প্রেম্ণাস্য পিধায়নেত্রে
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণ নিজ অঙ্গনে যখন স্বহস্তকঙ্কণের সহিত ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন গোপী যশোদারাণী মাখনচোরকে ধরিলেন এবং দুই হস্তে তাঁহার পদ্ম-লোচনদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন,—"হে আমার গোবিন্দ! আমার দামোদর! আমার মাধব!" ॥১৩॥ **(ক্রমশঃ)**

বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত

বদ্ধাবস্থা ও বিবর্ত্ত

জীব বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত—এই তিনটী অবস্থায় অধিষ্ঠিত। ভগবানে এই অবস্থাত্রয় অন্বয় ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত। বদ্ধাবস্থার সত্তা ভগবান্ হইতে উদ্ভূত না হইলে তাহার স্থায়িত্ব মিথ্যা হয়। মায়াবাদী বলেন, প্রাকৃত বদ্ধাবস্থা মিথ্যা, কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, নশ্বর (অর্থাৎ কালক্ষুব্ধ)। জীব-সত্তায় বদ্ধত্ব বিবর্ত্তবাদের উদাহরণ অর্থাৎ স্থূল দেহকে দেহী-জ্ঞান বিবর্ত্তবাদ-প্রসূত ; প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানাভাবকেই বিবর্ত্ত বলে।

ভগবানের শক্তি-পরিণত ত্রিবিধ জগৎ

ভগবান্ কখনই বদ্ধ, তটস্থ বা মুক্ত হন না, আবার বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ভাবত্রয় তাহা হইতেই সম্ভূত। ভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি পরিণত হইয়া এই বদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করে। তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি পরিণত হইয়া জড়-মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রকাশ করেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থা-শক্তি পরিণত হইয়া অসংখ্য অণুচৈতন্য বা জীব প্রকটমান হন।

তটস্থ-শক্তি-পরিণত অণুচৈতন্য জীব

অণুচৈতন্য জীব তটস্থা শক্তির পরিণাম বলিয়া গোলোক বা বৈকুণ্ঠে অবস্থান কালে অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রিত। যখন জীব জড়-জগতে অবস্থান করেন, তখন তিনি বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তির অধীন। জড়-জগৎ ও বৈকুণ্ঠ উভয় ধামে জীব অবস্থান করিতে পারেন বলিয়া তিনি তটস্থ শক্তির পরিণাম। যেরূপ জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী গণিতাগত রেখাকে তট বলে, তদ্রূপ ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির অনির্ব্বচনীয় অন্তঃস্থলে তটস্থা শক্তির অধিষ্ঠান।

ভগবান্ শক্তিমান্ ও তাঁহার চারিটী বিশেষত্ব

বিভূ-চৈতন্য ভগবান্ তটস্থা শক্তিজাত নহেন। (এমন কি) তিনি যেকালে প্রপঞ্চে উদিত হন, তৎকালে তিনি তটস্থা শক্তি-পরিণত জীবের ন্যায় বদ্ধভাব লাভ করেন না। কেন না, শক্তি—শক্তিমানের অধীন এবং তদাশ্রিত শক্তি তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সর্ব্বশেমুষীসম্পন্ন আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত বেদান্তের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত মত ব্যক্ত করিতে গিয়া স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান —এই চারিটী বিশেষ সংজ্ঞায় তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবত্তা স্বরূপ

বিগ্রহ ; গোলোক, বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও তথাকার বস্তুসকল **তদ্রূপ বৈভব** বিগ্রহ ; জীব **তটস্থ** বিগ্রহ এবং **প্রধান**, অবিদ্যা ও মায়াময়। প্রধানের পরিণাম বদ্ধভাব, জীবের পরিণাম তটস্থ ভাব, তদ্রূপ বৈভবের পরিণাম মুক্ত-ধাম বৈকুণ্ঠ বা গোলোক।

জীবের অস্মিতা বিধান

ভগবান্ অন্বয়ভাবে তদ্রূপ বৈভবে লক্ষিত হন, ব্যতিরেকভাবে দেবীধামের অস্তিত্ব সম্পাদন করেন ; তটধামে অন্বয় ও ব্যতিরেকের যুগপৎ অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া জীবের অস্মিতা বিধান করেন।

তটস্থ জীবের বদ্ধাবস্থা

জীব **তটধর্ম্ম**বশতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পরিচয়ে অভিহিত হইবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট। যখন তিনি প্রকৃতির অধীন, তখন তাঁহার স্থূল শরীর ও প্রাকৃতিক জ্ঞানে লিঙ্গ-শরীর বা মন তাহার আশ্রয়দাতা। জীবের প্রাকৃত অভিমানের নাম বদ্ধাবস্থা। সজ্জনগণ বলেন জীবের কৃষ্ণস্মৃতি বিস্মরণ হইলেই জীব ইহ জগতে নিজাস্তিত্ব অনুভব করেন, বস্তুতঃ তিনি কৃষ্ণদাস। অসৎ সাম্প্রদায়িকের মতে জড়োপাধি রাহিত্যই জীবের মুক্ত স্বরূপ। তাদৃশ মায়াবাদিগণ বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের নিত্য অধিষ্ঠানে নিজ বদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং (কেবল) তটস্থ-ধর্ম্ম-বর্ণন করিয়াই বিচার নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করেন। (বস্তুতঃ) নির্ব্বিশেষবাদের বুদ্ধি-চাতুরী তটস্থ ধর্ম্মের অস্ফুট বিকাশমাত্র।

স্বরূপ ও শক্তি স্বীকার না করিয়া মায়াবাদী ভ্রান্ত

বেদান্ত-মতের সবিশেষ ব্যাখ্যায় তটস্থধর্ম্মের স্পষ্টাভিধান লক্ষিত হয়। মায়াবাদী নির্ব্বিশেষমত অবলম্বন করিয়া ভগবানের নিত্যস্বরূপ ও অনন্তৈশ্বর্য্য বিকাশিনী শক্তি লক্ষ্য করিতে না পারিয়া তদ্রূপ বৈভবের নিত্য অধিষ্ঠান ধারণা করিতে অসমর্থ হন। মায়াবাদীর ইহা আত্ম-বঞ্চনামাত্র, যেহেতু মায়াবাদীর মতে শক্তিমাত্রেই প্রাকৃত, হেয় ও কালক্ষুণ্ণ। নিত্যবদ্ধ মায়াবাদী কখনই নিত্যমুক্ত হইতে পারেন না, তজ্জন্য তিনি বিবর্ত্তবাদের আশ্রয়ে আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মিথ্যা কল্পনা করেন। আবার তাদৃশ মিথ্যা কল্পনাতে সত্য আরোপ করিয়া নিজবাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করেন।

নির্ব্বিশেষবাদীর মত খণ্ডনে শ্রীল রামানুজের দুইটী যুক্তি

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য নির্ব্বিশেষ মতের অকর্ম্মণ্যতা বুঝাইতে গিয়া দুইটী কথার অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমতঃ রামানুজ বলেন, নির্ব্বিশেষবাদীর

কল্পিতমত প্রচারে সত্যতা নাই। যদি মায়াবাদী মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার বিশ্বাস সত্য হয়, তাহা হইলে উপদেষ্টা ও উপদেশ গ্রহীতার মধ্যে ভেদ নিরস্ত হইয়াছে। **দ্বিতীয়তঃ** নির্ব্বিশেষবাদী যদি তাঁহার প্রচারিত সত্যে উপনীত হইতে না পারিয়া কতকগুলি কল্পিত মিথ্যাবাদ উপদেশ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিজ অক্ষমতাবশতঃ সত্য নিরূপণে অধিকার হয় নাই। জীবের বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয় কখনই মুক্ত রাজ্যের স্বরূপ-পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। আপনাকে বদ্ধ-বিশ্বাস করিয়া মুক্তি বর্ণন করিতে গিয়া নির্ব্বিশেষবাদ গ্রহণপূর্ব্বক তটাবস্থাকেই মুক্তাবস্থা জানিয়া ভ্রান্ত হয়। তটাবস্থায় নির্ব্বিশেষ মত অধিষ্ঠিত। মায়াবাদী তটস্থরাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত মুক্তরাজ্যে যাইতে পারেন না। সেখানে তাঁহার অস্মিতা পুনরায় মায়াশক্তির কবলে গ্রস্ত হইয়া পড়ে।

অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদের পার্থক্য প্রদর্শন

আজকাল মায়াবাদী সম্প্রদায় শ্রীমহাপ্রভুর অমল শিক্ষাকে তাহাদেরও পণ্যদ্রব্য বলিয়া প্রচার করিতেও ত্রুটী করেন না। বস্তুতঃ কেবলাদ্বৈতবাদের চিন্তা-স্রোত কখনই অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত এক নহে। অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদে জীবের বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ত্রিবিধ অবস্থান সত্য বলিয়া স্বীকৃত, কিন্তু কেবলাদ্বৈত মায়াবাদে বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয়ের নিত্য সত্যত্ব অস্বীকৃত। নির্ব্বিশেষবাদী মুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত সবিশেষের কথা জানেন না বা জানিয়াও সত্যের অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন।

অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে চিৎ ও জড়-জগতের যুগপৎ স্থিতি

সাধুগণ বলেন, ভগবৎ-সংসারে অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি। মায়াবাদী বলেন, তটস্থ লক্ষণ লাভই মুক্তি। মায়াবাদীর কল্পিত নির্ব্বিশেষ বিধি অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ স্বীকার করেন না। তিনি অবিচিন্ত্য শক্তিবলে পূর্ণৈশ্বর্য্যে নিত্য বিরাজমান অপ্রাকৃত রাজ্য অব্যাহত রাখিতে পারেন এবং তাহার অনুকরণে জীবের বদ্ধ-সংসার বা দেবী-ধামরূপ মায়াশক্তি পরিণাম যুগপৎ প্রকট করিতে পারেন। জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্ত যেমন বদ্ধ জীবের অবস্থাত্রয়, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠাবস্থান, তটস্থ শক্তিবিশিষ্ট, জীবের দেবীধামে বদ্ধসংসার গ্রহণ, অবস্থাত্রয় লাভ করা নিত্যধর্ম্ম।

—শ্রীল প্রভুপাদ

দৈন্য

শুদ্ধা ভক্তির বৃদ্ধিক্রমে আনন্দদায়ক দৈন্যের প্রকাশ

দৈন্য বৈষ্ণবের ভূষণ। দীনতাবিহীন বৈষ্ণবতা, বৈষ্ণবতার ভাণ মাত্র। ফলতঃ ভক্তিবৃদ্ধির সহিত—আনন্দ-বৃদ্ধির সহিত ভক্তের দীনতাও বাড়িয়া উঠে। জগতের সকলেই ভগবদ্বিমুখ কদাচার-রত; ভক্ত অতি শুদ্ধ, ভগবৎ-পরায়ণ, তথাপি তিনি আপনাকে ভক্তিহীন, অতি দীন মনে করেন। তিনি সর্ব্বগুণ-ধাম সর্ব্বোত্তম হইলেও, আপনাকে সর্ব্বাধম বলিয়া জানেন। এরূপ দৈন্য ভক্তের একটী অলৌকিক ভাব। তাহা আনন্দদায়ক।

ভক্তের দৈন্য কপটতা নহে—হৃদয়ের আবেশ

ভক্তের অতি দৈন্য দর্শনে কেহ কেহ সংশয় করিয়া বলিতে পারেন—"ইহা তাঁহাদের কপটতা।" এটী কিন্তু বিষম ভ্রম। শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র যখন কৃষ্ণদাস অভিমানে আপনাকে তৃণাধিক নীচ জানিয়া ভক্তগণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিতেন, "আমি বড় দীন-হীন, তোমরা আমাকে কৃপা কর"—এই কথা বলিয়া যখন কাকুতি করিতেন, তখন অতিমাত্র পাষাণ-হৃদয়ও গলিয়া যাইত, লৌহ সদৃশ চক্ষুতেও বারি দেখা দিত। সে-দৃশ্য একবার মানষ-চক্ষে দর্শন করিলে বৈষ্ণবের দীনতা, কপটতা বলিয়া বোধ হইবে না—বোধ হইবে তাহা **ভক্তের অন্তর্নিহিত ভাব, ভক্তির আবেগে সবেগে হৃদয় ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে।**

"দৈন্য"-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু

শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার প্রেম-বন্যায় জগৎ ডুবাইয়াছিলেন, শত শত পাষণ্ডের হৃদয়-মরু ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, প্রেমাবেশে মগ্ন হইয়া যিনি নিরন্তর সাত্ত্বিক ভাব-প্রাপ্ত হইয়া কখন দাস্য, কখন রোদন করিতেন, তিনি প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া কেন বলিবেন—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২।৪৫)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রেমের লেশমাত্রও নাই। তবে যে আমি তাঁহার জন্য ক্রন্দন করিতেছি, তাহা কেবল আমার সৌভাগ্য জানাইতেছি মাত্র। যদি সত্যই তাহাতে আমার প্রেম থাকিত, তাহা হইলে সেই বংশী-

বিলাসাননের শ্রীমুখ দর্শন না করিয়া আমি কিছুতেই বৃথা জীবন-ধারণ করিতাম না। অহো, কি আশ্চর্য্য দীনতা, কি মহান্ ভাব! জগৎপূজ্য গৌর-ভক্তগণও দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের **দৈন্য-কল্পিত-বসন**, দৈন্য-নমিত বদন, এবং দৈন্য-নমিত বচন—সকলই দৈন্যের চূড়ান্ত আদর্শ এবং চরম শিক্ষা।

শ্রীনাম-সাধনের উপকরণ—দৈন্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতি

পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গ জগতে শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, নাম দিয়াছেন। কিন্তু সে নাম-সাধনের প্রথম ও প্রধান উপকরণ—দীনতা। তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ (শিক্ষাষ্টক—৩)

অর্থাৎ তৃণ যেমন সর্ব্বজীব-কর্ত্তৃক পদদলিত হইলেও অকাতরে অবনত-মস্তক হইয়া থাকে, বৈষ্ণবও তদ্রূপ **সর্ব্বোত্তম হইলেও** আপনাকে সর্ব্বাধম জানিয়া, আপনাকে সকলের পূদানত হইবার যোগ্য বিবেচনায় সর্ব্বদাই **দৈন্যপূর্ণ** থাকেন।

বৃক্ষ যেমন নিজে রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়া অপরকে ছায়াদানে সেবা করে, কাঠুরিয়া তাহাকে ছেদন করিতে থাকিলেও তাহাকে ছায়াদানে কাতর হয় না, নাম-পরায়ণ বৈষ্ণবও সেইরূপ নিজে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া অন্যকে রক্ষা করেন এবং **অন্য কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলেও তাহার উপকার করিতে পরাঙ্মুখ হন না**। নিজে **অমানী হইয়া** জগতের সকলকে যথাযোগ্য **সম্মান প্রদর্শন** করেন। তিনি হরিনাম-সংকীর্ত্তনের অধিকারী।

আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজে দীনতার অভাব

ভাগ্যহীন আমরা, তাই আজকাল আধুনিক বৈষ্ণব-সমাজে আর সে' দীনতা দেখিতে পাই না। সকলেই যেন স্বীয় গুণপনা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। আমি লক্ষ নাম করি, আমি বড় শুদ্ধাচারী, আমি বড় ভক্তিমান্—ইত্যাকার অভিমান-সূচক বাক্যাবলীই যেন আজকাল বৈষ্ণবতার নিদর্শন হইয়াছে। **এখন আর সহজে দণ্ডবৎ আসে না। দুইজনে দেখা হইলে আগে 'দণ্ডবৎ করি কি না'**—এই বিচারেই প্রায় দণ্ডবতের সময় অতীত হয়। 'দণ্ডং' শেষে 'ঐ পর্য্যন্ত'। এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দেখিয়া মনে ভয় হয়, পাছে কালধর্ম্ম বৈষ্ণব-সমাজেও প্রবেশ লাভ করিল।

কপটতা পরিত্যাগ করিয়া নাম-গ্রহণের উপদেশ

আমাদের অভিমান কিসের ? মুহুর্মুহুঃ বিষম ভ্রম, প্রতিনিয়ত পদস্খলন, পদে-পদে ঘোর বিপদ্, তথাপি কিসের এ অভিমান ? যিনি নাম প্রচারিতে জগতে আসিয়া নিরন্তর নাম করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তিনি বলিতেছেন—"আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ"। আর আমরা একবার একটু 'নাম' লইয়াই ঘোর অনুরাগী হইয়া পড়িলাম। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। অতএব আর কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি! যাহা বৈষ্ণবতার নিদর্শন, শ্রীগৌরাঙ্গের আচরণ, ভক্ত-জীবনের ভূষণ—সকলে মিলিয়া আইস, **সমস্ত কপটতা পরিত্যাগ করিয়া সেই দৈন্য-অনুভবে জীবন কৃতার্থ করি।**

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী, ১০ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৬০)

বৎসলরস

এই বৎসল রসে আলম্বন—লালারূপে স্ফূর্ত্তিমান বাৎসল্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, বাৎসল্যের আধার পিত্রাদি গুরুবর্গ, তাহাতে শ্রীমন্নরাকার শ্রীকৃষ্ণই আলম্বন। গুরুবর্গের মধ্যে শ্রীবসুদেব, দেবকী, কুন্তী প্রভৃতি ভক্তাদি মিশ্রবৎসল, আর শ্রীনন্দ-যশোদা এবং তাঁহাদের সমবয়স্ক গোপগোপী প্রভৃতি শুদ্ধবৎসল। ইহাদের শুদ্ধ বাৎসল্যোপযোগী বৈদগ্ধী (পূতনা বধের পর পূতনার বক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া গোপীগণ সলিল স্পর্শ বা আচমন করিয়া নিজ অঙ্গে ও করে পৃথক-ভাবে বীজন্যাস করিলেন, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসমূহে বীজন্যাস করিলেন)।

উদ্দীপনসমূহের মধ্যে গুণ—প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় লালাভাবোচিত গুণসম্বন্ধে শ্রীশুকদেবের উক্তি—

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্॥ (ভাঃ ১০।৯।৪)

স্তন্যকাম শ্রীহরি দধিমন্থনকারিণী জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া মন্থনদণ্ড ধারণদ্বারা প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

শৈশবচাপল্য সম্বন্ধে শ্রীশুকোক্তি—

শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্রাহিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ
ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্।
গৃহ্যাণি কর্ত্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ
শেকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্ ॥ (ভাঃ ১০।৮।২৫)

শ্রীযশোদা-রোহিণীর দুইটি সন্তান (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম) অতিশয় চঞ্চল ও ক্রীড়াপর হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে শৃঙ্গী (বৃষাদি), দ্রংষ্ট্রী (কুক্কুরবানরাদি), সর্প, পক্ষী, অগ্নি, জল ও কণ্টক হইতে নিবারণ করিয়া রাখিতে কিম্বা গৃহকর্ম্ম করিতে জননীদ্বয় অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহাদের অন্তঃকরণ অনবস্থিত হইয়াছিল।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বালচাপল্য অবলোকন করিয়া সকলে শ্রীমতী যশোদার নিকট থাকিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের চাপল্যের কথা শুনিতে অভিলাষিণী ছিলেন। গোপীগণ তাঁহার নিকট বলিলেন,—তোমার কৃষ্ণ অসময়ে বৎস সকল ছাড়িয়া দেয়। আমরা ক্রুদ্ধভাব প্রকাশ করিলে কৃষ্ণ হাসিতে থাকে। দধিমাখনাদি দ্রব্য কিপ্রকারে চুরি করিতে হয় তাহা সে জানে, সেই প্রকারেই দধ্যাদি চুরি করিয়া মর্কটগণকে (বানর) খাওয়ায়, তাহারা না খাইলে ফেলিয়া দেয় এবং দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে আর দ্রব্যাদি না পাইলে শিশুগণকে কাঁদাইয়া পলায়ন করে।

এস্থলে যে গোপীগণের কথা বলা হইয়াছে তাহারা শ্রীব্রজেশ্বরীর সমবয়স্কা, আত্মীয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের পৌঢ়া ভ্রাতৃবধূ।

কৌমারকাল ছাড়া অন্য সময়ে বিনয়, লজ্জা, প্রিয়ম্বদত্ব, সরলতা, দাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে শোভা পায়, তন্মধ্যে বিনয়ের উদাহরণ—

কৃষ্ণরামৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ
ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেম্ণা সাশ্রুকণ্ঠৌ কুরূদ্বহ ॥ (ভাঃ ১০।৮২।৩৪)

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ-বলরাম উভয়ে মাতাপিতা ব্রজরাজদম্পতিকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিলেন। তখন প্রেমে তাঁহাদের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা কিছু বলিতে পারেন নাই।

ইন্দ্রযাগ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ প্রভৃতির সম্মুখে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বালক মনে করিয়াছিলেন বলিয়া সেই প্রগল্‌ভতা তাঁহাদের সুখদ হইয়াছিল। কান্তি, অবয়বসমূহের সৌন্দর্য্য, সর্ব্বসল্লক্ষণঃ

পূর্ণকৈশোর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি গুণ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে কান্তির বর্ণনা— কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ।

জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ॥ (ভাঃ ১০।৮।২১)

অল্পকালেই রাম-কৃষ্ণ জানুকর্ষণ না করিয়াই স্ববলে পদচালনা করিয়া গোকুলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাম-কৃষ্ণ পৌগণ্ড বয়স প্রাপ্ত হইলে শ্রীব্রজরাজ কর্ত্তৃক পশুপালন-কার্য্যে উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন। বাল্যক্রীড়া সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবের উক্তি—

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ
ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দ্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং
মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ॥ (ভাঃ ১০।৮।২২)

রামকৃষ্ণ উভয়ে চরণযুগল আকর্ষণ করিতে করিতে হামাগুড়ি দিয়া কুটিল-গতিতে কটি ও চরণদ্বয়ের কিঙ্কিণীনিনাদসহ মনোহররূপে বারম্বার গমন করিতেন। সেই ধ্বনিতে তাঁহাদের মানস হৃষ্ট হইত। কখন কখন ইতস্ততঃ গমনকারী লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন-চারি পদ গমন করিয়া মুগ্ধ ও প্রভীতের মত জননীসমীপে প্রত্যাগমন করিতেন।

তদনন্তর যে সময় রাম-কৃষ্ণের কৌমারলীলা ব্রজাঙ্গনাগণের দর্শনযোগ্য হইল, তখন বৎসগণের পুচ্ছধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে পুচ্ছ ধরিয়া তাঁহারা আকৃষ্ট হইতেন। তদ্দর্শনে ব্রজাঙ্গনাগণ কৌতুক-বশতঃ গৃহকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া আনন্দে হাস্য করিতেন।

অনন্তর বাৎসল্যরসের অনুভাবসকল মধ্যে উদ্ভাস্বর বর্ণিত হইতেছে। উদ্ভাস্বর অর্থে লালন, শিরোঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ, হিতোপদেশ দান। হিত-প্রবর্ত্তনার্থ তর্জ্জন, প্রলোভন জন্য বৃথা হাস্য, দুষ্ট জীবাদি হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা, তৎকার্য্যে প্রকারান্তর ভাবনা।

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—উদার বুদ্ধি নন্দ মহারাজ মথুরা হইতে আসিয়া নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন। তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

গোপীগণ নন্দভবনে আসিয়া "চিরজীবী হও" বলিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে পরস্পর হরিদ্রাচূর্ণ তৈল ও জল সিঞ্চন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীভগবানের গুণগান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবলরাম যমুনা তীরে বালকগণের সহিত যখন ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন শ্রীযশোদা দূর হইতে ডাকিয়া বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! কমলনয়ন! হে বাপ আমার এস, স্তন পান কর; আর খেলায় কাজ নাই, ক্ষুধায় শ্রান্ত হইয়াছ। এখন ভোজন করা উচিত।

লালনাদি যেসকল অনুভাবের কথা বলা হইল, সে-সকল সাধারণ বৎসলগণেরও থাকে, তবে মাতা-পিতাতে বিশেষরূপেই থাকে। মাতাপিতাতে হিতসাধনের জন্য তর্জ্জনাদি,—একদিন শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছিলেন; বালকগণের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া যশোদাকে নিবেদন করিল যে, কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে। তখন যশোদা তর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে অসংযতেন্দ্রিয়! তুমি একান্তে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছ কেন? তোমার সঙ্গীরা ও তোমার অগ্রজ একথা বলিতেছে। (ক্রমশঃ)

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

প্রকৃতি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাই,—

'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্'।

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যে-প্রকৃতি, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উহা আলোচ্য বিষয় নহে।

এক্ষণে অভিলষিত বিষয়বস্তু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রকৃতি শব্দের অর্থ বাসনা (সংস্কার), স্বভাব ও স্বরূপ। এই প্রকৃতিবিষয়ের অনুধাবন করিব। জগতে বহু জনশ্রুতি বা প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—'ইন্নত্ যায় না ধু'লে, স্বভাব যায় না ম'লে; 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি' অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠকে (কয়লা) জল বা কোন রাসায়নিক দ্রব্যদ্বারা পরিষ্কৃত করিবার শত চেষ্টা করিলেও তাহার কৃষ্ণবরণ পরিত্যক্ত হয় না। মানুষও তদ্রূপ ভগবদ্দত্ত গাত্রবর্ণ ও স্বীয় স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। আবার সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই,—

"যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাসৌ দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়াতে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্?"

অর্থাৎ যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। কুক্কুরকে যদি রাজসিংহাসনে বসিতে দেওয়া হয়, তবে সে কি চর্ম্ম-পাদুকা ভক্ষণে বিরত হয়? না, তাহা হয় না। চর্ম্মের আস্বাদন সে ভুলিতে পারে না। এক কথায় এই বলা যাইতে পারে যে, তাহার নিজ স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করে। অন্য কেহ তাহাকে স্বমত হইতে বিচলিত করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে বলিলেন, 'তুমি বলিতেছ যে, আমি আত্মীয় স্বজনের সহিত যুদ্ধ করিব না, কিন্তু জানিও তোমাকে একদিন মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে। কারণ প্রকৃতি তোমাকে অবশ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে।

পুনশ্চ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের মধ্যে উল্লেখ আছে,— সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ (গীঃ ৩।৩৩)

অর্থাৎ সকলেই নিজ নিজ স্বভাবের অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় প্রকৃতিকে নিগৃহীত করিতে চাহিলেও স্ব-স্বভাবের অনুগমন করিতে বাধ্য হয়, উহার ব্যতিক্রম হয় না।

মনে করুন, যদি একজন শিক্ষিত দরিদ্রকে কোন দস্যুদলপতি প্রতি রাত্রি সহস্র মুদ্রা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়, সে কি ঐ প্রাপ্তিযোগকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারে? কখনই পারে না। বাল্যকাল হইতে পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করিয়াছে যে, চুরি বা দস্যুবৃত্তি করা মহাপাপ, তবুও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনকে সুখী করিবার জন্য ঐ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। দারুণ অর্থ কৃচ্ছ্রতার যুগে অর্থলোভ তাহাকে বিকর্ম্মে প্রেরণা দিবে, যতই তাহার ধর্ম্ম বা নীতিজ্ঞান থাকুক না কেন। প্রকৃতি জ্ঞানলোপ করিয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহাকে পাপকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে।

সর্ব্বশেষে শ্রীমদ্ভাগবতের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইব। 'স্বভাব-তন্ত্রোহি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে (ভাঃ ১০।২৪।১৬) অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বভাবের (প্রকৃতির) অধীন হইয়া তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

অতএব সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরম করুণাময় শ্রীভগবানের প্রযোজকতায় প্রযোজ্যকর্ত্তা মানুষ (জীবমাত্রই) পূর্ব্বসংস্কার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অবশে কার্য্য করিতেছে। মহাজনের পদে দেখিতে পাই,— 'নিজ বল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।

তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

শ্রীভগবান্ একমাত্র নিয়ন্তা, তাঁহার নিয়ন্তৃত্বাধীনে চরাচর বিশ্বের প্রত্যেকেই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে।

পূর্ব্বজন্ম-সংস্কার ফলে কেহ ডাক্তার, কেহ ইঞ্জিনীয়ার, কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ সাহিত্যিক, কেহ বা কবি হইয়া সংসারে আসিতেছেন। ইঁহারা সভ্য-সমাজে শিক্ষিতের মানদণ্ডে কেহ কি নগণ্য বা মূর্খ? কখনই নহে। যিনি ডাক্তার, তিনি অস্ত্রোপচার দ্বারা বা নবাবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগে কত মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে জীবন দান করিতেছেন এবং দেহের Anatomy (শরীর ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা ও Physiology'র (শরীর-বিজ্ঞান) জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াও অপূর্ব্ব শিল্পী বা বৈদ্য যে ভগবান, তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না; যিনি ইঞ্জিনীয়ার, তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি আর কতটুকু? প্রাকৃতিক সৃষ্টির যিনি ইঞ্জিনীয়ার (যন্ত্রশিল্পী) তাঁহার সৃষ্টিকুশলতা ধারণাতীত, অক্ষজ জ্ঞানাতীত, তবুও তাঁহার পাদপদ্মে ইঁহাদের মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হইতেছে না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? আবার দেখুন যিনি কবি, তাঁহার কবিতার ছন্দে-ছন্দে, ভাব-ভাষার মাধ্যমে শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তের প্রতি কতই না প্রগাঢ়া ভক্তি 'ফলাও' করিয়া দেখাইতেছেন, কিন্তু বস্তুতঃ অন্তরে ভক্তির লেশমাত্রও নাই। লৌকিক জগতে ভাষা ও ভাব-তরঙ্গের মূর্চ্ছনায় মর্ত্ত্য-বাসীকে মুগ্ধ করিতে পারিলেও পরমাত্মার প্রীতিবিধান সুষ্ঠুভাবে হয় না। লোককে কপটতার সাহায্যে প্রতারিত করিয়া নিজেই প্রবঞ্চিত হন। প্রকৃতিই (স্বভাবই) ইহার একমাত্র কারণ। শাস্ত্রে পাই,—

"পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনম্।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম অগ্রে ধাবতি ধাবতি॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধন, বিদ্যা ও কর্ম্ম পরবর্ত্তী জন্মে অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়, দেহধারী জীবসকল তাহার অনুবর্ত্তন করে।

ইহার সত্যতা প্রমাণস্বরূপ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উক্তি:—অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্তা স্বীয় দুর্ব্বাসনাময়ী প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির অনুরূপই জ্ঞানী হইয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত দণ্ড-প্রদানের বিষয় জানা সত্ত্বেও সেই কর্ম্ম করে। সেখানে শাস্ত্রোক্ত নিগ্রহ বা দণ্ডবিষয়ে জ্ঞানিলেও সৎপ্রসঙ্গশূন্যের কি করিবে? দুর্ব্বাসনার প্রাবল্যহেতু তাহা হইতে নিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু সৎসঙ্গযুক্ত হইলে

প্রকৃতির প্রাবল্য থাকিলেও তাহাকে নিবর্ত্তিত করিতে পারে। "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" অর্থাৎ সজ্জনেরাই উহার মনের বিরুদ্ধাসক্তিকে উক্তিদ্বারা ছেদন করিতে পারেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—এইরূপ পাপ কৃত হইলে নরক-গতি ও রাজদণ্ড-প্রাপ্তি হয়, ইহা জানিয়াও এবং কুযশ বা নিন্দা হইবে এইরূপ বিবেকবান হইয়াও স্বীয় প্রকৃতির চিরন্তন পাপাভ্যাসজনিত দুঃখভারের সদৃশ বা অনুরূপ চেষ্টাই করিয়া থাকে, অতএব প্রকৃতি বা স্বভাবকে গমন বা অনুসরণ করে। অশুদ্ধচিত্ত জনগণকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এবং শুদ্ধচিত্তগণকে জ্ঞানযোগ সংস্কার ও প্রতিবোধিত করিতে পারে, কিন্তু অশুদ্ধচিত্তগণকে নহে। সেই সমস্ত পাপিষ্ঠস্বভাব ব্যক্তিকেও যদৃচ্ছাক্রমে আমার কৃপাজনিত ভক্তিযোগই উদ্ধার করিতে সমর্থ। যদুক্তং স্কান্দে—"অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তে ক্ষণাৎ নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমুচ্যতে।" অর্থাৎ হে দেবর্ষে, আপনি ধন্য, আপনার কৃপায় ক্ষণকাল মধ্যে নীচ ব্যাধও উৎপুলক হইয়া ভগবচ্চরণে রতিলাভ করিয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিবৃতি,—বিদ্বান্ পুরুষ আত্ম-অনাত্ম বিচার-পূর্ব্বক প্রাকৃত গুণ-কর্ম্মকে সহসা ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিলেই তাহার মঙ্গল হইবে—এরূপ মনে করিবে না। জ্ঞানবান হইলেও বদ্ধজীব স্বীয় বহুকালাদৃত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করিবে, সহসা নিগ্রহ করিলেই যে, প্রকৃতি পরিত্যাগ হয়, তাহা নহে। বদ্ধজীবগণ সহজেই বহুকালাভ্যস্ত চেষ্টারূপা প্রকৃতিকেই অবলম্বন করিবে। এই প্রকৃতি-ত্যাগের উপায় এই যে, সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া তদনুযায়ী কর্ম্মসকল একটু সতর্কতার সহিত করিতে থাকিবে। ভক্তিযোগলক্ষণযুক্ত বৈরাগ্য যে-পর্য্যন্ত হৃদ্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগই একমাত্র শ্রেয়ঃ পন্থা, যেহেতু স্বধর্ম্মপালন ও স্বধর্ম্ম সংস্কার উভয়ফলই যুগপৎ সম্ভব।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্তিত যে, প্রকৃতি দুরতিক্রমা হইলেও সৎসঙ্গযুক্ত হইয়া ভক্তিযোগসহকারে বৈরাগ্য অবলম্বন-দ্বারা তাহাকে নিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'কবি-হবি' ও মহারাজ 'নিমি'-সংবাদ

নিমিরাজ যজ্ঞ করে 'বিদেহ'-নগরে।
নব-ঋষি গেলা তথা হেন-অবসরে॥
প্রণাম করিয়া রাজা বসাইল আসনে।
করযোড়ে পুছে তবে বিনয়-বচনে॥
মুঞি যদি শুনিবারে হঙ যোগ্যপাত্র।
তবে সবে ভাগবত-ধর্ম্ম কহ মাত্র॥

নিমির বচন শুনি' মহামুনিগণে।
প্রশংসিয়া বোলে,—'রাজা, শুন সাবধানে'॥
'কবি' বোলে,—আমি-সবে এই মাত্র বুঝি।
যেন-তেন মতে কৃষ্ণপদযুগ ভজি॥
সবে ওই পাদপদ্ম অভয়-কল্যাণ।
মহাভয়-বিনাশন, দুঃখ-পরিত্রাণ॥
দেহ, গেহ, সুত, দার অসত্য-ধেয়ানে।
চিত্তগত উদ্বেগ বারে দিনে দিনে॥
একচিত্ত হয় কত নানা-পরকারে।
অভয়চরণ সভে দুঃখ-প্রতিকারে॥

যত যত উপায় কহিলা নারায়ণে।
মূর্খজন-পরিত্রাণ হয় যাহা হনে॥
সেই ভাগবত-ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণ পাই—কহিল নির্ণয়॥
যে-ধর্ম্ম আশ্রয় কৈলে নহে পরমাদ।
যে-ধর্ম্মে থাকিলে কিছু নহে বিঘ্নপাত॥
এ-ধর্ম্ম আশ্রয় করি' মুদিত-নয়নে।
সুপথ তেজিয়া করে কুপথে গমনে॥

শ্রুতি, স্মৃতি দুই শাস্ত্র—বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলে বলি—কাণা এ-ব্রাহ্মণ॥
দুই না থাকিলে 'অন্ধ' বলি যে তাহারে।
হেন বিপ্র হয় যদি, তথাপি না পড়ে॥
হেন ভাগবত-ধর্ম্ম ঈশ্বরের বাণী।
ইহাতে সংশয়-বুদ্ধি করে কেহো জানি॥
যে-যে কর্ম্ম করে যেবা কায়-মন-চিত্তে।
সহজ-স্বভাবে কিবা করে বুদ্ধিগতে॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ-বাক্য-অহঙ্কারে।
লৌকিক, বৈদিক কর্ম্ম যেবা যত করে॥
সকল করিব জীব কৃষ্ণে সমর্পণ।
ঈশ্বরে কহিল—এই ভাগবত-ধর্ম্ম॥
'ঈশ্বর ভজিলে কিবা আছে প্রয়োজন?
জ্ঞান হৈলে হয় সব বিপদ-খণ্ডন॥'
'হেন যদি বল, রাজা, কহিব তোমারে।
কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো সংসার না তরে॥
ঈশ্বরবিমুখ জনে হয় দেবমায়া।
'তুঞি-মুঞি'--ভেদবুদ্ধি করে দেহ পাঞা॥
তা'থে শত্রু-মিত্র হয়—এ-সব কল্পনা।
তবে শোক, দুঃখ, ভয়, অশেষ-ভাবনা॥
'মুঞি দেহ'—হেন হয় বুদ্ধি-বিপর্য্যয়।
তে-কারণে হয় তা'র নানা দুঃখ-ভয়॥
যাঁহার মায়ায় হয় এত বিড়ম্বন।
এ-বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজে বুধজন॥
'গুরু সে ঈশ্বর, আত্মা' করয়ে ভাবনা।
কৃষ্ণ-গুরু এক করি' করে উপাসনা॥

দুই হেন বস্তু নাহি বিচার করিতে।
যেন স্বপ্নে মনোরথ মিলয়ে ভাবিতে ॥
এ-সব সকল দেখ মনের বিলাস।
মন নিরোধিলে সব ভয় যায় নাশ ॥
এ-সব দুর্গম-পথ ভজন-শকতি।
তে-কারণে কহি রাজা, সুগম-ভকতি ॥
কৃষ্ণের মঙ্গল-কর্ম্ম-জনম-চরিত।
শুনিব শ্রবণ ভরি' যে হয় পণ্ডিত ॥
উচ্চস্বরে নাম-গুণ করিব কীর্ত্তন।
লাজ, ভয় পরিহরি' করে পর্য্যটন ॥
মনের আসক্তি ছাড়ি' রহে যথা-তথা।
সে-জন বৈষ্ণব, রাজা, জানহ সর্ব্বথা ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, ব্রত, সঙ্কল্প যাহার।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে চিত্ত দ্রবয়ে তাহার ॥
উচ্চস্বরে হাসে, ক্ষেণে করয়ে রোদন।
উচ্চস্বরে গায়, ক্ষেণে ঘন গরজন ॥
উনমতবত নাচে লোকবাহ্য হৈয়া।
লোক-বেদ, লাজ-ভয় সব তেয়াগিয়া ॥
আকাশ, পবন, বহ্নি, মহী, জ্যোতি, জল।
নদ-নদী, তরুগণ, পর্ব্বত, সাগর ॥
সকল কৃষ্ণের তনু জানিবে গেয়ানে।
প্রণাম করিব সব বিনয়-বিধানে ॥
যদি বল, বহু-জন্ম তপোযোগ করি'।
এমত দুর্ল্লভ-জ্ঞান লভিতে না পারি ॥
কেবল কীর্ত্তন-মাত্রে হেন দিব্যজ্ঞান।
এক জন্মে হয় এত, না হয় প্রমাণ ॥
হেন যদি বোল রাজা, কহিব মরমে।
ভজিতে থাকুক, মাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনে ॥

ভক্তিযোগ-অনুগত তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরে।
বিষয়-বৈরাগ্য তিন বাঢ়ে এককালে॥
ভোজন করিতে যেন গরাসে গরাসে।
তুষ্টি-পুষ্টি হয় যেন, ক্ষুধাও বিনাশে॥
এইরূপে কৃষ্ণপদ ভজিতে ভজিতে।
বিষয়ে বৈরাগ্য হয় ভকতি সাধিতে॥
অনুভব তত্ত্বজ্ঞান করয়ে উদয়।
তবে শান্তিরস পাঞা শান্ত হৈয়া রয়॥

নিমিরাজা বলে—'শুন, মহাযোগিগণ!
কিরূপ ভক্তের চিহ্ন, কি তাঁ'র লক্ষণ?
কি বোলে, কি করে তাঁ'রা কি ধর্ম্ম আচার?
'হরি' বোলে,—"শুন রাজা কহিএ তোমার॥

সর্ব্বভূতে আত্মভাব, এক নারায়ণ।
সব ভগবানে বৈসে দেখয়ে যে-জন॥
ভাগবতোত্তম এই জানিহ নিশ্চয়।
ভকত-মধ্যম তবে করিব নির্ণয়॥

ঈশ্বরে করয়ে প্রেম, ভকতে মিত্রতা।
দীন-হীন-জনে কৃপা, বিপক্ষে ত্যাগিতা॥
এই সে জানিহ রাজা, ভকত-মধ্যম
প্রাকৃত-ভক্তের শুন, কহিএ লক্ষণ॥

প্রতিমাতে পূজে কৃষ্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
ভক্তজন না পূজে ঈশ্বর-বুদ্ধি ধরি'॥
প্রাকৃত-ভকত তা'থে জানিব বিদিতে।
ত্রিবিধ ভকত, রাজা, কহিল সাক্ষাতে॥

———

পরমহংস—প্রতিষ্ঠিত। তিনি বালকের আকারে, বৃদ্ধের আকারে বা স্ত্রী-পুরুষ—যে কোন আকারে, ম্লেচ্ছকুলে বা ব্রাহ্মণকুলে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। দুনিয়ার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মাপকাঠি-দ্বারা পরমহংসকে মাপা যায় না। গুরুদেবের উপর গুরুগিরি চলে না, কেবল তাঁহার বাণীর সেবানুগত্য-দ্বারাই তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি হয়।

বর্ণাশ্রমে লিঙ্গ বা চিহ্নের ধারণ বলিয়া একটি ব্যাপার আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের দ্বারা পরিচিত হন। কিন্তু এই লিঙ্গ বা চিহ্নই সর্ব্বস্ব নহে, অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থের ভিক্ষাবৃত্তিরূপ লিঙ্গ (ভাঃ ১১।১৮।২৫), গৃহস্থের বৈধ স্ত্রীর সহিত বাস (ভাঃ ১১।১৮।৪৩), ব্রহ্মচারীর উপনয়ন, গুরুকুলে বাস ও বেদাধ্যয়নাদি বাহ্য চিহ্ন মাত্র। 'সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্' (ভাঃ ১১।১৮।৪৩) অর্থাৎ সকলের পক্ষে আমার উপাসনাই একমাত্র উদ্দেশ্য—এই মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবল লিঙ্গ বা চিহ্ননিষ্ঠা দৈববর্ণাশ্রমের বিচার নহে, ইহা সাধারণ স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণও স্বীকার করিয়াছেন।

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে॥ (মনু ৪।২০০)

চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়া তত্তচ্চিহ্ন গ্রহণপূর্ব্বক তত্তদ্‌বৃত্তি-দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপাপে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। অত্রিও বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ (অঃ সং ৩৭২)

যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ব্যক্তি বেদ বা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত হয়।

এইসকল প্রমাণ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, লিঙ্গনিষ্ঠা-মাত্র বর্ণাশ্রমের লক্ষণ নহে। অবশ্য বর্ণাশ্রমের ব্যভিচার উপস্থিত হইলে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য অধোক্ষজ-বিষ্ণুসেবা হইতে ভ্রষ্ট হইলে লিঙ্গ বা চিহ্নকেই 'সর্ব্বস্ব' বলিয়া স্থাপন করিবার একটা যুক্তি ও স্পৃহা বদ্ধজীবগণের মধ্যে স্বাভাবিকী হইয়া উঠে। উহা শ্রীমদ্ভাগবতের "বেণুর্ভির্ন ভবেদ্‌যতিঃ" (ভাঃ ১১।১৮।১৭), 'বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি' (ভাঃ ১২।২।৩) অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ-বর্ণ-নির্ণয়ে সূত্ররূপ চিহ্নই কারণ হইবে, শমদমাদি গুণোপেত বিষ্ণুসেবা-প্রবৃত্তি

কারণ হইবে না' এবং 'লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তিকারণম্' (ভাঃ ১২।২।৪) অর্থাৎ 'ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুর্ব্বিধ আশ্রমের পরিচয় বিষয়ে ও এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর স্বীকার-বিষয়ে দণ্ড, অজিন প্রভৃতি চিহ্নসমূহই একমাত্র কারণ-স্বরূপ হইবে' প্রভৃতি শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অদৈব-বর্ণাশ্রমের মধ্যে লিঙ্গই সর্ব্বস্ব ও মুখ্য এবং অধোক্ষজ-বিষ্ণু-সেবা মৌখিক, কপটতাপূর্ণ ও লোকের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপের কৌশলমাত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অতএব যাঁহারা অধোক্ষজ-সেবাভিলাষী নিষ্কিঞ্চন ভাগবত-পরমহংসের আনুগত্যে দৈববর্ণাশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারে যেন লিঙ্গকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান না করা হয়। অবরকুলোদ্ভূত ব্যক্তিবিশেষ হরি-ভজন-স্পৃহা প্রদর্শন করায় আচার্য্য তাঁহাকে 'তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ' বাক্যের মর্য্যাদা স্থাপনের জন্য এবং ভজনকারীকে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসের আনুগত্য-ময় চিহ্নে চিহ্নিত করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তিনি যদি আচার্য্যসেবার অভিনিবেশ হইতে বিক্ষেপ-বশতঃ মনে করেন যে, বরকুলের সহিত সমান আসন প্রাপ্তি বা সামাজিক উন্নতি লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম, তাহা হইলে তাঁহার বিচার এই কর্ম্মমার্গের শুক্রশোণিতের অন্তর্গত বিচারে আবদ্ধ থাকিল এবং বৈষ্ণবকে কর্ম্ম-মার্গীয় বরকুলের অন্তর্গত বস্তু মাত্র বিচার করায় তচ্চরণেও অপরাধ ঘটিল। আবার বরকুলে আবির্ভূত ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, অবরকুলে আবির্ভূত আচার্য্যের কৃপালব্ধ ভজনকারী ব্যক্তি তাঁহা হইতে নিম্ন, তিনি ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়া বৈষ্ণব হওয়ায় সোনার সহিত সোহাগার মিলন হইয়াছে আর অবর-কুলোদ্ভূত আচার্য্যের কৃপালব্ধ ভজনকারী ব্যক্তি কাংস্য হইয়া কথঞ্চিৎ কাঞ্চনত্ব লাভ করিলেও তাঁহার সহিত সোহাগার সম্মেলন নাই—সুতরাং তিনি অপেক্ষাকৃত নিম্ন, তাহা হইলে ঐরূপ বিচার কর্ম্মমার্গেরই অন্তর্গত বিচার-বিশেষ ও ভজনোন্নতির প্রতিবন্ধক অপরাধময় চিন্তাস্রোত।

সেরূপ আশ্রম-সম্বন্ধেও যদি গৃহস্থের উপর ব্রহ্মচারীর বা ব্রহ্মচারীর উপর গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী, কিংবা গৃহস্থের উপর সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীর উপর গৃহস্থ প্রভুত্ব কামনা করেন অর্থাৎ কেবল লিঙ্গ-মাত্র লইয়া মারামারি করেন, তাহা হইলে সেরূপ বিচারও দৈব-বর্ণাশ্রমের বিচার হইবে না, তাহা কর্ম্মমার্গীয় আসুর-বর্ণাশ্রমের বিচারের অন্তর্গত হইয়া পড়িবে। সাধারণ বিচারে গৃহস্থ হইতে সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ, ভুক্তবৈরাগী অপেক্ষা অভুক্ত বৈরাগী শ্রেষ্ঠ, বৈধস্ত্রীগামী গৃহস্থ

অপেক্ষা বীর্য্যধারণকারী ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সন্ন্যাসী গৃহস্থের উপর প্রভুত্ব করিবেন বা গৃহস্থকে ব্রহ্মচারী শিক্ষা দিবেন,—এই সকল বিচার সম্পূর্ণ আধ্যক্ষিক ও কর্ম্মমার্গীয় বাহ্যলিঙ্গগত বিচার। ইহাদের মূলে অধোক্ষজ-সেবাভিলাষী পরমহংসের আনুগত্যময় সেবার বিচার নাই। দৈববর্ণাশ্রমের বিচার ঐরূপ নহে, তথায় লিঙ্গকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করা হয় না, পরমহংসানুগত্যের তারতম্যকেই সমস্ত বিচারের নিকষ পাথর বলিয়া স্বীকার করা হয়। বাহ্য লিঙ্গে কেহ সন্ন্যাসীই থাকুন, গৃহস্থই থাকুন কিম্বা বানপ্রস্থ অথবা ব্রহ্মচারীই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আশ্রয়-বিগ্রহের ও বিষয়-বিগ্রহের অহৈতুকী সেবায় কাহার অকপট অকৃত্রিম অনুরাগ কতটা বেশী, তাহাই সে-স্থলে লক্ষের বিষয়। সে-স্থানে আশ্রয়-বিগ্রহের অনুগত সম্প্রদায় একজনের উপর আর একজন প্রভুত্বকামী হইবেন না, সকলেই আশ্রয়-বিগ্রহের অনুগত হইয়া, তাঁহার মূল কীর্ত্তনের দোহার হইয়া একতানে আশ্রয়-বিগ্রহের ও বিষয়-বিগ্রহের সেবার অনুশীলন করিবেন। আশ্রয়-বিগ্রহের যে বিষয়-বিগ্রহ অর্থাৎ 'আমার প্রভুর প্রভু যে মহাপ্রভু', তাহাই আমার উপাস্য; কিন্তু "আমার মহাপ্রভু" বা "আমার গৌরাঙ্গ" নহে। "আমার প্রভুর যে মহাপ্রভু" 'আমার গুরুদেবের যে গৌরাঙ্গ', 'আশ্রয়-বিগ্রহের যে বিষয়-বিগ্রহ', তাহাই আমার উপাস্য; কিন্তু যেখানে আমার উপাস্য বিষয়-বিগ্রহ হইবে, সেস্থলেই অভক্তি বা অদৈব-প্রবৃত্তি। যে বর্ণাশ্রমে 'আমি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পরিতোষণ করিব'—এইরূপ কপটতাময় বিষ্ণুতোষণের মৌখিক আড়ম্বরমাত্র আছে, তাহা অদৈব বর্ণাশ্রম। আর যেস্থলে অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবাভিলাষী পরমহংসের অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহের অনুশীলনের কথা আছে, তাহাই দৈব-বর্ণাশ্রম। আশ্রয়-বিগ্রহের যে বিষয়-বিগ্রহ, সেই বিষয়-বিগ্রহের সুখের চেষ্টা যেস্থলে নিরন্তর প্রকাশিত, তাহাই মঠ। ইহাই দৈববর্ণাশ্রমের নিগূঢ় তত্ত্ব। বিষ্ণু হইতে স্বরূপশক্তি বিয়োগ বা বিচ্ছেদ করিলে সেই বস্তুটি চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা বা নির্গুণ ক্লীব-বাদ—যাহা আসুর বর্ণাশ্রমের শেষ পরিণতি। আসুর বর্ণাশ্রমিগণও অনেক সময় বিষ্ণুপুরাণের— "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা, নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

—শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের বিষ্ণু (?) কর্ম্মফল বাধ্য, কল্পিত, ভোগ্যবস্তু! বিষ্ণু কখনও ভোগ্যবস্তু হন না, তিনি এক অদ্বিতীয় ভোক্তা, আর সকলেই তাঁহারই ভোগ্য, বিষ্ণুপুরাণের ঐ শ্লোকের বিষ্ণু—অধোক্ষজ বিষ্ণু।

প্রত্যেক পাঞ্চরাত্রিককে দৈববর্ণাশ্রমের অন্তর্গত হইতেই হইবে ; কিন্তু আমরা ভাগবতমার্গীয় অর্থাৎ ঐকান্তিক নিষ্কপট নামানুশীলনপর কার্য্যকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত করিতে পারি না। আসুর-বর্ণাশ্রম হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্যই দৈববর্ণাশ্রম। দৈববর্ণাশ্রমী সন্ন্যাসী যেন মনে না করেন যে, নামানুশীলনপর ও সম্পূর্ণ শরণাগত অথচ বাহ্যচক্ষে যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তি হইতে তিনি বড়। নামানুশীলনপর প্রকৃত ভজনানন্দীর সামান্য কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে পারিলে ঐরূপ শতশত দৈববর্ণাশ্রমী সন্ন্যাসীও ধন্যাতিধন্য হইতে পারেন ; কারণ অকৈতব ভগবদ্ভজনই সেই সন্ন্যাসীরও আদর্শ।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় গৃহস্থ-আশ্রম পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। জোর করিয়া পরিত্যাগ করিলেও মঙ্গল হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গী গৃহব্রত বা গৃহমেধী হইতে হইবে, তাহাও নহে। অনর্থযুক্তকে অনুকূল সৎসঙ্গ ও পরমহংসের সঙ্গ লাভ করিতে হইবে। আবার গৃহস্থের পোষাকেও পরমহংস অবস্থান করিতে পারেন। কাহারও প্রকৃতি ভজনপর পুরুষাভিমান আছে কি না—ইহাই তাঁহার পরমহংসের মাপকাঠি। পরমহংস অকিঞ্চন অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরণাগত।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় গৃহস্থ থাকাই সমীচীন মনে করিয়া যদি দেহাসক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে গৃহব্রত-ধর্ম্মই প্রবল হইয়া যাইবে। গার্হস্থ্যের ন্যায় ব্রহ্মচারিত্ব, সন্ন্যাসিত্ব, বনচারিত্বও সেবাপ্রবৃত্তিকে যাহাতে আবরণ না করে তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঐ আবরণ উপস্থিত হইলেই বিদ্ধা ভক্তির ও নানা প্রকার মৎসরতার বা দাম্ভিকতার উদয় হইবে।

দম্ভ ও মৎসরতা ভ্রাতা ও ভগ্নীর ন্যায় অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ। ব্রহ্মচারী গৃহস্থের উপর মৎসরতা প্রকাশ করিলে কিম্বা গৃহস্থ ব্রহ্মচারীর উপর মৎসর হইলেও কিম্বা সন্ন্যাসী মৎসর ও দম্ভপরায়ণ হইলে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন হইবে না।

একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অপরাধ করিলে গৃহব্রত বা তথাকথিত গৃহস্থ থাকিবার প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হয়। মদনমোহনই সমস্ত ইচ্ছার মালিক। যে-স্থলে আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্রা, সে-স্থলেই সংসার। প্রতিমুহূর্ত্তেই অপ্রাকৃত মদনমোহনের যে নবনবায়মান কামোৎসবের ইচ্ছা হইতেছে, তাঁহার সেই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা properly adjust করিতে হইবে।

মদনমোহনের ইচ্ছার সহিত যাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে adjusted হইয়াছে, তিনিই পরমহংস, তিনিই অকিঞ্চন।

পরমহংসের আনুগত্য যতটা অধিক হইবে, ততটা বর্ণাশ্রম-নিষ্ঠার প্রতি ক্রমে ক্রমে ঔদাসীন্য উপস্থিত হইবে, কিন্তু অকাল-পক্কতা বা কোনপ্রকার বাভিচার উপস্থিত হইবে না। বর্ণাশ্রমের গতি বহুদূর পর্য্যন্ত নহে; তাহা আমাদিগকে কৃষ্ণলোকে লইয়া যাইতে পারে না। অথচ অনর্থযুক্তাবস্থায় বর্ণাশ্রম ত্যাগ করাও যায় না, করিলে নিশ্চয়ই পাপ হইবে। পরমহংসের সাহচর্য্যে যতটা অধোক্ষজসেবার গুরুত্ব উপলব্ধি হইতে থাকে, ততটা অকিঞ্চনতার প্রতি আকর্ষণ উপস্থিত হয়। তখন অধোক্ষজ-সেবকের এতটা গুরুত্ব উপলব্ধি হয় যে, অধোক্ষজ-সেবারহিত দৈক্ষ্য জন্মেও ধিক্কার উপস্থিত হয়।

এইসকল কথা বুঝিতে ভুল করিলে আবার অনর্থযুক্তগণের নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইয়া থাকে। কলিযুগে দৈক্ষ্যজন্মের দ্বারাই বর্ণাশ্রম সিদ্ধ হয়। কলিযুগে আগমপঞ্চরাত্রের পথই প্রশস্ত।

অনেকে গৃহস্থাশ্রমকে নিরাপদ্ মনে করেন, কিন্তু তাহার দায়িত্বের কথা চিন্তা করেন না। আপাতভোগসিদ্ধি নিরাপদ্ অবস্থা নহে। দৈববর্ণাশ্রমী গৃহস্থের 'আমার কন্যার কি হইবে, আমার পুত্রের কি হইবে'—এইরূপ বিচারের প্রাবল্য নাই; 'তাঁহারা হরিভজন করিতেছেন কি না'—কেবল-মাত্র এই দৃষ্টিরই প্রাবল্য আছে। যে-স্থলে পুত্র বা কন্যা অথবা আত্মীয়স্বজন অধোক্ষজ-সেবার অনুকূল নহে, মনে মনে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেই হইবে; নতুবা গৃহব্রত হইয়া যাইতেই হইবে। 'মনে মনে পরিত্যাগ করা' অর্থ তাহাদের প্রতি আসক্তি ও মোহের পরিত্যাগ,—তাহাদের প্রতি ক্রোধী হইয়া বাতিরেকভাবে তাহাদের প্রতি অত্যাসক্ত হওয়া নহে। যাহারা অনুকূল নহে, তাহাদের কথা 'চুপ্ চুপ্' করিয়া ধামাচাপা দিয়া রাখা বা বৈষ্ণবগণ পাছে সকল গুপ্ত কথা জানিতে পারেন, গোপনে তাহাদিগের অন্যায় কার্য্য চালাইতে দাও, আমি তৎপ্রতি অনাসক্ত'—এইরূপ কপটতা থাকিলে গৃহস্থাভিমানীরও দৈববর্ণাশ্রম হইতে চ্যুতি অনিবার্য্য। তাহাকে দুইদিন পরেই হউক বা পূর্ব্বেই হউক, অভক্তিপর স্মার্ত্তের ক্রীতদাস হইয়া যাইতে হইবে। (**ক্রমশঃ**)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

একদিন মহাপ্রভু পরমানন্দভরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া ভট্টাচার্য্যের সঙ্গেই তাঁহার ভবনে আগমন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসন প্রদান করিয়া স্বয়ং অপর একটী আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

সার্ব্বভৌম—কৃষ্ণচৈতন্য! বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। আপনি নবীন সন্ন্যাসী; সুতরাং আপনার নিরন্তর বেদান্ত-শ্রবণ করা উচিত।

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥"

মহাপ্রভু—আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। আপনি আমাকে যে উপদেশ করিবেন, তাহাই আমি পালন করিব।

মহাপ্রভুর এই বাক্যে সার্ব্বভৌম বিশেষ আনন্দিত হইয়া মহাপ্রভুকে বেদান্ত-শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। 'বেদান্ত' বলিতে লোকে পূর্ব্বে বাদরায়ণ-সূত্রের শঙ্কর-প্রণীত শারীরক-ভাষ্যকেই জানিত। সূত্রকর্ত্তা বাদরায়ণ স্বয়ং তাঁহার সূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, কিম্বা সাত্বত আচার্য্যগণ যে-সকল ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনেকেই অজ্ঞ ও উদাসীন ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও শঙ্কর-বেদান্তের পীঠস্থান বারাণসীর সন্ন্যাসীগণের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদান্তের প্রকৃত ভাষ্য এবং বেদান্ত-জিজ্ঞাসার চরম ফলস্বরূপ শ্রীভাগবত বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক জগতে সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই সকল লীলা করিয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্রমাগত সাত দিন শঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ী বেদান্ত-শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ভাল-মন্দ কিছুই না বলিয়া মৌনভাবে তাহা শ্রবণ-মাত্র করিতে থাকিলেন। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

সার্ব্বভৌম—কৃষ্ণচৈতন্য! আপনি আজ সাত দিন ধরিয়া বেদান্ত-শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু আপনার মুখে ভাল-মন্দ কোন মতামতই এ পর্য্যন্ত বাহির হইল না। আপনি একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আপনি বুঝিতেছেন, কি না বুঝিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিতেছি না।

মহাপ্রভু—ভট্টাচার্য্য! আমি অত্যন্ত মূর্খ; আপনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তাই আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রবণ করিতেছি। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য শ্রবণ মাত্র করি। কিন্তু আপনি যে অর্থ করিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।

সার্ব্বভৌম—ভাল, আপনি যদি না-ই বুঝেন, তাহা হইলে বুঝিবার জন্য পরিপ্রশ্ন করা উচিত; পরিপ্রশ্ন ব্যতীত কখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু আপনি কেবল শ্রবণ করিয়া মৌনী থাকেন। আপনার হৃদয়ে কি আছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।

মহাপ্রভু—ব্যাস-সূত্রের অর্থগুলি বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া মন বড়ই বিকল হয়। সূত্রের সংজ্ঞা শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যং চ 'সূত্রং' সূত্রবিদো বিদুঃ॥"

ব্যাস-সূত্রে সূত্রের এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্র-বোধ ব্যাখ্যান-সাপেক্ষ। ব্যাখ্যান পঞ্চ-লক্ষণ-বিশিষ্ট।

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিঃ বিগ্রহো বাক্য-যোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥"

পদচ্ছেদ অর্থাৎ ব্যাখ্যাতব্য-বাক্যের মধ্যে যে-সকল বাক্য সম্মিলিত-ভাবে আছে, সেগুলিতে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করা; পদার্থোক্তি—যে পদের যেরূপ অর্থ, তাহা প্রকাশ করা; বিগ্রহ,—সেই বাক্যে কোন সমাস থাকিলে তাহার বাক্য রচনা করা; বাক্য-যোজনা,—অন্বয়মুখে বাক্য রচনা করা এবং আক্ষেপ-সমাধান,—কোন আপত্তি, আশঙ্কা বা দোষের সম্ভাবনা থাকিলে তাহার সমাধান, মীমাংসা বা নিরসন করা—ব্যাখ্যানের এই পঞ্চ লক্ষণ।

এই ব্যাখ্যান আবার বৃত্তিতে সংক্ষেপে এবং ভাষ্যে সবিস্তারে আলোচিত হইয়া থাকে। ভাষ্যের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

যে গ্রন্থে সূত্রানুসারি-পদসমূহ-দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত-পদসমূহও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাই "ভাষ্য" নামে অভিহিত।

সূত্রের ভাষ্য সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু আপনি যে ভাষ্য বলিতেছেন, তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ না করিয়া প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিতেছে। আপনার কথিত ভাষ্য সূত্রের মুখ্য-অর্থ ব্যাখ্যা না করিয়া কল্পিত গৌণার্থ-দ্বারা মুখ্যার্থকে আচ্ছাদন করিতেছে।

সার্ব্বভৌম—আপনি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এখন দেখি পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছেন! 'মুখ্যার্থ' বলিতে আপনি কাহাকে নির্দ্দেশ করেন?

মহাপ্রভু—উপনিষদ্-বাক্যসমূহের যে মুখ্য-অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজ-কৃতসূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়িয়া আপনি গৌণার্থ কল্পনা করিলেন। অভিধা-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া মুখ্য অর্থ হয়; কিন্তু অভিধাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা-দ্বারা কল্পিতার্থ করিতেছেন।

সার্ব্বভৌম—আপনি কাহাকে মুখ্য-প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন?

মহাপ্রভু—ভট্টাচার্য্য! আমার বা আপনার রুচি-অনুসারে কোন বস্তুকে স্বীকার বা অস্বীকারই যে "প্রমাণ" বলিয়া গণিত হইবে, তাহা নহে। কারণ, মানবগণ স্বভাবতঃ ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী; সুতরাং অচিন্ত্য-অলৌকিক বস্তু স্পর্শের অযোগ্য। তাহাদের প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ নিরন্তর দোষযুক্ত। অতএব প্রত্যক্ষ-অনুমান প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ-মধ্যে পরিগণিত হয় না। অনাদি-সিদ্ধ-পুরুষ-পরম্পরাপ্রাপ্ত সার্ব্বলৌকিক অলৌকিক-জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃত-বচন-লক্ষণ বেদ-বাক্যই সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন বস্তুর বিজ্ঞানলাভেচ্ছু-পুরুষের পক্ষে একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতি-বাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেখুন, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু 'শঙ্খ' ও 'গোময়' তন্মধ্যে গণিত হইয়া শ্রুতি-বাক্য-বলে মহা পবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে তাহাকে অনুমানের অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়।

সার্ব্বভৌম—ভাল, আপনি 'অভিধা' ও 'লক্ষণা'র কি লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন?

মহাপ্রভু—শব্দ-কদম্ব শ্রবণমাত্রেই যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা শব্দের অভিধাবৃত্তি হইতে হইয়া থাকে। যেমন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—এই কথা শুনিবামাত্রই প্রতীত হয় যে, "কৃষ্ণচন্দ্রই স্বয়ং ভগবান্"; অপরদিকে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" অর্থাৎ গঙ্গাতে ঘোষ-পল্লী—এই শব্দের অভিধা-ক্রমে-প্রাপ্ত অর্থ প্রসিদ্ধ হয় না, কারণ জলপ্রবাহে ঘোষ-পল্লী অবস্থিতি থাকিতে পারে

না বলিয়া লক্ষণা-শক্তি-দ্বারা গঙ্গাতীরে ঘোষ-পল্লী বুঝিতে হয়। সহজ অর্থকে 'অভিধা' বলা যায়। যে স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন, সেখানে অভিধা-শক্তির কার্য্য চলে না। সহজে স্বাভাবিক অর্থ হয়—এরূপ স্থলেই অভিধা কার্য্য করে। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন,—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।" অভিধাবৃত্তি দ্বারা এই বেদ-বাক্যের যখন ন্যায়-সিদ্ধ অর্থ পাওয়া যাইতেছে, তখন আচার্য্য শঙ্করের সহিত 'শ্যাম' শব্দের "হার্দ্দ-ব্রহ্মত্ব" কেন অনুমান করি? মুক্ত পুরুষেরা স্বভাবতঃ শ্রীশ্যামসুন্দরের যুগল উপাসনা করিয়া থাকেন; তাহাই এই বেদ-বাক্যের সিদ্ধ অর্থ।

সার্ব্বভৌম—লক্ষণা বহু প্রকারের; সুতরাং লক্ষণামাত্রেই অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বে কার্য্যকরী নহে, ইহা বলা যায় না।

মহাপ্রভু—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরূঢ়া, আধুনিকা প্রভৃতি যত প্রকার লক্ষণাই থাকুক না কেন, সকল প্রকার লক্ষণাই অধোক্ষজ-বস্তু-নির্ণয়ে কোন কার্য্য করে না; বরং উহারা তাহাতে নিযুক্ত হইলে ভ্রম জন্মাইয়া দেয়।

সার্ব্বভৌম—আপনি দেখি বিপরীত বাক্য বলিতেছেন। জগদ্‌গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, অনির্দ্দেশ্য-তত্ত্বে অভিধা-বৃত্তি কার্য্য করে না, অতএব সেখানে লক্ষণা-দ্বারাই বেদার্থ নির্ণয় করা উচিত।

মহাপ্রভু—শ্রীগৌড়-পূর্ণানন্দ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। শব্দ-শক্তি-বিচার ইহাই নির্ণীত আছে যে, যেস্থলে অভিধা অঙ্গীকৃত হয় না, সেখানে লক্ষণার স্থল নাই। যেখানে গ্রাম নাই, সেখানে সীমার তর্ক কেন? জনক ব্যতীত পুত্রোৎপত্তি কিরূপে হয়? বিতর্ক এই যে, অনির্ব্বচনীয়-বস্তুতে যখন অভিধা-দ্বারা শব্দ কার্য্য করে না, তখন অভিধার সহায় স্বরূপ লক্ষণা কি করিবে? অতএব লক্ষণাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপ্ত-বাক্যের অভিধা-শক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত-বস্তু অন্বেষণ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির কার্য্য। ব্যাস-সূত্রের অর্থগুলি স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যের অপ্রতিরুদ্ধ নির্ম্মল কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান; কিন্তু স্ব-কপোল-কল্পিত-ভাষ্য-মেঘ-খণ্ড তাহা লোক-লোচনের নিকট আচ্ছাদিত করিয়াছে।

সার্ব্বভৌম—আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য অর্থই সূত্র-কারে বেদান্তে নিবদ্ধ হইয়াছে; আচার্য্য শঙ্কর সেই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপনি ভাষ্যের নিন্দা করিয়া কি পরোক্ষ-ভাবে শ্রুতিকেই নিন্দা করিতেছেন না?

মহাপ্রভু—বেদ এবং তদনুগত পুরাণ-সমূহ ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহনত্বাচ্চ ব্রহ্ম"। ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্ব-ধর্ম্ম-বশতঃ পরমেশ্বর লক্ষণে লক্ষিত হন। বৃহদ্ বা পরিপূর্ণ বস্তুতে জীব স্ব-কপোল-কল্পনা বশে কোন শক্তির অভাব লক্ষ্য করিলে পরমেশ্বরের পরিপূর্ণতা বা বৃহত্ত্ব অস্বীকার করা হইল। ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতার সহিত দর্শন না করিলে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে, আর তাঁহাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতার সহিত দর্শন করিলে সেই বৃহদ্-ব্রহ্ম-বস্তুই স্বয়ং ভগবদ্রূপে প্রকাশিত হন। অতএব 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'—ইঁহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ-ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রী-সংযুক্ত, সুতরাং তিনি নিত্য সবিশেষ; তাঁহাকে 'নিরাকার' বলিয়া আখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। অপিচ, সর্ব্বৈর্য্যপূর্ণ ভগবানের নিরাকারত্ব অর্থাৎ সত্বের অভাব যুক্তি-বিরোধী। বিচিত্র-শক্তিক্রমে ভগবান্ একইকালে সর্ব্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মেতর পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য।

"আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্ত্তামূর্ত্তপ্রভেদতঃ।
অমূর্ত্তস্যাশ্রয়ো মূর্ত্তো মূর্ত্তানন্দেঽচ্যুতো মতঃ॥
অমূর্ত্তঃ পরমাত্মা চ জ্ঞানরূপঞ্চ নির্গুণঃ।
স্ব-স্বরূপশ্চ কূটস্থো ব্রহ্ম চেতি সতাং মতম্॥
অমূর্ত্তমূর্ত্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ববিচারতঃ।
ভেদস্তু কল্পিতো বেদৈর্মণিতত্তেজসোরিব॥"

সার্ব্বভৌম—আপনার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে শ্রুতি-বাক্যের সহিত অসঙ্গতি হয়। শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম—"অপাণিপাদ", 'অচক্ষু', 'অকর্ণ'; আর আপনি যে-সকল প্রমাণ উদ্ধার করিলেন, তাহা পুরাণ ও স্মৃতি-শাস্ত্রাদির প্রমাণ। আমরা শ্রুতির মুখ্য প্রমাণ অস্বীকার করিয়া পুরাণাদির গৌণ-প্রমাণ-বাক্য-সমূহ স্বীকার করিতে পারি না। উক্তও হইয়াছে, শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিকেই গরীয়সী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

রাজর্ষি ভরত ও মহাত্মা রন্তিদেব

পূর্ব্বকালে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এতদূর সদাচারপরায়ণ ও স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, তাঁহাকে লোকে 'রাজর্ষি' বলিত। আমরা অধুনা যে-বর্ষে বা দেশে বাস করিতেছি এই স্থানের নাম পূর্ব্বে অজনাভ ছিল। মহারাজ ভরত রাজা হইবার পর ভরতের নামানুসারে ইহার নাম ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। রাজর্ষি ভরত নির্দ্দিষ্টকাল রাজত্ব করিয়া হরি আরাধনা করিবার জন্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলেন এবং পুলহাশ্রমে গমনপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আশ্রমটী সরিদ্বরা গণ্ডকী নদীর উপকূলে বিরাজিত ছিল। ঐ নদীতে শ্রীনারায়ণশীলা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইত। এমন পবিত্র স্থানে ভরত বাস করিতেন। সেই পুলহাশ্রমের উপবনে ত্যাগী ভরত একাকী থাকিয়া বিবিধ কুসুম, কিসলয়, তুলসী, জল এবং ফলমূলাদির উপহার-দ্বারা নিবিষ্ট-চিত্তে ভগবানের আরাধনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধ সংযত বিষয়াভিলাষরহিত, উপরত ও শান্তভাবে সেই স্থানে বিরাজ করিয়া সর্ব্বদা ভগবদারাধন-তৎপর ছিলেন। ক্রমে তাঁহাতে এরূপ ভগবৎসেবানুরাগলক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল যে, তাঁহাতে কম্প-অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসমূহ লক্ষিত হইতে থাকিল। একদিন তিনি গণ্ডকী মহানদীতে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক তটিনীর কূলে উপবেশন করিয়া 'প্রণব' জপ করিতেছিলেন। এমন সময় একটী গর্ভবতী হরিণী পিপাসিতা হইয়া জলপানেচ্ছায় সেই জলাশয়ের সমীপে আগমনপূর্ব্বক জলপানে রত হইলে অদূরে একটী সিংহ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। একে হরিণীর হৃদয় স্বভাবতঃ ব্যাকুল, তাহাতে আবার নির্জ্জন-উপবনে প্রতিধ্বনিত লোকভয়ঙ্কর সিংহনিনাদ চকিতস্বভাবা হরিণীকে যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলা করিয়া তুলিল। তখনও পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই, হরিণী সচকিতনেত্রে প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ উল্লম্ফনপূর্ব্বক নদী উল্লঙ্ঘন করিতে উদ্যতা হইল। এইরূপ চেষ্টায় হরিণীর গর্ভপাত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। দীনা হরিণীর গর্ভস্থ শাবকটী নদীর স্রোতে পড়িয়া গেল। ভগবদারাধনারত ভরত নদীতীরে বসিয়া এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। এমন কোন্ পাষাণহৃদয় আছে, এমন কোন্ প্রাণী 'মানুষ' নাম ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছেন, যাহার হৃদয় এইরূপ চিত্রে বিগলিত না হয়! ভরতেরও তাহাই হইল। ভাগবত-প্রবর ভরত হরিণ শাবকটীকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবদারাধনা হইতে বিরত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—"নূনং হ্যার্য্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণসুহৃদ এবম্বিধার্থে

স্বার্থানপিগুরুতরানুপেক্ষন্তে।"—(ভাঃ ৫।৮।১১—)উপশমশীল আর্য্য সাধুগণ দীনজনের সুহৃদ্, তাঁহারা দীনব্যক্তিকে দয়া করিবার জন্য আপনাদের গুরুতর অর্থও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচার করিয়া ভরত মাতৃপিতৃহীন নিঃসহায় হরিণশাবকটীকে স্রোত হইতে উদ্ধার করিয়া পরম যত্নে উহার সেবা করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি ভরত শুদ্ধ ভগবদারাধনার জন্য দুস্ত্যজ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, গৃহসুখ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনী হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভগবৎসেবার জন্য প্রবল হইতে প্রবলতর পিপাসা না জাগিয়া দরিদ্রতায় বা জীবে নারায়ণ বুদ্ধি হইল! প্রকৃতিতে ঈশ্বরবুদ্ধি হইল! প্রকৃতিদেবীও সময় বুঝিয়া ভরতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন। ভরত ভগবচ্চরণে প্রাকৃতবুদ্ধি করাতে হরিসেবা হইতে বিচ্যুত হইলেন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি অদ্বয়তত্ত্ব-শ্রীভগবানের সেবামাধুরী উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দ্বিতীয়বস্তু প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত হইয়া বিচার করিলেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"

হরিণ অর্থাৎ মায়াই তখন তাঁহার ঈশ্বর হইয়া পড়িল। তিনি হরিসম্বন্ধজ্ঞান হারাইলেন। মায়াকে ঈশ্বরী করিয়া ভরত পতিত হইলেন। 'মৃগ' ভাবিতে ভাবিতে দেহান্তে ভরতের মৃগ-শরীর প্রাপ্তি ঘটিল।

রাজর্ষি ভরত ভগদ্ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতিবশতঃই তাঁহার ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। তিনি মায়াবাদীর ন্যায় চিরাপরাধী ছিলেন না। মায়াবাদিগণ যে প্রকার নারায়ণে দারিদ্রতা অর্থাৎ ভগবানে মায়ার আরোপ করিয়া থাকেন অথবা ভগবানের নিত্য চিদ্বিলাসকে অনিত্য ও মায়িকজ্ঞান করিয়া থাকেন ও নির্ব্বিশেষ আত্মবিনাশকেই শ্রেষ্ঠপদবী বলিয়া কল্পনা করেন, ভগবদ্ভক্ত ভরত সেইরূপ বিচারক ছিলেন না। কেবল দুষ্কৃতিবশতঃ তাঁহার সাময়িক বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার হৃদয় মায়াবাদী ও নির্ভেদজ্ঞানীর ন্যায় নাস্তিকতা দ্বারা বজ্রসম কঠিন ছিল না। তাই ভাগবত ভরত কিছুকাল পরে তাঁহার দুষ্কর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন,—কি কষ্ট! আমি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। আমি যে জন্য সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পুণ্যারণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রবণ, মনন, সংকীর্ত্তন, আরাধনা, অনুসরণ প্রভৃতি ভক্তিযোগে অভিনিবিষ্টচিত্তে ক্ষণকালও বৃথা ক্ষেপণ না করিয়া

বহুকালে সর্বভূতাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে যে মন স্থাপিত ও স্থিরিকৃত করিয়াছিলাম তাহা সেই মৃগশাবকের সঙ্গে ভগবান্ হইতে একেবারে নিঃসৃত হইয়া আসিয়াছে অহো! আমি কি মূর্খ! (ভাঃ ৫।৮।৩২-৩৩)

আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এই ভরতের চরিত্র-চিত্র হইতে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, "যাঁহারা নিত্য কৃষ্ণদাস জীবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল তাহাদের দৈহিক উপকার বা শুশ্রূষাদি করিবার জন্য ব্যস্ত হন, কিম্বা যাঁহারা "আগে দৈহিক উপকার, পরে ভগবানের সেবা"—এইরূপ বিচার করিয়া জীব-সেবা, সমাজ-সেবা, পরোপকার প্রভৃতির ছল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সংসার-দশাই প্রাপ্ত হন্। এইরূপ উপদেষ্টৃগণ দ্বিতীয়াভিনিবেশে অভিনিবিষ্ট, অসদ্-বস্তুতে আসক্ত সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ। উহাদের সঙ্গ করিলে ভগদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া জীবের নাস্তিকতা বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা নিজদিগকে যতই 'আস্তিক' মনে করুন্ না কেন, দেশের, সমাজের হিতৈষী ভাবুন্ না কেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ ভগবদ্ভক্তিপথের পরম অন্তরায়। যাঁহারা ভগবৎসেবা-পরায়ণ, তাঁহারাই যথার্থ পরোপকারী। তাঁহাদের মত জীবে দয়ার্দ্র আর কেহই নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেইরূপ পরোপকার করিবার জন্যই সমগ্র জীবকুলকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার॥"

শ্রীল বাসুদেব ঠাকুর সেই দয়ার আদর্শই দেখাইয়াছেন—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

পরদুঃখদুঃখী শ্রীল সনাতন প্রভুই প্রকৃতপক্ষে জীবের জন্য ব্যাকুল—

বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভস্পুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥ (শ্রীজীব)

শ্রীশ্রীজীবের উপদেশ শ্রবণ করিলেই জীব চিদ্বিলাস ভগবৎসেবা এবং ভগবৎপ্রেমরূপ পরমধন লাভ করিয়া দারিদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন—

"তত্র সাধকানাং যত্তু যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন ইত্যাদৌ তদন্যোপাসনানাং পুনরুক্তমুপলক্ষ্যতে তৎ পুনঃ কেবলস্বতন্ত্রতত্তদ্দৃষ্টোপাসনানামেব অত্র তু

তত্তদধিষ্ঠানক-ভগবদুপাসনামেব বিধীয়তে। তদাদরাবশ্যকত্বঞ্চ তৎসম্বন্ধেনৈব সংপাদ্যতে। তচ্চান্যত্র ঝটিতি রাগদ্বেষবিশ্লেষার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব কেবলাভূতানুকম্পয়া ভগবদর্চ্চনং ত্যক্তমতো ভরতস্যান্তরায়ঃ।" (ক্রঃ সন্দর্ভ ৩।২৯।২৯)

অপরদিকে আর একটী চরিত্র দর্শন করুন। পূর্ব্বকালে রন্তিদেব নামক একজন নরপতি ছিলেন। তিনি মহাবদান্য ও দানশীল মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ভরতের ন্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি একজন বৈষ্ণবগৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার বিত্ত নিরন্তর সদ্ব্যয়ে নিযুক্ত ছিল। তিনি স্বয়ং উপবাসী থাকিয়াও অপরকে সর্ব্বদা বিষ্ণুনৈবেদ্য-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। সময়ে সময়ে এমন হইত যে, ঐ নরপতি সমুদয় বিতরণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া সপরিবারে উপবাসী থাকিতেন। এমন কি জলমাত্র পান না করিয়াও তাঁহার মাসাধিককাল গত হইত। তিনি প্রাণিনির্ব্বিশেষে সকলকে শ্রীহরির অশেষ শ্রীমহাপ্রসাদ-দ্বারা তাঁহাদের আত্মার নিত্য কল্যাণ বা ভক্ত্যনুখী সুকৃতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা ছিল—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎপরমাষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিল দেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥ (ভাঃ ৯।২১।১৮)

—আমি ভগবানের সমীপে যোগীদের কথা অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধিসমন্বিত গতি অথবা জন্মান্তররহিত মুক্তি এ সকল কিছুই কামনা করি না। আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যেন জীবের দুঃখের ভোক্তৃরূপে দেহির অন্তঃস্থিত হইয়া তাহাদের সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হই, যাহাতে আমা হইতে জীবের ভগবদ্বিমুখতা-রূপ সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হয়, তাহাই আমার প্রার্থনা। রন্তিদেবের এতাদৃশ পরদুঃখে আর্দ্র-হৃদয় দর্শন করিয়া তাঁহার ধৈর্য্য-পরীক্ষার্থ বিষ্ণুমায়া তাঁহার নিকট বহু বহু ব্রহ্মাদি দেবগণেরও লোভনীয় পদ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ রন্তিদেব সেই সমস্তের প্রতি দূর হইতে দণ্ডবৎবিধানপূর্ব্বক নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে চিত্তসংলগ্ন করিয়াছিলেন,—

"স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্॥" (ভাঃ ৯।২১।১১)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু রাজর্ষি ভরত ও মহারাজ রন্তিদেবের চরিত্রদ্বয় দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ভরত স্ত্রী-পুত্র-রাজ্য-গৃহকর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও কেবল জীবের দৈহিক কষ্ট নিবারণের জন্য কারুণ্য প্রদর্শন করাতে ভগবৎসেবা

হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন আর মহারাজ রন্তিদেব সর্ব্বজীবকে বাসুদেব সম্বন্ধীয় দর্শন করিয়া শ্রীভগবৎপ্রসাদ-দ্বারা ভগবৎসেবক-সূত্রে তাহাদের আত্মার কল্যাণ বিধানে এবং আনুষঙ্গিকভাবে তাহাদের ব্যবহারিক দুঃখ বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিয়া মায়া অতিক্রম করিয়াছিলেন। এমন কি ব্রহ্মাদি দেবতার বাঞ্ছিতপদ, যোগিগণের বাঞ্ছিত অনিমাদি সিদ্ধি বা কৈবল্য-সুখও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি ঐ সকল বস্তুকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিক ভক্তিবিশিষ্ট ছিলেন এবং জীব-গণকে ভগবৎসম্বন্ধি বস্তুজ্ঞানে তাহাদের আত্মার কল্যাণ বিধান করিবার জন্য বিষ্ণুপ্রসাদ-দ্বারা তাহাদের তৃপ্তিসাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ কার্য্য 'বাসুদেব-সম্বন্ধসহিত' হওয়াতে ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আর রাজর্ষি ভরতের কারুণ্য-চেষ্টা কেবল 'ভূতানুকম্পা'-মাত্র হওয়াতে উহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ মায়ার কার্য্য হইয়া তাঁহাকে ভজন হইতে পাতিত করিয়াছিল—

"কেবলজীবকারুণ্যং খলু বিঘ্নায় ভবতি ভরতবৎ। যো মোক্ষদানাদরঃ সোঽপি তৎকারুণ্য-বিভাবনময় ভক্তিকৃতা।" (ক্রমসন্দর্ভ ৯২১।৫-৮)

দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্তব্যক্তিগণের ভ্রমাত্মক উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনারা নাস্তিকতাকে আবাহন করিবেন না। নারায়ণে দরিদ্রতা আরোপ করিবেন না। ভগবান্‌কে মায়ার সহিত মিশাইবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করিবেন না। শাস্ত্র বলিয়াছেন, এইরূপ ভগবচ্চরণে অপরাধী ব্যক্তিগণ জগতের নিকট জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনারা নিরন্তর অচ্যুতের সেবায় নিযুক্ত থাকুন। বৃক্ষমূলে জল-সেচন করিলে পত্র-পুষ্প-শাখা-প্রশাখা সমস্তই সঞ্জীবিত ও কুসুমিত হইয়া আপনাদিগকে অমৃতফল প্রদান করিবে। প্রাণে আহার প্রদান করুন। আপনাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ থাকিবে। আপনারা নিখিলজীবকে ভগবৎ-সম্বন্ধে দৃষ্টি করুন। ভাগবতভক্তগণকে কায়মনোবাক্যে সেবা করুন। ভগবদ্ভক্তি এবং ভক্তে উদাসীন জীবগণকে স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস জানিয়া মহাপ্রসাদ নির্ম্মাল্য, হরিকথাকীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের সুকৃতি উৎপাদন করুন। কোন না কোন দিন তাঁহাদের শুভদিনের উদয় হইবে। তাঁহারা যথার্থ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবেন।

শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ
শক্তিগড়, জগন্নাথ ঘাট
পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১৬শে বৈশাখ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ (ইং ১০ই মে, ১৯৭৮ খৃঃ) বুধবার, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথি-উপলক্ষে শিলিগুড়ি সহরস্থ সমিতির অন্যতম শাখা শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদ-পদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ** এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাদেবীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে ২৬শে বৈশাখ, বুধবার হইতে ২৮শে বৈশাখ, শুক্রবার (ইং ১০।৫।৭৮ হইতে ১২।৫।২৭) পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনাদি সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির ও বিভিন্ন মঠের প্রসিদ্ধ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যগণ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। **দৈনন্দিন বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।** ইতি—১১ই ফাল্গুন, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ; ইং ২৬।২।৭৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—অনুষ্ঠান-সূচী—

২৫শে বৈশাখ (ইং ৯।৫।৭৮), **মঙ্গলবার** —

শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা—প্রাতঃ ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত

অধিবাস—সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত

কীর্ত্তন—সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত।

২৬শে বৈশাখ (১০।৫।৭৮), **বুধবার** —

মঙ্গল আরতি—প্রাতঃ ৪টায়

সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচরিতামৃত পাঠ—প্রাতঃ ৬টা হইতে ৭-৩০টা পর্য্যন্ত

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—প্রাতঃ ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত

প্রসাদ বিতরণ—দ্বিপ্রহর হইতে বৈকাল ৩টা পর্য্যন্ত

সন্ধ্যারতি—সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত

ধর্ম্মসভা—রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত।

২৭শে বৈশাখ (১২।৫।৭৮), **বৃহস্পতিবার**—

মঙ্গলারতি, নগর সঙ্কীর্ত্তন ও পাঠ-কীর্ত্তন—প্রাতঃ ৪টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত

সন্ধ্যারতি ও ধর্ম্মসভা—সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত

ছায়াচিত্রে গৌরলীলা—রাত্রি ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত।

২৮শে বৈশাখ (১২।৫।৭৮), **শুক্রবার** —

মঙ্গলারতি, নগর সঙ্কীর্ত্তন ও পাঠ-কীর্ত্তন—প্রাতঃ ৪টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত

সন্ধ্যারতি ও ধর্ম্মসভা—সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত

ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলাদি—রাত্রি ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত।

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের** নিকট উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

গৌড়ীয়ের ত্রিংশ-বর্ষ

আশ্রয় ও বিষয়ভেদে গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃতত্ব

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" শুভ ত্রিংশ-বর্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রাকৃত কাল-গণনায় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিনটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে এইরূপ আংশিক বিচার নাই। তথায় নিত্য-বর্ত্তমান-কালই প্রচলিত; কারণ সেব্য, সেবক ও সেবা নিত্য হওয়ায় লীলারও নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। আশ্রয়-বিষয়ভেদে 'শ্রীগৌড়ীয়' নিত্যলীলানুরক্ত। —"নিতাই-এর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য"; ইহাই গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের সেবার পুনরাবৃত্তিমুখে জয়গান

একোনত্রিংশ-বর্ষে শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শ্রীপত্রিকা তাঁহাদের অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠজনকে হৃদয়-গুহায় লুক্কায়িত রাখিয়া-ছিলেন। তাঁহারই শুভেচ্ছা লইয়াই তাঁহার মর্ম্মবাণী জগদ্বাসীর নিকট একবর্ষকাল প্রকাশ ও প্রচার করিতে কার্পণ্য করেন নাই। গুরু-গৌড়ীয় "মা বদ সত্যমপ্রিয়ম্"—এই "তুম্ভি চুপ হাম্ভি চুপ" নীতি বা সুবিধাবাদের প্রশ্রয়দাতা না হইয়া অকৈতব বাস্তব-সত্যের কথা অচৈতন্য বিশ্বে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। শ্রীপত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধাদিই তাহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। সৎ-এর সহিত অসতের compromise (মিলন) কোনদিনই হইতে পারে না—যেরূপ জড়বাদীর সহিত আত্ম-কল্যাণকামীর কখনও মিলন সম্ভব নয়। জগতের নাস্তিক-সম্প্রদায়ই আসুরিক চিন্তায় মসৃগুল, তাহারা দুনিয়ার ছোট-বড় সকলকে অস্বীকার করাই চরম বাহাদুরী বলিয়া মনে করেন। আত্মম্ভরিতা, ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য গভীরভাবে তাহাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া থাকে; সামগ্রিক বা আত্যন্তিক মঙ্গল-চিন্তা তাহাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব? গৌড়ীয়ের করুণা-বিতরণশীল উজ্জ্বল কিরণ কখনই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবার নয়—"উলূকে না দেখে যেছে সূর্য্যের কিরণ।"

অপ্রাকৃত লেখনীই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গললাভের হেতু

বিগত বর্ষে প্রকাশিত "গৌড়ীয় দর্শনের ইতিবৃত্ত ও বৈশিষ্ট্য"-নামক দার্শনিক প্রবন্ধ সুধী পাঠকবর্গকে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছে। "তত্ত্ববিবেক বা সচ্চিদানন্দানুভূতি"ও দার্শনিক জগতে তুলনাহীন অবদান বা বৈশিষ্ট্য; দ্বাদশ বৈষ্ণব-মহাজনাদির অপ্রাকৃত ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত প্রভৃতিও প্রকাশিত হইতেছে। "বিশ্বমিলনে শ্রীচৈতন্যদেব" প্রবন্ধে তাঁহার অবদান বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তুলনামূলক আলোচনাগুলিও বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী। এতদ্ব্যতীত পৌরাণিক আখ্যায়িকা এবং প্রশ্নোত্তর-মূলক প্রবন্ধাদিও পাঠকবর্গের রুচিকর হইয়াছে সন্দেহ নাই।

নিত্যযুক্তগণের উপদেশ-নির্দ্দেশ সর্ব্বকালেই গ্রহণীয়

শ্রীপত্রিকায় বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

অপ্রাকৃত লেখনী-প্রসূত তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপূর্ণ প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের জন্য অনেকেই বিশেষ অনুরোধ করায় ঐগুলি ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইতেছে। সময়ান্তরে পৃথক্ গ্রন্থকারে ঐসকল দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধগুলি প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। ইহাতে শ্রীপত্রিকার পুরাতন ও নূতন গ্রাহকবর্গ এবং সুধী পাঠকবর্গ সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন।

মহাপুরুষগণের লেখনীতেও জীবের অশেষ কল্যাণ-চিন্তা

আজকাল অনেকেই উপন্যাস ও নাটকাদি পাঠে অভ্যস্ত। পারমার্থিক অপ্রাকৃত সাহিত্যিক মহাজন গোস্বামীবর্গ, এমনকি 'সপ্তম গোস্বামী' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও স্বয়ং 'প্রেম-প্রদীপ'-নামক পারমার্থিক উপন্যাসাদি রচনা করিয়া ঐরূপ পাঠকবর্গের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরাও শ্রীপত্রিকায় পারমার্থিক নাটক প্রকাশের প্রয়াস পাইতেছি। আমরা বিশ্বাস করি,—"মহাজনের বিচারই প্রকৃত পথ", এবং তাহাতেই জীবের অশেষ কল্যাণ নিহিত আছে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ বা বিবর্ত্তবাদের আশ্রয়—আত্মঘাতের তুল্য; আত্মকল্যাণকামী জীবের তাহা কখনই অবলম্বনীয় নয়।

সমন্বয়বাদী ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদী—সকলেই নাস্তিক

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদী ও চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী—দুই একই গোষ্ঠিভুক্ত। সমন্বয়-বাদী যথেচ্ছাচারী; তাহারা সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাবের একাকারত্ব দেখিতে চাহেন। গীতা-ভাগবত এইরূপ অযৌক্তিক বিচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। মানবের ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই। শাস্ত্রে শুদ্ধভক্তি ও শ্রীভগবৎপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। ভোগবাদ ও ভক্তি এক নহে। নির্ব্বিশেষবাদ কল্পনাপ্রসূত—স্ব-পর-বঞ্চনাবিশেষ নাস্তিকতাবাদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের মায়াবাদ-খণ্ডন

মায়াবাদ ও অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও ষড়্গোস্বামীর শিক্ষা নহে। ইহাঁরা সকলেই অভক্তি-মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। মায়াবাদকে বিদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হয়। "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান"—নশ্বর দেহ কখনই আত্মপদবাচ্য হইতে পারে না। দেহাত্মবাদীর ত্রিতাপযন্ত্রণাই লাভ হয়। জীব ব্রহ্মৈকবাদী—নাস্তিক পাষণ্ডী। মূর্খ ও পাপীগণই এইরূপ উদ্ধত জীবকে বহুমাননা করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকালে, বিশেষতঃ তাঁহার লীলাসঙ্গোপনের পর এইরূপ বহুমুখী নাস্তিকতা ও আসুরিক-ভাব জগৎকে আক্রমণ করিয়াছিল। যদি ষড়্গোস্বামী ও শ্রীরূপানুগ সারস্বত গৌড়ীয় গুরুবর্গ এ ধরায় না আসিতেন, তবে অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন এই জগতের কি দুর্দ্দশা হইত, তাহাই চিন্তার বিষয়। আমরা গৌড়ীয় গুরুবর্গের জয়গান-পূর্ব্বক আমাদের নব-বর্ষের বক্তব্য সমাপন করিতেছি। তাঁহারা সর্ব্বদা আমাদিগকে কলির বিবিধ উৎপাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন্—ইহাই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সকাকু প্রার্থনা।

FORM- IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in a month.

3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari, Bhakti-Bandhav.
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba,
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address—Shri Devananda Goudiya Math.
Tegharipara, P.O.—Nadadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who own the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/-Nabajogendra Brahmachari

Dated—25. 2. 78. Signature of Publisher.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩০শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২১ বিষ্ণু, ৪৯২ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৮৪ ; ইং ১৪।৪।১৯৭৮ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদম্‌

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্‌

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্‌]

গৃহে গৃহে গোপবধূকদম্বাঃ
সর্ব্বে মিলিত্বা সমবায়যোগে !
পুণ্যানি নামানি পঠন্তি নিত্যং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৪॥

শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোপবধূগণ স্ব-স্ব-গৃহে একত্র মিলিত হইয়া মনোযোগ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধবা'দি পবিত্র নাম নিত্য পাঠ করেন ॥১৪॥

মন্দারমূলে বদনাভিরামং
বিম্বাধরে পূরিতবেণুনাদম্।
গো-গোপ-গোপীজনমধ্যসংস্থং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৫॥

যাঁহার মুখমণ্ডল মনোমুগ্ধকর এবং যিনি কদম্ববৃক্ষতলে ধেনু-গোপ-গোপীগণে পরিবৃতা হইয়া শোভমান; তাঁহার বিম্বফলসদৃশ অধরাস্থিত বেণু হইতে 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধব' এই নামসকল ধ্বনিত হইতেছে ॥১৫॥

উত্থায় গোপ্যোঽপররাত্রভাগে
স্মৃতা যশোদাসুতবালকেলিম্।
গায়ন্তি প্রোচ্চৈর্দধি মন্থয়ত্যো
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৬॥

নিশান্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া গোপীগণ যশোদাসুত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণ করতঃ দধি-মন্থনকালে 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধব' এই নাম উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে থাকেন ॥১৬॥

জঘ্নোঽথ দত্তো নবনীতপিণ্ডো
গৃহে যশোদা বিচিকিৎসয়ন্তী।
উবাচ সত্যং বদ হে মুরারে
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৭॥

একদিন গৃহে পূর্ব্বসঞ্চিত নবনীত নিজে অল্প ভক্ষণ করিলেন এবং কিয়দংশ বানরগণকেও দিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দিগ্ধচিত্তা মাতা যশোদা পুত্রকে বলিলেন,—হে মুরারে! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! সত্য করিয়া বল নবনীত কোথায়? কে ভক্ষণ করিয়াছে? ॥১৭॥

অভ্যর্চ্চ্য গেহং যুবতিঃ প্রবৃদ্ধ
প্রেমপ্রবাহা দধি নির্ম্মমন্থ।
গায়ন্তি গোপ্যোঽথ সখীসমেতা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৮॥

প্রেমাপ্লুতহৃদয়ে মাতা যশোদা গৃহ পরিষ্কৃত করিয়া দধি মন্থন করিতে বসিলেন। এমন সময় গোপীগণ সখীপরিবেষ্টিত হইয়া 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধব' এই নাম গান করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

ক্বচিৎ প্রভাতে দধিপূর্ণপাত্রে
নিক্ষিপ্য মন্থং যুবতী মুকুন্দম্ !
আলোক্য গানং বিবিধং করোতি
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৯॥

কোন এক প্রাতঃকালে যশোদাদেবী দধিপূর্ণপাত্রে মন্থনদণ্ড নিক্ষেপ করিতে যাইবেন, এমন সময় শয্যোপরি বালক মুকুন্দের উপর দৃষ্টি পড়িল। দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে বিহ্বল হইয়া 'ও আমার গোবিন্দ', আমার 'দামোদর', আমার 'মাধব' বলিয়া গান করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

ক্রীড়াপরং ভোজনমজ্জনার্থং
হিতৈষিণী স্ত্রী তনুজং যশোদা
আজুহবৎ প্রেমপরিপ্লুতাক্ষী
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২০॥

প্রেমবিভোরলোচনা হিতাকাঙ্ক্ষিণী মাতা যশোদা বয়স্যগণসহ ক্রীড়ারত পুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন,—হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! স্নান ও ভোজন কর্‌বে, এস ॥২০॥

সুখংশয়ানং নিলয়ে চ বিষ্ণুং
দেবর্ষিমুখ্যা মুনয়ঃ প্রপন্নাঃ।
তেনাচ্যুতে তন্ময়তাং ব্রজন্তি
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২১॥

শ্রীনন্দগৃহে সুখে শায়িত বিষ্ণুকে (কৃষ্ণকে) দর্শন করিয়া নারদাদিপ্রমুখ মুনিগণ তদীয় চরণে শরণাগত হইলেন এবং 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' বলিতে বলিতে অচ্যুত ভগবানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন ॥২১॥

বিহায় নিদ্রামরুণোদয়ে চ
বিধায় কৃত্যানি চ বিপ্রমুখ্যাঃ।
বেদাবসানে প্রপঠন্তি নিত্যং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২২॥

শ্রেষ্ঠ বিপ্রগণ অরুণোদয় সময়ে শয্যাত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বেদপাঠ করতঃ 'গোবিন্দ—দামোদর—মাধব' নাম নিত্য প্রকৃষ্ট-রূপে পাঠ করেন ॥২২॥

বৃন্দাবনে গোপগণাশ্চ গোপ্যো
বিলোক্য গোবিন্দ-বিয়োগখিন্নাম্।
রাধাং জগুঃ সাশ্রুবিলোচনাভ্যাং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৩॥

শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দবিরহ-কাতরা শ্রীমতী রাধারাণীকে দর্শন করিয়া গোপ-গোপিগণ 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!' বলিয়া সাশ্রু-নয়নে গান করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

প্রভাতসঞ্চারগতা নু গাব-
স্তদ্ রক্ষণার্থং তনয়ং যশোদা।
প্রাবোধয়ৎ পাণিতলেন মন্দং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৪॥

প্রভাতকালে ধেনুগণ বনগমনে উদ্যত হইলে তাহাদিগকে রক্ষার জন্য নিদ্রিত কৃষ্ণকে যশোদাদেবী করতলের মৃদু আঘাতে জাগরিত করিয়া বলিতেন,—"হে আমার গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! গাভীগণকে চরাইতে যাও বাবা!" ॥২৪॥

প্রবালশোভা ইব দীর্ঘকেশা
বাতাম্বুপর্ণাশন-পূতদেহাঃ।
মূলে তরূণাং মুনয়ঃ পঠন্তি
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৫॥

বায়ু, জল, পত্রভুক্ত পবিত্রদেহ ও প্রবালরত্নবর্ণ দীর্ঘ জটাধারী মুনিগণ তরুতলে বসিয়া "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" নাম পাঠ করিয়া থাকেন ॥২৫॥

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৬॥

শ্রীকৃষ্ণাসক্তচিত্তা ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণবিরহে সাতিশয় কাতর হইয়া লোক-লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিয়া সুস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন ॥২৬॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীমধ্বমুনি-চরিত

(জন্ম, দেশ ও কাল)

দেশের পারিপার্শ্বিক পরিচয়

উত্তরে হিমালয় এবং অন্য দিক্‌ত্রয়ে সমুদ্রবেষ্টিত ভূখণ্ডে ভারতবর্ষ। ভারতের মধ্যদেশে বিন্ধ্যগিরি অবস্থিত। বিন্ধ্যের উত্তরাংশ আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণভাগ দাক্ষিণাত্য নামে প্রসিদ্ধ।

দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বাচল ও পশ্চিমাচল নামে দুইটী গিরি-শ্রেণী বিরাজমান। পশ্চিমাচলকেই সংস্কৃত ঐতিহ্যে 'সহ্য-পর্ব্বত' বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই সহ্য গিরিমালার পশ্চিমে তিনটী প্রদেশ আছে। বোম্বাইর দক্ষিণাংশ হইতে কোন্‌কান্, তদ্দক্ষিণে ক্যানরা এবং তাহার দক্ষিণে কেরল রাজ্য। কোন্‌কান্, ক্যানারা এবং কেরল—এই প্রদেশত্রয়ের পশ্চিম-সীমা পশ্চিম-সাগর বা আরব সমুদ্র-দ্বারা আবদ্ধ। কোন্‌কান্ প্রদেশের ভাষা মহারাষ্ট্রীয়ের ন্যায়। বর্ত্তমান সময়ের ম্যাঙ্গেবার জিলা এবং কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় শাসনাধীন রাজ্যদ্বয় কেরলান্তর্গত ভূমি।

ক্যানারা প্রদেশ সম্প্রতি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর ক্যানারা জিলা, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ ক্যানারা জিলা মাদ্রাজ বিভাগে অবস্থিত। উত্তর ক্যানারায় কেবল ক্যানারিজ ভাষা প্রচলিত আছে, পরন্তু দক্ষিণ ক্যানারায় ক্যানারিজ, তেলেগু এবং মলায়লম্—তিন ভাষাই প্রচলিত দেখা যায়। উত্তর ক্যানারা জিলায় আটটী তালুক ও দক্ষিণ ক্যানারায় পাঁচটী তালুক বা উপবিভাগ আছে।

উড়ুপী তালুকের দূরত্ব

দক্ষিণ ক্যানারার উত্তরাংশে খোশালপুর বা কুণ্ডাপুর তালুক। তদ্দক্ষিণে উড়ুপী তালুক, তদ্দক্ষিণে ম্যাঙ্গোলোর তালুক। ম্যাঙ্গোলোরের পূর্ব্বে পুত্তুর বা উল্লিননগড়ি তালুক এবং দক্ষিণ কাষাড়গড় তালুক। দক্ষিণ ক্যানারা ১৪ অংশ ৩১ কলা উত্তর অক্ষাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫।৩১ উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। কলিকাতা হইতে ক্যানারা জিলা ৫৬ মিনিট পশ্চিমে অবস্থিত অর্থাৎ কলিকাতায় ১২টার সময় তথায় ১১টা ৪ মিনিট হয়।

উড়ুপী তালুকের প্রধান নগর উড়ুপী

দক্ষিণ ক্যানারা জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গোলোর। উহা ম্যাঙ্গোলোর তালুকের অন্তর্গত এবং নেত্রাবতী নদীর উপর স্থিত। কাষাড়গড় চন্দ্রগিরি বা

পয়স্বিনী নদীর উপরে। উড়ুপী তালুকের প্রধান স্থান উড়ুপী। উড়ুপী তালুকের উত্তরাংশে কুণ্ডাপুর, পূর্ব্বাংশে মহিশূর রাজ্য, দক্ষিণে ম্যাঙ্গোলোর তালুক এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

উড়ুপীর নিকট পাজকাক্ষেত্রের সন্নিহিত তীর্থপঞ্চক

বর্ত্তমান উড়ুপী নগরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে পাজকাক্ষেত্র নামে একটী জনপদ ছিল। উড়ুপী হইতে পাজকাক্ষেত্র সমুদ্রকূলে কিঞ্চিদধিক এক ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। সম্প্রতি পাজকাক্ষেত্র নির্জ্জন ত্যক্তপল্লী। এখানে **দণ্ডতীর্থ** নামে এক পুষ্করিণী আছে এবং বিমানগিরি নামে পর্ব্বতের উপর দেবী দুর্গার মন্দির আছে। বিমানগিরির পাদদেশে উপত্যকায় পাজকাক্ষেত্র। পৌরাণিক-গণের নির্দ্দেশে সহ্যাদ্রিতে ত্রেতাযুগে পরশুরাম নির্জ্জন বাস করেন। উড়ুপী ও তন্নিকটবর্ত্তী পাজকাক্ষেত্রের সন্নিহিত ক্রোশব্যাপী স্থানমধ্যেই **পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, গদাতীর্থ,** এবং **বাণতীর্থ** বিরাজমান। এই সকল তীর্থ, তীর্থ-যাত্রীর এখনও পরম শান্তির কেন্দ্র।

উড়ুপীর অপর নাম রজতপীঠপুর

উড়ুপী নগরে চন্দ্রমৌলেশ্বর **শিবমূর্ত্তি** বহুকাল হইতে আছেন। গ্রামের নাম উড়ুপী চন্দ্র-মৌলেশ্বর হইতে উদ্ভূত। 'উড়ুপ'-শব্দে 'চন্দ্র' এবং উড়ুপী বলিয়া 'চন্দ্র-মৌলেশ্বর'কেই সাধারণতঃ স্বল্পাক্ষরে লক্ষ্য করা হয়। এই উড়ুপী নগরই **রজতপীঠপুর** বলিয়া আখ্যাত হয়। এখানে অনন্তেশ্বরেরও এক মন্দির পূর্ব্বকাল হইতে আছে। অনন্তেশ্বর ও চন্দ্র-মৌলেশ্বরের মন্দির উভয়ই পূর্ব্বমুখী ও একটী অপরটীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত।

শ্রীঅনন্তেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি—শৈব-চক্ষে শিব ও বৈষ্ণব-চক্ষে পরশুরাম

সহ্য-গিরিরাজের পশ্চিমে সমুদ্রকূলবাসী ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ কোন্‌কান্, কেহ বা সারস্বত এবং অন্য কেহ বা শিবাল্লী বলিয়া নিজ ব্রাহ্মণশাখার পরিচয় প্রদান করেন। কোন্‌কান্ ব্রাহ্মণ ও সারস্বত ব্রাহ্মণ দেশ হইতে শ্রেণী স্থির করিয়াছেন। শিবাল্লীগণ তদ্রূপ নহেন। ক্যানারি ভাষায় 'শিবাল্লী' বা 'শিববেল্লী' শব্দে 'শিবের রূপা' বুঝায়। ইঁহারা রজতপীঠ-পুরস্থ অনন্তেশ্বরের রৌপ্য সিংহাসনের উল্লেখে নিজ পরিচয় প্রদান করেন। অনন্তেশ্বরের মূর্ত্তি লিঙ্গমূর্ত্তি, কিন্তু অনেকে বলেন, পরশুরাম স্বয়ং ঐরূপে রৌপ্যসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। কেহ কেহ বলেন, অনন্তেশ্বর বিষ্ণুমূর্ত্তি।

শৈবগণ শিব-বুদ্ধিতে শিব-সহস্রনাম এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-বুদ্ধিতে একই অনন্তেশ্বরের বিষ্ণু-সহস্র-নাম দ্বারা পরিতোষ বিধান করেন। বিষ্ণু-বিগ্রহ যেরূপ অন্যত্র পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে পূজিত হন, অনন্তেশ্বর তাদৃশ নহেন। ইঁহার তন্ত্র-মতে পূজা হইয়া থাকে। দক্ষিণ ক্যানারার এই সকল গ্রামে ভূত-প্রেতেরও উপাসনা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। এ প্রদেশে বিষ্ণুমন্দির বা বিষ্ণুবিগ্রহ-সংখ্যা নিতান্ত বিরল।

তুলুব রাজ্য ও কুম্‌ব্লা নগরী

কাষাড়গড় ও বেকালের মধ্যে চন্দ্রগিরি বা পয়স্বিনী নদী প্রাচীন তুলুব রাজ্যের দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তুলুব রাজ্যের অধিবাসীগণের ভাষা টুলু। শিবাল্লী ব্রাহ্মণগণ টুলু ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন।

কাষাড়গড় জনপদের চারি ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রকূলে কুম্‌ব্লা নাম্নী নগরী, এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এই নগরী পূর্ব্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধশালিনী ছিল। এখানে এক সামন্তরাজের বাস ছিল। ইঁহাদের অধীনেই ম্যাঙ্গালোর ও উড়ুপী তালুকগুলি ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আজও কুম্‌ব্লার সামন্ত রাজবংশ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তিভোগ করিয়া রাজা বলিয়া পরিচিত আছেন।

শ্রীশ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের জন্মস্থান

রজতপীঠপুর বা শিবাল্লী বা উড়ুপী গ্রামের সন্নিহিত **পাজকাক্ষেত্রে** শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। পাজকা ক্ষেত্রে অদ্যাপিও তাঁহার জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহার অভ্যুদয় কালের পর্ণকুটীরাধিষ্ঠিত স্থান তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কোন সেবক কর্ত্তৃক পরে পাষাণনির্ম্মিত গৃহে পরিণত হইয়াছে। তবে পাথরের ঘর ক্ষুদ্র ও পল্লীটী জনহীন; পূর্ব্বের স্মৃতি-চিহ্ন মাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

শ্রীমধ্বমুনির পিতা মধ্যগেহের প্রার্থনা

উড়ুপী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অতি ক্লেশে শুল্ক-বিত্তার্জ্জনপূর্ব্বক পতিব্রতা পত্নীর সহিত দিনপাত করিতেন। সাংসারিক বিচারক্রমে পুত্রই পিতার পারত্রিক মঙ্গলের হেতু জ্ঞান করিয়া অনন্তেশ্বরের নিকট দেবসদৃশ একটী অপত্য লাভের প্রার্থনা করেন। এই দম্পতির দুইটী পুত্র হইয়া অকালে পরলোকগত হওয়ায় এবং দরিদ্রতাবশতঃ উড়ুপী গ্রামের বাসস্থান ত্যাগপূর্ব্বক পাজকাক্ষেত্রে গমন করেন। ইঁহাদের একমাত্র কন্যা

ছিল, কিন্তু নৈষ্ঠিক বিপ্রপুঙ্গব পুত্রার্থী হইয়া প্রত্যহই উডুপীতে অনন্তেশ্বরের নিকট আগমন করিতেন। ইহার ফলে এক বিষুবৎ সংক্রান্তির দিনে অসংখ্য লোক কোন পর্ব্বোপলক্ষে অনন্তেশ্বর-মন্দিরে সমাগত হইলে এক সাধু মন্দিরের সম্মুখস্থ স্তম্ভের ধ্বজোপরি উঠিয়া উচ্চরবে অনতিকাল মধ্যে বায়ুর অবতারের প্রসঙ্গ প্রচার করিলেন। তাহাতে 'মধ্যগেহ' তাঁহার বর প্রার্থনা সিদ্ধ হইল বুঝিতে পারিলেন।

মধ্যগেহ-নামের উদ্দেশ্য

পাজকাক্ষেত্রে আরও কতিপয় সমজাতীয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল। এক বংশীয় কতকগুলি ব্যক্তি একটী পল্লীতে বাস করিলে পূবের বাড়ী, পশ্চিমের বাড়ী, মাঝের বাড়ী, পার্শ্বের বাড়ী প্রভৃতি সংজ্ঞা-দ্বারা পরস্পরের বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে সংজ্ঞিত করা হয়। এই প্রকার সংজ্ঞা পূর্ব্বেও দেওয়া হইত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের পিতৃদেবও এইরূপ সংজ্ঞাক্রমে 'মধ্যগেহ' বলিয়া কথিত হন। অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতে হইলে কার্য্যক্ষেত্রে ঐরূপ নামকরণের আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। শ্রীমধ্বমুনির পূর্ব্বপুরুষগণ পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। পাজকাক্ষেত্রে ভট্ট-পল্লীর মধ্যগেহ ভট্ট পরম সদাচার-নিপুণ এবং আনুষ্ঠানিক বিপ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মধ্যগেহ ভট্টের নাম মধেজী ভট্ট; তুলু ভাষায় নডুভন্‌তিল্লয় অর্থাৎ মাঝের বাড়ী।

শ্রীমধ্বের পূর্ব্ব নাম বাসুদেব, মাতা বেদবিদ্যা

তৎকালে তুলুব দেশে বিষ্ণুবিগ্রহের বিরল অধিষ্ঠান ছিল। বিশেষতঃ শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুল সাধারণ-বিচারে শৈবধর্ম্মাবলম্বী বিপ্র বলিয়া পরিচিত। এই কুলে আমাদের বৈষ্ণবাচার্য্য উদ্ভূত হন। পিতা মধ্যগেহ ও মাতা বেদবিদ্যা অনন্তেশ্বরের কৃপায় দেবোপম পুত্ররত্ন লাভ করিয়া তনয়ের নাম বাসুদেব রাখিয়াছিলেন। বাসুদেবের মাতৃদেবী বেদবিদ্যা, কাহারও মতে বেদবতী সংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পূবের বাড়ী মাঝের বাড়ীর সদ্য-প্রসূত সুকুমার শিশুর জন্য এক দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। মধ্যগেহ ভট্ট শিবাল্লী ব্রাহ্মণ হইলেও ভগবান্ বিষ্ণুতে তাঁহার যথেষ্ট মতি ছিল। পুত্রের নামকরণে বাসুদেব সংজ্ঞাই তাহার বিশিষ্ট পরিচয়। এই কুলে বিষ্ণুর পারতম্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা জ্ঞান কিছুকাল হইতে পুষ্টিলাভ করিতেছিল, ইহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

মধ্বের আবির্ভাবক্ষেত্রে রামানুজের প্রভাবের অভাব

যদিও শ্রীরামানুজাচার্য্য মধ্বজন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে অবৈষ্ণব-মত নিরসন পূর্ব্বক লোক-সমাজে নারায়ণের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি সহ্যাদ্রির পশ্চিম বিভাগে তৎকালীয় রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতালোক প্রবেশ করে নাই। সহ্যাদ্রির প্রাক্ প্রদেশ কর্ণাট ও চোল দেশে রামানুজ-প্রভাব ন্যূনাধিক অদ্বৈতপন্থীগণের কঠোর গ্রন্থি অবশ্যই শিথিল করে। শঙ্করের অহং-ব্রহ্মোপাসনার কুফল অচ্যুতপেক্ষ্য স্বীয় গুরুর নিকট হইতে অন্তিমকালে গৌণভাবে শ্রুত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভাগবত-সম্প্রদায়ের কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব মধ্বাবির্ভাব-কালের পূর্ব্বেও তুলুব দেশে লক্ষিত হয়।

সহ্যাদ্রির পশ্চিমে পঞ্চরাত্র অপেক্ষা ভাগবতের প্রাবল্য

শ্রীমধ্বাবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে আমরা পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া থাকি। পাঞ্চরাত্রিকগণের মধ্যে শঙ্খ-চক্রাদি মুদ্রাধারণ-বিধি প্রবর্ত্তিত ছিল, পরন্তু ভাগবতগণ গোপীচন্দন বা মৃত্তিকাদ্বারা তিলকাদি অঙ্কিত করিতেন। এক্ষণেও তুলুব দেশে মাধ্ব-বৈষ্ণবগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক ব্যবহারমত মুদ্রা ধারণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তুলুব দেশীয় ভাগবত-সম্প্রদায় মাধ্বগণের ন্যায় মুদ্রাদি ধারণ করেন না। মাধ্ব জন্মের পূর্ব্বে রামানুজীয় পাঞ্চরাত্রিক মত সহ্যাদ্রির পশ্চিমে প্রাবল্য লাভ না করিলেও তথায় ভাগবত সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে না। শঙ্কর-মতের প্রবল বিস্তৃতি, অনেকটা রামানুজীয়গণের পাঞ্চরাত্রিক ধর্ম্ম এবং ভাগবত-সম্প্রদায়ের বৈভবক্রমে খর্ব্বিত হয়। শিবাল্লীগণের মধ্যে সেই ফল মধ্বের উদয়কালের পূর্ব্বেই কিছু কিছু লক্ষিত হয়।

বৈষ্ণবের জন্ম—কর্ম্মফলাধীন নহে

কর্ম্মফলবশে যে-প্রকার অবৈষ্ণব জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণপূর্ব্বক নিজ যোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং ভোগান্তে বাসনাবশে পুনরায় কর্ম্ম-যোগ্য শরীর পাইয়া কর্ম্মফল লাভ করেন, নিত্য বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবগণ তাদৃশ নহেন। জীবের সৌভাগ্যক্রমে কখনও তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীনারায়ণ নিজে অবতার হইয়া জীবের মঙ্গল বিধান করেন। কখনও বা বৈকুণ্ঠস্থ নিজ পার্ষদগণকে ধরাধামে অবতারণপূর্ব্বক লৌকিক তনু গ্রহণ করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। যে-কালে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রবলতা হয়, তৎকালে ভগবান্ মর্ত্ত্য জীবলোকে শুভাগমনপূর্ব্বক ধর্ম্ম স্থাপন করেন। যেরূপ

শ্রীরামানুজীয় পূর্ব্বতন সিদ্ধসূরিসকল বৈকুণ্ঠ হইতে কালে কালে অবতীর্ণ হইয়া হরিবৈকল্কর্য্যের প্রভাব অজ্ঞান জীবহৃদয়ে বিকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ সকল বৈষ্ণবগণের নিত্য-স্বরূপ আছে। **বৈকুণ্ঠস্থ নিত্যস্বরূপ, সিদ্ধিকালে আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়।** সেই নিত্য পার্ষদতনুর অবতার বলিয়া বৈষ্ণবগণ সমাজে পরিচিত হন।

নির্ব্বিশেষবাদী কর্ম্মফলবাধ্য

নির্ব্বিশেষবাদী বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া নিজিতে সোহং প্রভৃতি ভাবমাত্র অবস্থিত বিশ্বাস করেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষ-বাদের অধীনে যে সকল কর্ম্মফলবাদী জগতে উদিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মতে ভগবানের বা ভক্তের নিত্য স্বনাম, স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্রিয়া নাই, কেবল মায়া বা কুণ্ঠাদ্বারা পরিমিত হইয়া তাঁহারা কর্ম্মফল ভোগ করেন। অবৈষ্ণবগণের নিত্য পরিচয়ে সোহং ভাব আবদ্ধ, তজ্জন্য তাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ না হইয়া মায়ারাজ্যে ভ্রান্তিবশতঃ কর্ম্মফল মাত্র ভোগের যোগ্য।

আচার্য্য মধ্বমুনির দেহ নিত্য, কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের দেহ অনিত্য ও মিথ্যা

আমাদের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি, মনু, জৈমিনী প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মফল-নিগড়ে আবদ্ধ ছিলেন না বলিয়া বৈকুণ্ঠে তাঁহার নিত্য বিগ্রহ আছে। বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষবাদীগণের মতে চিন্ময়-বিগ্রহ বা পরিচয়াদি বিশেষ সমূহ কুণ্ঠা বৃত্তির ক্রিয়াবিশেষ। স্বর্গ-নিরয়াদি ধামে দেব-কীটাদি দেহ নশ্বর ও মায়াজাত মিথ্যা। সেজন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে নির্ব্বিশেষবাদীগণ শঙ্করা-বতার নির্দ্দেশ করিলেও তাদৃশ রুদ্র মহাশয়ের অনিত্য দেহ মিথ্যামাত্র জানিতে হইবে। বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গ তাদৃশ নহে।

মধ্বাচার্য্য ঋতুরাজ বসন্তের অবতার নহেন

আদিত্যপুরাণ নামে এক উপপুরাণের মধ্যে ৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়ে কোন বৈষ্ণব-বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী স্বীয় ষড়্রিপুর চাঞ্চল্যে মধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত চিত্র প্রতিফলিত করিয়া নিজ ঘৃণিত স্বার্থের পরিপোষণ করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা শ্রীমধ্বাচার্য্যকে ঋতুরাজ বসন্তের অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। (ক্রমশঃ)

— শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ

স্ব-রচিত গ্রন্থেও আত্ম-পরিচয় নাই

বলদেব মহাশয়ের ইতিবৃত্ত আমরা কোন স্থানেই পাঠ করিতে পাই না। কোন গ্রন্থেই তাঁহার কথা কিছুই লেখা নাই। তিনি স্বয়ং অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা তাঁহার কৃত বেদান্তসূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্র-নামভাষ্য এবং কোন কোন উপনিষদ্-ভাষ্য পাঠ করিয়াছি। শ্রীরূপগোস্বামী-কৃত স্তবমালায় শ্রীবলদেবকৃত ভাষ্যও আমরা পাঠ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত স্যমন্তক প্রভৃতি আর কএকখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও আমরা দেখিয়াছি। কোন গ্রন্থেই এই মহানুভব নিজের বিশেষ পরিচয় দেন নাই। স্থানে স্থানে কেবল **মুরারিকে স্বপূর্ব্ব চতুর্থদেশিক** বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

খণ্ডাইত বংশে জন্ম ও বিদ্যাভ্যাস

আমি যখন শ্রীপুরুষোত্তমে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময়ে শ্রীবলদেবকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পাঠ করি। তখন অনেকগুলি বৃদ্ধ পণ্ডিতকে বলদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, বলদেব উড়িষ্যার কোন প্রদেশে **খণ্ডাইত বংশে জন্মগ্রহণ করত** অল্প বয়সেই তীর্থ-ভ্রমণে এবং বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত হন। চিল্কা-হ্রদের অপর পারে কোন বিদ্বদ্বসতিস্থলে তিনি ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি বালবিদ্যা অভ্যাস করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পরিশ্রম করত অনেক দিবস বেদসকল অধ্যয়ন করেন। বেদাধ্যয়নের পর নহীশূর প্রভৃতি দেশে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। প্রথমে শাঙ্কর-ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীমন্মধ্বভাষ্য ভালরূপ অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়েই তিনি তত্ত্ববাদীদিগের শিষ্য হইয়া মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত হন।

আত্ম-পরিচয় গোপন ও সর্ব্ববৈদান্তিকগণের পূজা-লাভ

বেদান্ত-বিশারদ বলদেব অল্পদিনের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। দাক্ষিণাত্য, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশে যে-যে স্থলে বেদান্তের চর্চ্চা ছিল সকল স্থানেই তিনি পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণের প্রভূত পূজা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। **ভারতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কাহারও ধর্ম্ম-প্রচারে অধিকার নাই বলিয়াই তিনি সংসারে স্বীয় বর্ণ-পরিচয় গোপন করত বৈষ্ণব-সন্ন্যাস** গ্রহণপূর্ব্বক সকল লোকেরই পূজা পাইয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পণ্ডিতগণকে পরাজয় করত তিনি তত্ত্ববাদী মঠে বিরাজমান ছিলেন।

বলদেবের পুনরায় গুরুকরণ

ঐ সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলদেবের ন্যায় রত্নকে স্ব-সম্প্রদায়ে সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন। বলদেবের বিদ্যা ও পারমার্থিক বুদ্ধি অধিক থাকায় অনেকেই হতাশ্বাস হইয়া তৎকালস্থিত মুরারির প্রশিষ্য শ্রীরাধাদামোদর দাস পণ্ডিতবরকে বলদেবের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলদেবের সহিত বন্ধুত্ব করিলে বলদেব সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। শ্রীরাধাদামোদর বেদান্তশাস্ত্র কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন। ষট্‌-সন্দর্ভে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায় বলদেব ঐ গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে চান। 'গৌড়ীয় মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্যতীত ঐ গ্রন্থে অন্যের অধিকার নাই,' ইহা শুনিয়া বলদেব একটু দুঃখিত হইলেন এবং শ্রীরাধা-দামোদরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাধাদামোদর কান্যকুব্জ-বিপ্র হইয়াও মহাপ্রেমী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার ভক্তি ও প্রেম দর্শন করত বলদেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তথাপি বিচারস্থলে দুইজনের যথেষ্ট শাস্ত্রীয় যুদ্ধ হইলে ভগবদিচ্ছাক্রমে বলদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি স্বীয় মাধ্বাম্নায় বজায় রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিতে পারিয়া গৌড়ীয় মাধ্বী-সম্প্রদায় অভিমানে আপনাকে ধন্য বলিয়া জানিলেন।

নবদ্বীপ দর্শন ও বৃন্দাবনে স্থিতি

আহা! বলদেবের ন্যায় বৈদিক পণ্ডিত যখন গুরুকৃপায় লব্ধকৃষ্ণপ্রেম হইয়া হরিনাম-বলে মত্ত হইলেন, তখন কি আর তাঁহার জড়ীয় অভিমান থাকিতে পারে? এখন তিনি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করত শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া কোন দেবালয়ে অবস্থিত হইলেন।

শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন-কল্পে বলদেবের জয়পুর যাত্রা

সেই সময়ে জয়পুরে একটী গোলমাল উঠিয়াছিল। জয়পুরের রাজাগণ তৎপূর্ব্ব হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুগত থাকিয়া **শ্রীনারায়ণ-পূজার অগ্রে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করাইতেন**। শ্রী-সম্প্রদায়ী কয়েকটী মহান্ত-বৈষ্ণব ঐ সময়ে জয়পুরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপূজার অগ্রেই শ্রীনারায়ণের পূজার প্রথা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। সদাচারী রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া তদ্বিষয়ে বেদান্তাদি বিচারের জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে উপযুক্ত বৈষ্ণব পণ্ডিত

লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবিন্দজীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জয়পুর যাইতে অনুরোধ করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সকলকে অন্য পণ্ডিত অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলে শ্রীবলদেবকে তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিচার করিয়া শ্রীবলদেবকে আপনা হইতে অধিক পণ্ডিত এবং বেদ-বেদান্তে পারদর্শী জানিয়া জয়পুরে পাঠাইলেন।

বলদেবের জয়লাভ, ভাষ্য-রচনা ও 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি-প্রাপ্তি

বলদেব হস্তে কমণ্ডলু, গলদেশে ছিন্না-কান্থা ও কটিতে কৌপীন-বহির্বসন-মাত্র একক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যে কার্য্যের জন্য গিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজা তাঁহার অকিঞ্চন বেশ দেখিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রথমে মনে করিলেন না। তথাপি শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "হে পণ্ডিতবর! আপনি কোন্ ভাষ্যের অনুগত?" বলদেব বলিলেন, "আমি মধ্বশিষ্য, মধ্বকৃতভাষ্য লইয়া বিচার করিব।" তখন তাঁহারা বলিলেন—**"মধ্বের ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীগোবিন্দজী কি শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া পূজা লইবেন?"** বলদেব দেখিলেন যে, শ্রীমধ্বভাষ্যের দ্বারা চলিবে না। তিনি কয়েকদিবসের অবসর লইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে বসিয়া গোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে **সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্র-নামভাষ্য** ও **উপনিষদ্-ভাষ্য** লিখিয়া ফেলিলেন, পরে সভায় বিচার করিয়া শ্রী-বৈষ্ণব-দিগকে নিরস্তপূর্ব্বক শ্রীরাধাগোবিন্দজীর সেবা বজায় রাখিলেন। সেই বিদ্বৎসভা হইতে বলদেবকে **'বিদ্যাভূষণ'** উপাধি দেওয়া হয়।

শেষ জীবন—বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে

সেই বৃহৎ কার্য্য সাধন করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া শেষ জীবন শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরের অধ্যক্ষ-কার্য্যে অতিবাহিত করেন। অপরাপর গ্রন্থ ঐ সময়েই রচনা করেন। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাই যে ঠিক তাহা বলিতে পারি না। পাঠকগণ আরও যাহা পান, তাহা সংগ্রহ করিবেন।

বলদেবের কাল ও গুরুপরম্পরা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যেই বলদেব ঐ বৃহৎকার্য্য সাধন করেন। তাঁহার গুরুদেবের পরমগুরু শ্রীমুরারি। মুরারির গুরু রসিকানন্দ। **তাঁহার গুরু শ্রীশ্যামানন্দ, যাঁহাকে অল্প বয়সে 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' বলিত।** সুতরাং বলদেব শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবার। শ্রীশ্যামাসুন্দর ঐ পরিবারের কুলদেবতা। বিদ্যাভূষণ মহাশয় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় কার্য্যসমূহ করিয়াছিলেন। কোন কোন অতি বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরু শ্রীবলদেবকে দেখিয়াছিলেন।

ব্রহ্মার অবতার শ্রীগোপীনাথ মিশ্রই বলদেবরূপে অবতীর্ণ

বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের একটী নক্ষত্রবিশেষ। তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের পরে আর কেহ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদদিগের-মধ্যে একজন। কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে যে, চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র, যিনি সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সূত্রভাষ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনিই ব্রহ্মা, সুতরাং ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্ত্তারূপে পরে বিদ্যাভূষণ হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। বৈষ্ণববাক্য সকলই সত্য হইতে পারে এবং কথাটী সত্য বলিয়া অনুমান হয়।

কোন কোন অর্ব্বাচীন লোক বলেন যে, বলদেবের মতে গোস্বামীদিগের মত হইতে একটু নূতনতা আছে। আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি যে, শ্রীবলদেব ও শ্রীজীব গোস্বামীর মত এক, কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। তবে এইমাত্র ভেদ আছে যে, বলদেব ভাষ্যকারের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া অধিক বৈদান্তিক-প্রণালী ও শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতেও মতের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কি তত্ত্ব-বিষয়ে, কি উপাসনা-বিষয়ে দুইজনেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সন্দর্ভ-সার

প্রীতি-সন্দর্ভ—৬১

হিতসাধনার্থ তর্জ্জনাদির দৃষ্টান্ত—দধিভাণ্ডভঞ্জনরূপ চাপল্যের পর শ্রীকৃষ্ণ জননীর নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন। সেজন্য তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে নয়নের কজ্জল বিগলিত হইয়াছিল। বামহস্তের পৃষ্ঠভাগ-দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ভয় দেখাইয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তৎপরে পুত্রকে ভীত জানিয়া পুত্রবৎসলা মাতা যষ্টি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন। সন্তানের হিতার্থে মাতাপিতার তর্জ্জন ও বিস্বাদ ঔষধ পান করাইবার মত শ্রীকৃষ্ণের সুখ অতিক্রম করিয়া তাঁহার আয় সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টাও অনুভাব-বিশেষ। তাহার দৃষ্টান্ত—

শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছিলেন, এমন সময়ে জ্বলন্ত চুল্লীর উপর স্থাপিত দুগ্ধভাণ্ড অগ্নিতাপে উদ্গলিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া পুত্রের স্তন্যপানে অতৃপ্তি থাকিলেও পুত্রকে ত্যাগ করিয়া বেগে চুল্লীর নিকট গমন করিলেন।

শ্রীব্রজেশ্বরীর গৃহ-সম্পত্তি-সংরক্ষণের প্রযত্ন অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের আয়োন্নতির জন্য। তাহাতে আবার গোপজাতির অন্য সম্পত্তি থাকিলেও দুগ্ধ হইতে যে সম্পত্তি হয়, তাহাতে তাঁহাদের মহান্ আগ্রহ স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিত সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য দুগ্ধ রক্ষার এই আগ্রহ বাৎসল্যের চেষ্টা-বিশেষ। তরঙ্গসমূহের দ্বারা সমুদ্রের বৃদ্ধি প্রতীতির ন্যায় যশোমতীর এই চেষ্টা বাৎসল্য পোষণ করিতেছে। এসম্বন্ধে ব্রজেশ্বরীর মানসিক ভাব—এই শিশু এখন নিজ সম্পত্তির রক্ষা জানে না। সুতরাং তাহার সম্পত্তি রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি প্রীতিহীনা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অনাদর করিয়া দুগ্ধরক্ষার জন্য যত্নবতী হন নাই, তাহা বাৎসল্যের অনুভাব-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ-গুণগান করিতে আসিলে জননীর গুণমুগ্ধ করিতে হইয়াছিল। সেজন্য স্নেহবশে ক্ষয়িত গুণ পান করাইতেছিলেন। ইহাদ্বারা স্বাভাবিক গাঢ় স্নেহ প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি রক্ষার জন্যই তাদৃশ চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণের দধিভাণ্ড ভঞ্জনে যশোদার বাহ্যে কোপাভাস দেখাইলেও শ্রীকৃষ্ণের চাপল্য দর্শনে মাতার আহ্লাদই সূচিত হইয়াছিল।

শ্রীশুকদেবের উক্তি—শ্রীযশোদা চুল্লী হইতে সুতপ্ত দুগ্ধ অবতারণ করিয়া পুনরায় দধিমন্থন স্থানে আগমন করতঃ দেখিলেন দধিভাণ্ড ভগ্ন হইয়াছে। তিনি তাহা পুত্রেরই কর্ম্ম বলিয়া বুঝিলেন। অথচ তাকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে মাতা হাস্য করিতে লাগিলেন।

দুঃখেও শ্রীকৃষ্ণকে ভুলাইবার জন্য হাস্যাদিও বাৎসল্যের অনুভাব। যথা—যমলার্জ্জুন ভঞ্জনের পর বৃক্ষের পতন-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় অধীর ব্রজরাজ বৃক্ষ-পতনস্থানে আসিয়া দেখেন—শ্রীকৃষ্ণ উদূখলে বদ্ধাবস্থায় উদূখল আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। ইহাতে শ্রীনন্দ মহারাজ দুঃখিত হইলেও পুত্রকে ভুলাইবার জন্য হাস্য করিলেন এবং পুত্রের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তিনি দুঃখিত ভাব প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে দেখিয়া জননীর তাড়ন-ভর্ৎসনাদির জন্য কাঁদিয়া অধীর হইবেন এইজন্য হাস্যমুখে তিনি পুত্রের বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণার্থ দেবাদিপূজাও বাৎসল্যের অনুভাব। যথা—পুত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য উদারচেতা নন্দ বিষ্ণুর আরাধনা ও সূতমাগধাদির যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা শ্রীবিষ্ণু প্রীত হউন, তাহাতে আমার পুত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইবে—এই সঙ্কল্পই উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণের কোন অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া মাতাপিতা ব্যতীত অন্য বৎসল-গণের পক্ষে সেই কার্য্যের অন্যরূপ কারণ ভাবনাও বাৎসল্যের অনুভাব-বিশেষ। যথা,—তৃণাবর্ত্ত বধের পর ব্রজবাসিগণ বলিতে লাগিলেন,—অহো! অতি আশ্চর্য্য! এই বালক রাক্ষস কর্ত্তৃক মৃত্যুকবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও পুনরায় ফিরিয়া আসিল। হিংস্র প্রাণী নিজ পাপেই বিনষ্ট হইয়াছে। সাধু শ্রীকৃষ্ণ সমদর্শী বলিয়া ভয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হইলেও তাঁহার মাতাপিতা সেই কার্য্যের অন্যরূপ কারণ ধারণা করিতেন। তদ্দৃষ্টান্ত—মৃত্তিকা-লীলায় ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের উদরে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া তাহা কি স্বপ্ন বা দেবমায়া অথবা নিজ পুত্রের স্বাভাবিক প্রভাব মনে করিলেও তাহা অসম্ভব মনে করিয়া উহা পরমেশ্বর-সৃষ্টি বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অবশেষে তাহা উৎপাত বিশেষ ধারণা করিয়া তন্নিবৃত্তির জন্য শরণ্যরূপে তাঁহারই শ্রীচরণকমল আশ্রয় শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। "অহং মমাসৌ পতিরেব মে সুত।" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে সাক্ষাদ্ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া, তথাপি যাঁহার

মায়ায় আমার এই বিশ্বরূপ দর্শনরূপ কুমতি, সেই ঈশ্বরই আমার গতি, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর "ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং" শ্রীশুকবাক্যে যে তত্ত্বশব্দ আছে, তাহার অর্থ পুত্রত্ব। "শ্রীকৃষ্ণেই ঈশ্বররূপে যে আবির্ভাব, সেই ভগবানের অচিন্ত্য চরণকমলে প্রণতা হই" ব্রজেশ্বরীর এই বাক্যোক্ত অনুসন্ধানও যাঁহাতে পর্য্যবসিত সেই ঈশ্বররূপই উক্ত শ্লোকের পদদ্বয়ে ব্যঞ্জিত। পরবর্ত্তি শ্লোকে ব্যতনোদ্ বৈষ্ণবীমায়াং ইত্যাদি বাক্যে "বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন।" তাহাতে মায়াশব্দে বৈষ্ণবীমায়া বিস্তার-বাক্যে স্বরূপশক্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীতে বাৎসল্য প্রীতির চরম সীমা। শ্রীকৃষ্ণের কোন অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রভাবে নিষ্পন্ন, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেও তাঁহারা মনে করেন উহা অন্য কারণে হইয়াছে। ইহাই হইল প্রীতির বিশেষত্ব।

শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী ব্যতীত অন্য বৎসলগণ তাদৃশ কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে না পারিয়া অন্যরূপ কারণ মনে করিতে পারেন। তৃণাবর্ত্ত-বধলীলায় তৃণাবর্ত্ত-বধ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই ঘটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহাদের উক্তি—পাপী তৃণাবর্ত্ত নিজ-পাপে মরিয়াছে, আর সাধু উদারতা গুণে কৃষ্ণ রক্ষা পাইয়াছে। অর্থাৎ তৃণাবর্ত্ত কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল সেই পাপে সে মরিয়াছে —শ্রীকৃষ্ণ সাধু বলিয়া ধর্ম্মপ্রভাবে রক্ষা পাইয়াছে। এস্থলে তৃণাবর্ত্তের মৃত্যুর এবং শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার অন্য কারণ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় উহা শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাবেই ঘটিবার যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও ব্রজজনের বাৎসল্যপ্রেম-প্রভাবে তাহা ধারণা হয় নাই।

মৃত্তক্ষণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মুখদ্বারে উদর-মধ্যে বিশ্বদর্শন করিয়া—

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া।
কিম্বা মদমো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য
যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ॥ (ভাঃ ১০।৮।৪০)

ইহা কি স্বপ্ন না দেবমায়া? কিম্বা আমার বুদ্ধির ভ্রান্তি? অথবা আমার পুত্রের কোন স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য? এই শ্লোকে যশোদা বিশ্বরূপ দর্শন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ঘটনাই স্থির করিয়াছিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই মনে করিলেন ইহা সম্ভব নহে। যে-কৃষ্ণ আমার ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে, তাহার এমন প্রভাব হইতে পারে না। তজ্জন্য বলিলেন—

অথো যথাবন্নবিতর্ক গোচরং
চেতোমনঃ কর্ম্মবচোভি-রঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে
সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্॥ (ভাঃ ১০।৮।৪১)

যিনি চিত্ত, মন, বাক্য ও কর্ম্ম-দ্বারা যথার্থরূপে বিষয় হন না। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, যাঁহা হইতে এই বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়াছে, যিনি ইহার প্রীতির হেতু,—সেই ভগবানের অচিন্ত্যকমলে প্রণতা হই।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনে যোগিগণ আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। শ্রীব্রজেশ্বরী তাঁহাকে পুত্ররূপে দর্শন করিয়া যে-আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহার নিকট উহা অতি তুচ্ছ। এজন্য তিনি বিশ্বরূপ দর্শনকে উৎপাতের মত মনে করিয়া তন্নিবৃত্তির জন্য পরমেশ্বরের শ্রীচরণে শরণাগতি প্রকাশ করিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের উদর-মধ্যে মা যশোমতী ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেও কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ঈশ্বর-বুদ্ধি জন্মে নাই। ইহাতে তাঁহার বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাব সূচনা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে তাঁহার পুত্রভাব কিছুমাত্রও অপনীত হয় নাই, তাহা "অহং মমাসৌ পতিরেব মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী। গোপ-গোপাশ্চ সগোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ" অর্থাৎ আমি যশোদা নাম্নী গোপী, এই ব্রজেশ্বর আমার পতি, আমি ব্রজেশ্বরের অখিল সম্পত্তির রক্ষাকারিণী পত্নী। এই কৃষ্ণ আমার পুত্র, এ সকল গোপ-গোপী, গোধন আমার—আমার এইরূপ কুমতি যাঁহার মায়ায় হইয়াছে সেই ভগবান্ আমার গতি।

এইরূপে কিছুতেই ব্রজেশ্বরীর বাৎসল্য প্রেম অপনীত না হওয়া দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বরূপ তিরোহিত করিলেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

শ্রীগৌরচরণ-সরোজে দীনার বিজ্ঞপ্তি

"ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

ফাল্গুনী পূর্ণিমা-শশী গগণেতে প্রকাশিল।
দশদিক আলো করি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু এল॥
(যবে) কাদিতেছে জীবগণ, কাঁদে বসুমতী।
ব্রহ্মা শিব-দেবগণ করিতেছে স্তুতি॥

অতি দুরাচারী সব অসুরের গণ।
ভক্তগণে করে সদা অতীব পীড়ন॥
গীতা-ভাগবত আর বেদ নাহি মানে।
উপহাস করে সদা ভক্ত সাধুগণে॥
কুতর্ক করিয়া শুধু করে আস্ফালন।
'হরি' নাহি মানে, করে ভক্তে অপমান॥
এই সব দেখি তবে অদ্বৈত-গোঁসাই।
সবে মিলি যুক্তি করে আনিতে নিমাই॥
সচন্দন-তুলসী দিয়া পূজে গঙ্গাজলে।
ভক্ত-দুঃখ নিবেদন করে চোখের জলে॥
হুঙ্কার করয়ে সদা এস প্রভু বলে।
রক্ষঃ ভক্তগণে প্রভু, দুর্জ্জন-কবলে॥
তোমার প্রতিজ্ঞা প্রভু এবে রক্ষা কর।
দুর্জ্জনে শাসিয়া তুমি ভক্তে ত্রাণ কর॥
দুর্জ্জনে শাসিতে, আর সজ্জনে রক্ষিতে।
যুগে যুগে অবতীর্ণ হও ত ধরাতে॥
এবে এসে অবতীর্ণ হও তুমি ভবে।
কলিহত জীবগণ তবে রক্ষা পাবে॥
কলির পীড়নে জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া।
গোলোকবিহারী হরি গোলোক ছাড়িয়া॥

সাঙ্গপাঙ্গ-অস্ত্র সব সঙ্গেতে লইয়া।
কলিরে শাসিতে প্রভু আইল ধাইয়া॥
জগন্নাথ মিশ্র ঘরে শচীর উদরে।
অবতীর্ণ হ'লো প্রভু নদীয়া নগরে॥
শুভক্ষণে শুভলগ্নে পূর্ণিমা-তিথিতে।
গৌরশশী অবতীর্ণ হইল ধরাতে॥
অকলঙ্ক চন্দ্র আসি উদিত হইল।
সকলঙ্ক চন্দ্রে তাই রাহুতে গ্রাসিল॥
গোলোকেতে প্রেমধন গোপোনেতে ছিল।
জীব-উদ্ধারিতে প্রভু এবে সঙ্গে নিল॥
সেই হেতু প্রভু মোর গ্রহণের ছলে।
'হরি হরি' বোলায় সবে অতি কুতূহলে॥
সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে আত্ম প্রকাশিল।
কলিহত জীব সব প্রেমেতে ডুবিল॥
রাধা-ভাব-কান্তি লয়ে পাগলের প্রায়।
জীবের উদ্ধার লাগি ঘুড়িয়া বেড়ায়॥
পাণ্ডিত্যাভিমানী সব অভক্তের গণে।
কৌশলে জিনিয়া ভুক্ত কৈল নিজজনে॥
পাণ্ডিত্য ভুলিয়া সবে হাসে কাঁদে গায়।
প্রেমে মাতোয়ারা সবে ভূমিতে লোটায়॥
এরূপে জগতে আসি প্রেম করি দান।
কলিহত জীবগণে করিলেন ত্রাণ॥
দেশে দেশে পাঠালেন নিজজন যত।
নিজশক্তি প্রদানিয়া তারিতে জগৎ॥
গুরুরূপে ফিরে সবে দেশ-দেশান্তরে।
হরিনাম-মহামন্ত্র দেয় ঘরে ঘরে॥
যারে দেখে তারে বলে—ভজ গৌরহরি।
অকূল পাথারে তবে পাবে প্রেম-তরি॥

জাতি-কুল নাহি মানে সবে যেঁচে দেয়।
গোলোকের প্রেমধন জগতে বিলায়॥
প্রেমের বন্যায় তবে জগত ভাসিল।
পতিত পামর দীন কিছু না বাছিল॥
দয়ালের শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়??
সে-হেন সময়ে প্রভু জন্ম না পাইনু।
গৌরাঙ্গের নাট আমি হেরিতে নারিনু॥
পুনঃ প্রভু সেই দিন ফিরিয়া আসিল।
কলির প্রভাবে দেশ ভক্তিশূন্য হ'ল॥
কাঁদে বসুমতী, আর কাঁদে ভক্তগণ।
পুনঃ আসি দেখা দাও পতিত-পাবন।
কলির রাজত্ব এবে, কলির শাসনে।
অসহায় জীবগণ অতীব পীড়নে॥
কাঁদিতেছে অবিরত 'হা গৌরাঙ্গ' বলে।
উদ্ধারহ আসি' প্রভো এবে ধরাতলে॥
তবে ত জানিব তুমি দয়াল ঠাকুর।
তুমি বিনা আর কেবা দুঃখ করে দূর??
অধর্ম্মে ছাইল দেশ ধর্ম্ম অস্তমিত।
পাপীরা করিছে এবে সাধুরে পীড়িত॥
অসহ্য পীড়নে সবে কাঁদে উভরায়।
পুনঃ আসি দেখা দাও ওগো দয়াময়॥
শচীর নিকটে তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে।
এই কলিযুগে পুনঃ আসিবে বলিলে॥
"আর দুই জন্ম মোর সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
মোর অর্চ্চামূর্ত্তি, মাতা, তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি, মাতা, নামের জননী॥"

সে প্রতিজ্ঞা এবে তুমি করহ পালন।
তবে ত হইবে পুনঃ ধর্ম্ম-সংস্থাপন॥
সাধুগণ ত্রাণ পাবে কলি-হস্ত থেকে।
প্রেমে মাতোয়ারা হবে, হা গৌরাঙ্গ ডেকে॥
প্রেমবন্যা আসি পুনঃ ভাসাবে জগত।
পলাবে দুরন্ত কলি ভয়ে হ'য়ে ভীত॥
আশাপথ চেয়ে আছি ওগো দয়াময়।
সেই শুভদিন কবে হইবে উদয়??
এসব যাতনা আর সহিতে না পারি
শীঘ্র আসি দেখা দাও, ওগো গৌরহরি॥
তুমি বিনা অভাগীর কেহ নাই আর।
'পতি-বান্ধব-রক্ষক'—তুমিই আমার॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
অধমা দেখিয়া কেবা উঠিবে কাঁদিয়া??
পতিত-পাবন, তুমি পতিত-উদ্ধার।
এইবার এ পামরে করগো নিস্তার॥
ভক্তসঙ্গে দিও বাস জনমে জনমে।
সেবা-সুখ দিও প্রভু এ দুঃখী অধমে॥
গুরু-সেবা করি যেন অতি সযতনে।
মতি যেন থাকে মোর গৌরাঙ্গ-ভজনে॥
গুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা লভিয়া এজন।
সতত করিতে পারে যুগল-সেবন॥
আর যেন হ'তে পারি বৈষ্ণবের দাস।
জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ॥
কৃপা করি' গৌরহরি! পুরাও বাসনা।
অধমা পাতকী করে সদা এ' প্রার্থনা॥

—শ্রীমতী উষারাণী দেবী, ভক্তিপ্রভা

বর্ণধর্ম্ম ও দৈববর্ণাশ্রম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৪ পৃষ্ঠার পর)

পরিবারস্থ কোন কোন ব্যক্তি বা সকলেই যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সদ্‌গুরুচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভিনয় করেন এবং বাহিরে দীক্ষিতের চিহ্নমাত্র ধারণ করেন অথচ হৃদয়ে কপটতা সংরক্ষণ করেন, তবে তাঁহারা সকলেই শুদ্ধ হইয়া গেলেন,— এরূপ বিচার করিতে হইবে না, পরন্তু অন্তরে তাঁহাদের কোনরূপ সঙ্গ করিতে হইবে না। ভোগের জন্য তাঁহাদের অসৎসঙ্গ ও কপটতাকে সংরক্ষণ করা এবং মনে প্রাণে তাঁহাদের সঙ্গ করা কোন মতেই সমীচীন নহে। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য তাঁহাদের সঙ্গ না করিয়া অন্তরে তাহাদের নিকট হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ থাকিতে হইবে—যুক্ত-বৈরাগী সন্ন্যাসী হইতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থই যদি যুক্ত-বৈরাগী (সন্ন্যাসী) না হন, তবে দৈববর্ণাশ্রম হইতে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা যুক্তসন্ন্যাসী না হইয়া পড়েন, তাঁহারা শীঘ্র বা বিলম্বে স্মার্ত্তের পদ-লেহন করিতে অবশ্যই বাধ্য হইবেন।

পিতা না থাকিলে যেমন 'পুত্র' বলা যায় না, সেরূপ ভক্তি না থাকিলে বৈরাগ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। ভক্তি হইতে বৈরাগ্য যখন স্বতন্ত্র-রূপে অবস্থান করে, তখন তাহা বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় নিরর্থক শব্দ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

লিঙ্গ বা চিহ্নের উপর ততক্ষণই আস্থা রাখা যায়—যতক্ষণ তাহা হরি-ভজনের সহায় হয়। লিঙ্গ বিসর্জ্জন দিলেই যে হরিভক্তি হইবে, তাহা নহে। সতীসাধ্বীর কপালে সিঁথিতে সিন্দুর থাকে, হস্তে লৌহবলয় থাকে, কোন কোন সময়ে বারবনিতারও তাহা থাকে, সেজন্য সতীর সেই চিহ্নগুলি বা চিহ্নধারণ যে দোষণীয়, তাহা নহে। তাৎপর্য্য এই যে, অধোক্ষজ-সেবা-বিহীন কেবল লীঙ্গনিষ্ঠা বৃথা ও অনর্থকারী।

পরমহংসানুগত্যে প্রত্যেককেই যুক্ত-সন্ন্যাসী হইতে হইবে। কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী পরম-হংসের আনুগত্য-ব্যতীত কেহই যুক্ত-বৈরাগ্য সংরক্ষণ করিতে পারে না। পরমহংস আচার্য্যের নিত্য আনুগত্য-ব্যতীত ব্রহ্মচারী মায়াচারী হইয়া যায়, গৃহস্থ গৃহব্রত হইয়া যায়, বনচারী মনে-মনে গৃহচারী হয় এবং সন্ন্যাসী বান্তাশী হইয়া পড়ে।

দৈববর্ণাশ্রমের সমাজ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের জাতিকুল বা গড্ডলিকা লইয়া হইবে না। ব্যক্তিগত নিষ্কপট হরিভজনকারীব্যষ্টির বহুকে অর্থাৎ সমষ্টিকে লইয়াই সেই সমাজ গঠিত। সেই সমাজ বা সঙ্ঘই মঠ। হাসপাতালরূপ গৌড়ীয় মঠে বা আশ্রম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিকিৎসাধীন রোগী অবস্থান করে। তদনুসারে চিকিৎসকেরও তারতম্য আছে। সেই চিকিৎসকগণ মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারীর মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্রতা আছে, সকলেই একশ্রেণীর নহেন। কনিষ্ঠাধিকারী চিকিৎসক হইতে পারেন না।

জাতশ্রদ্ধা মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনে।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

(ভাঃ ১১।২০।১৭—১৯)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক যিনি বিষয়কে অমঙ্গলকর জানিয়া নিন্দা করিতে করিতে তাহা ভোগ করেন, অথচ, বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারেন না, তিনি দৈববর্ণাশ্রম হইতে যে বহিষ্কৃত, তাহা নহে। অনর্থ ছাড়িতে পারিতেছেন না বলিয়া হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ কাম, এমন কি, দুই-একটি পাপজনক কার্য্যও অজ্ঞাতসারে হইয়া যাইতেছে (অপরাধ নহে—অপরাধীর নিষ্কৃতি নাই) বলিয়াই যে তিনি দৈববর্ণাশ্রম হইতে পতিত হইবেন, তাহা নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বিশেষ সত্ত্ব আছে। সেই অনর্থযুক্ত ব্যক্তির জীবন 'জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু' শ্লোক অনুসারে নিয়মিত। সেইরূপ সৎসঙ্গে হরিকথায় রুচি-বিশিষ্ট অথচ অনর্থনিবন্ধন অজ্ঞাতসারে কদাচিৎ স্খলিতপদ ব্যক্তিকে কর্ম্ম-কাণ্ডীয় পাপীর সঙ্গে সমান বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে না; কারণ, তাঁহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য থাকিলেও তিনি অধোক্ষজ-সেবা করিতেছেন না। এইজন্য প্রাকৃত স্মার্ত্ত-সমাজের পাপীর গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাকে ফেলা যায় না। তিনি বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী নহেন বলিয়া মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বা যম তাঁহার বিচারক ও দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা নহেন। হরিকথায় জাতশ্রদ্ধ দুর্ব্বল ব্যক্তিকে চৈত্যগুরু ও মহান্তগুরুরূপে ভগবান্ উদ্ধার করেন। তিনিই অকৈতব হরিনামানুশীলনের একমাত্র যোগ্যপাত্র (অধিকারী)।

কৃষ্ণ-ভজন করিতে করিতে লিঙ্গের অভিমান শিথিল হইয়া পড়ে। তখন শব্দাকারে অধোক্ষজের সেবা হইতে থাকে। অধোক্ষজ-সেবকের কথা, তাঁহার লীলা বা চরিত, তাঁহার ক্রিয়া-মুদ্রা, এই সকলের অনুগমন করিবার জন্য তাঁহার রুচি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়। অধোক্ষজ-সেবকের আশ্রিত হইয়া তাঁহার অনুগমন বা শ্রুত কথা অনুযায়ী নিজের জীবনকে properly adjust করিবার স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহাতেও গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপাই একমাত্র অবলম্বন। গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপার দ্বারে সর্ব্বদা দীন-দরিদ্র ভিক্ষুক হইতে না পারিলে স্ব-স্ব-দাম্ভিকতার দ্বারা হরিভজনে আত্তি উপস্থিত হয় না।

দৈববর্ণাশ্রমীর সমাজ গঠনের জন্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভু যে 'সৎক্রীয়া-সার-দপিকা' গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ যাহা বৈষ্ণব-জগতে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে একটা dead letter বা sealed book এর মত করিয়া রাখিলে দৈববর্ণাশ্রমের অভ্যুদয় হইবে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্য কি পরিশ্রমই না স্বীকার করিয়াছেন। বহু চেষ্টায় স্বহস্তে সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা প্রতিলিপি করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থটিকে sealed book করিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে কর্ম্মকাণ্ডের স্রোতেই গা' ভাসাইয়া দিতে হইবে। দশবিধ সংস্কার কেবল মনে মনে থাকিবে, বাহিরে কিছু প্রকাশিত হইবে না,—তাহা নহে।

দৈববর্ণাশ্রমের মধ্যে আর একটি সমস্যা এই যে, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে দ্বাদশ-বর্ষ বা ততোধিক কাল বাস করার পর সমাবর্ত্তন করিয়া বিবাহাদি করিলে কি তাহা অন্যায় হইবে? এই কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, যদি পুরুষাভি-মান প্রবল না হয় এবং হরির সেবার অনুকূল হয়, তবে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ হইতে পারেন। কিন্তু ইহা সকলের পক্ষে নহে। ভোক্তৃ বুদ্ধিতে যখনই কেহ ইহার অনুকরণ করিবে, তখনই তাহার পুরুষাভিমান প্রমাণিত হইবে। কৃষ্ণের যোষিৎ অভিমানে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে ব্যবায় বা হিংসা হইতে নিবৃত্তিলাভ ঘটে না। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত অবস্থায় যে ব্রহ্মচারিত্ব, তাহাতে আর নূতন করিয়া গ্রহণ বা ত্যাগের কথা নাই। দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর গ্রহণ বা ত্যাগে স্পৃহা মায়ার একটি চাঞ্চল্য মাত্র। দীক্ষিতের নূতন করিয়া কর্ম্মার্পণ নাই। দীক্ষার পূর্ব্বে যিনি বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু দীক্ষিত আর নূতন করিয়া সংসার-

পত্তনের অভিলাষী হইবেন না। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন আর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে 'লোক দেখান মর্কট বৈরাগ্য' করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসের সম্বন্ধে সেইরূপ বিচার নহে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিবাহ বা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ কিম্বা মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ-লীলা সাধারণ ভোগ বা ত্যাগের আদর্শ নহে।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় যে ব্যবায়-প্রবৃত্তি ও তাহার মূলে যে মনোধর্ম্ম, তাহাকে সৎসঙ্গে হরিকথার দ্বারা নিগ্রহ করিতে হইবে। "কৃষ্ণেরই শাশ্বতী সম্ভোগ-বৃত্তি, তাহার অসৎ অনুকরণ করিও না"—এই কথা পুনঃ পুনঃ কর্ণে শ্রবণ করিতে করিতে মনকে নিগৃহীত করিতে হইবে। তখন মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে। সর্ব্বদাই অমল পারমহংস্য-ধর্ম্মকে একমাত্র আদর্শ রাখিতে হইবে। পরমহংসের উপাসনার শেষ গতি—স্বরূপশক্তি-বিলাসী কৃষ্ণের পরিচর্য্যা-লাভ, আর দৈববর্ণাশ্রমীর শেষগতি ঐশ্বর্য্যময় বিষ্ণুর পরিচর্য্যালাভ। কৃষ্ণের পাঁচটি রসের রসিকগণই পরম-সারগ্রাহী বা উত্তম পরমহংস। নিজেকে যতটা অধোক্ষজের যোষিৎ বলিয়া উপলব্ধি হইবে, ততটাই পুরুষাভিমান সঙ্কুচিত হইবে। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধু ব্যক্তির সঙ্গ করিতে করিতে ব্যবায়-প্রবৃত্তির মূল বীজটী নষ্ট হইয়া যাইবে।

পরমহংসের দাসানুদাসের অভিমান (আনুগত্য) মূলে যাঁহারা লিঙ্গ গ্রহণ করেন তাঁহাদের সেই বিচারটি অমানী ও মানদেরই বিচার। যাঁহারা ভ্রান্ত, আধ্যক্ষিক ও পাপাচারী, তাঁহারাই পরমহংসগণের বর্ণাশ্রম ও লিঙ্গ-ধারণকে দম্ভ বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ পরমহংস কোন বর্ণাশ্রমের লিঙ্গ স্বীকার বা না স্বীকার করিয়াও অন্তরে ও বাহিরে, সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে অহৈতব কৃষ্ণভজনই করেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বলেছেন,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

[হে মুনে! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যভিলাষি-ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরি-সেবার অনুকূলা হয় সেইরূপ করিবেন।]

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩০ পৃষ্ঠার পর)

মহাপ্রভু—যে-সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা কেবল 'প্রাকৃত-বিশেষ' নিষেধ করিয়া "অপ্রাকৃত-বিশেষ" স্থাপন করেন—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

যে-যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—(তৈঃ ভৃঃ ১) ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে ইহাই পাওয়া যায় যে, এই 'চরাচর-বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্মদ্বারা জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মে পুনরায় লীন হয়'। এই সব বেদবাক্য-দ্বারা পর-ব্রহ্মের 'অপাদান', 'করণ' ও 'অধিকরণ'-কারকত্বরূপ তিন প্রকার লক্ষণ জানা যায়। এই তিন প্রকার নিত্য লক্ষণের দ্বারা ভগবান্ নিত্য-সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। "বহু স্যাম্" (তৈঃ উঃ ব্রঃ—৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতিমতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "স ঐক্ষত" (ঐতঃ উঃ—১।১) এই বাক্যমতে প্রাকৃত শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময় প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। অতএব, ভগবান্ যে-মনে চিন্তা করিলেন, যে-নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সেই "মন" ও "নয়ন" প্রাকৃত-সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরমব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত নেত্র ও মন ছিল, ইহা—সর্ব্ববেদসম্মত।

সার্ব্বভৌম—উপনিষদ্-বাক্যে সর্ব্বত্র 'ব্রহ্ম' শব্দই পাওয়া যায়।

মহাপ্রভু—সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দে বিভুচিৎ বা বিষ্ণু-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্।

সার্ব্বভৌম—বেদে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই কেন?

মহাপ্রভু—বেদে উল্লেখ আছে, তবে বেদ-বাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ বেদ-বাক্যের তাৎপর্য্য জগতে বুঝাইবার জন্যই পুরাণবাক্যে বেদ-

তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। বেদার্থ-পূরণকরী ও প্রাগ্‌বল্কযুগে প্রকাশিত বলিয়া 'পুরাণ' অর্থাৎ 'প্রাচীন'-নাম। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদকে পূরণ করিবে। যাহা বেদ নয়, তাহা-দ্বারা বেদের পূরণ হইতে পারে না। যেমন সুবর্ণ-বলয়ের কোন অংশ-পূরণের প্রয়োজন, সীসকের দ্বারা কখনই তাহা পূরণ হইতে পারে না। পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-তন্ত্রসমূহ বেদের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশিত ও বিস্তারিত করেন বলিয়াই বেদ হইতেও পুরাণের অধিকতর গৌরব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; যথা নারদীয়ে,—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াৎ॥"

হে বরাননে! বেদার্থ অপেক্ষাও পুরাণার্থকে অধিক মনে করি, কারণ নিখিল বেদ-তাৎপর্য্য পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুদান্তই হউক, আর সুশান্তই হউক, যে-ব্যক্তি পুরাণকে বেদ হইতে অন্যপ্রকার মনে করে, সে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে; কখনই তাহার উত্তমগতি লাভ হয় না।

সার্ব্বভৌম—আপনি পুরাণের মাহাত্ম্য বলিতেছেন, কিন্তু পুরাণও ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্র-তত্ত্বই স্বীকার করিয়াছেন।

মহাপ্রভু—অদ্বয়-জ্ঞানের শুষ্ক ও নিঃশক্তিক-প্রতীতিই—ব্রহ্ম। জড়মধ্যে প্রবিষ্ট শুষ্ক আত্মময় প্রতীতিই—পরমাত্মা। অদ্বয়-জ্ঞানের পূর্ণ সবিশেষ-প্রতীতিই—ভগবান্। ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবৎপ্রকাশের নাম—শ্রীপতি নারায়ণ, আর মাধুর্য্য প্রধান ভগবৎপ্রকাশের নাম—রাধানাথ কৃষ্ণ। শ্রীগীতায় ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে স্ব-মুখে বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

সবিশেষ-তত্ত্ব-স্বরূপ আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্ম-রূপ প্রেম এবং ঐকান্তিক-সুখ-রূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বামি-চরণও এই অর্থই করিয়াছেন,—"ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনী-

ভূত প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ।" 'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'—এই অর্থে ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি। যেরূপ ঘনীভূত-প্রকাশই সূর্য্যমণ্ডল, সেইরূপ। 'প্রতিষ্ঠা'-শব্দে পর্য্যাপ্তিও হইতে পারে। কোষকার বলেন,—'পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা'।

"পরাকৃতমনদ্বন্দ্বং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।
সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বলিলেন,—

"অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥"

'অহো! নন্দরাজ-প্রমুখ পঞ্চরসাশ্রিত ব্রজবাসিগণের মহাসৌভাগ্যের বলিহারি যাই; পরমানন্দ-স্বরূপ পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।'

সার্ব্বভৌম—'অপাণি-পাদ' শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে 'নিরাকার' 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়াছেন, তখন জানিতে হইবে যে, স্বগুণ-ব্রহ্ম সেই নির্গুণ-ব্রহ্মেরই গৌণ প্রতিতীমাত্র। অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, অদ্বৈত, অমেয় ব্রহ্মই মায়া-মনুষ্যরূপে নন্দ-যশোদার পুত্র বা গোপগণের মিত্র হইয়া থাকেন।

মহাপ্রভু—আপনি শ্রুতি-বিরুদ্ধ-কথা বলিতেছেন। 'অপাণিপাদ' শ্রুতি-মন্ত্রে জড়-বিশেষ নিরসনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আদৌ ব্রহ্মের "প্রাকৃত-হস্ত পদ নাই" বলিয়া পরে "শীঘ্র চলেন এবং সমস্ত বস্তু গ্রহণ করেন"—এই বাক্যদ্বারা অপ্রাকৃত হস্তপদ আছে বলিয়া ব্রহ্মের নিত্য সবিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এই শ্রুতির মুখ্য-বৃত্তিতে সবিশেষত্ব ও গৌণ-বৃত্তিতে নির্ব্বিশেষত্ব। আপনি শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণা-বৃত্তিতে অন্যায়রূপে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব নিষেধক নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করিতেছেন। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মের নিত্য সবিশেষ রূপে 'মায়ার বাদ' উঠাইয়া ব্রহ্মকে 'নিত্য নিরাকার' বলিয়া স্থাপন করেন; পরন্তু শ্রুতির সিদ্ধান্ত-মতে সেই ব্রহ্ম—ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ আনন্দবিগ্রহ-বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। মায়াবাদি-গণ ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু শ্রুতি বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।

সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত-দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ—পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ, অতএব জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিতি-সহকারে একসময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণ-বিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনে নিত্যলীলা-বিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্ত্য-শক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত-জীব-বুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য-শক্তির নাম —'পরা শক্তি'। এক হইয়াও স্বাভাবিকী শক্তি—জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী)-ভেদে বিবিধা। এই পরা শক্তি বিচিত্রানন্দ-সম্বর্দ্ধিনী; সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয়-মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে॥

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা সংজ্ঞা-বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরা-শক্তিই 'চিচ্ছক্তি'; ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তিই জীবশক্তি—যাহা মায়া-রূপা 'অবিদ্যা' হইতে 'অপরা' অর্থাৎ ভিন্না বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কর্ম্মসংজ্ঞা-রূপা অবিদ্যা-শক্তির নাম 'মায়া'। ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিই জীবশক্তি; সেই জীবশক্তি 'সর্ব্বজ্ঞ' হইয়াও মায়া-বৃত্তিরূপা অবিদ্যা-দ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিল-তাপ নিত্য ভোগ করিতেছে। আবার সেই 'ক্ষেত্রজ্ঞা'-নাম্নী শক্তি অবিদ্যা-কুণ্ঠা-বৃত হইয়া সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি—মধ্যমা, এবং অবিদ্যা-কর্ম্ম-সংজ্ঞিতা মায়া-শক্তি—অধমা। জীবশক্তি মায়া-দ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ

চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসার-তাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত অবস্থান-ক্রমে আবিষ্কৃত কর্ম্ম-চক্রে প্রবেশ করিয়া উচ্চ-নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন। হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধ-ব্যাপারই চিন্ময়। মায়া-বশযোগ্য চিৎকণজীব মায়াবিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয়পূর্ব্বক যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি 'হ্লাদকরী', 'তাপকরী', ও 'মিশ্রা'—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণস্বরূপে একাকারা। বেদবাক্যে অনেক-স্থলে এই পরা শক্তির প্রভাব-ত্রয়ের বর্ণন আছে; যথা—

চিচ্ছক্তি-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরে—

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥"

ঋগ্বেদে যে অক্ষর পরব্যোমের কথা আছে—যাহাতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করিতেছেন, যিনি সেই তত্ত্ব জানেন না, তিনি ঋক্-দ্বারা কি করিবেন? যাঁহারা সেই তত্ত্ব জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥"

এক শক্তিমান্ দেব, কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদিকারণসকলকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তিগণ সেই স্বরূপভূতা ও নিজ প্রভাব-দ্বারা সংবৃতা শক্তিকেই ধ্যান-যোগ-পরায়ণ হইয়া নিখিল-কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

জীবশক্তি-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরে—

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগামজোঽন্যঃ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা, বহু প্রজার জননীস্বরূপা সমানরূপা, এক অজা-নাম্নী প্রকৃতিকে অন্য এক অজপুরুষ (জীব) সেবা করিতে করিতে ভজন করেন। অপর অজ পুরুষ (পরমাত্মা) ভুক্ত-ভোগা ঐ প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

কাটিয়াহাটে বিরাট সাংস্কৃতিক ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের পৌরহিত্য

"যে জিনিষ সব সময়ে একই অস্তিত্ব রক্ষা করে, তাকে বলে সনাতন। বৈদিক-ধর্ম্মের অপর নামই সনাতন ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম সনাতনধর্ম্মকে লক্ষ্য করে না। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যদি বলি, তবেই যথার্থ অর্থ হয়। বৈদিক ধর্ম্ম—সকলের ধর্ম্ম বা জীবাত্মার ধর্ম্ম।"

চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট সহরের পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত কাটিয়াহাট স্কুল খেলা-মাঠে আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক সনাতন ধর্ম্ম-সংস্কৃতি সম্মেলনের শেষদিন ১৯ ফাল্গুন, ১৩৮৪-এ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ উল্লিখিত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, স্বয়ং নারায়ণ হ'চ্ছেন বেদব্যাস। শ্রীমদ্ভাগবত তাঁর-ই রচনা। যিঁনি এই শ্রীভাগবত শ্রবণ করেন, তাঁ'র মঙ্গল হয়।

শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, শাস্ত্র হ'চ্ছে ভগবানের সংবিধান। পারমার্থিক সংবিধানকে শাস্ত্র বলে। মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র জন্মগ্রহণ করতে চাননি মায়াগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কায়। অবশ্য পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, বাঁচার জন্য খাদ্য। খাদ্যের জন্য বাঁচা নয়। নীতি, আদর্শকে বাদ দিলে পশুত্বে নীত হয়। ধর্ম্মাচরণ করলে মানুষ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, এ ধরণের ধারণার প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানিয়ে দেন, ধর্ম্মাচরণ করলে মানুষ মোটেই দুর্ব্বল হয় না; আর এ' ধারণাটা ভুল। ভারতবাসী জন্মসূত্রে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। কলির বয়স হ'চ্ছে পাঁচ হাজার বছর। অর্থাৎ দ্বাপরের শেষদিকে কলির সুরু। ঋষিদের দর্শন—পূর্ণ-দর্শন। তা' দু-ভাবে বুঝতে হয়। ভগবান্ 'পজেটিভ', শক্তি 'নেগেটিভ'। প্রকৃতিবাদীরা বলেছেন, প্রকৃতি হ'তে পৃথিবীর সৃষ্টি। মুক্তি চাইলে ভগবানের সাধন-ভজন করতে হবে। যাঁ'র মধ্যে চালাকী চাতুরী নেই এবং নিষ্কপটে ভগবদ্ভজন করেন তাঁকে বলে ভাগবত।

তিনি বলেন, ব্রহ্মলোকে Intern (অন্তরীণ) করে রাখা হয়। স্বর্গে গেলে আবার ফিরে আসতে হয় এই পৃথিবীতে। লৌকিক কর্ম্মের দ্বারা

স্বর্গলাভ হয়। শ্রীবাসদেব স্বয়ং নারায়ণ। যখন, তখন তাঁর কথা মাথা পেতে নিতে হবে। বেদ মানতে হলে তা'র আদর্শ ও নীতিকে মেনে চলতে হবে। তখন মানতে হবে ভগবানকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি গুরু। আর তিনিই হলো শক্তিমান বিগ্রহ। গুরু হ'লো তত্ত্বদর্শন। গুরু শ্রীভগবানের সেবা ও শিক্ষা দান করেন। কারণ তাঁর মধ্যে আছে সৃজনীশক্তি। যথার্থ-ভাবে বাচার পথ হলো একটা। যা' ভাগবতে, উপনিষদে আছে—তাহা ভক্তি-মার্গ। ভক্তিকে বাদ দিয়ে চলবার উপায় নেই।

শ্রীল মহারাজ ১৫০ মিনিটকাল অমূল্য ভাষণ রাখেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল (১) বৈষ্ণব কাকে বলে (২) অভক্তের নিন্দা (৩) দেব-দেবী ও ভগবানের উপাসনা (৪) কৃষ্ণভক্ত (৫) জীব-তত্ত্ব (৬) সম্বন্ধ ও অভিধেয়, প্রয়োজনতত্ত্ব (৭) শ্রীনামতত্ত্ব (৮) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ ও বাণী (৯) ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ ইত্যাদি। শ্রীতারাপদ সরকার প্রধান অতিথি থাকেন।

এই উপলক্ষে আয়োজিত কীর্ত্তন ও বন্দনায় অংশ গ্রহণ করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী, সর্ব্বশ্রী শ্রীকান্ত সরকার, সুশান্ত সরকার, গোষ্ঠ সরকার, লক্ষ্মীকান্ত সরকার এবং আরও অনেকে। শ্রীল মহারাজের ভাষণ এত উচ্চাঙ্গ ও ভাবগম্ভীর হইয়াছিল যে, দীর্ঘ সময় ভাষণ দিলেও সভা ছিল একদম শান্ত।

শ্রীল আচার্যাদেব পূঁড়ার শ্রীহরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাসভবনে তিনদিন অবস্থান এবং বাজিতপুরে এক সভায় ভাগবতের আলোচনা করেন। সম্মেলনে যোগদানের সময় শ্রীল মহারাজকে কীর্ত্তন সহযোগে কাটিয়াহাট-অনুষ্ঠান-মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দীর্ঘ ৫ (পাঁচ) মাইল পথের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ভক্তবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানান। শঙ্খধ্বনি উঠে প্রতিনিয়ত। শোভাযাত্রায় ছিলেন বিশিষ্ট নাগরিকগণ।

এরপর মহারাজ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ব্যাখ্যা করেন, যা' ভাব, ভাষা এবং পরিবেশন অসংখ্য শ্রোতাবর্গকে মুগ্ধ করেন। কাটিয়াহাট অনুষ্ঠানে সমগ্র সভাস্থলে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না এবং সকলেই তাঁর ভাষণ অত্যন্ত ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন।

—শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ, বিদ্যাভূষণ
সাংবাদিক, পি, টি আই

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ৮০তম বর্ষপূর্ত্তি

আবির্ভাব-তিথিপূজা-বাসরে

ভক্ত্যঞ্জলি

মাঘের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিরে পূজি আজি সমাদরে,
একদা শ্রীগুরু এ' তিথি আলম্বি' উদিত ধরণী' পরে।
কলিহত জীবের উদ্ধারার্থে প্রকটিত তিনি হেথা',
'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' নামে তাঁরে বন্দে ভকতেরা সর্ব্বথা।
গুণমধ্যে তিনি উদিত হ'লেও সত্তা তাঁর অপ্রাকৃত,
নির্গুণ বস্তু হয়ে তিনি সদা ভক্ত কাছে প্রতিভাত।
মায়িক বস্তু হয়ে অবিরত, কভু গুরুত্ব নাহি তার,
নির্গুণ বস্তুই গুরুত্ব বলে, গুরু হয় সবাকার।
নির্গুণ বস্তু শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রিত সেবক হ'লে,
মায়িক জীবের সর্ব্বানর্থ টুটে শ্রীগুরু-করুণা-বলে।
নির্গুণ ক্ষেত্রেই নির্গুণ শ্রীগুরুর সতত অধিষ্ঠান,
দেবানন্দ মঠে শ্রীগুরু-পূজায় সঁপি তাই মন-প্রাণ।
বাজিতেছে আজ খোল-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা শত শত,
ধূপ-দীপ ও গন্ধ পুষ্পাদিতে চারিদিক আমোদিত।
গঙ্গা-সলিলে কল-উচ্ছ্বাসে শোনা যায় গুরুর স্তুতি,
শুক-সারী গাহে শ্রীগুরু-মহিমা আজি মহানন্দে মাতি'।
জয় গুরুদেব—ধ্বনি ওঠে সদা আকাশ-বাতাস ভরি'
মোদের হৃদয় নাচে আনন্দে তাঁর লীলা-কথা স্মরি'।
তাঁহার শ্রীগুরু-সেবন-মহিমা র'বে সদা অম্লান,
'শ্রীপ্রভুপাদেরে' রক্ষিলা একদা তুচ্ছ করি' নিজ-প্রাণ।
গুরু-সেবার তরে আত্মত্যাগেও কুণ্ঠা ছিল না তাঁর!
সারাটি জীবনে বহিলা অক্লেশে শ্রীগুরু-সেবার ভার!
'কুরেশের' মত শ্রীগুরুদেবের জীবন রক্ষার তরে,
পীড়ন-অপবাদ সহে তিনি নিজে পুলকিত অন্তরে।
গুরু-সেবা ছাড়া শ্রীহরি-সেবায় নাহি কোন সার্থকতা,
শ্রীগুরু-সেবকই সর্ব্বোত্তম বলি' শাস্ত্রে ঘোষিত সদা।

'পদ্মপাদ' একদা মার্জ্জনা চাহে গুরু সেবকের কাছে,
শ্রীগুরুদেবের সেবকই ধন্য যুগে যুগে ধরা-মাঝে।
ঋষিরাও একদা গুরু-সেবকের করুণা-প্রার্থী হ'য়ে,
নৈমিষারণ্যে শুনে ভাগবত সূত-গোস্বামীর আশ্রয়ে।
তেমতি মোদের শ্রীগুরুদেবের প্রভুপাদ-সেবা হেরি',
যোগি-ঋষিগণ শুনে হরি-কথা তাঁহার চরণ ঘেরি'।
শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃততত্ত্ব সৎ শিষ্যই শুধু জানে,
শ্রীগুরু-তত্ত্ব কভু বুঝা নাহি যায় ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে।
শাউরী-আউলাদি-সম্প্রদায়ের মত খণ্ড খণ্ড করি'
শ্রীগৌর-সিদ্ধান্ত প্রচারিলা তিনি সমগ্র ভারত জুড়ি'।
'বৈষ্ণব-বিজয়'-গ্রন্থ লিখিলা মায়াবাদ দূরিবারে,
পৃথিবীতে তাঁর হেন সুকীর্ত্তি র'বে যুগ যুগ ধরে।
'শ্রীমদ্ভাগবতের' প্রতিটী শ্লোকের সরল ব্যাখ্যা করি,'—
কহিলা মোদের সবার উপরে রয়েছে ব্রজের হরি।
'সুনীচ' না হ'লে শ্রীহরি-ভজনে শুধু কপটতা ভরা,
বাস্তব মঙ্গল নাহি হয় কভু শ্রীগুরু-করুণা ছাড়া।
'শ্রী-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়' কভু অবৈদিক নয়,
গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে রহে সর্ব্ব শ্রুতির সমন্বয়!
শ্রীগৌরাঙ্গই স্বয়ং ভগবান্—আমরা সবাই ভৃত্য,
পাষণ্ড দলি' সদা প্রেমামৃত প্রচার—গৌড়ীয়-কৃত্য।
অনর্থরাশি হৃদয়ে থাকিতে পাষণ্ডত্ব নাহি যায়,
ভজনে হৃদয় শুদ্ধ হইলেই দিব্য প্রেমালোক ভায়!
তাঁর অসংখ্য উপদেশ-মাঝে আজি যাহা মনে ভাসে,
স্মরি' তাহা সদা নমি পুনঃ পুনঃ তাঁর পূত পদ-পাশে।
কুটিল হৃদয়ে পূজিলে গুরুরে, শ্রীগুরু হয় না প্রীত,
যথা দুর্য্যোধনের অর্ঘ্য লয়নি ভগবান্ শ্রীকেশব।

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
৩ গোবিন্দ, ৪৯১ গৌরাব্দ

সেবকাধম—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী আচার্য্যকুলতিলক ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের

আবির্ভাব-বাসরে কুসুমাঞ্জলি

১। শ্রীশ্রীনীলাচলেশ্বর রথারোহণপূর্ব্বক সুন্দরাচল গমনের প্রাক্কালে যাঁহার আবির্ভাব-গৃহের সম্মুখে তিন দিন যাবৎ রথারোহণাবস্থায় থাকিয়া আপন গলার মালা-দ্বারা আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যাঁহার গুরুদেব এবং তিনি যাঁহাকে 'কৃতিরত্ন' ও অন্তরঙ্গ সেবক বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করেছেন, তিনিই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু আমার প্রভু।

২। যিনি যে-কার্য্যের জন্য এ জগতে এসেছিলেন, আবার সেই কার্য্যের জন্যই ইহলোক হইতে অপ্রকট হয়েছেন সেই জগদ্‌গুরু আমার প্রভু; সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে আমি নিরন্তর উপাসনা করি। তিনি যে কার্য্যের জন্য এসেছিলেন সেই কার্য্যের জন্যই চলে গিয়েছেন, তাহার প্রমাণ—

৩। কতিপয় সেবকাভিমানী ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতা ও স্বতন্ত্রতাবশতঃ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নিরয়গামী হইতেছে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে নিজের ইচ্ছানুসারে অন্তর্দ্ধান-লীলা আবিষ্কার করেছেন, সেই জগদ্‌গুরু আমার প্রভু; সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে আমি নিরন্তর ভজনা করি।

৪। পরজগতে যূথেশ্বরীর প্রতি যূথদিগের একনিষ্ঠতা ও সেবা সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এ জগতে তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি নিষ্ঠা ও সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গুরুদেবের প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য,—এই আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই জগদ্‌গুরু আমার প্রভু; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি।

৫। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভাবকালে চন্দ্র-গ্রহণচ্ছলে এই জগৎ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ নামামৃতে প্লাবিত করেছিলেন, সেই নামামৃত পান করে নিরপরাধী জীব অমরত্ব লাভ করেছিলেন কিন্তু এই মহাপুরুষ গ্রহণচ্ছলে অন্তর্দ্ধানকালে নরপরাধি সেবক ও নবদ্বীপবাসীকে অশ্রু বিসর্জ্জন করাইয়াছেন, সেই জগদ্-

গুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি।

৬। যাঁহার সমাধিস্থকালে সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীরাধা-ঠাকুরাণী আপনগলার মালা প্রদান করিয়া কর্ম্মবাধ্য মরণশীল মানবের সহিত তুলনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই জগদ্‌গুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি।

৭। যিনি উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবার প্রাক্কালে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়া সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, ঊর্জ্জেশ্বরী শ্রীশ্রীরাধাণীর দাসী-অভিমানে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া নিয়মিত একনিষ্ঠ ভাবে সংখ্যানাম ও সেবা করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীশ্রীদামোদরের সেবা লাভ করা যাইতে পারে,—এই শিক্ষা যিনি প্রদান করিয়াছেন সেই জগদ্‌গুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরমোপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি।

৮। সেবকে সেবকে সৌহার্দ দেখিলে যিনি পরম আনন্দিত হইতেন, কিন্তু পরস্পরের বিচ্ছেদ দেখিলে বজ্রের ন্যায় কঠোর ভাব অবলম্বন করিতেন, সেই জগদ্‌গুরু আমার প্রভু, আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি।

৯। ইহ জগতে যে'টি হাস্যাস্পদ, পরজগতে সেইটিই অতি উত্তম, পর-জগতে যে'টি, হাস্যাস্পদ এই জগতে সেইটিই অতি উত্তম,—এই কথা বলিতে বলিতে যিনি তাঁর অন্তর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতেন সেই জগদ্‌গুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি।

১০। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যে-কথা বলিবার জন্য জগতে এসেছিলেন, তাঁর অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করিবার জন্য শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউ প্রকট করিয়া সেবক-সেব্য অভিন্নাত্মা ও আরও বহু গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন সেই জগদ্‌গুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি।

১১। এই মহাপুরুষের নিকট যে কোন ব্যক্তি সামান্য কিছু সেবা করিয়া সেবার বিনিময়ে নিজ নিজ মনোভিষ্ট ফল কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সেই সেই কামনার বস্তুগুলি প্রদান করিয়া বঞ্চনা করেন, সেই বঞ্চনোত্তম জগদ্‌গুরু আমার প্রভু ; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরু-দেবকে নিরন্তর ভজনা করি।

১২। যিনি দৈন্যের ক্ষুদ্র সেবাকে বহুমানন্ করিতেন এবং দাম্ভিকের বৃহৎ সেবাকেও অতি নগণ্য মনে করিতেন, সেবকগণের নিকট যিনি অত্যন্ত দৈন্যের বিগ্রহ ছিলেন এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষিগণের প্রতি শাণিত অস্ত্রের মত ছিলেন, সেই বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনী কুসুমাদপী জগদ্গুরু আমার প্রভু; আমি সেই পরম উপাস্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর ভজনা করি।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-দাসাভিলাষী—

শ্রীভগবানদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-বিরচিত

গীতাভূষণ-ভাষ্যসহ

[মূলশ্লোক, অন্বয়ানুবাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "বিদ্বদ্রঞ্জন" ভাষাভাষ্য এবং বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী, অধ্যায়-সূচী, মঙ্গলাচরণ ও গীতামাহাত্ম্যাদি সমন্বিত।]

সাধারণ বাঁধাই—১৫·০০ • বোর্ড বাঁধাই—১৮·০০

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আয়োজন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিগত ১৪ই ফাল্গুন (ইং ২৬।২।৭৮), রবিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক পরমহংসকুলচূড়ামণি আচার্য্যকেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** আবির্ভাব-তিথিপূজা হইতে ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৭৮), মঙ্গলবার হইতে জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট চিদ্বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** আবির্ভাব-তিথিপূজা পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপূজা ও তদঙ্গিভূত পূজা-পঞ্চকাদি এবং বিরাট মহোৎসবের ব্যবস্থা করা হয়।

১৩ই ফাল্গুন, সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের মূল মন্দির, শ্রীসমাধি-মন্দির, শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন-নাট্য-সদন, তোরণাদি বিভিন্ন পত্র-পুষ্প-পতাকাদি-দ্বারা সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হয়। এইদিন সন্ধ্যায় শ্রীকীর্ত্তন-মণ্ডপে অধিবাস-দিবস উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ। তিনি উপস্থিত বৈষ্ণবগণকে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে প্রস্তুতির যে-প্রয়োজন তাহাতে সকলে উল্লাসের সহিত এগিয়ে আসায় তাঁহা-দিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কারণ, "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"—এই বাণীকে কেন্দ্র করিয়া সেবক-সেব্যের নিত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করতঃ সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

১৪ই ফাল্গুন, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি হইলে কীর্ত্তনমুখে নগর-পরিক্রমণ করা হয়। পরে শ্রীমঠে গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-গীতিকা কীর্ত্তন হইলে পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ পাঠমুখে শ্রীগুরু-তত্ত্ব আলোচনা করেন। পূর্ব্বাহ্ণেই শ্রীগুরুপূজা ও তদঙ্গিভূত পূজা-পঞ্চক অনুষ্ঠিত হয় এবং মধ্যাহ্নে অঞ্জলি প্রদান ও বিবিধ উপকরণাদি কীর্ত্তনমুখে নিবেদন হইলে বিভিন্ন মঠ হইতে আগত বৈষ্ণববৃন্দ এবং আগত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ-দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়।

ঐদিন অপরাহ্ণে এক মহতি-সভার আয়োজন হয়। এই সভায় ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রথমে শ্রীল গুরুপাদপদ্মে আর্ত্তি নিবেদনের বিভিন্ন কবিতা-প্রবন্ধাদি পঠন হয়। পরে যথা-ক্রমে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ও আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্রহ্মচারিগণ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ তাঁহার সতীর্থের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়া বিভিন্ন দিক্ প্রদর্শন করান। তদনন্তর কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য শেষ হয়।

১৫ই ফাল্গুন (ইং ২৮।২।৭৮) সোমবার প্রাতে যথারীতি মঙ্গলারতি হইলে বিভিন্ন বন্দনাদি কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্পর্কে পাঠ করেন। এই দিনেও সন্ধ্যায় সভার আয়োজন হয় এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের বক্তৃতাবলী বাণী-সংরক্ষণ (Tape Recorder) যন্ত্র হইতে পরিবেশন করা হয়। পরে বৈষ্ণবগণ শ্রীব্যাসদেব-তত্ত্ব সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন।

১৬ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।৭৮) মঙ্গলবার দিনেও প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তনাদি যথারীতি হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ পাঠমুখে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন। মধ্যাহ্নে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলেখ্যোপরি পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় এবং সহস্রাধিক আগত জনসাধারণকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই দিনেও সন্ধ্যায় সভার আয়োজন হয়। এই সভায় সমিতির আচার্য্যপাদ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতা-প্রবন্ধাবলী পাঠান্তে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন। তদনন্তর ছায়াচিত্র-যোগে গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য-বিষয় ও শিক্ষামূলক-ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়।

বলা বাহুল্য, সমিতির সকল কেন্দ্রেই উক্ত উৎসব বিশেষ ভাবে উদ্‌যাপীত হইয়াছিল। স্থানাভাবে বিশদ বিবরণ দিতে না পারায় আমরা দুঃখিত।

— — — —

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩০শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২২ মধুসূদন, ৪৯২ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৮৫ ; ইং ১৫।৫।১৯৭৮ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

গোপী কদাচিৎ মণিপিঞ্জরস্থং
শুকং বচো বাচয়িতুং প্রবৃত্তা।
আনন্দকন্দ ব্রজচন্দ্র কৃষ্ণ
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৭॥

গোপী শ্রীরাধিকা কোন এক সময়ে মণিপিঞ্জরমধ্যস্থ শুক পক্ষীকে "হে আনন্দকন্দ! হে ব্রজচন্দ্র! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" নামসহ শিক্ষা করাইতে প্রবৃত্তা হইলেন ॥২৭॥

গোবৎসবালৈঃ শিশুকাকপক্ষং
বধ্নন্তমম্ভোজদলায়তাক্ষম্ ।
উবাচ মাতা চিবুকং গৃহীত্বা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৮॥

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে কোন এক গোপবালকের গণ্ডস্থলস্থিত কেশের সহিত ধেনুবৎসের পুচ্ছ বন্ধন করিতে দেখিয়া মাতা যশোদা পুত্রের চিবুক ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ও গোবিন্দ! ও দামোদর! ও মাধব!" এ কি হইতেছে ॥২৮॥

প্রভাতকালে বর বল্লবৌঘা
গোরক্ষণার্থং ধৃতবেত্রদণ্ডাঃ ।
আকারয়ামাসুরনন্তমাদ্যং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৯॥

প্রভাতকালে প্রিয় বয়স্যগণ বেত্রদণ্ডহস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অনন্ত, আদিপুরুষ কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন—হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! গোধন চরাইতে যা'বে এস ॥২৯॥

জলাশয়ে কালিয়মর্দ্দনায়
যদা কদম্বাদপতন্ মুরারিঃ ।
গোপাঙ্গনাশ্চুক্রুশুরেত্য গোপা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩০॥

যখন মুরারি কৃষ্ণ কালিয়নাগকে মর্দ্দন করিবার নিমিত্ত কদম্বরুক্ষ হইতে কালিয়হ্রদে নিপতিত হইলেন, তখন গোপ-গোপীগণ "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

অক্রুরমাসাদ্য যদা মুকুন্দ
শ্চাপোৎসবার্থং মথুরাং প্রবিষ্টঃ ।
তদা স পৌরৈর্জ্জয়তীত্যভাষি
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩১॥

যখন মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্যজ্ঞোৎসবে যোগদান করিবার জন্য অক্রুরের সহিত মথুরায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন মথুরাবাসী "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" তুমি জয়যুক্ত হও, তুমি জয়যুক্ত হও, এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥৩১॥

কংসস্য দূতেন যদৈব নীতো
বৃন্দাবনাদ্ বসুদেবসূনু।
রুরোদ গোপী ভবনস্য মধ্যে
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩২॥

যে-সময় কংসদূত অক্রূর বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গেলেন, তখন গোপী অর্থাৎ শ্রীরাধিকা নিজ ভবনে "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

সরোবরে কালিয়নাগবদ্ধং
শিশুং যশোদাতনয়ং নিশম্য!
চক্রুর্লুঠন্ত্যঃ পথি গোপবালা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩৩॥

যখন গোপবালকগণ শুনিলেন যে, কালিয়হ্রদে শিশু যশোদাসুত কালিয়-নাগকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছে, তখনই পথিমধ্যে "হায় গোবিন্দ! হায় দামোদর! হায় মাধব!" বলিয়া ভূমিতলে লুটোপুটি খাইতে লাগিলেন ॥৩৩॥

অক্রূরযানে যদুবংশনাথং
সংগচ্ছমানং মথুরাং নিরীক্ষ্য।
ঊচুর্বিয়োগাৎ কিল গোপবালা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩৪॥

অক্রূরের রথারূঢ় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরাভিমুখে যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণ-বিরহে গোপবালকগণ বলিতে লাগিলেন, "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে?" ॥৩৪॥

চক্রন্দ গোপী নলিনীবনান্তে
কৃষ্ণেন হীনা কুসুমেশয়ানা।
প্রফুল্লনীলোৎপললোচনাভ্যাং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩৫॥

প্রফুল্লকমললোচনা শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণবিরহে পদ্মবনান্তে কুসুম-শয্যায় শায়িত হইয়া "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

মাতাপিতৃভ্যাং পরিবার্য্যমানা
গেহং প্রবিষ্টা বিললাপ গোপী।
আগচ্ছ মাং পালয় বিশ্বনাথ
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩৬॥

পিতামাতা কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী গৃহে প্রবেশ করতঃ "হে বিশ্বনাথ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর ও পালন কর" এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

বৃন্দাবনস্থং হরিমাশুবুদ্ধা
গোপীগতা ক্বাপি বনং নিশায়াম্।
তত্রাপ্যদৃষ্ট্বাতিভয়াদবোচৎ
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩৭॥

বৃন্দাবননাথ শ্রীবৃন্দাবনেই সতত বিরাজমান মনে করিয়া কোন একদিন নিশাকালে গোপী বনগমন করতঃ তথায় তাঁহার অদর্শনে অতিভয়ে "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" নাম উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

সুখং শয়ানা নিলয়ে নিজেঽপি
নাম্নানি বিষ্ণোঃ প্রবদন্তি মর্ত্ত্যাঃ।
তে নিশ্চিতং তন্ময়তাং ব্রজন্তি
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩৮॥

যে-সকল মর্ত্ত্যবাসী নিজ গৃহেই সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিয়া "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" বলিয়া শ্রীবিষ্ণু-ভগবানের নাম গান করেন, তাঁহারা সত্বরই নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন ॥৩৮॥

সা নীরজাক্ষীমবলোক্য রাধাং
রুরোদ গোবিন্দবিয়োগখিন্নাম্।
সখী প্রফুল্লোৎপললোচনাভ্যাং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩৯॥

কোন সখী কমললোচনা শ্রীমতী রাধিকাকে শ্রীগোবিন্দবিয়োগবিধুরা দেখিয়া "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিতে বলিতে প্রফুল্ল-কমলনয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীমধ্বমুনি-চরিত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৩ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈকুণ্ঠ-বায়ুর অবতার

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ের নিদর্শন মত আমরা দেখিতে পাই যে, বৈকুণ্ঠ-ধাম এবং গোলোক-ধাম উভয় নিত্যাশ্রয়ই বায়ু কর্ত্তৃক ধৃত আছে। যেমন দেবীধামে বায়ু মরুতাখ্য দেব বলিয়া পরিচিত, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে বায়ুদেব বৈকুণ্ঠ-ধারণ সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। বলা বাহুল্য, জড়ের বায়ু বা দেবলোকের মরুদ্দেব বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত বায়ুদেবের সহ তুল্য নহে।

বৈকুণ্ঠং পরমং ধাম জরা-মৃত্যুহরং পরং।
বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাদূর্দ্ধমুত্তমম্ ॥
ন বর্ণনীয়ং কবিভির্বিচিত্রং রত্ননির্ম্মিতম্।

গোলোক বিষয়ে "ঊর্দ্ধং বৈকুণ্ঠতোঽগমং" এবং "বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ নির্ম্মিতং স্বেচ্ছয়া বিভোঃ" প্রভৃতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্যে বায়ুর শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠ-ধারণ-সেবা জানা যাইতেছে। শ্রীমাধ্বগণ বলেন,—তাঁহাদের আচার্য্যপাদ বায়ুর অবতার। সুতরাং শ্রীমধ্বকে প্রাণনাথ সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

দেবগণের প্রার্থনায় শ্রীনারায়ণের আদেশে বায়ুদেব মধ্বের আবির্ভাব

তুলুব ও অন্যান্য প্রদেশে যে-কালে জৈন ও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী শঙ্কর মতাবলম্বিগণ এবং শৈবসমূহ, ভাগবত-সম্প্রদায়ের গর্হণে ব্যস্ত ছিল, তদ্দর্শনে বিরিঞ্চিপ্রমুখ দেবগণ, তাহাদের ক্রিয়া-কলাপে উদ্ভ্রান্ত অধিবাসিবর্গের মঙ্গলের জন্য শ্রীনারায়ণের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের আদেশক্রমে বৈকুণ্ঠধারক প্রাণনাথ বায়ুদেব তুলুবদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

ব্যাসানুচর মধ্ব দ্বাপরে ভীম, ত্রেতায় হনুমদ্দেহ-ধারী

ত্রেতাযুগে বৈকুণ্ঠপতির সহচর হইয়া বৈকুণ্ঠ-ধারক হনুমদ্দেহে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন, দ্বাপরে দ্বারকাধীশের সহচর হইয়া সেই মরুদ্দেব ভীম-রূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করেন। আবার কলিতে বিষ্ণুর আবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের অনুচর হইয়া শ্রীমধ্বাচার্য্য-রূপে সেবা করিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদয়কাল বিচারে বিভিন্ন মতবাদ

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদয়কাল বিচার সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। এই কাল-বিষয়ক গবেষণায় আমরা সর্ব্বাগ্রে ছয়টি মূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীভাণ্ডারকার ও শ্রীপদ্মনাভাচার্য্যের মত

(১) শ্রীভাণ্ডারকার-দৃষ্ট পূর্ব্ব মঠ-তালিকা এবং বায়ুপুরাণ প্রমাণ। ভাণ্ডারকার বলেন—বার্হস্পত্য বর্ষনিরূপণ ব্যতীত অতি প্রাচীন মঠ-তালিকায় শকাদির উল্লেখ নাই। পর পর মঠতালিকার গণনাদ্বারা অনুমান-ক্রমে শক-বর্ষাদি নিরূপিত হইয়াছে।

অদমার মঠস্বামী মহোদয়ের সমক্ষে শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য সম্প্রতি উডুপীস্থ পণ্ডিতকুলকে আহ্বানপূর্ব্বক বায়ুপুরাণ ও অন্যান্য অপ্রামাণিক উদ্ধৃত শ্লোকাদি হইতে জানিয়াছেন যে, বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্ম হয়। বায়ুপুরাণের শ্লোকার্থে—মাঘী শুক্লা সপ্তমী বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্ম, আবার অন্য শ্লোকের মতে ঐ বর্ষে বিজয়াদশমীতে জন্ম হয়।

'সৎকথা' নামক গ্রন্থের মত

(২) উডুপীস্থ অষ্ট মঠস্বামিগণের এবং উত্তরাদী মূল মঠের তীর্থস্বামী মহোদয়ের মঠ-তালিকা। 'সৎকথা' নামক কানাড়ি ভাষায় ভীমরাও পামিরাও লিখিত গ্রন্থ, যাহা ধারবাড়ের প্রসাদ রাঘব যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, সেই তালিকায় শ্রীমধ্বের অভ্যুদয় কাল বিলম্বী বর্ষে ১০৪০ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। মাধ্বপণ্ডিতগণ এই তালিকাকে বিশেষ সম্মান করেন। কেহই ইহাতে সন্দিহান হইতে পারেন নাই।

মধ্ব-প্রণীত মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়-গ্রন্থের মত

(২) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভারত তাৎপর্য্য-নির্ণয়-গ্রন্থে কালের বিষয় দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রায়শো রাক্ষসাশ্চৈব ত্বয়ি কৃষ্ণত্বমাগতে।
শেষা যাস্যন্তি তচ্ছেষা অষ্টাবিংশে কলৌ যুগে
গতে চতুঃসহস্রাব্দে তমোগাস্ত্রিশতোত্তরে ॥১০০॥ (তাঃ নিঃ ৯ম অধ্যায়)
চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সম্বৎসরাণান্তু কলৌ পৃথিব্যাং।
জাতঃ পুনর্বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যানিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাহ ॥১০১॥
(তাঃ নিঃ ৩২শ অধ্যায়)

মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের স্থানদ্বয়ে যে-কালের উল্লেখ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে শ্রীমধ্বমুনি ৪৩০০ কলাব্দ অতীত হইলে পর অর্থাৎ চতুশ্চত্বারিংশকলি-শতাব্দীতে তাঁহার উদয়কাল নিরূপণ করেন। ঠিক শতাব্দী প্রারম্ভেই তাঁহার উদয়কাল—এরূপ কথার নির্দ্দেশ নাই। বিলম্বী বর্ষে তাঁহার জন্ম হয়—এ কথা

ভাণ্ডারকার-দৃষ্ট পূর্ব্বমঠ তালিকাতে উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায়, পরমঠ তালিকার নিরূপিত শক ও স্মৃত্যর্থসাগর-লিখিত শক পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়েই পরে বিলম্বীকে আশ্রয়পূর্ব্বক শকে পরিণত করিয়াছেন। দক্ষিণদেশে বার্হস্পত্যাব্দের যথেষ্ট প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। পরে ক্রমশঃ শকাদি লিখিত হয়। সুতরাং ৪৩০০ কল্যব্দকে শকে পরিণত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়ার এবং দক্ষিণ-ক্যানারা-জিলা-ম্যানুয়েল-গ্রন্থে ১১২১ শকাব্দায় অর্থাৎ কল্যব্দ ৪৩০০ বর্ষে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব স্থির করেন। ডাক্তার বুকানন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২১ শকাব্দে মহীশূর, কানাড়া ও ম্যালেবার রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণপূর্ব্বক উডুপীতে পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া আচার্য্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দ স্থির করিয়াছেন। বুকাননের মূল প্রমাণ আর কিছুই নাই।

শ্রীগোপীনাথরাও এবং উল্কবাচার্য্যের মত

(৪) শ্রীমচ্ছলারি স্মৃতি হইতে শ্রীগোপীনাথরাও "দক্ষিণাপথে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের লঘু ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় গবেষণাখণ্ডে" শ্রীমধ্বের উদয়কাল জ্ঞাপক এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন,—

কলৌ প্রবৃত্তে বৌদ্ধাদি মতং রামানুজং তথা।
শকে হ্যেকোনপঞ্চাদশদধিকাব্দে সহস্রকে॥
নিরাকর্ত্তুং মুখ্যবায়ুঃ সম্মতস্থাপনায় চ।
একাদশশতে শাকে বিংশত্যষ্টযুগে গতে॥

কৃষ্ণাতীরস্থ বাইক্ষেত্র নিবাসী বালাচার্য্য তনুজ উল্কবাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ-প্রণীত সর্ব্বমূল গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"উৎসন্নাম্নায়ং পুনর্নিরূপয়িতুং রৌপ্যপীঠে সুপীঠে মধ্যগেহ সুগেহে আবিরাস ভগবান্ দশশততমশকশতকে শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞঃ সুপ্রজ্ঞঃ। উক্তমেচ্ছলাদি নৃসিংহাচার্য্য-কৃত-স্মৃত্যর্থসাগরে।" নৃসিংহাচার্য্যের মতে ১১০০ শকাব্দে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব কাল।

প্রস্তর-ফলক-ত্রয় ও অধ্যাপক কিলহর্ণের মত

(৫) শ্রীনরহরি তীর্থের প্রস্তর ফলকত্রয়ের আর্কিয়লজিকেল বিভাগ কর্ত্তৃক যেরূপভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ১১৮৬ শকাব্দা হইতে ১২১৫ শকাব্দা পর্য্যন্ত উক্ত তীর্থস্বামী কলিঙ্গ রাজের শিক্ষকরাজের অভিভাবক থাকিয়া নানাপ্রকার মহিমা বিস্তার করিতেছেন। পুরুষোত্তম তীর্থের সন্ন্যাসী শিষ্য আনন্দ তীর্থের নিকট নরহরি তীর্থ দীক্ষিত হইয়াছেন।

আনন্দতীর্থ ব্যাসের বিপথগামী অনুচরবর্গকে দণ্ডদ্বারা সুপথে আনয়ন করিয়াছেন। আনন্দতীর্থের বাক্যাবলী পালন করিলে জীব হরিপাদপদ্ম লাভ করেন। আনন্দতীর্থের বাক্য বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং তৎপাদপদ্মদানে সক্ষম। এই শিলালিপি ১২০৩ শকাব্দে খোদিত হয়। অধ্যাপক কিলহর্ণ এই প্রস্তর ফলকের তারিখ ২৯শে মার্চ্চ, ১২৮১ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। কুর্ণ্ণাচল, চিকাকোলে এবং সিংহাচল নৃসিংহ মন্দিরে ফলকদ্বয়ও নরহরি তীর্থের তথায় অবস্থানের কাল নির্ণয় করে।

বিদ্যারণ্য, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ ও বেদান্ত দেশিক সমসাময়িক

(৬) বিদ্যারণ্য ভারতী ১২৬৮ শকাব্দে বিজয়নগর রাজ হইতে তাঁহার শৃঙ্গগিরি মঠের জন্য ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তিনি শ্রীমাধ্ব চতুর্থ শিষ্য অক্ষোভ্যের সমসাময়িক।

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমরণ্যানীমক্ষোভ্য মুনিরচ্ছিনৎ॥

আবার বেদান্তদেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীতে জীবিত থাকিয়া বিজয়নগর রাজের অনুরোধে বিদ্যারণ্য ও অক্ষোভ্যের বিচার-মীমাংসক হইয়াছিলেন। বেদান্তদেশিক বৈভবপ্রকাশিকা গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। জয়তীর্থ-বিজয়ে জয়তীর্থের সহিত বিদ্যারণ্য তীর্থের সাক্ষাৎ উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য নিজ গ্রন্থে জয়তীর্থের ভাষ্য উদ্ধার পূর্ব্বক বিচার করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যারণ্য জয়তীর্থ, অক্ষোভ্য ও বেদান্তদেশিক একই সময়ের ব্যক্তি।

উল্লিখিত ছয়টী মতের সংক্ষেপ ও সার

উপরিউক্ত প্রমাণাবলী হইতে আমরা অল্প কথায় এই বুঝি যে—

(১) শকাব্দা ১০৪০, ১১০০ বা ১১৬০ বিলম্বী বর্ষে জন্ম।

(২) শকাব্দা ১০৪০।

(৩) ১১২১ শকাব্দার পর কোন বর্ষে।

(৪) শকাব্দা ১১০০।

(৫) নরহরিতীর্থ ১২০৩ শকের পূর্ব্বে মধ্বের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও ১২১৫ শকের পর তদীয় পীঠে অধিরোহণ করেন। প্রস্তর ফলকত্রয় প্রমাণ।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন কাল-তালিকা হইতে জানা যায় যে বিদ্যারণ্য, মধ্বশিষ্য অক্ষোভ্য ও বেদান্তদেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

উক্ত মতবাদিগণের পরস্পর বিরোধ

ইতিহাস প্রমাণ, এই প্রমাণের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় একটী শুদ্ধ মীমাংসা হওয়া উচিত। প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে :—

প্রথম প্রমাণ অন্য প্রমাণাবলীর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অন্য পাঁচটী প্রমাণের সকলগুলিরই পোষণ করে। প্রথম প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণগুলির বিরোধ নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই প্রমাণ চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ করিতে হয়।

তৃতীয় প্রমাণ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণদ্বয় ত্যাগ করিতে হয়।

চতুর্থ প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, তথাপি দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রমাণ চতুষ্টয় ত্যাগ করিতে হয়।

পঞ্চম প্রমাণ শুদ্ধ বলিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ ব্যতীত প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠের বিরোধ হয় না।

ষষ্ঠ প্রমাণ শুদ্ধ হইলে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রমাণের সহ বিরোধ হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের সত্যতা থাকে না।

মধ্বের আবির্ভাব সম্বন্ধে যাবতীয় মতের সমালোচনা

এই প্রমাণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তির কিরূপ আক্রমণযোগ্য, তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। শ্রীমধ্বের নিজ-লিখিত গ্রন্থে, প্রস্তরফলকে বা ইতিহাসে প্রথম প্রমাণোক্ত বিলম্বী বর্ষের কথা উল্লেখ নাই।

পূর্ব্বমঠ তালিকায় শকের উল্লেখ না থাকায়, স্মৃত্যর্থসাগর নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিলিখিত শকের সহ পার্থক্য হওয়ায়, শ্রীমধ্বের নিজ-লিখিত কালের সহ পার্থক্য হওয়ায়, প্রস্তর ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায় এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ পাঁচটীর প্রতিপক্ষে শক ১০৪০ নিরূপিত হইতে পারে না।

শ্রীমধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্য-নির্ণয় গ্রন্থে কাল বিষয়ক স্থানদ্বয় প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, অথবা অর্থান্তর যোগ্যতাক্রমে ৪৩০০ কলাব্দ শ্লোক-কথিত

বিলম্বী বর্ষ না হওয়ায় বা লেখকের কালবিষয়ে সূক্ষ্মতার যথার্থোপলব্ধি না থাকিলে উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না।

স্মৃত্যর্থসাগর রচনাকালে লোক-মুখে বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্মাব্দ শ্রবণ করিয়া অনুমানক্রমে ১১০০ শকাব্দের বিলম্বী বর্ষ মধ্বজন্মকাল নিরূপিত হইয়া থাকিলে, প্রস্তর ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায়, মধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কালের সহিত বিরোধ হওয়ায় ইতিহাসের সহ সামঞ্জস্যাভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

পঞ্চম প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রস্তরফলক পরে কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার অসম্ভাবনা না থাকায়, প্রস্তর ফলকোক্ত ভাষার প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা থাকায় প্রস্তর-ফলক-প্রমাণ নির্ব্বিবাদে ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ঐতিহ্য সমূহের নানাপ্রকার সাপেক্ষতা নিবন্ধন নানাপ্রকার ভ্রম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহাকেও ধ্রুব সত্য বলা যাইতে পারে না।

১১৬০ শকাব্দেই মধ্বের প্রকৃত জন্ম

যাহা হউক, প্রমাণগুলি অবিশ্বাস করিবার নানাপ্রকার যুক্তি সত্ত্বেও প্রমাণাবলী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীমধ্বাচার্য্য ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্মকাল নব্য মঠ-তালিকা বা স্মৃত্যর্থসাগরের বিরোধী হইলেও অন্য চারিপ্রকারের প্রমাণের বিরোধী নহে। পক্ষান্তরে ১০৪০ এবং ১১০০ শক পক্ষদ্বয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিজ লেখনীর প্রতিকূল। ১১৬০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করিলে চারিটী প্রমাণ পক্ষাবলম্বন করে। অথচ ১০৪০ পক্ষে বা ১১০০ পক্ষে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ বিলম্বী বর্ষ ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণাভাব। ১১৬০ শক বিলম্বী বর্ষ। মধ্ব-লিখিত ১১২১ শকাব্দের পর ১১৬০ শক। ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির ১২০৩ শকের পূর্ব্বে নরহরি তীর্থকে সন্ন্যাস দিতে বাধা নাই, ১১৬০ শকে জাতব্যক্তির নিকট গৃহীত-সন্ন্যাস অক্ষোভ্যতীর্থ, বিদ্যারণ্য ও বেদান্ত দেশিকের সম-সাময়িক হইবার অযোগ্য নহেন। ইতিহাস ও প্রস্তর ফলকাভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিলম্বী বর্ষের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক। তাঁহারাও এই দুইটীর সাহায্য পাইলে ১১৬০ শকাব্দই এক বাক্যে স্থির করিতে পারিতেন।

-- শ্রীল প্রভুপাদ

অত্যাহার

ভক্তি-সাধনে "অত্যাহার"-শ্লোকের পালন একান্ত আবশ্যক

শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামী স্বকৃত উপদেশামৃত-গ্রন্থে এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥
(উপদেশামৃত-২)

এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি বিশুদ্ধ ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার এই শ্লোকের উপদেশ পালন করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি এই উপদেশ-পালনে যত্ন করিবেন না, তাঁহার পক্ষে হরি-ভক্তি নিতান্ত দুর্লভ। শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা বলবতী, তাঁহাদের উপকারের জন্য আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। এই শ্লোকে (১) অত্যাহার, (২) প্রয়াস, (৩) প্রজল্প, (৪) নিয়মাগ্রহ, (৫) জনসঙ্গ ও (৬) লৌল্য—এই ছয়টি ভক্তি-বাধক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই ছয়টি বিষয় পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিচার করিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল **'অত্যাহার'** শব্দটীর অর্থ আলোচিত হইতেছে।

'অত্যাহার'-শব্দের অর্থ অধিক ভোজন-মাত্র নহে

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 'অত্যাহার'-শব্দে এস্থলে **'অধিক ভোজন'**-মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নয়। উপদেশামৃত-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

যিনি ধৈর্য্যের সহিত বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, ও উপস্থের বেগ, সহ্য করিতে সক্ষম হন, সেই ধীর পুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেন। এস্থলে **জিহ্বার বেগই**—ভোজ্য বস্তুর আস্বাদন স্পৃহা এবং **উদরের বেগই**—অধিক ভোজন স্পৃহা। দ্বিতীয় শ্লোকে 'অত্যাহার' শব্দে অধিক ভোজন বুঝিলে সংক্ষিপ্তসার-সংগ্রহ-গ্রন্থে দ্বিরুক্তিদোষ আসিয়া পড়ে। **সুতরাং পরম গম্ভীর শ্রীরূপ গোস্বামীর 'অত্যাহার' শব্দের অন্য তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করাই পণ্ডিত পাঠক-বর্গের কর্ত্তব্য।**

'ভোজন'-এর অর্থ—পঞ্চেন্দ্রিয়ে বিষয়-ভোগ

ভোজনই 'আহার'-শব্দের মুখ্যার্থ বটে, ভোজন শব্দেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগকে বুঝায়। চক্ষুদ্বারা **রূপ**, কর্ণের দ্বারা **শব্দ**, নাসিকাদ্বারা **গন্ধ**, জিহ্বার দ্বারা **রস**, এবং ত্বকের দ্বারা **মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি** বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত-বিষয়ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয়-ভোগ ব্যতীত জীবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহ-ত্যাগ হয়। সুতরাং 'বিষয়-ত্যাগ'—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।

ভক্তির অনুকূল কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য

ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ (গীঃ ৩।৫-৬)

[অর্থাৎ—অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ শাস্ত্রীয়-কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াও প্রকৃতিসিদ্ধ গুণদ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম্মসকল করিতে থাকে; অতএব তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চিত্তশোধক কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমুদয় সংযম করিয়া মনে-মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে; অতএব সেই মূঢ়কে 'মিথ্যাচারী' বলা যায়।]

কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্ব উদয় হয়। অতএব শরীর-কর্ম্ম-সকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়।

যুক্ত বা পরিমিতভাবে বিষয়-গ্রহণের উপায়

ভগবান্ আবার বলিয়াছেন :—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ (গীঃ ৬।১৬-১৭)
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ নিমিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ (গীঃ ৫।৮-৯)

[অর্থাৎ—অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রা-প্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয়। যুক্তাহার ও যুক্তবিহারশীল, কর্ম্মসকলে যুক্তচেষ্ট, যুক্ত-নিদ্র, যুক্তজাগর ব্যক্তিদিগেরই ক্রমচেষ্টা-দ্বারা জড়দুঃখনাশী যোগ সম্ভব হয়। কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি কার্য্য করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান-বশতঃ 'আমি কিছুই করি নাই'—এরূপ মনে করেন। প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মীষণ ও নিমীষণ কার্য্যকালে মনে করেন—আমি যে জড়দেহে আছি, তাহাই এ-সকল করিতেছে; অবিদ্যা-বদ্ধ 'আমি এইসকল কার্য্যে নির্দ্ধারণ ও মনন মাত্র করিতেছি। আত্মযথাত্ম্য সিদ্ধ হইলে প্রাকৃত বস্তুতে আমার এরূপ সম্বন্ধ নিঃশেষ হইবে'।]

অতি-ভোজন, অত্যল্প-ভোজন, অতি-নিদ্রা, অল্প-নিদ্রা দ্বারা যোগ হয় না। কিন্তু যুক্তভোজী, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্তজাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে যোগ সিদ্ধ হয়। তাহার প্রকার এই যে, আমার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা এই সকল কার্য্য করি না,—এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয়সকল গ্রহণ করিবে।

কর্ম্ম ও জ্ঞান ত্যাগ করিলে ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়

এই উপদেশ যদিও জ্ঞান-পক্ষে অধিক কার্য্য-প্রবৃত্তি দেখায়, তথাপি ইহার তাৎপর্য্য ভক্ত্যনুকূল হইতে পারে। গীতার চরম শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ ত্যাগ করতঃ আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়।

যুক্ত-বৈরাগ্য ও জীবনযাত্রা-বিধি

অতএব শ্রীরূপ রসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৫-২৬)

[অর্থাৎ—কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া এবং কৃষ্ণের সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র অবলম্বন করিলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে। মুমুক্ষুগণ শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, মহাপ্রসাদ,, গুরু প্রভৃতি হরিসম্বন্ধি বস্তুকেও প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ইহাই ফল্গু-বৈরাগ্য নামে অভিহিত হয়।]

উক্ত দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার উপদেশামৃতে অত্যাহার-ত্যাগ শব্দের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়-ভোগ বলিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু **ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূল-রূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে তাহা অত্যাহার নয়।** ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তিপর্ব্বে যুক্তাহার হইবে। তাহাতে যুক্তবৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর ও কৃষ্ণনাম কর।** ভাল ভাল ভক্ষ্যদ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াস-লব্ধ পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর—ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না।

অত্যাহার-দমন নিত্য এবং জিহ্বা ও উদরবেগ দমন—নৈমিত্তিকী ক্রিয়া

(উপদেশামৃতের) **প্রথম শ্লোকে**—জিহ্বা ও উদরের বেগ সহন করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাকৃত মানব সহজেই উত্তম রস-সেবনে লালসা এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রাপ্ত ভোজ্য-দ্রব্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া সেবনোৎসুক হন। তাহা একটী প্রাকৃত বেগ। যখন যেরূপ উঠিবে, তখন তাহা ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা দমন করিবেন। **দ্বিতীয় শ্লোকে**—যে অত্যাহার ত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহা একটি ভক্তি সাধনের নিত্য নিয়ম। পূর্ব্বটী নৈমিত্তিক, শেষটী নিত্য।

গৃহী ও গৃহত্যাগীর অত্যাহার পৃথক্

ইহাতে আর একটী কথা আছে। গৃহী ও গৃহত্যাগী-ভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্ব-ভরণের জন্য গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম্ম-সঞ্চিত ও ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎসেবা, ভাগবৎ-সেবা, কুটুম্বভরণ, অতিথি-সেবা ও নিজের জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তি সাধনে ও কৃষ্ণ কৃপালাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয়ও অত্যাহার, এবং অধিক উপার্জ্জনও অত্যাহার, ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষা লাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। ভাল বস্তু পাইয়া আবশ্যক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী সাধক বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সন্দর্ভ-সার

প্রীতি-সন্দর্ভ—৬২

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ তত্ত্ব। স্বয়ং ভগবান্ হইলেও তিনি যশোদা-নন্দন। যখন অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য প্রকট করেন, তখনও তিনি যশোদানন্দনই থাকেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব। শ্রীযশোদা এই তত্ত্বই অবগত হইয়াছিলেন। যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদরমধ্যে বিশ্বদর্শন করিতেছেন, তখনও তাঁহাকে পুত্ররূপে দেখিতেছেন ও জানিতেছেন। সুতরাং তাঁহার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকটনের কোন গৌরব নাই। সেইজন্য বিভু ঈশ্বর বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন বলা হইয়াছে।

এই ঈশ্বর কে? তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন। তাঁহারই আবির্ভাববিশেষ। তাঁহা হইতেই শ্রীযশোদা বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন এবং তাঁহাকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে প্রণাম করিতেছেন। অবশ্য তিনি জানিতেন না যে, এই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ। এক আবির্ভাবে যশোদা-নন্দনরূপে থাকিয়া অন্য আবির্ভাবে পরমেশ্বররূপে জননীকে বিশ্বদর্শন করান, অচিন্ত্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সেই বিশ্বপ্রদর্শন-প্রসঙ্গেই

শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণের উদরমধ্যে বিশ্বদর্শন আপনাকে দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন।

ইহা বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্য নহে, ভগবচ্ছক্তি; তাহা বুঝাইবার জন্যই "ব্যতনোৎ বৈষ্ণবীমায়াং" বলিলেন। এই বৈষ্ণবী মায়া শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা-স্বরূপ শক্তি।

মায়া অর্থে দয়াও হইতে পারে। পরমেশ্বর শ্রীহরি যিনি বিশ্বদর্শন করাইয়াছেন, তাঁহার দয়া। পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া বাৎসল্যপ্রীতি। তথা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর পরিপাক বিশেষ বলিয়া ঐরূপ নির্দ্দেশ।

শ্রীযশোদা বাৎসল্যপ্রীতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বর-রূপ আবির্ভাব অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য প্রকটন করিয়া সেই প্রীতি-সমুদ্রে বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিলেন। পরে যখন দেখিলেন যে, সেই প্রীতি বিকৃত হইবার নহে, তখন সেই বিক্ষোভ ঘুরাইয়া ফেলিলেন। ইহাই পুত্রস্নেহময়ী মায়া-বিস্তারের তাৎপর্য্য।

এস্থলে শ্রীযশোদার বাৎসল্য প্রীতির নিকট শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ প্রভুত্ব পরাজয় স্বীকার করিল।

মুহূর্ত্তক্ষণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর পারমৈশ্বর্য্য দর্শনেও ব্রজেশ্বরীর পুত্র-ভাবের নিশ্চলতা দেখা গিয়াছে।

এইরূপ—"অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্॥
অপ্যাষ্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্।
তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্॥ (ভাঃ ১০।৪৬।১৮-১৯)

শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় উদ্ধব ব্রজে গমন করিলে শ্রীব্রজরাজ উদ্ধবকে বলিতেছেন—হে উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে, তাহার মাতাকে, সুহৃদ, সখা, গোপগণে, সেই ব্রজ, গোসকল, বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধনের কথা কি তাহার মনে আছে? গোবিন্দ কি স্বজনগণকে দেখিবার জন্য একবার আসিবে? আহা! তাহার বদন, সুন্দর নাসা ও সস্মিতা নয়ন কবে দেখিব?

শ্রীকৃষ্ণে ব্রজরাজের যে স্বাভাবিক পুত্রভাব, তদনুসারেই তিনি এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীউদ্ধব ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীর প্রশংসাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বলিলেন—

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎ কৃতামতিরীদৃশী॥

এই শ্লোকে বিজ্ঞ শিরোমণি শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাদ্‌ভাবেই 'নারায়ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা শুনিয়াও ব্রজরাজের পুত্রভাব বিচলিত হয় নাই। সারারাত্রি তিনি উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণপ্রতি পুত্রভাব পোষণ করিয়া তদীয় বিচ্ছেদজনিত দুঃখ বর্ণন করিয়াছেন, তাই উদ্ধব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি জন্মে নাই—পুত্রভাবই অবিচলিত ছিল।

শ্রীব্রজরাজ শ্রীউদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব কথা শুনিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহামুনি গোপী চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছিলেন এবং তথায় তিনি শ্রীবসুদেবপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি ব্রজরাজ দম্পতির শ্রীকৃষ্ণপ্রতি পুত্রভাব অবিচলিত ছিল। ব্রজরাজ ও তদীয় ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর বা বাসুদেবের পুত্র একথা মনে করিতে পারেন নাই। কেবল নিজের পুত্রই মনে করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত ব্রজরাজ দম্পতিকে কৃষ্ণ-বলরাম উভয়ে আলিঙ্গন ও অভিবাদনপূর্ব্বক প্রেমে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান হইলেও নন্দ-যশোদা পুত্রদ্বয়কে স্বীয় আসনে বসাইয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উভয়কে বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিশেষভাবে শোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীবসুদেব পরম সমাদরে পরিজনবর্গের সহিত ব্রজরাজ-দম্পতিকে তাঁবুতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে কৃষ্ণ-বলরামকে দুইপার্শ্বে বসাইয়া দুই বাহুদ্বারা উভয়কে আলিঙ্গন করেন। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য দর্শন ও শ্রবণ করিলেও ব্রজরাজদম্পতির সঙ্কোচ হয় নাই। বাৎসল্যপ্রভাবে তাঁহাদের পুত্রবুদ্ধিই ছিল এবং আট বৎসরের বালকের মতই দেখিতেছিলেন। এইরূপে নিজ উরুপরে পুত্রদ্বয়কে বসাইয়া দীর্ঘবিচ্ছেদ-দুঃখ দূর করিয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধব ব্রজে কয়েকমাস বাস করিয়া কৃষ্ণকথা বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর এরূপ বহুকথা তাঁহাদের নিকট বলিয়াছিলেন। যখন শ্রীউদ্ধব মথুরায় প্রস্থানোদ্যত হইলেন, তখন শ্রীব্রজরাজ বলিয়াছিলেন,—মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।

বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৬৬-৬৭)

আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণপাদাম্বুজে হউক, আমাদের বাক্য তাঁহার নামকীর্ত্তনে এবং দেহ প্রণামাদিতে রত হউক। আমরা কর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, যে-সকল পুণ্যকর্ম্ম ও দান করিয়াছি তদ্দ্বারা যেন পরমেশ্বর কৃষ্ণে আমাদের মতি হয়।

এস্থলে শ্রীব্রজরাজের অভিপ্রায়,—হে উদ্ধব! কৃষ্ণকে আমরা পুত্র বলিয়াই জানি, তবু তুমি যদি তাহাকে ঈশ্বর বলিতেছ, তখন তোমার কথাই মানিয়া লইলাম। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইলেও আমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ। শ্রীরামচন্দ্র ঈশ্বর হইলেও তিনি দশরথের পুত্র হইয়াছিলেন। দশরথের তাঁহাতে বিশেষ অনুরাগ ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদ শঙ্কায়ই তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের কিন্তু এত কঠোর প্রাণ যে, তেমন গুণনিধি পুত্রের দীর্ঘ বিচ্ছেদ সহ্য করিয়াও প্রাণ ধারণ করিতেছি।

শ্রীকৌশল্যা-দশরথ হইতে শ্রীনন্দ-যশোদার প্রেম কম ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র অংশ, আর শ্রীকৃষ্ণ অংশী। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা আস্বাদনের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক প্রীতিসম্পত্তি প্রয়োজন। ব্রজরাজদম্পতির সেই প্রীতিসম্পদ প্রচুর ছিল বলিয়াই তাঁহারা স্বয়ং ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদে শ্রীদশরথ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রাণরক্ষা কিরূপে করিলেন? তদুত্তর—ব্রজপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। শ্রীদশরথের প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা শ্রীব্রজরাজের প্রাণরক্ষা করা অতীব কষ্টকর হইয়াছিল। কৃষ্ণবিচ্ছেদে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, তথাপি মুহুর্মুহুঃ প্রাণবিয়োগের শঙ্কা থাকিলেও বহুকষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন—আমি মরিলে কৃষ্ণ পিতৃহীন হইবে—পিতৃশোকে তাহাকে ক্রন্দন করিতে হইবে, আর ব্রজে আসিয়া সে যখন দেখিবে তাহার পিতামাতা নাই, তাহা হইলে ত্রিজগৎ শূন্য দেখিবে, কেই বা তাহার আদর করিবে? সুতরাং আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে তাহার সুখের জন্য—তাহার সান্ত্বনার জন্য। এই মনে করিয়া ব্রজরাজদম্পতি কৃষ্ণবিচ্ছেদে বিধুর জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের যে রতি প্রার্থনা করিলেন, তাহা অনুরাগময়ী, অনুরাগাভাবময়ী নহে।

"মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ" শ্লোকদ্বয়ের সমীচীন ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী-প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্‌গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ-১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজস্য

বন্দনা-পঞ্চকম্

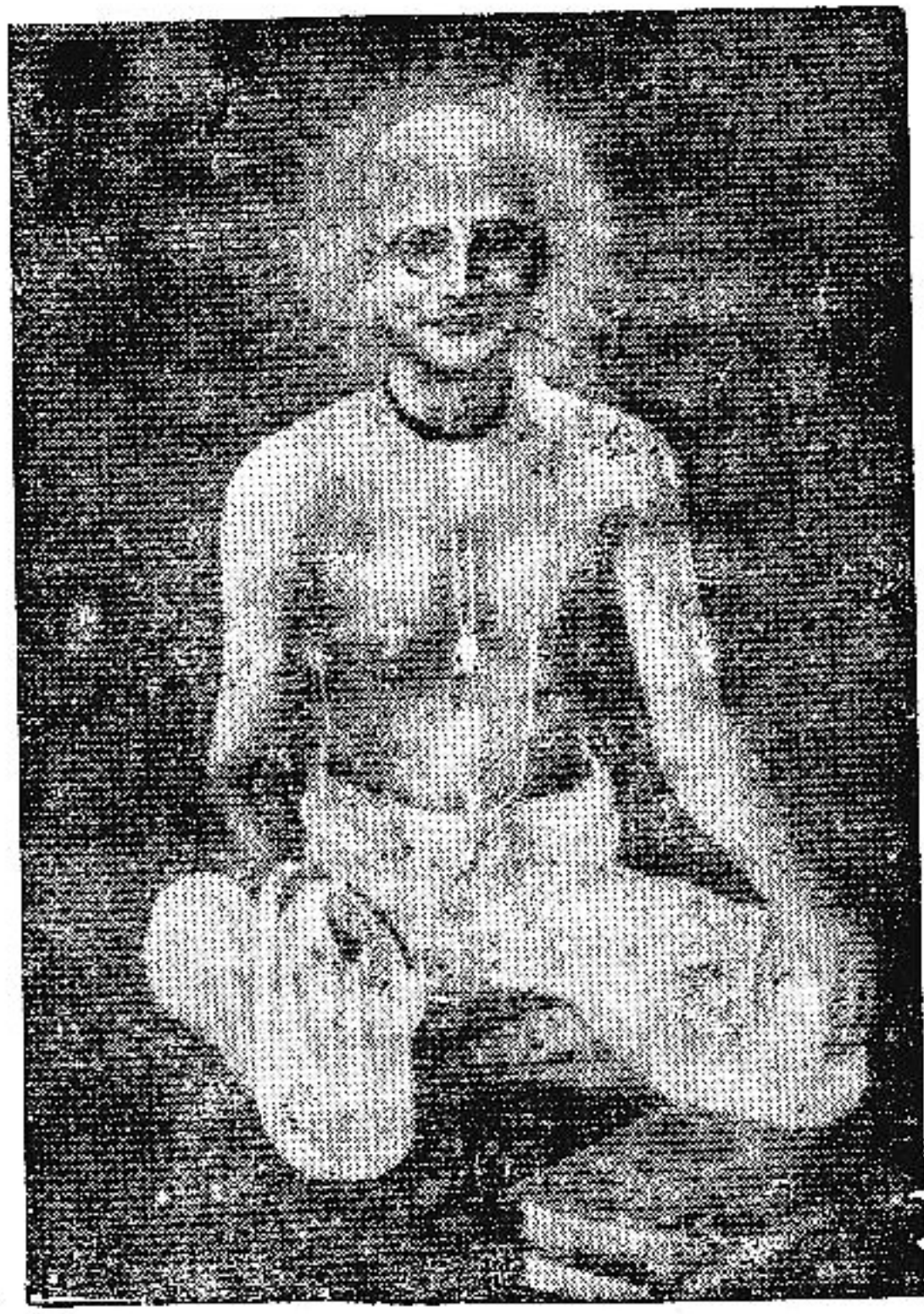

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় নিত্যানন্দস্বরূপিণে।
অতিমর্ত্যচরিত্রায় জগদ্‌গুরুবরায় চ ॥১॥
সরস্বতীপ্রিয়ায় বৈ কৃতিরতন-ধারিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥২॥
রাধাবিনোদ-লীলায়াং মঞ্জরীসখি-রূপিণে।
গৌরপ্রেমার্ণবে সদা সন্তরণবিলাসিনে ॥৩॥
রাধাদাস্যামৃতাস্বাদ্য যো রূপানুগশার্দ্দূলঃ।
তমহং সততং বন্দে শ্রীল-কেশব-স্বামিনে ॥৪॥
নমস্তে গুরুদেবায় আচার্য্য-ব্যাসরূপিণে।
স্বভক্তবৎসলায় চ নিত্যমঙ্গলদায়িনে ॥৫॥

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষুণা শ্রীভক্তিবেদান্ত হরিজনেন

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজস্য

৮০তম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-বাসরে

শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ

শ্রীকেশবেষ্টদেবায় ভক্তিপ্রজ্ঞান-নামিনে।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-মূর্ত্তবিগ্রহরূপিণে॥
গৌরশক্তিস্বরূপায় শ্রীরূপানুগবর্ত্তিনে।
মায়াবাদ-তমোঘ্নায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ॥

যক্ষ-রক্ষ-কিন্নরাধিনায়ক,
সততং ত্রিভুবন-সন্তারক,
সুর-নর-মনঃ শংবিধায়ক,
গুরো হুমস্তে পদাম্বুজদ্বন্দ্বম্ ॥১॥

নিখিল-পাষণ্ড-গজৈকসিংহ,
সদ্যঃ কলিযুগ-কল্মষাপহ,
অদ্ভুত বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ,
গুরো হুমস্তে পদাম্বুজদ্বন্দ্বম্ ॥২॥

ভবান্ বৈ 'বজ্রাদপি কঠোরাণি
নিশ্চিতং মৃদুনি কুসুমাদপি,
ইত্যাদর্শস্তিব ক্বাপি ন দৃষ্টঃ,
গুরো হুমস্তে পদাম্বুজদ্বন্দ্বম্ ॥৩॥

অদৃষ্টপূর্ব্বে গুর্ব্বৈকনিষ্ঠস্ত্বং,
ধরণীতলে চ বিচিত্রমেতৎ,
প্রাতঃস্মরণীয়োঽস্তু ত্বচ্চরণং,
গুরো হুমস্তে পদাম্বুজদ্বন্দ্বম্ ॥৪॥

দগ্ধহেমনিন্দিত-কান্তিধর,
দীর্ঘবাহুশোভিত-কলেবর,
চিরং প্রফুল্লানন-ন্যাসীবর,
গুরো হুমস্তে পদাম্বুজদ্বন্দ্বম্ ॥৫॥

হে বিশ্বশরণাগতপালক,
জগজ্জনস্য সন্তাপহারক,
ভক্তবৎসলৈকগতিদায়ক,
গুরো নুমস্তে পদাম্বুজদ্বন্দ্বম্ ॥৬॥
কৃপয়া বেদান্ত-মূর্ত্তপ্রতীক,
মায়াবাদ-তিমির-বিনাশক,
অপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-নিরাসক,
গুরো নুমস্তে পদাম্বুজদ্বন্দ্বম্ ॥৭॥
ত্বং কীর্ত্যসে সাত্বতশাস্ত্রবিদ্ভিঃ
অসংশয়ঞ্চ কিল কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ,
নৃলোকে পৃথ্বীপাবনাবতার,
গুরো নুমস্তে পদাম্বুজদ্বন্দ্বম্ ॥৮॥

গুরোঃ কৃপাপ্রার্থিনঃ—
ঊর্দ্ধমন্থিনঃ

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭১ পৃষ্ঠার পর)

মায়াশক্তি-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরে,—

"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥"

বেদ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অশ্বমেধাদি ক্রতু, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত ও ভবিষ্যৎ,—যাহা কিছু বেদ কীর্ত্তন করেন, তৎসমস্তই মায়াধীশ পুরুষ সৃষ্টি করেন। সেই বিশ্বে অন্য জীব মায়া-দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন।

সার্ব্বভৌম—ব্রহ্মের শক্তি আছে স্বীকার করিলে, অন্য বেদ-প্রমাণে যে তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' বলা হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি হয় কিরূপে?

মহাপ্রভু—নির্ব্বিশেষ-গুণটীও সেই পরা শক্তিই প্রকাশ করেন, অতএব নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেও শক্তির পরিচয় দেখা যায়। লুপ্তশক্তি ব্রহ্ম একটী

জ্ঞান-মাত্র—মায়াবাদীর কল্পিত তত্ত্ব। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুতঃ মায়াবাদের অতীত। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম এইরূপ বেদে বর্ণিত হইয়াছেন—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।"

"য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ সর্ব্বাল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ॥"

পরমেশ্বর অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বশক্তিমাত্র-সহায়। এ জগতে যাহা কিছু সমস্তই পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ। তিনি নিজ-শক্তিমাত্র-সহায়ে সমস্ত প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ বা প্রাকৃত-রূপ-রহিত হইয়াও নিজ নানা-শক্তি-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ ও শুক্লাদিরূপ উৎপাদন করিয়া থাকেন। যিনি অদ্বিতীয় মায়াধীশ, তিনি স্ব-শক্তির দ্বারা লোকসকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন।

পরম-তত্ত্বের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় না; তাহা সর্ব্বদা স্ব-প্রকাশ। সেই স্বপ্রকাশ-তত্ত্বের শক্তির ত্রিবিধ পরিচয় নিম্নোক্তরূপে এই মন্ত্রে লক্ষিত হয়,—

"স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।

প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসার-মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥"

সেই শক্তিমান্ তত্ত্ব—বিশ্বের কর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, আত্মযোনি, জ্ঞানী, কাল-কর্ত্তা, গুণী, সর্ব্ববেত্তা, প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞপতি, গুণেশ এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের কারণ।

সার্ব্বভৌম—এই সকল শ্রুতিমন্ত্র ব্রহ্মের ঈশ্বরাবস্থা বর্ণন করিতেছেন মাত্র, বস্তুতঃ নিঃশক্তিক ব্রহ্মাবস্থাই চরমাবস্থা।

মহাপ্রভু—ব্রহ্মাবস্থা ও ঈশ্বরাবস্থা-ভেদে লুপ্তশক্তি ও ব্যক্তশক্তির পরিচয়-ভেদ মায়াবাদিস্তগত মতবাদ-মাত্র; বস্তুতঃ পরমব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমান্। সচ্চিদানন্দময়ত্বই তাঁহার স্বরূপ। ভগবানের এক চিচ্ছক্তিই 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ'—এই তিন অংশে তিনরূপে প্রকাশ পা'ন। আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী' এবং চিদংশে 'সম্বিৎ'। সেই সম্বিদই কৃষ্ণ-সম্বন্ধি জ্ঞান। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি তিনরূপে প্রকাশ পান—'অন্তরঙ্গা' অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বয়ং, 'তটস্থা' অর্থাৎ জীবশক্তি, 'বহিরঙ্গা' অর্থাৎ মায়াশক্তি। উক্ত তিন শক্তি-প্রভাব-দ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদবয়ব, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভব উদিত হইয়াছেন। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণ-

লীলা, সমুদায়ই সন্ধিনী-কার্য্য। চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্‌বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিন্তামণি-ভাবোদয় হইয়াছে। চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী-বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দানুশীলন হইতেছে। জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী, তাহার কার্য্যস্বরূপ জীবের চিন্ময়-সত্ত্ব, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে। তাহাতে যে সম্বিচ্ছক্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয় হয়। তাহাতে যে হ্লাদিনী তৎকার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ক্রিয়া লাভ করে। অষ্টাঙ্গ-যোগগত সমাধিসুখ বা কৈবল্যসুখও তাহার কার্য্যবিশেষ। মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি আছে, তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশ-লোকময় সমস্ত জড় বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ-শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি-লোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের জড়ীয় নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয়-কার্য্য, সমুদয়ই তদ্ভূত। মায়াতে যে-সম্বিদ্‌বৃত্তি, তদ্দ্বারা জড় বদ্ধজীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচারসমুদয় উদিত হয়। মায়াতে যে আহ্লাদিনী-বৃত্তি, তদ্দ্বারা স্থূল জড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত সূক্ষ্ম-জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বৃত্তিত্রয় চিচ্ছক্তিতে নির্ম্মল ও নিরুপাধিকরূপে পূর্ণতার সহিত নিত্য-ক্রিয়াবতী। জীবশক্তিতে পরমাণুপ্রায় হইয়া অতি ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ পায়। মায়া-শক্তিতে বিকৃতভাবে তত্তদ্‌বৃত্তির আভাসমাত্র দেখা যায়। জীবের পক্ষে মায়াবৃত্তিসকল হেয়। জীবশক্তির স্বীয়-বৃত্তিসমুদয় হেয় নয়, কিন্তু অপ্রচুর। চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে না। তাহা কেবল কৃষ্ণ-কৃপা ও কৃষ্ণ-জনের কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হয় না।

সার্ব্বভৌম—শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' ও 'নির্ব্বিশেষ' বলা হইয়াছে, তখন তাঁহাকে আবার একই সময় 'শক্তিমান' ও 'সবিশেষ' বলিলে কি বিবিধ শ্রুতি-বাক্যের অসঙ্গতি হইল না? অতএব আমরা মনে করি, যে সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বা নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাই মুখ্যা শ্রুতি; আর যাহাতে ব্রহ্মকে সবিশেষ ও সশক্তিক বলা হইয়াছে, তাহা গৌণী শ্রুতি। মুখ্যা ও গৌণীর মধ্যে মুখ্যাই প্রবলা।

মহাপ্রভু—শ্রুতি পরমারাধ্যা; কোন শ্রুতিই অসম্মানের বিষয় নহে। একটীকে সম্মান প্রদান করিয়া আর একটীকে তাহা অপেক্ষা ন্যূন বা লঘু করিলে বস্তুতঃ বিভিন্ন শ্রুতির মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি ও শ্রুতি-বাক্যের অসম্মানই করা হয়। দুইটী গাভীর মধ্যে যদি পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর কেহই গো-মাতার একটিকে হত্যা করিয়া আর একটীকে

রক্ষা করিতে যান না। গো-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন ম্লেচ্ছগণই একটীকে হত্যা করিয়া অপরটীকে রক্ষা করেন। আর যাঁহারা গো-মাতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে, তিনি উভয় গাভীকেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। শ্রুতি-সম্বন্ধেও তাহাই। বিদ্বৎ প্রতীতিবিশিষ্ট পুরুষগণ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-ভেদ-প্রতিপাদক ও অভেদ-প্রতিপাদক, উভয়বিধ শ্রুতিকেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিরোধভঞ্জিকা-নাম্নী একটী অবিচিন্ত্যা শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী সমস্ত ধর্ম্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। সরূপতা ও অরূপতা, বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ, নির্লেপতা ও ভক্তকৃপালুতা, অজত্ব ও জন্মবত্তা, সর্ব্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা ও নর-ভাবত্তা, সবিশেষত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিরোধি-ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন আপন কার্য্য করিয়া হ্লাদিনীর সেবানুকূল্যে নিযুক্ত আছেন। এ বিষয়ে যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহারা নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারম্ভের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নরযুক্তি সহজে সীমা-বিশিষ্ট, অতএব অসীম-তত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শুষ্ক-তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া আম্নায়-বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধা-বীজ হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে আরোহণ করেন। শ্রুতিতে পর-ব্রহ্মের যুগপৎ বিরুদ্ধগুণসমূহ শ্রুত হইয়া থাকে,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরাগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"

ভগবানের প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই, অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃত-কর্ণ শূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি-গণ তাঁহাকে আদি ও মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"

সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান।

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষি পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথাতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥"

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরা-রহিত, উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা নিত্য পদার্থসকলকে তত্তদ্‌বিশেষ-দ্বারা পৃথগ্‌রূপে বিধান করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়ে 'তলবকার' বলিয়াছেন; যথা,—

"তদৈষ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। সতত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি।"

দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণ গর্ব্বিত হইলে ভগবান্ তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া অগ্নি-প্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,— "এই বর্ণেণ্য পুরুষকে আমি জানিতে পারিলাম না।" বিভূত্বে মূর্ত্তত্ব কথিত আছে, যথা ছান্দোগ্যে,—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।"

সার্ব্বভৌম—আপনার ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্ম ও জীবে পারমার্থিক ভেদ বেদান্ত-শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। আমরা বেদান্তের সিদ্ধান্ত বিশেষতঃ আচার্য্য-শঙ্করের ন্যায় মহা-মনীষীর বাক্যই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিব। বেদান্তের মতই আমাদের মত।

মহাপ্রভু—কিন্তু আপনি বেদান্তের বিরুদ্ধ স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যমতকেই বেদান্তের মত বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক বিপ্রলিপ্সা-দোষের প্রশ্রয় দিতেছেন। পরব্রহ্ম মায়াধীশ, আর জীব মায়াবশ-যোগ্য। এইরূপ জীব ও ব্রহ্মে আপনি কোন্ সাহসে অভেদ বলিতেছেন?

সার্ব্বভৌম—এ সাহস পরম বলীয়সী শ্রুতিমাতাই প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্য ভগবান্ শঙ্কর ঢক্কানাদে ইহা ঘোষণা করিয়াছেন।

মহাপ্রভু—সূত্রবিরুদ্ধ পারকীয়ভাষ্য পণ্ডিত-সভায় বাচ্য নহে; যেহেতু শ্রুত্যর্থনির্ণায়কসূত্রের অর্থের নিরাকরণে কাহারও সামর্থ্য নাই। ভদবদাদিষ্ট হইয়াই আচার্য্যশঙ্কর বিমুখ-বিমোহনকল্পে ব্রহ্মসূত্রার্থ-বিরোধি স্বকোপলকল্পিত ভাষ্য প্রচার করিয়াছেন। বেদান্ত সর্ব্বত্র মায়াধীশ ঈশ্বর ও মায়াবশ জীবে নিত্য-ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

আচার্য্যকেশরী পরমহংসকুলচূড়ামণি

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

আবির্ভাব-তিথিতে দীনহীনের

শ্রদ্ধা-প্রসূনাঞ্জলি

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
তোমার পদযুগলে অসংখ্য প্রণাম॥

আপনি করুণাময় পতিত-পাবন।
মোসমপাপী তারিতে শুভ আগমন॥

অপরাধী বলি মোরে না করিয়া উপেক্ষা।
এই মায়াজাল হইতে কর যেন রক্ষা॥

আমি 'নিত্য কৃষ্ণদাস' একথা ভুলিয়া।
মায়ার দাস হইয়া বেড়াই ঘুরিয়া॥

দাসের মোহ-বন্ধন করিয়া ছেদন।
কৃপাকরি দূর কর হৃদয়-অজ্ঞান॥

তব আবির্ভাব-তিথি মঙ্গল-বাসরে।
ভক্তসব পূজিছেন শ্রদ্ধা উপচারে॥

ইচ্ছা জাগে হৃদি মাঝে করিতে সেবন।
অপরাধপূর্ণ চিত্তে নাহি ভক্তিধন॥

তোমা বিনা শূন্য দেখিতেছি এভুবন।
আজ আবির্ভাব-দিনে উত্তপ্ত জীবন॥

ভক্তজন ভাবভরে তব করে দরশন।
ভক্তি-চক্ষু হীন মোর নহেত দর্শন॥
শক্তি-নাহি মোর কিছু করিতে ভজন।
কৃপাকরি দেহ এ দীনে ভজন-ধন॥
এ মায়া-সংসার হতে কৃপাকরি তুলে।
লহ মোর চিত্তভ্রমর পদ-কমলে॥
গুরুদেব! আশীর্ব্বাদ কর অধমেরে।
লভি যেন সেবাধিকার জন্ম-জন্মান্তরে॥

দাসানুদাসাভিলাষী—
শ্রীশেষশায়ী ব্রহ্মচারী

পরমারাধ্যতম পরমপূজনীয়
শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীচরণ-কমলে
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

আজ আমাদের ব্যাসপূজা। ব্যাসপূজা মানেই শ্রীগুরুপূজা, প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেয় সেই চিরন্তন প্রথা ধূপ-দীপ-শঙ্খ-ঘণ্টা-চামর-পুষ্প আর গঙ্গাজল, এদিয়েই তো সব পূজোই হ'য়ে থাকে। এগুলো না হ'লে আবার পূজা হয় না বাহ্যিক আচারে একথাও সত্য, এটাই যদি সত্যি হলো, তা'হলে বৈশিষ্ট্য কোথায়? যিনি আমাদের পারমার্থিক কর্ণধার, যিনি নাম-প্রেম-প্রদাতা, "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" এতাদৃশ শক্তিমান যে মহাপুরুষ—যাঁর আজ শুভ আবির্ভাব-তিথি, তাঁর পূজাতো একটা নিষ্ঠাহীন অসংলগ্ন লৌকিক আচার নয়; শ্রদ্ধাহীন—প্রাণহীন ভাবোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি নয়।

তাই এই পূজার আয়োজনের পূর্ব্বেই ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে সেই নির্ম্মম নিরপেক্ষ প্রশ্ন, কোথায় সে আন্তরিক নিষ্ঠা, কোথায় প্রেমভক্তি ভালবাসা যাঁর উপচার দিয়ে সাজানো হবে আমাদের ভক্তার্ঘ্যের ডালি। কোথায় আমাদের সেই শুদ্ধপরিচ্ছন্নতা চলার অকৈতব চেষ্টা; কোথায় সেই শ্রীগুরু-

মুখনিঃসৃত সহস্র সহস্র বাণীর প্রতি সার্থক রূপ দেবার প্রয়াস। কোথায় সেই শ্রীগুরুচরিত্র-মাধুর্য্যাকিরণকণায় নিজ নিজ চরিত্র কুমুদিনীকে বিকশিত করার অভিলাষ, আর কোথায় তাঁর অভিলষিত বিষয়ের পূর্ণতায় আমাদের সম্মিলিত সহযোগিতা।

তাই এই পবিত্র দিনে শুভলগ্নে পূজার উপকরণ-অভাবে নিজেকে অত্যন্ত অযোগ্য বলে বোধ করছি। তবে এযোগ্যতার মধ্যেও আমার আশার আলোকবর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত জনসমূহের উপস্থিতিতে তাই বৈকুণ্ঠ থেকে ঝরে পড়েছে পূত সলিলা-মন্দাকিনীর জল-প্রবাহের ন্যায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিগলিত করুণা ও তাঁর পরিপূর্ণ স্নেহধারা। সেই ধারাতেই সিঞ্চিত হয়েই নিজের অযোগ্যতার ও নির্লজ্জতার কথা বিস্মৃত হয়ে পূজোপকরণের দীনতা মাথায় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তাঁর চরণতলে। তাঁহার কৃপাভিক্ষা করে—জানাই আমার প্রণতি।

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

যাঁহার কৃপায় ভগবানের কৃপা, যাঁহার কৃপা ব্যতীত এ বদ্ধজীব সমূহের আর কোন সদ্গতির সম্ভাবনা নাই, সেই পরম আরুনিক আশ্রয়-বিগ্রহকে ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা করি। সাময়িকভাবে বন্দনাপর্ব্বে চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাঁহাকে দেখা যায়। জগন্নাথকে বন্দনান্তে চোখ মেলিলে সর্ব্বাগ্রে নজরে পড়ে ভগবদ্বিমুখ জগতকে। আর মঠ কেশাগ্রহ ধর্ম্মবিমুখ জগতের আছে ধর্ম্মের কথা আজ বিকৃত-মস্তিষ্ক বাতুলের প্রলাপ মাত্র। ধর্ম্মপ্রাণ সাধুদের জীবন আজ বিপন্ন। তার উপর আছে দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক উৎপাত, তারা মনে করে, আমরাই দেশের কর্ণধার। বোকা লোকগুলি হরিভজনপ্রয়াসী। এদের দ্বারা জগতের কি উপকার সাধিত হইবে?

কিন্তু বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা অজেয় ভগবানকে জয় করিতে পারেন, অনায়াসে হৃদয় মধ্যে অবরুদ্ধ করিতে পারেন, জগতে এমন কি বস্তু আছে যাহা তাঁহাদের নিকট দুর্লভ? পরন্তু শ্রীরূপ ও সনাতনাদি গোস্বামিগণ ঐরূপ পদ-মর্য্যাদা রাজমন্ত্রীত্ব ও ঐশ্বর্য্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পদদলিত করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আত্মতত্ত্ব শিক্ষায় ব্রতী হইয়াছিলেন। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের মধ্যে তাদৃশ আচরণই আমাদের লক্ষিতব্য। আরও দেখিতে পাই জগতে বহুমতবাদ, তথা চিৎজড়

সমন্বয়বাদের প্রবল দৌরাত্ম্য। এসব কদাচারময় বিভীষিকা তাণ্ডবলীলাকে অপসারণ করার জন্য স্বয়ং ভগবানের অবতারের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই এসেছিলেন কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরি। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন নাম-প্রেমের বন্যা, তাঁহার সেই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এমন লোক তাৎকালে বিরল, শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়। কিন্তু কালক্রমে সেই প্রেমামৃতের ধারা কতকগুলি ভেকধারী অপ-সম্প্রদায়ের দ্বারা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। পরমকরুণাময় ঈশ্বরের অপার করুণায় তাঁহার প্রিয়জন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহুশ্রম স্বীকার করিয়া সেই ধারাকে স্রোতস্বিনীতে পরিণত করেছিলেন ও বহু গ্রন্থাদি রচনা করিয়া উন্মার্গগামী ভ্রান্ত জগদ্বাসীকে ভক্তিধর্ম্মে আপ্লুত করেন এবং সেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন গৌরাকাশের উদিত ভাস্কর সূর্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীকে। এই মহা পুরুষের অতিমর্ত্যতা, অসমর্দ্ধতা ও অপ্রাকৃতত্ব বর্ণন করার কিঞ্চিৎমাত্র প্রয়াস এই অধমের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি অর্পণ করেছিলেন গৌর-গগনের উজ্জ্বল চন্দ্রস্বরূপ শ্রীবিনোদবিহারী কৃতরত্ন প্রভুতে। দুর্ভাগা ধর্ম্মবিমুখ জগতের কাছে যখন আমাদের পরম গুরুদেবের অসংখ্য কল্যাণময়ী নিষ্কপটবাণী লুপ্ত হইতে চলেছিল তখন মদীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' প্রতিষ্ঠা করে শুদ্ধভক্তি-ধারাকে জগতে পুনঃ প্রচার করিলেন। তিনি জগতকে জানালেন, বেদান্তের তাৎপর্য্য হল 'ভক্তি'—জ্ঞান-কর্ম্মাদি নহে। তাঁহার আবির্ভাব-চন্দ্রালোকে মায়াবাদ-তমরাশী বিদূরিত হইয়াছিল। তিনি 'মায়াবাদের জীবনী' গ্রন্থ রচনা করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই কথাগুলি নিছক সাহিত্য বা রূপক নহে। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন—শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রত্যেকটী বাণী তথা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রত্যেকটী কথাই সত্যের প্রতিষ্ঠা ও বেদান্তের প্রতিধ্বনি। জগতে এই সত্যকথা বলার লোক, সত্যানু-সন্ধানি পাওয়া অতীব বিরল। জগতে বেশীর ভাগ ধর্ম্মপ্রচারকেই অবান্তর মনরঞ্জন করার জন্য ব্যস্ত। তাহারা চান না জগতের প্রকৃত কল্যাণ হোক —প্রকৃত মঙ্গল হোক। সত্যের অপলাপ আজ সর্ব্বত্রই—কি ধর্ম্মজগতে, কি ব্যবহারিক জগতে। শাস্ত্রে বলেছেন, 'সত্যম্ ব্রূয়াৎ, প্রিয়ম্ ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্—এই লৌকিক প্রথা আজ ধর্ম্মজগতেও প্রবেশ করিয়াছে।

কিন্তু মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বলিতেন যে, সত্য কথা কোনদিন অপ্রিয় হ'তে পারে না। সত্য যাহা, তাহা চিরন্তন সত্য, তাহা নির্ভীকভাবে প্রচার করিয়া যাও, ভগবান্ আছেন, তিনি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" আমরা দেখেছি, তিনি যখন কোন সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাঁহার সতীর্থগণ ভয় পেতেন। এই বুঝিবা সভা পণ্ড হইয়া যায়, এমনিও দেখেছি যে তাঁহার সতীর্থগণ পিছন থেকে হাত যোড় করে—দোহাই আপনার, আস্তে করে বলবেন, কম করে বল্‌বেন, যেন চটে না যায়। আবার এও দেখেছি, তাঁহার সতীর্থগণকে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে, কেননা আজ কিছু নতুন কথা শোনা যাবে। অদ্ভুত তাঁর উপস্থিত-বুদ্ধি তথা উদ্ভাবনী শক্তি, জলদগম্ভীর কণ্ঠের অথচ সুস্পষ্ট সরল দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জনাশূন্য অর্থপূর্ণ ভাষায় সত্যকথা বলার দৃঢ়তা তদানীন্তনকালে আর কাহারও ছিল না—এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের জন্মার্জ্জিত সুকৃতির বলে আমরা লাভ করিয়াছি সেই সত্যানুসন্ধানি সত্যনিষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে। আত্মমঙ্গলপ্রার্থী শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিগণ জন-স্রোতে গণ্ডডলিকা-প্রবাহে সত্যবিহীন অপসিদ্ধান্তে আত্মবিলুপ্ত ঘটিয়ে পরমার্থ জগত থেকে বিচ্যুত হয়ে মায়ার রাজ্যে প্রবেশ না করে,—সে-বিষয়ে তাঁহার ছিল কি অকৃপণ দৃষ্টি। তাই সত্যাশ্রয়ী এই মহাপুরুষ দল অপেক্ষা না করে প্রভুপাদের বিচার-ধারাকে তথা পারমার্থিক উন্নতির উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাতে পথ যত কঠোর হোক, বাঁধা যত তীব্র হোক, বিপদ যত ভয়াবহ হোক, তিনি কোনদিন বিচলিত হননি। তিনি গিরিদ্রি সদৃশ অনড়-অটল থাকিতেন। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের বিঘ্ন অনেক—একথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না; নিজ-শ্রীচরণাশ্রিত জনও সময়ে সময়ে সত্যকথার স্পষ্টবাদিতা সহ্য করিতে না পারিয়া বহু ভাগ্যে অর্জ্জিত আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হওয়ার অভিলাষ করিলে তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপা-বলে পুনরায় তাঁহাকে শ্রীচরণে স্থান দিতেন—ইহাই তাঁহার মহাবদান্যতা।

আমাদের আজ এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, তমিস্র-রজনীতে যিনি আমাদের একটু আলো দেখাবেন, তাঁর আশ্রয় আমরা কদাপিও সাময়িক বুদ্ধির ভ্রান্তিবশতঃ বা অযথা অকিঞ্চিৎকর বৃথা মানাপমান-বোধ জাত অভিমানবশতঃ ত্যাগ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধনে ব্রতী হইব না—হইলে আমরা মায়া-কারাগৃহে নিমজ্জিত হইব। পরন্তু তাহাতে সেই

মহাপুরুষগণের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হইবে না। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যাঁহারা কদাপিও সকোপল-কল্পিত মতবাদ প্রকাশ করেন না, সত্য চিরন্তন সত্য, নিত্য নবায়মান প্রতিভাত হইলে কালের প্রবাহে কেবল মলিনতা প্রাপ্ত হয় মাত্র, তাই তখনই প্রয়োজন হয় এ সব মহাপুরুষের আবির্ভাব এবং তখনই ঐ মলিনতা মাখানো সত্যকে সুনির্ম্মল করতঃ ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণের বিচার-ধারাকে পুনঃ প্রকাশিত করেন। জগতে এক-একজন আচার্য্য নব-নবায়মান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন মাত্র। আমরা এই সকল বৈশিষ্ট্য মদীয় গুরুপাদপদ্মের মধ্যে বিপুল ভাবে দর্শন করিয়াছি। 'চক্ষুর দ্বারা ভগবান্ দর্শন হয় না, কান ব্যতীত'—ইহা সেই বৈশিষ্ট্যেরই নিদর্শন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার যে নিষ্ঠা এবং যেরূপ গুরুসেবার আদর্শ তিনি জগতে রাখিয়া গিয়াছেন—নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আরুণিকের আদর্শকেও পরাভূত করিয়াছে। তাহা আমরা শুনিয়াছি তাঁহারই সতীর্থগণের শ্রীমুখে এবং দেখিয়াছি তাঁহার ব্যবহারে আচারে-প্রচারে ও শিক্ষায়। আজ তদীয় শ্রীচরণে এই ভিক্ষা, তাঁহার যাদৃশ প্রভুপাদ-নিষ্ঠা, সেই নিষ্ঠার কিঞ্চিৎ কণা মাত্রও গুরুনিষ্ঠা যেন লাভ করতে পারি। হে শ্রীল গুরু মহারাজ! আপনার আশ্রিত নিজজনগণের শাসন যেন চিরদিন মানিয়া চলতে পারি। শাসন আপাততঃ দৃষ্টিতে চিরকালই কঠোর। কিন্তু শাসিতের মঙ্গল কামনা যেখানে শাসকের অভিপ্রায়, সেই শাসন যত কঠোর, রূঢ় বা নির্ম্মম হউক না কেন, তাঁহাকে শুভদৃষ্টিতে গ্রহণ করে আত্মস্থ হওয়ায় শাস্ত্রের বিধি। সেই বিধিকে যেন কদাপিও উলঙ্ঘন না করি, ইহাই শ্রীচরণে সকাতর প্রার্থন।

পারমার্থিক জগতের সকল বস্তুই দুর্লভ আর এজগতে একটী মাত্র বস্তু অত্যন্ত সহজেও সুলভ, বিনা পরিশ্রমে অযাচিতভাবে লাভ করা যায়, সেটী হ'ল মায়াদেবীর করুণা। সেই করুণার অকৃপণ দান গ্রহণ করেন নাই এমন লোকও জগতে বিরল। সেই করুণার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেতে হ'লে চাই এই মহাপুরুষের কৃপা। 'বিনা মহৎ পদরজঃ অভিষেকম্'। তাই আজ এই বাসপূজার প্রধান পূজারীরূপে বর্ত্তমান যিনি মঠাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ও যিনি এই পূজার প্রধান হোতা পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ ও যাঁহারা এই পূজার যজমান অর্থাৎ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আশ্রিত

জনসমূহ সবাই আমাকে কৃপা করুন। ভক্তিহীন আমি, দীনহীন আমি, যাহাতে আমার অর্ঘ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মে যথারীতি পৌঁছিতে পারে। বৈষ্ণবের কৃপা না হইলে গুরুপাদপদ্মের কৃপা তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপা সুদুর্লভ।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে একটী শ্লোকে আছে—

তৃষ্ণা তোয়ে মদনপবনোদ্ধূতি মোহোর্ম্মিমালে।
দারাবর্ত্তে তনয় সহজ গ্রাহ সাংখ্যা কুলে চ॥
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতানস্থিধামন্।
পাদাম্ভোজ বরদ ভবতাং ভক্তি নাবং প্রযচ্ছ॥

তৃষ্ণারূপ জলে মদনরূপ হাওয়ার দ্বারা মোহরূপ উর্ম্মিতে অসংখ্য হাঙ্গর-কুমীররূপ আত্মীয়-স্বজন এমন সংসারাখ্য সমুদ্রে নিমজ্জিত আমি। হে গৌরসুন্দর, এই মুহূর্ত্তে আমি কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ়। অতএব হে প্রাণের ঠাকুর, তোমার পাদপদ্মে ভক্তিরূপ-নৌকা প্রেরণ কর এবং হে গুরুপাদপদ্ম, তুমি সেই নৌকার কর্ণধাররূপে বিরাজিত হও।

স্বীয় কর্ম্মফলে যদি আমার অধোগতি লাভ হয়, যদি মনুষ্যেতর পক্ষী-কীট-কুলে জন্মগ্রহণ করি, যদি শত ক্রিমিকুলেও আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তথাপি, হে কেশব! আমার হৃদয়ে যেন তোমার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তি বর্ত্তমান থাকে।

সেই আশ্রয়-কেশব শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও বিষয়-কেশব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই উভয় কেশবে আমার ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—এই প্রার্থনা জানিয়ে আমি আমার ব্যাসপূজার আরতি সমাপ্ত করছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমঃ॥

শ্রীগুরুচরণসেবাভিলাষী—
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব

প্রশ্ন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

অসংখ্য দণ্ডবন্নতিপুরঃসর পাদপদ্মে নিবেদনম্—

মহাত্মন্! কলিহত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অযাচিত কৃপা যতই লক্ষ্য করিতেছি, ততই আমার ন্যায় সংসার-দুঃখ-জলনিধিমগ্ন নানামতগ্রাহব্যাপ্ত নিরাশ্রয় জীবের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে; এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অহৈতুকী কৃপাপাত্র ভাগ্যবান্ জনগণের সৌভাগ্যাতিশয় যতই নয়ন পথে পতিত হইতেছে ততই চমৎকৃত হইতেছি। প্রভো! শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে, যখনই আমার মনে কোন সংশয় উদিত হয়, তখনই শ্রীপত্রিকা (জানিনা কোন্ মহামন্ত্রবলে) আমার মনোভাব অবগত হইয়া সমস্ত সংশয় ছেদন করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি নিম্নে কয়েকটী নূতন সংশয় লিপিবদ্ধ করিলাম। আপনারা পরদুঃখদুঃখী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন। আপনাদের চরণে ভিন্ন আর কাহার চরণেই বা মনোদুঃখ নিবেদন করিব? আর কে-ই বা তাহা দূর করিতে সমর্থ? অতএব এ নরাধমকে আপনাদের চরণ-সেবাভিলাষী কিঙ্কর মনে করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক যত সত্বর সম্ভব প্রশ্ন কয়েকটীর সদুত্তরদানে সংশয় ছেদন করতঃ কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীফণিভূষণ বসু

প্রশ্ন—

১। কৃষ্ণভজনমাত্রেই বিপ্রসাম্যতা, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার কারণ কি? আবার শ্রীল রূপসনাতন ও শ্রীবৃন্দাবনে যখন মাধুকরী ভিন্ন স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তখনও তাহা বিপ্রগৃহেই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। যথা—

"বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী চানাচিবায়ভোগপরিহরি॥"

এই লীলাদ্বারা প্রভু জীবকে কি শিক্ষাই বা দান করিলেন ?

২। "কৃষ্ণনামে দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদি বিধির অপেক্ষা নাই।" এই বাক্য কেবল তারকব্রহ্ম-নাম সম্বন্ধে না সমস্ত কৃষ্ণনাম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। নামী হইতে অভিন্ন কৃষ্ণনাম স্বভাবতঃ অসীম শক্তিসম্পন্ন ; সুতরাং নামাত্মক মন্ত্রের পুনঃ শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুরশ্চরণের প্রয়োজন কি ? আর শ্রীল সনাতনপ্রভুই বা কৃষ্ণনামের দুই পুরশ্চরণ করাইলেন কেন ? যথা—"কৃষ্ণনাম করাইল দুই পুরশ্চরণ।"

৩। শ্রীরাধিকা সর্ব্বারাধ্যা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী এবং সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি "রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তবে পল্লবপুষ্পপাতা॥" শ্রীরাধিকার পাদ-পদ্ম-সেবা তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপা সর্ব্বসখীগণের মনোবৃত্তি। সুতরাং শ্রীরাধাপাদপদ্মে তুলসীকে অর্পণ করিতে শ্রীতুলসীর মনোভীষ্ট—পূর্ত্তিরূপ তুলসী-সেবা হয় কি না ?

৪। "ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ"—ইত্যাদি তিলক-ধারণ-মন্ত্রে ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে কেশবাদি বিষ্ণুর দ্বাদশ মূর্ত্তি ধ্যানের আদেশ দেখা যাইতেছে। আবার "বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং"—বাক্যে কৈশোরবয়সই ধ্যেয় এবং আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ"—বাক্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই জীবের একমাত্র আরাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। সুতরাং জিজ্ঞাস্য—(ক) ব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহার আরাধ্য তাঁহার পক্ষে বিষ্ণুর অপর দ্বাদশ মূর্ত্তি পৃথক্ ধ্যানের *আবশ্যকতা কি ? (খ)* একই সাধকের পক্ষে এতগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান কিরূপে বা সম্ভবে ! (গ) বৈকুণ্ঠে স্বীয় ধামে যাঁহাদের নিত্য অবস্থিতি, সেই বিষ্ণুমূর্ত্তিগণকে ক্ষুদ্র জীবের ললাটাদি অঙ্গে চিন্তা করিবারই বা তাৎপর্য্য কি ?

উত্তর

কৃষ্ণভক্তমাত্রের কেন, বিষ্ণুভক্তমাত্রেরও 'বিপ্র-সাম্যতা' বাক্যের দ্বারা বিষ্ণুভক্তকে বিপ্র হইতে ন্যূন বা ব্যবহারিক বিপ্রের সমান বলিয়া স্থাপন করা হয় নাই। তবে 'বিপ্র-সাম্য' শব্দটী এইস্থানে অরুন্ধতী দর্শনন্যায়াবলম্বনে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিপ্র ও বৈষ্ণবের মধ্যে 'বিপ্রত্বটী' সাধারণ ; যেমন পাঁচ ও দশের মধ্যে 'পাঁচ'—এই সংখ্যাটী পাঁচ ও দশ উভয়েই বর্ত্তমান, তদ্রূপ বৈষ্ণব নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া 'বিপ্রসাম্য' শব্দের নির্দ্দেশ, নতুবা শ্রীশ্রীগোস্বামী-শাস্ত্রধৃত,—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥"
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্তেকো বিশিষ্যতে॥"
(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাধৃত গারুড়বাক্য)

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ" ॥
(নারদীয় বাক্য)

—প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্র-সিদ্ধান্তবাক্যের সহিত সঙ্গতি হয় না। আর যদি, 'অবৈষ্ণব-বিপ্র' (?) আর যে কোন কুলে অবতীর্ণ দীক্ষিত বৈষ্ণব সমানই হন, তাহা হইলেও—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।
"দ্বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পদ্মারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥"
(ভাঃ ৭।৯।১০)

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদিত্যাদি-বচনৈর্বৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং" (দিগ্‌দর্শনী)—প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্র ও আচার্য্য বাক্যের কোন সার্থকতাই থাকে না। তবে 'বিপ্র' বা 'ব্রাহ্মণ' শব্দে অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মপরত্বের আধিক্য ও 'বৈষ্ণব' শব্দে প্রয়োজনীয় ভক্তিমত্তার আধিক্য থাকায় অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মপরতার স্বল্পতা বৃহদ্‌ব্রতী-গ্রহব্রত পুরুষন্যায়াবলম্বনে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। বৈষ্ণব শ্বপচকুলে প্রকটিত হইলেও শ্বপচকুল বৈষ্ণবের কারণ বা জনক নহে; যেমন পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের উদয় হয় বলিয়া পূর্ব্বদিক সূর্য্যের কারণ নহে। বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা 'কম্বুতিক-ন্যায়ানুসারে নিত্যসিদ্ধ বা পূর্ব্বসিদ্ধ; নতুবা (ভাঃ ৩।৩৩।৭)

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্য
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে

ভাগবতধৃত এই বাক্যের কোন সার্থকতাই থাকে না। 'ব্রহ্মানূচুঃ' অর্থাৎ নামকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব বহু বহু জন্ম পূর্ব্বেই নিখিল বেদ উচ্চারণ করিয়াছেন; এখানে প্রত্যেকটী বিভিন্ন ধাতুর উত্তর লিটের প্রয়োগও তাহা হইলে ব্যর্থ হয়। কারণ পাণিনি বলেন,—(৩।২।১১৫) "পরোক্ষে লিট্!" যদি অবরকুলাবিভূ'ত নামোচ্চারণকারী অব্রাহ্মণই হইলেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপেই বা বহু বহু জন্ম পূর্ব্বেই নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিলেন? আর যদি যে ভগবন্নামের আভাসমাত্রে মুক্তি হয়, সেই নামের উচ্চারণকারীর কর্ম্মফল-বাধা হইয়া পরবর্ত্তী জন্মে শৌক্র ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক সাবিত্র্য জন্মের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে ভাগবতীয় (৩।৩৩।৬) ও (৩।৩৩।৭)—এই উভয় শ্লোকের সঙ্গতি কিরূপেই বা হয়? যে নামোচ্চারণকারী বহু বহু জন্ম পূর্ব্বেই সমস্ত ব্রাহ্মণাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নাম-উচ্চারণকারীর পুনরায় ব্রাহ্মণাধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য শৌক্র ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত পিষ্ট-পেষণ-ন্যায় অযৌক্তিক এবং শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা-জ্ঞাপক ॥ অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, দীক্ষালাভের পূর্ব্বে নামশ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণকারী শিষ্টাচারাভাব-হেতু সাবিত্র্য-জন্ম নাই; এইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্যজন্মান্তরাপেক্ষা আছে অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত পারমার্থিক বিপ্রের বিপ্রত্বের বিনির্দ্দেশ বা লিঙ্গ, উপনয়ন-সংস্কারাদি শিষ্টাচার সম্মত; ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাস টীকায়, শ্রীভাগবতক্রমসন্দর্ভ-টীকায়, ব্রহ্মসংহিতায় টীকায়, রসামৃতসিন্ধু-টীকায় শ্রীল সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদ অতি স্পষ্ট ভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ভাগবতীয় শ্লোক-দ্বয়ের (ভাঃ ৩।৩৩।৬) ও (৩।৩৩।৭) সঙ্গতি, যাবতীয় সাত্বতশাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও গোস্বামি-সিদ্ধান্তের সঙ্গতি, শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব সর্ব্ব বিষয়েই সঙ্গতি সাধিত হয়। অতএব 'বিপ্রসাম্য' শব্দের দ্বারা ব্যবহারিক বিপ্রত্ব' ও বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষের 'পারমার্থিক বিপ্রত্বে' সমন্বয়-বুদ্ধিরূপা অপরাধময়ী সাম্যবুদ্ধি হইতেই দিগ্‌দর্শনকার গোস্বামিবর্য্য প্রভুপাদ সকলকে রক্ষা করিয়াছেন কারণ তিনি '(যে কোন কুলোদ্ভূত)' নৃমাত্রেরই বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে বিপ্রত্ব সাধিত হয়'—ইহা 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' শ্লোকের 'দ্বিজত্ব' টীকায় স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা টীকা—

নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'।

তবে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈধ-সন্ন্যাসীর আচারলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দুইটী উদ্দেশ্য আছে।

একটী উদ্দেশ্য বিমুখমোহন আর একটী উদ্দেশ্য—উন্মুখতোষণ। উন্মুখগণ জানেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহারিক বিপ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তির হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু **বৈষ্ণবের** প্রদত্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—"নিমন্ত্রণ মানিল তারে **বৈষ্ণব** জানিয়া' (চৈঃ চঃ ম ৮।৪৯)। মহাপ্রভু শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে তিনি অবৈষ্ণব মাত্রেরই হস্তপাচিত অন্নকে 'কুক্কুর-মাংস-তুল্য' পরিত্যাজ্য জানিতে বলিয়াছেন, যথা—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯।১০৯)

"অবৈষ্ণবান্নমন্নঞ্চ পতিতান্নং তথৈব চ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংশসদৃশং ভবেৎ॥"

অন্যত্র—বৈষ্ণবান্নং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা।
অবৈষ্ণবান্নমন্নন্তু পরিবর্জ্যমমেধ্যবৎ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীধাম-পরিক্রমা
ও
শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** পুনঃ প্রবর্ত্তিত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে ও বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভুবন-মঙ্গলময়ী শুভাবির্ভাব তিথিকে আহ্বান জানাইবার জন্য সমিতির সদস্যবর্গ সপ্তাহব্যাপী নবধাভক্তির পীঠস্থান শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার দ্বারা নবধাভক্তি-যাজনের উদ্দেশ্যেই এই মহা-মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন।

উক্ত মহামহোৎসব বিগত ২৪ গোবিন্দ, ৫ই চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ রবিবার হইতে ২৮ গোবিন্দ, ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া পরিসমাপ্তি হয়।

অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা এই বৎসর বহু সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর জন্মোৎসবে যোগদানের নিমিত্ত মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইবার জন্য নাট্য-মন্দিরে এক সভার আয়োজন এবং পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। সভাপতির আসনে বৃত হন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। সমিতির সহঃ সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এই পরিক্রমা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ সুন্দরভাবে বক্তৃতা-মাধ্যমে পরিক্রমা সম্পর্কে জ্ঞাত করান। আহ্বান-সভায় শ্রীল আচার্য্য মহারাজ পরিক্রমার ইতিবৃত্ত এবং প্রয়োজনীতা বিষদ্ভাবে বর্ণনা করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দকে এই পরিক্রমায় যোগদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সমিতির সদস্যবৃন্দ ও ভক্তবৃন্দ পরিক্রমাসূচী অনুযায়ী ৫ই চৈত্র রবিবার হইতে ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত যথাক্রমে **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য), **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য), **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য), **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য), **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য), **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য), **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) এবং **অন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য) প্রভৃতি পরিক্রমা করেন।

উক্ত পরিক্রমাগুলি পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণের সহযোগিতায় সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীধামের বিভিন্নস্থান পরিক্রমান্তে প্রতিদিবস সন্ধ্যায় নাট্য-মন্দিরে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। বিভিন্ন দিনে সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সমিতির সভাসতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ। খড়্গপুরস্থ শ্রীগৌরবাণী বিনোদ আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ ও আসামস্থ শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ।

প্রপূজ্যচরণ শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীল নারায়ণ মহারাজ বিভিন্ন দিনের পরিক্রমাকালে বিভিন্ন স্থানের মহিমা কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল। তদুপরি অন্যান্য বৈষ্ণবগণও প্রাণবন্ত ভাষণদ্বারা উপস্থিত সজ্জনগুলীর হৃদয় আকর্ষণ করেন।

৯ই চৈত্র (ইং ২২।৩।৭৮) বুধবার পরিক্রমার এক অভিনয় যাত্রা বলিয়া মনে হ'ল। শ্রীগৌর-জন্মলীলারস্থলীর পরিক্রমা-দিবস ছিল এই দিন।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রীগণ বৈষ্ণবগনের আনুগত্যে বহির্গত হইয়া বিরাট শোভাযাত্রাসহকারে যখন সুরধুনী-তীরে উপনীত হইয়া স্রোতস্বিনী অতিক্রান্তান্তে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর অভিমুখে এগুতে থাকেন তখন মনে হইতেছিল সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রবল জন-স্রোতের এক বিরাট প্লাবন। এই প্লাবন দর্শনে মনে হইয়াছিল যে, বিংশশতাব্দির বিপ্লবের যুগে—ইহা ধর্ম্ম-বিপ্লবের অভিনব নিদর্শন।

পরিক্রমা-সঙ্ঘ প্রথমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎপর শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মন্দির এবং আন্তর্জ্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের (ISKCON শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় মন্দিরের দিকে অগ্রসর হন। পাশ্চাত্যের প্রচুর ভক্তবৃন্দ আমাদের পরিক্রমা সঙ্ঘের শ্রীবিজয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর তথা ত্রিদণ্ডীপাদগণ ও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দকে প্রচুর মাল্যদ্বারা ভূষিত করিয়া সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করেন। তখন আমাদের পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় মন্দিরে প্রবেশ করেন। এই যে প্রবেশের দৃশ্য তাহা হৃদয়কে এক উদ্বেলীত আনন্দ দান করিতেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের-মিলন মুহূর্ত্তে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন মুখরিত করিতেছিল আকাশ-বাতাস। সেই দৃশ্যাবলী আজও স্মৃতিপটে জাগরিত হয় আর মনে করিয়ে দেয় জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী পরম কারুণিক প্রেমের ঠাকুর গৌরার কথা,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় চিন্তাধারার যে-প্রেমের বিপ্লব, তাহা রূপায়িত হইয়াছে—হইতেছে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধার শ্রেষ্ঠ-উৎসস্থান এই ভারতভূমি। ভারত বিশ্বের কাছে এই দিগ্‌দর্শনে চির নমস্য। কিন্তু আমদের দুর্দ্দৈব—সেই চিন্তাধারার কথা আজ আমরা ভুলতে বসিয়াছি—অন্যের পদলেহী হইতে লজ্জা বোধ করিতেছি না—পরন্তু ভারতীয় চিন্তা-ধারাকে লাঞ্ছিত করিতে কখন কখন কুণ্ঠাবোধও হইতেছে না। বর্ত্তমান বিপ্লবের যুগে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণও ধর্ম্মজগতে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিশ্বের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-দর্শনের যে প্লাবন আনিয়াছে—এমনটী ধর্ম্মবিপ্লব পূর্ব্বে কেহই আনিতে পারেন নাই। আধ্যাত্মিকবাদের চরম উৎকর্ষতাই গৌড়ীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য। মহামিলনের পুণ্যক্ষেত্র ভারত তজ্জন্য গর্ব্বিত।

এস্থান হইতে পরিক্রমাপার্টী শ্রীবাস-অদ্বৈত-অঙ্গন হইয়া বৈষ্ণবজগতের যুগান্তর আনয়নকারী চিদ্‌বিলাস আচার্য্যভাস্কর জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** সমাধিপীঠে উপনীত হন। এখানে তাঁহারই নিজজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শ্রীগৌরবাণীর প্রতিক বাগ্মী-প্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ উপনীত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ পরম তৃপ্তি লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত জীবনচরিত ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভাষণ দান করার জন্য নিবেদন করেন।

তখন শ্রীল বন মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক সংক্ষেপত শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বৈশিষ্ট্য, জগদ্বাসীর প্রতি প্রভুপাদের অকৃত্রিম দয়ার নিদর্শন এবং শ্রীগৌড়ীয়ধারায় নিঃসৃত গৌড়ীয়মঠের আচার-প্রচারের বিশেষত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করতঃ ভক্তবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করেন। পরে এস্থান হইতে শ্রীচৈতন্য মঠ, কাজির সমাধি প্রভৃতি পরিক্রমান্তে শ্রীযোগপীঠ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইস্থানে পরিক্রমা পার্টীর মধ্যাহ্নের প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় দ্বাদশ সহস্রাধিক লোক প্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করেন। এরপর আমাদের পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ অভিমুখে রওনা হন।

১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব দিবস। সমস্ত দিন পাঠ কীর্ত্তন-মাধ্যমে দিন অতিবাহিত হয় এবং সন্ধ্যায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলা ও শিক্ষা-সম্বন্ধে যে অনুষ্ঠান হয়—তাহা যেন ছিল বৈষ্ণবগণের প্রাণবন্ত অভিব্যক্তির নিদর্শন।

পরের দিন ১১ চৈত্র শনিবার সাধারণ মহোৎসবের দিন। সকাল থেকেই সারাদিন ধরে আগত সকল জনগণকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসবের সেবা-সূচী যদিও এক সপ্তাহের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় প্রায় একাদশদিনব্যাপী উৎসবানুষ্ঠান প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং এই উৎসবে সর্ব্বমোট লক্ষাধিক মানুষ প্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

—কুমারী অর্পণা গুপ্ত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩০শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২৪ ত্রিবিক্রম, ৪৯২ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ ; ইং ১৫।৬।১৯৭৮ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

জিহ্বে রসজ্ঞে মধুরপ্রিয়া ত্বং
সত্যং হিতং ত্বাং পরমং বদামি।
আবর্ণয়েথা মধুরাক্ষরাণি
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪০॥

হে রসিকে জিহ্বে! মধুর রসকে তুমি অধিক ভালবাস, সেজন্য তোমায় পরম মঙ্গলময়ী সত্য কথা বলিতেছি যে, "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" এই সুমধুর নামসমূহ সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর ॥৪০॥

আত্যন্তিকব্যাধিহরং জনানাং
চিকিৎসকং বেদবিদো বদন্তি।
সংসার তাপত্রয় নাশবীজং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪১॥

"গোবিন্দ—দামোদর—মাধব" এই শ্রীভগবানের নামাবলী মানবের আত্যন্তিক ব্যাধিহরণকারী ও সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—ত্রিতাপনাশের একমাত্র মূল বীজস্বরূপ ॥৪১॥

তাতাজ্ঞয়া গচ্ছতি রামচন্দ্রে
সলক্ষ্মণেঽরণ্যচয়ে সসীতে।
চক্রন্দ রামস্য নিজা জনিত্রী
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪২॥

পিতৃ-আজ্ঞা পালনহেতু ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্র বনগমনে উদ্যত হইলে মাতা কৌশল্যা দেবী "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥৪২॥

একাকিনী দণ্ডক-কাননান্তাৎ
সা নীয়মানা দশকন্ধরেণ।
সীতা তদাক্রন্দদনন্যনাথা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৩॥

সীতাদেবীকে দণ্ডককাননে একাকিনী দেখিয়া যখন দশানন রাবণ তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন জনকদুহিতা অনন্যশরণা হইয়া "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

রামাদ্বিযুক্তা জনকাত্মজা সা
বিচিন্তয়ন্তী হৃদি রামরূপম্!
রুরোদ সীতা রঘুনাথ পাহি
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৪॥

লঙ্কাভিমুখে গমনকালে শ্রীরাম-বিরহব্যথিতা সীতাদেবী হৃদয়মধ্যে রামরূপ ধ্যান করতঃ "হে রঘুনাথ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" আমাকে রক্ষা কর বলিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন ॥৪৪॥

প্রসীদ বিষ্ণো রঘুবংশনাথ
সুরাসুরাণাং সুখদুঃখহেতো।
রুরোদ সীতা তু সমুদ্রমধ্যে
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৫॥

যখন সমুদ্র মধ্য দিয়া রাবণের সঙ্গে সীতাদেবী অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন "হে বিষ্ণো! হে রঘুপতে! হে সুরাসুরের সুখ-দুঃখবিধাতঃ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আমাকে রক্ষা কর!" এই বলিয়া তিনি রোদন করিতেছিলেন ॥৪৫॥

অন্তর্জলে গ্রাহগৃহীতপাদো
বিসৃষ্টবিক্লিষ্টসমস্তবন্ধু।
তদা গজেন্দ্রো নিতরাং জগাদ
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৬॥

যখন জল মধ্যে গ্রাহ (কুম্ভীর) কর্তৃক গজেন্দ্রের পাদদ্বয় আক্রান্ত হইল, তখন বন্ধু-বান্ধববিহীন সাতিশয় ক্লিষ্ট করীন্দ্র "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব! বলিয়া সর্ব্বক্ষণ সকাতর আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

হংসধ্বজং শঙ্খযুতো দদর্শ
পুত্রং কটাহে প্রতপন্তমেনম্।
পুণ্যানি নামানি হরের্জপন্তং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৭॥

নৃপতি শঙ্খধ্বজ দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার পুত্র হংসধ্বজ উত্তপ্ত তৈল পাত্রে নিপতিত হইয়া "গোবিন্দ—দামোদর—মাধব"—শ্রীহরির এই পবিত্র নাম মন্দ-মন্দ স্বরে জপ করিতেছেন ॥৪৭॥

দুর্ব্বাসসো বাক্যমুপেত্য কৃষ্ণা
সা চাব্রবীৎ কাননবাসিনীশম্।
অন্তঃ প্রবিষ্টং মনসাজুহাব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৮॥

একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি শিষ্যগণসহ কাননবাসিনী কৃষ্ণা অর্থাৎ দ্রৌপদীর কুটিরে পদার্পণ করতঃ আহার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজনান্তে

আহার্য্য নিঃশেষ হওয়ায় আতিথ্য সৎকারের নিমিত্ত অন্তর্যামী বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" বলিয়া কাতরস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

ধ্যেয়ঃ সদা যোগিভিরপ্রমেয়ঃ
চিন্তাহরশ্চিন্তিতপারিজাতঃ।
কস্তূরিকাকল্পিত নীলবর্ণো
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৪৯॥

যিনি যোগিগণের অপরিজ্ঞেয়, সর্ব্বচিন্তাহরণকারী, কল্পবৃক্ষসদৃশ ও যিনি কস্তূরিকার ন্যায় নীলকান্তিবিশিষ্ট, তাঁহাকে "গোবিন্দ—দামোদর—মাধব" নামে সর্ব্বদা ধ্যান করা কর্ত্তব্য ॥৪৯॥ (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব ও ইতর-স্মৃতি

স্মৃতিশাস্ত্র—বৈষ্ণব-অবৈষ্ণভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণের বিচার

ধর্ম্মশাস্ত্রের যে-সকল বিধি অবলম্বন করিয়া জীবদ্দশায় ব্যবহারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সেই বিধি সম্বলিত শাস্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র বলে। ভক্তাভক্ত-ভেদে স্মৃতিশাস্ত্রও দ্বিবিধ। অপ্রাকৃত বিচার গ্রহণ না করিয়া জড়জ্ঞানে সামাজিক শৃঙ্খলতা রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণ ইতর-স্মৃতি-বিধিগুলিকে বহু-মাননপূর্ব্বক হরিবিমুখ সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। সেই হরিবিমুখ সমাজের মধ্যে যাঁহারা ভগবদ্বহির্মুখ, তাঁহারা কেবলমাত্র অভক্ত স্মার্ত্তের উপদেশ ও বিধিগুলি পালন করেন না। ভগবদ্ভক্তি-বহির্ম্মুখ সমাজ সংখ্যায় প্রচুর হইলেও ভগবদ্বহির্ম্মুখ সমাজের উপর কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় না। ইতর স্মার্থগণ বলেন, ভগবদ্ভক্তির আদর না করিয়া শাস্ত্রীয় প্রাণহীন বিধিগুলিকে পালন করিলেই সৎকর্ম্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু পারমার্থিকগণ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন না।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মত

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ একই শাস্ত্র হইতে রুচিক্রমে আচারগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। **শ্রীরঘুনন্দনাদি** ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের নিজ-প্রণীত নিবন্ধ-গুলিতে বৈষ্ণবগণের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

আবার পারমার্থিক স্মার্ত্ত **শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে অবৈষ্ণবপর-স্মৃতি-বচন 'বৈষ্ণবের পালনীয় নহে'**—এরূপ মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভগবদ্বিমুখতাহেতু অবৈষ্ণব-স্মৃতির প্রাবল্য

ভগবদ্‌বিমুখতার স্রোত সমাজে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকায় বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর অনেকস্থলেই লক্ষিত হয় না। বৈষ্ণব-স্মৃতির সমাদর সর্ব্বত্র না থাকায়, সমাজে উহার উপযোগিতা থাকিতে পারে না—এরূপ বিচার নির্ব্বোধ সমাজেই শোভা পায়। মানব যে-কালে আপনাদিগকে ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও অবৈষ্ণব মনে করেন, সেইকালেই তাঁহার বহির্ম্মুখ সমাজে অবস্থানের দৃঢ় প্রতীতি হয়। তিনি মনে করেন, বৈষ্ণবেতর স্মার্ত্তগণের প্রবল তাড়নার হস্ত হইতে তাঁহার রক্ষার আর উপায় নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট গৃহীতমন্ত্র হইয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির পদাবলেহন—পুরুষ-পরম্পরাক্রমে তাঁহার কৌলিক পদ্ধতি। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বরূপ-বিস্মৃতির ফল মাত্র।

দীক্ষিত বৈষ্ণবের বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুসন্ধান

দীক্ষিত-বৈষ্ণব যখন দেখিবেন যে, অদীক্ষিত হরিবিমুখ-সমাজে আচার-ব্যবহার তাঁহার পরমার্থবিরোধী এবং পরমার্থের অনুরোধে ব্যবহারিক জীবনকেও কৃষ্ণোন্মুখ করা আবশ্যক, তখন তাঁহার বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত না তিনি পরমার্থে অগ্রসর হন, তৎকালাবধি তাঁহার ইতর-স্মৃতির অনুগমন 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রতিভাত হইবে; কিন্তু আচার্য্যের অনুগমনে বদ্ধপরিকর হইলে সমাজের হিতৈষিগণ বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর করিতে শিখিবেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামধারিগণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের অনাদর করায় দুঃখ-প্রকাশ

হায়, কি দুঃখের বিষয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট শ্রীসনাতন গোস্বামি-লিখিত স্মৃতিশাস্ত্রের আদর আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামধারী সমাজে নাই! বৈষ্ণবের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া আমরা কুলাঙ্গারের কার্য্য করিবার জন্য বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রচলন উৎসাদন করিয়াছি! যাঁহারা বৈষ্ণব-স্মৃতির পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে শত্রুজ্ঞান করিতেছি!

গোপাল ভট্টের সৎক্রিয়াসার-দীপিকার প্রাচীনতা ও শ্রীঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কর্ত্তৃক উহার প্রচার

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-নির্ম্মিত বৈদিক পদ্ধতি অবলম্বনে যে 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা'-গ্রন্থ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শতবর্ষ পূর্ব্বে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে

সংরক্ষিত ছিল, তাহা এতদিন আচার্য্যের অভাবে বৈষ্ণবকুলের মধ্যে বদ্ধ-মঞ্জুষায় অজ্ঞাত ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বৈষ্ণবজগতে উহা প্রচার করিয়া শুদ্ধভক্তগণের যে অভাব দূর করিয়াছেন, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজের সহস্র বৎসর লাগিতে পারে। আবার শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা হইলে বৈষ্ণব-সমাজ নিজ নির্ম্মলতা রক্ষা করিবার জন্য উহাই নির্ব্বিবাদে প্রচলন করাইয়া লইতে পারেন।

শ্রীগৌরভক্ত ও গৌরভক্তের ভক্তগণকে শুদ্ধবর্ণাশ্রমে থাকিয়া শ্রীনাম গ্রহণোপদেশ

যে-সময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই সময় বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চরম দুরবস্থার কাল। তিনি পরমার্থ ও হরিনাম প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন বলিয়া তাৎকালিক হরিনাম-বিরোধী সমাজ তাঁহার প্রতি-কূলাচরণ করিতেও বিরত হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ ও গৌরভক্তের ভক্তগণ বর্ত্তমান কালে বর্ণাশ্রমে সুষ্ঠুভাবে অবস্থিত হইয়া সেই শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন।

স্মার্ত্ত-সমাজের হরিবৈমুখ্য অনাদৃত হইলেই বৈষ্ণব-স্মৃতির প্রচলন হইবে

সমাজের প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত হরিবৈমুখ্য সংশ্লিষ্ট থাকিলে অনর্থ জনিত হরিবিমুখ-প্রবৃত্তিক্রমে জীব জড়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িবেন। যদি সামাজিক প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিবৈমুখ্য অনাদৃত হইয়া হরিসেবন-প্রবৃত্তিমুখে শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বহুল ভাবে পুনঃ সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর আমরা অচিরেই দর্শন করিয়া প্রোৎফুল্ল হইব।

মুখে হরিভক্ত, অন্তরে স্মার্ত্ত হইলে নির্ব্ব্যলীক বৈষ্ণব হইতে পারা যায় না

মুখে হরিভক্ত আর প্রত্যেক কার্য্যে হরিবিমুখ ভাব পোষণ ও অন্তরের সহিত ইতর-স্মৃতির আদর করিতে গেলে আমরা নিষ্কপটে বৈষ্ণবদাস্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিব না। নির্ব্ব্যলীক না হইলে ভগবানের দয়া পাওয়া যাইবে না এবং শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বর্ণাশ্রমাতীত শুদ্ধ পারমহংস্য বৈষ্ণবধর্ম্ম, অশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-প্রতীতির মধ্যে কখনই সাধিত হইবার নহে—একথা বিজ্ঞকুলের বিবেচ্য বিষয়।

অন্তর ও বাহিরে সম-ব্যবহার

"অন্তর-নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার" এই বাক্যটীর অর্থ করিয়া অশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অন্তরে পোষণ করিতে হইবে, এরূপ নহে। যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীহরিভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে শ্রীরূপপাদ একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥ (নারদ-পঞ্চরাত্র)

ভক্তির অনুকূল জীবন যাঁহারা যাপন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারাই লৌকিক ও বৈদিক যাবতীয় ক্রিয়াবলী নিজ নিজ হরিসেবার অনুকূলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা যে ব্যবহার লোকে স্থাপন করিবেন, উহা বৈষ্ণবের অন্তরনিষ্ঠার সহিত বিরোধী হওয়া উচিত নহে।

জাতি গোস্বামী ও তদধীন শিষ্য-সমাজ শুদ্ধবর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অপ্রতিষ্ঠিত-হেতু বৈষ্ণবনিষ্ঠাহীন

যদি আজ আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের আচার্য্য ও তদধীন সমাজকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলে শুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্ত-নামধারীর অন্তর-নিষ্ঠায় গোলযোগ উপস্থিত হইত না। আজ বহির্ম্মুখ সমাজের ব্যবহার দেখিয়া অন্তর-নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবগণ পরম দুঃখে বাহ্য লোক-ব্যবহারের দৌরাত্ম্যের কথা লোক-সমাজে জ্ঞাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তাহা হইলে লোকব্যবহার ভজনকারী সমাজের অনুকূল হউক—এরূপ সদুদ্দেশ্যবিশিষ্ট হইতেন না। হৃদয়ে নিষ্ঠা না থাকিলেই অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্ঠার অভাব হইলেই লোক-ব্যবহারের বাহ্য হেয় দর্শন জীবকে কৃষ্ণনিষ্ঠ হইতে দেয় না।

নামধারী-আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক শাস্ত্রের কদর্থহেতু ভক্তিপথে কণ্টকারোপণ

মহাভারতে দুর্য্যোধনোক্ত "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—এই শ্লোকের দোহাই দিয়া কত না পাপকার্য্যে অভক্ত জীবগণ অগ্রসর হইতেছেন। "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ"—শ্লোকের দোহাই দিয়া বৈষ্ণব-নামধারী কত শত ব্যক্তি দুরন্ত নরক-পথে দিসাহারা হইতেছেন! "যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ"—শ্লোকের তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া আমাদের ন্যায় নামধারী আচার্য্যগণ ভগবদ্ভক্তির পথে কণ্টকারোপণ করিতেছেন, যেহেতু বাহ্যে সাধারণ লোকের

মধ্যে অসদ্ব্যবহার প্রচলিত আছে বলিয়া আপনাকে অন্তরনিষ্ঠ বলিয়া কপটতা-সহকারে পরিচয় দিতে গিয়া কতই না পরমার্থের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন !

রাগানুগা ভক্তির নামে বিশৃঙ্খলতা

রাগানুগা ভক্তির নামে বিশৃঙ্খলতাই বাহ্য লোকাচারে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাই পালনীয় জানিয়া বাভিচারী সম্প্রদায় নিজ নিজ অন্তরনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন। বৈষ্ণব-সামাজিকগণ এই সকল কথা ধীরভাবে আলোচনা করতঃ বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমনে ভক্তিপথে অগ্রসর হউন—ইহাই আমাদের সবিনয় নিবেদন।

আমাদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের কোন কল্যাণলাভ ঘটিবে না। দেহ ও মনের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহারা আমাদের সুবিনীত বাক্যগুলি পর্য্যালোচনা করুন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

---

(২) প্রয়াস

'প্রয়াস' কাহাকে বলে এবং তাহা দ্বিবিধ

'প্রয়াস' পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির উদয় হয় না। 'প্রয়াস'-শব্দে আয়াস বা শ্রমকে বুঝায়। ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত আর কোন বস্তুকেই 'পরমার্থ' বলা যায় না। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণদ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না। শরণাপত্তি ও আনুগত্য জীবের স্বভাব-সিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম। অতএব ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সহজ-ধর্ম্ম। সহজ-ধর্ম্মে প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি জীবের বদ্ধদশায় ভক্তি-বৃত্তির আলোচনায় কিয়ৎপরিমাণে প্রয়াসের কার্য্য আছে। সেই সামান্য প্রয়াস ব্যতীত আর যত-প্রকার প্রয়াস দেখা যায়, সে-সকলই ভক্তির প্রতিকূল। প্রয়াস দুই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞান-প্রয়াস ও কর্ম্ম-প্রয়াস। জ্ঞান-প্রয়াসে কেবলাদ্বৈত-বোধরূপ ফলোদয় হয়। তাহাই আবার সাযুজ্য বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ-শব্দদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তিবিরোধী

জ্ঞান-প্রয়াস পরমার্থের বিরোধী—ইহা বেদশাস্ত্রে, মুণ্ডকোপনিষদে এইরূপ বিচারিত হইয়াছে:—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
(মুণ্ডক-৩।২।৩)

আত্মা—আত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মা। তাহা প্রবচন, মেধা ও অধ্যায়ন-প্রয়াসে পাওয়া যায় না। যিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, আত্মা তাঁহার স্বীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন; সুতরাং ভক্তিই ভগবচ্চরণ-লাভের একমাত্র হেতু। ভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিলেন,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

হে অজিত! যাঁহারা জ্ঞান-মার্গে প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুমুখ হইতে আপনার কথা শ্রুতিগত করতঃ কায়-মনোবাক্যে ভক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই ত্রিলোকীর মধ্যে আপনি জিত হইয়া থাকেন।

কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রয়াস নিষ্ফল

জ্ঞান-প্রয়াসকে স্পষ্টীকরণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন,—

শ্রেয়ঃ শ্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো! ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ-পথ; তাহা ত্যাগ করতঃ যে-সকল ব্যক্তি কেবলাদ্বৈত-বোধ-লাভের জন্য চেষ্টা করে, তাহাদের ক্লেশ বই আর কিছুই লাভ হয় না। তুষাবঘাতে যেরূপ তণ্ডুল পাওয়া যায় না, সেইরূপ কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রয়াসে কিছুমাত্র পরমার্থ-ফল হয় না।

সম্বন্ধ-জ্ঞান—পবিত্র, উহা অদ্বৈত জ্ঞান নহে

কেবলাদ্বৈতবাদ সত্যমূলক নয়; তাহা কেবল আসুর-বিধান মাত্র। তবে যে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রশংসা শুনা যায়, সে-জ্ঞান অতীব পবিত্র ও সহজ; তাহাতে প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। 'চতুঃশ্লোকী'তে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। সে-জ্ঞান স্বভাবতঃ জীব-হৃদয়ে

নিহিত আছে। ভগবান্—চিন্ময় সূর্য্য-কল্প; জীব—তাঁহার কিরণ-পরমাণু-কল্প। জীব ভগবদানুগত্য ব্যতীত স্ব-স্বরূপে থাকিতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্দাস্য তাহার স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্মানুশীলনই জীবের স্বভাব। তাহাই জীবের সহজ-ধর্ম্ম।

ভক্তিসাধন—কর্ম্ম-জ্ঞানের ন্যায় প্রয়াস নহে

যদিও বদ্ধদশায় সেই স্বধর্ম্ম সুপ্তপ্রায় এবং সাধনদ্বারা প্রতিবোধিত হয়, তথাপি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়াসের ন্যায় ভক্তি-সাধনে প্রয়াস নাই। কিছু আদর করিয়া নামাশ্রয় করিলেই স্বল্পকালের মধ্যে অবিদ্যা-প্রতিবন্ধক দূর হয় এবং স্বধর্ম্ম-সুখ পুনরুদিত হয়। কিন্তু জ্ঞান-প্রয়াসকে স্থান দিলে ক্লেশ-ভোগ হয়। আবার সাধুসঙ্গে তাহা পরিত্যক্ত হইলে ভক্তি-চেষ্টা হয়।

জ্ঞান-প্রয়াসের গতি

শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ (গীঃ ১২।২-৫)

কেবল শরণাপত্তি-লক্ষণা পরা শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা **যুক্ততম**। যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও স্থির ব্রহ্মকে সমস্ত ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধির সহিত উপাসনা করেন, তাঁহারা **জ্ঞান-প্রয়াসী**। সুতরাং যদি তাঁহাদের সর্ব্বভূতে দয়া থাকে সেই গুণে অনেক ক্লেশের পর সাধু-ভক্তের কৃপায় কৃষ্ণরূপ আমাকে পা'ন। সেরূপ ভজনে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব। জ্ঞান-প্রয়াসের ত' এইরূপ গতি!

কর্ম্ম-প্রয়াসের ফল

কর্ম্ম-প্রয়াসেও কদাচ মঙ্গল হয় না। যথা, ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ২।৮)

ধর্ম্ম—বর্ণাশ্রমগত কর্ম্মকাণ্ডীয় স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম যদি কেহ উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিয়াও হরিকথায় রতিলাভ না করিলেন, তবে তাঁহার স্বধর্ম্ম-পালন কেবল প্রয়াস বা শ্রমমাত্র হইল। সুতরাং যেরূপ জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তির বিরোধক, কর্ম্ম-প্রয়াসও তদ্রূপ।

ভক্তির অনুকূল কর্ম্ম—প্রয়াস নহে

সিদ্ধান্ত এই যে,—কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রয়াস অতিশয় অহিতকর। কিন্তু জীবন-যাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে, কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া ভক্তিতে পরিগণিত হয়। সে-সকল কর্ম্ম আর 'কর্ম্ম' বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে সুনিষ্ট-ভক্তগণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে ভক্তির অনুগত করেন। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ কেবল লোক-সংগ্রহের জন্য ভক্তির অবিরোধে কর্ম্মাচরণ করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্তানুকূল ক্রিয়া স্বীকার করেন।

ভক্তির অনুকূল জ্ঞান ও যোগ—প্রয়াস নহে

জ্ঞান-প্রয়াস ও তদন্তর্গত সাযুজ্য-নির্ব্বাণ-মুক্তির-প্রয়াস নিতান্ত বিরোধী। অষ্টাঙ্গ যোগ-প্রয়াস যদি বিভূতি কৈবল্যকে লক্ষ্য করে, তবে তাহাও অত্যন্ত বিরোধী। ভক্তিসাধক-বিধি এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ-জ্ঞান জীবের পক্ষে অত্যন্ত সহজ বলিয়া 'প্রয়াস-শূন্য' আখ্যা লাভ করিয়াছে। এইরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান উপায়স্বরূপে আদৃতমাত্র। উপেয়-স্বরূপে গৃহীত হইলেই তাহা দোষজনক হয়—ইহা নিয়মাগ্রহ বিচারে দেখাইব।

সাধুসঙ্গ-লালসায় তীর্থযাত্রা, ভক্ত্যঙ্গ ব্রতপালন, বৈষ্ণবসেবা, অর্চ্চন, কীর্ত্তনাদি প্রয়াস নহে

তীর্থ-যাত্রাদি পরিশ্রমও ভক্তিবিরোধী প্রয়াস। তবে যদি সাধুসঙ্গের ও কৃষ্ণভাবোদ্দীপক অনুশীলন-লালসায় কৃষ্ণ-লীলা-স্থলে গমন করা যায়, তাহা ভক্তিই বটে—বৃথা-প্রয়াস নয়। ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতসমূহ বৃথা-প্রয়াস নয়—ভক্তি-সাধিকা প্রক্রিয়ার মধ্যে আদৃত হইয়াছে বৈষ্ণব-সেবার যে প্রয়াস, তাহা প্রয়াস নয়; কেননা, স্বযুথ-সঙ্গ-লালসাই জনসঙ্গ-লিপ্সারূপ দোষের বিনাশক। অর্চ্চনাঙ্গ-প্রয়াস হৃদয়ের উচ্ছ্বাসরূপ সহজ-ধর্ম্ম। সঙ্কীর্ত্তনাদির প্রয়াস কেবল হৃদয় উদ্ঘাটনপূর্ব্বক প্রচুর নামোচ্চারণ, সুতরাং তাহা নিতান্ত সহজ-বস্তু।

বৈরাগ্য-প্রয়াস অনাবশ্যক

বৈরাগ্যে প্রয়াসের আবশ্যক নাই; কেন না, ভক্তির উদয়ে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র অতৃষ্ণা জীবের সহজেই হইয়া উঠে। ভাগবতে বলিয়াছেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্। (ভাঃ ৩।৩২।২৩)

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে তাহা বৈরাগ্য অর্থাৎ প্রয়াসশূন্য বৈরাগ্য এবং অহৈতুক জ্ঞান অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্দাস্য-বুদ্ধ্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে। সুতরাং জ্ঞান-প্রয়াস এবং কর্ম্ম বা বৈরাগ্য-প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আর ভক্তির প্রতিবন্ধক জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ বা বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করে না।

ভক্তির প্রয়াস-শূন্যত্ব

অতএব, শ্রীমদ্ভাগবত "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ" (ভাঃ ১১।২।৪২)—এই বাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, যিনি শুদ্ধ-ভক্তিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন, তাহার হৃদয়ে এককালেই ভক্তি ও সম্বন্ধ-জ্ঞান এবং অন্যত্র বিরক্তির উদয় হয়। দীনভাবে যখন ভক্ত সরলতার সহিত কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তখন সহজেই—'আমি চিৎকণ কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু এবং কৃষ্ণচরণে শরণাগতিই আমার নিত্যস্বভাব; এজগৎ আমার পান্থনিবাসমাত্র, ইহার কোন বস্তুতে আসক্তি করা আমার পক্ষে নিত্য সুখকর নয়',—এইরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধির উদয় হয়। ইহাতেই সাধকের সমস্ত সিদ্ধি অল্পকালে হইয়া থাকে।

বিবিধ প্রয়াস-তালিকা, তন্মধ্যে প্রনিষ্ঠা-প্রয়াস সর্ব্বাপেক্ষা হীন

জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, ভোগ-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস—এ-সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এইসকল প্রয়াস-দ্বারা ভজন নষ্ট হয়। আবার প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস, সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তাহাও সরল-ভক্তির দ্বারা দূর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য্যাঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়াঃ যত্নমস্পর্শনে বরম্॥

(হিঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিঃ, উপসংহার-শ্লোক)

—এই উপদেশটী অত্যন্ত গম্ভীর। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে এই একান্তিধর্ম্ম পালন করিবেন।

গৃহী-বৈষ্ণবের প্রয়াসশূন্য ভজন

ভক্তির অনুকূল সহজ-ব্যাপারের ক্রিয়াদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক ভক্তি-সাধক সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত হরিনাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবেন। এই প্রয়াস-শূন্য ভজন-পদ্ধতির আবার গৃহী ও গৃহত্যাগিভেদে—দুই প্রকার প্রবৃত্তি। গৃহী বর্ণাশ্রমকে ভক্তির অনুকূল করিয়া জীবনযাত্রা অঙ্গীকার করতঃ প্রয়াসশূন্য হইয়া ভক্তি সাধন করিবেন। যাহাতে কুটুম্ব-ভরণাদি অনায়াসে নির্ব্বাহ হয়, সেরূপ সঞ্চয় ও উপার্জ্জন করিবেন। হরিভজনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ইহাই তিনি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলিলে কখনই প্রমাদে পড়িবেন না। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, জাগরণে-নিদ্রায়—সর্ব্বত্র তাঁহার হরিভজন অচিরে সিদ্ধ হইবে।

ত্যাগী-বৈষ্ণবের প্রয়াসশূন্য ভজন

আর, গৃহত্যাগী সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষাদ্বারা শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ ভক্তিসাধন করিবেন। কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, তত কৃষ্ণকৃপায় তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন। যথা, ভাগবতে ব্রহ্মবাক্য (ভাঃ ১০।১৪।৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

হে কৃষ্ণ! তুমি মুক্তিপদ, তোমাতে কেহ দায়ভাক্ হইতে পারে না। কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিতে করিতে 'তোমার অনুকম্পা অবশ্য হইবে' এই আশা করতঃ কায়মনোবাক্যে তোমাতে ভক্তিযোগ করেন।

কৃপাদ্বারাই ভগবৎতত্ত্ব লভ্য—জ্ঞানে নহে

জ্ঞানাদি-প্রয়াসদ্বারা কিছুই হয় না; তবে তোমার কৃপাতেই তোমাকে জানা যায়। অতএব (ভাঃ ১০।১৪।২৯)—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

দৈন্যভাবে নামাশ্রয় করিলে, ভগবৎ-কৃপায় সমস্ত জ্ঞাতব্য ভগবত্তত্ত্ব সরল ভক্তের হৃদয়ে বিনা-প্রয়াসে উদিত হয়। চিরকাল স্বতন্ত্র জ্ঞান-প্রয়াসে তাহা পাওয়া যায় না।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সন্দর্ভ-সার

প্রীতি-সন্দর্ভ—৬৩

শ্রীউদ্ধব ব্রজবাসিগণের নিকট বিদায় লইয়া মথুরাগমনে উদ্যত হইলে নন্দাদি গোপগণ নানাপ্রকার উপহার-হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অনুরাগবশতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—আমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তিভাগ্য দূরেই আছে। তথাপি কৃষ্ণরতি যেন আমাদের অন্তর্হিত না হয়। অন্য সাধারণ জীবের মত বলিয়াছেন, আমরা স্বকর্ম্মবশতঃ পরমেশ্বরেচ্ছায় যে-কোন যোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, যেন আমাদের পরমেশ্বর কৃষ্ণে রতি হয়—কাকুবাদে একথা বলিয়াছেন।

শ্রীব্রজেশ্বরী দিয়াছিলেন পুত্রের জন্য, শ্রীবলদেব দেবকী ও রোহিণীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চিহ্নাঙ্কিত নবনী ও ক্ষীর লড্ডুকাদি। শ্রীব্রজদেবীগণ দিয়াছিলেন প্রাণেশ্বরের জন্য নিজ শিল্পচিহ্নিত গুঞ্জাহারাদি। শ্রীদামাদি-সখাগণ দিয়াছিলেন প্রিয়সখার জন্য তাঁহার পরিচিত বন্যপুষ্প ফলমূলাদি। শ্রীব্রজরাজ দিয়াছিলেন পুত্রের জন্য কস্তুরী, গজমুক্তাহারাদি। শ্রীবসুদেবের জন্য ঘৃতপক্কান্নাদি, উগ্রসেনের জন্য গোদুগ্ধাদি। আর উদ্ধবকে সকলেই পৃথক্-ভাবে বস্ত্রালঙ্কারাদি।

ব্রজরাজ যে বলিয়াছেন—কায়স্তৎপ্রহ্বনাদিষ্ণু—দেহ তাহার প্রণামাদিতে রত হউক, এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার গৌরব সূচিত হইয়াছে। বৎসলের এইরূপ উক্তি শুদ্ধ বাৎসল্যের পরিচায়ক হইতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে ব্রজরাজের সেরূপ অভিপ্রায় নহে। তাঁহার অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ পিতৃজ্ঞানে প্রণামাদিরূপ যে গৌরব প্রকাশ করিয়াছে তাহা হইতে যেন আমি বঞ্চিত না হই। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শরীর, মন ও বাক্যের যথাযোগ্য চেষ্টা তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন। আর পরবর্ত্তিশ্লোকে যে কর্ম্মভির্ম্মামাণানাং ইত্যাদি শ্লোকে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াছেন সেই ঈশ্বর-শব্দ পূর্ব্ববৎ লালনার্থে প্রযুক্ত। সাধারণ লোকমধ্যেও সেইরূপ উক্তি দেখা যায়।

শ্রীব্রজরাজের মনের ভাব—বৎস উদ্ধব লোকে শুভকর্ম্মাদি-দ্বারা ঈশ্বরের রতি প্রার্থনা করে; আমিও শুভকর্ম্মাদি করিয়াছি ইহার দ্বারা আমার ঈশ্বরে রতি প্রার্থনা করা উচিত হইলেও আমি অন্য ঈশ্বরে রতি প্রার্থনা করিতে পারিব না। কৃষ্ণ ছাড়া আমার মনের আবেগ ঘটিবে না। তুমি বলিতেছ আমার পুত্র কৃষ্ণই ঈশ্বর। তাহা হইলে কৃষ্ণরূপ ঈশ্বরেই আমি জন্মে জন্মে রতি প্রার্থনা করিতেছি। ইহা সকাম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমপূর্ণ আদর-সূচক। সাধারণ লোকেও যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে তাহার সম্বন্ধে বলিয়া

থাকে আমার ধর্ম্মার্থ যাহা আছে, তাহার ফলে আমি যেন জন্মে জন্মে তাহাকে পাই।

সাত্ত্বিক স্তম্ভাদি অষ্টসাত্ত্বিকই বাৎসল্যে প্রকাশিত হয়। মাতার সাত্ত্বিক নববিধ। স্তনের দুগ্ধক্ষরণরূপ অন্য এক সাত্ত্বিক ভাব উদিত হয়। বাৎসল্যের সঞ্চারিভাবসকল শ্রীমদ্ভাগবতে প্রসিদ্ধ আছে। সে সকল সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃত, লীলাজাত, লীলাশক্তিকৃত এবং ঐশ্বর্য্যময় লীলাগত। "কস্মান্ন,দমদাস্তাত্মন্" ইত্যাদি শ্লোকে অমর্ষ, "সাতত্র দদৃশে বিশ্বং" শ্লোকে বিস্ময় ও শঙ্কা। বাৎসল্য-রসে বাৎসল্য স্থায়ীভাব। সেই ভাব—কৃপাভরে মাতৃযুগলের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইত। পঙ্ক ও অঙ্গরাগে সুন্দরাঙ্গ বালকদ্বয়কে (শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে) কোলে তুলিয়া নিতেন ও স্তন দান করিতেন। তাঁহারা যখন স্তন পান করিতেন, তখন তাঁহারা হাস্য ও অল্পদন্ত শোভিত মুখশোভা দর্শন করিতে করিতে পরমানন্দ লাভ করিতেন।

বিয়োগ যথা—শ্রীউদ্ধব ব্রজবাসীর সান্ত্বনার জন্য আসিয়া ব্রজরাজদম্পতির নিকট উপস্থিত হইলে পুত্রশোকাতুর ব্রজরাজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করেন। তিনি পুত্রের চরিত্র স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন। বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শ্রীনন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীযশোদা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। স্নেহবশতঃ স্তনদ্বয় দুগ্ধ প্লাবিত হইল।

তৎপরে তুষ্টি নামক যোগ—কৃষ্ণ-বলরামে প্রীতিনিবন্ধন ও সখার প্রীতির জন্য শ্রীনন্দ তিন মাস কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করেন। বসুদেবের অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজের পুত্রভাব যাহাতে প্রকটিত হয়, তাহা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে আনিবার জন্য আগ্রহ না করিয়া শ্রীব্রজরাজ সখার প্রিয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি তথায় কাহারও নিকট অনাদৃত হন নাই, পরন্তু পরম সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। অন্য যাদবগণও তাঁহার সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মান করিয়াছিলেন।

তৎপরে কামনাসমূহ পূর্ণ হইলে ব্রজ ও বান্ধবগণসহ নন্দ উত্তম আভরণ পট্টবস্ত্র, নানা অমূল্য পরিচ্ছদের সহিত বসুদেব, উগ্রসেন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজযোগ্য দ্রব্যসকল গ্রহণ করিয়া যাদবগণ কর্ত্তৃক প্রস্থাপিত হইয়াছিলেন। নন্দ, গোপ ও গোপীগণ গোবিন্দচরণকমলে অর্পিত মনকে পুনগ্রহণে অসমর্থ হইয়া সেইরূপেই মথুরায় প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পুনরাগমনের অঙ্গীকার করিয়া ব্রজরাজাদিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ; শ্রীবলরামের ব্রজাগমনবর্ণনে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—কমলনয়ন কৃষ্ণে তাঁহাদিগের সমস্ত বিষয় অর্পিত ছিল। টীকায় শ্রীস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—কৃষ্ণে —কৃষ্ণপ্রাপ্তি নিমিত্ত তাঁহারা সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়—ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন ব্যতীত অন্য কামনা ছিল না ; সুতরাং বসুদেবাদি উত্তম আভরণ-দ্বারা যে-রাজযোগ্য উপহার দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের প্রীতিময় বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীবসুদেব বিপুল সৈন্যবল সঙ্গে দিয়া শ্রীব্রজরাজকে প্রস্থাপিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর তাঁহাদের যে মথুরায় যাওয়ার কথা—তাহার তাৎপর্য্য—তাঁহাদের মন ছিল শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ। কোনরূপে দেহমাত্র নিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের তথা ব্রজবাসীর আনন্দ-নিকেতন। শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন প্রত্যাশায় তাঁহারা কুরুক্ষেত্রযাত্রার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে গমন-সময়ে মনে করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া ফিরিতে পারিবেন। তাহা না হওয়ায় কুরুক্ষেত্রের ফেরৎ বৃন্দাবনে গেলেন না। মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন বলিয়াছেন, যখন আসিবেন তখন তাঁহাকে লইয়া পরমানন্দে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিব। তখন বৃন্দাবনে গেলে তত্রত্য যাবতীয় বস্তু তাঁহার স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিয়া কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বহ্নিতে আমাদিগকে ভস্মীভূত করিবে। এই ভাবিয়া তাঁহারা মথুরায় রহিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট বর্ণিত না হওয়ায় ব্রজবাসীর বিচ্ছেদান্তে মিলনঘটিত তুষ্টির অভাব দেখা যায়। সেই জন্য বলিলেন—শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বারকা প্রজাবাক্যে তাঁহার মথুরা আগমন স্পষ্ট-ভাবে উক্ত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমনের পর ব্রজবাসিগণ মথুরায় বাস করিতেছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনে ব্রজবাসি-গণের সহিত মিলন ঘটিয়াছিল। আর পদ্মপুরাণে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে—দন্তবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ইহা ১৭৯ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ব্রজে পুনরাগমনের পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসিদের সহিত আর বিচ্ছেদ ঘটে নাই। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশে তাঁহার সঙ্গে নিত্য বিহার করিতেছেন।

এই পর্য্যন্ত বাৎসল্যরস বর্ণিত হইল।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৫ পৃষ্ঠার পর)

সার্ব্বভৌম—আপনি সূত্র হইতে প্রদর্শন করুন।

মহাপ্রভু—সূত্রকার "স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ" এই সূত্রে কর্ম্মফলের অশন এবং অনশনরূপ যুক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপ "শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে" এই সূত্রে কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন-শাখীয় সংবাদ অনুসারে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ স্থাপিত হইয়াছে। "ভেদস্য ব্যপদেশাচ্চ" "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" এই সূত্রদ্বয়েও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। "বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ" এই সূত্রে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণ দ্বারা এবং চতুর্ম্মুখাদিরও সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বনিবন্ধন, চতুর্ম্মুখ এবং প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" এই সূত্রদ্বয়েও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সাধিত হইয়াছে। "ন প্রতীকে ন হি সঃ" এই সূত্রে প্রতীকসকল হইতে স্পষ্টরূপে ব্রহ্মের ভেদ বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত ষোড়শ-দেবতা প্রতীক-রূপে প্রসিদ্ধ, যদি তাদৃশ দেবগণের সহিতই ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যাদির সহিত অভেদ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? "মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ" "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" এই সূত্রদ্বয়ে মুক্তজনপ্রাপ্যত্ব এবং সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তির নিয়ামকত্বরূপ লক্ষণ-দ্বারা জীবেশ্বরের ভেদ স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। "পৃথগুপদেশাৎ" "সম্পদ্যাবিহার স্বেন শব্দাৎ" এই সূত্রদ্বয়ে ভেদ-নির্দ্দেশ এবং স্বরূপতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ প্রতিপাদনপূর্ব্বক ভেদ ব্যবস্থিত হইয়াছে। "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" এই সূত্রে জীবের ব্রহ্মতুল্য নিরবধিক ঐশ্বর্য্যের নিষেধ করিয়া বিষ্ণুরই জগৎকর্ত্তৃত্ব সাধিত হইয়াছে। অতএব জগৎকর্ত্তা বিষ্ণু জীব হইতে ভিন্নই হইয়া থাকেন। বেদব্যাস বহুসূত্রে এইরূপে ভেদের উচ্চ-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সার্ব্বভৌম—সূত্রকারের এই সকল ভেদোক্তি পারমার্থিক-ভেদনিষ্ঠ নহে, ব্যবহারিক ভেদ-কথনেরই অভ্যাস মাত্র। "ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" এই সূত্রে অভেদসত্ত্বেও ব্যবহারিকভেদের কথা সূত্রকার বলিয়াছেন। যেমন উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইলেও তদ্বিকারীভূত

ফেন, বীচি, তরঙ্গ, বুদ্বুদ প্রভৃতির পরস্পরের সহিত প্রভেদ ও মিলন প্রভৃতি ব্যবহার সম্ভব হয়, যেমন আকাশ অবিকৃত থাকিলেও ঘটাদি উপাধির নিমিত্ত তাহার ব্যবহারিক ভেদ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-জীবসম্বন্ধেও জানিতে হইবে।

মহাপ্রভু—"ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" এই সূত্রে পরব্রহ্মে ও জীবের ঐক্যপ্রাপ্তি-কথনহেতু উভয়ের অভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়া "গোষ্ঠে গো-সকল একীভূত হইয়েছে" ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের ন্যায় শ্রুতিতে তাদৃশ একীভাবেরই উল্লেখ হইয়াছে, অভেদহেতু নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সূত্রকার জীবেশ্বরের যে ঐক্যকে পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্তে তাহার নিষেধ করিয়া থাকেন, ভাষ্যকার তাদৃশ ঐক্য সিদ্ধান্তপর বলিয়া মূলবিরোধী দুষ্টরূপেই গণ্য হইয়া থাকেন। "পরেঽব্যয়ে সর্ব্বে একীভবন্তি" এই শ্রুতিতে ঐক্যব্যবহার-হেতু মুক্তগণের ব্রহ্মের সহিত অভেদশঙ্কা বেদব্যাস গো-সকলের ঐক্য-দৃষ্টান্ত-দ্বারা পরিহারপূর্ব্বক মুক্তগণের মধ্যেও পারমার্থিক-ভেদই স্বীকার করিতেছেন। সূত্রসমূহের প্রতিপাদ্য যে ভেদ সত্য, তাহা "মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি-সূত্রদ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি ঐক্য-বাক্যবলে চেতনাচেতনাত্মক সর্ব্বজগতের ঐক্য লাভ হইলে ভোক্তৃজীব এবং ভোগ্য জড়সকলের অভেদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া মায়াবাদিগণ "স্যাৎ লোকবৎ" এইরূপ সমাধান বলিয়াছেন। সূত্রের আশঙ্কা-তাৎপর্য্য যদি বস্তুতঃ এইরূপই হয়, তাহা হইলে সমাধানকালে "স্যাৎ" এই সম্ভাবনা-সূচক পদদ্বারা জড় এবং চেতনের অভেদই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে, পরন্তু জড়মিথ্যাত্ববাদী আপনাদের পক্ষে এতাদৃশ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধই হয় এবং সূত্র-কারেরও অসম্মতই হইয়া থাকে।

সার্ব্বভৌম—আচ্ছা, আপনি পুরাণশাস্ত্রকে বেদার্থনির্ণায়ক বলিয়াছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতে ত' বহুস্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদই কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥" (ভাঃ ৪।৭।৫৪)

ভগবান্ দক্ষ প্রজাপতিকে বলিলেন,—"আমি, ব্রহ্মা ও রুদ্র—এই তিন-জনই একস্বরূপ। সর্ব্বভূতাত্মা আমাদিগের তিনজনে যিনি ভেদ দর্শন না করেন, সেই ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।" আপনার মতে জীবতত্ত্ব

ব্রহ্মা ও রুদ্রে এবং বিষ্ণুতে অথবা জীব ও ব্রহ্মে অভেদ-দর্শনকারী ব্যক্তি—পাষণ্ডী মধ্যে গণ্য; কিন্তু আপনি যাহাকে প্রমাণ-শিরোমণি বলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, ভেদদর্শনকারীর মোক্ষপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ নাই। অতএব আপনার বাক্যবলেই আমরা প্রমাণ করিতেছি যে, জীব ও ব্রহ্মে অভেদ-সিদ্ধান্তই বেদ-বেদান্ত ও তাহাদের অর্থনির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণের মত।

মহাপ্রভু—ব্রহ্মসূত্রসমূহে ভেদ সাধিত হওয়ায় শ্রুতি ও পুরাণ প্রভৃতি নির্ণেয়-গ্রন্থসকলের মধ্যে কুত্রচিৎ ভেদ-নিষেধ দেখা গেলেও সূত্রানুসারেই তাদৃশ বচনের অর্থবর্ণন কর্ত্তব্য, সুতরাং তাদৃশ ভেদনিষেধ-অর্থে বিরোধ-নিষেধই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

সার্ব্বভৌম—আমরা এইরূপ স্বকপোল-কল্পিত অর্থ স্বীকার করিব কেন?

মহাপ্রভু—ইহা স্বকপোল কল্পনা নহে; তত্ত্বকোবিদগণ 'ভেদ'শব্দের এইসকল অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

ভেদ-শব্দো হি বিদ্বদ্ভির্মিথো ভেদে প্রযুজ্যতে।
ভ্রমে বিরোধে-ধীভেদে নাশেঽন্যোঽন্যে বিমিশ্রণে।
অসংযুক্তত্বযান্যোঽন্যস্থিতিশ্চাপি ভিদোচ্যতে॥
ভিন্না সেনা মিত্রভেদঃ ক্ষীর-নীর-বিভেদনম্।
ভিন্ন-নীরত্ব-বাঙ্ঘাঘে ভিদুরান্তস্ত্বরাগপি॥
বিমিশ্রিতামাহ তস্মাত্তস্মাদ্ভেদো বিমিশ্রণম্।
দ্বৈধঞ্চ ভেদোপায়শ্চ পৃথগ্ধীঃ কেত্যাদীরিতম্।
ছিন্নভিন্নমিতি প্রাহুর্নষ্টং ঘটপটাদিকম্।
ভ্রমো ভিদা ভিন্নভার্থানন্যধীকুরুতে যতঃ॥

পণ্ডিতগণ কোন স্থলে পরস্পর ভেদ অর্থে, কোন স্থলে ভ্রম অর্থে, কোন স্থলে বিরোধ অর্থে, কোন স্থলে বুদ্ধিগত পার্থক্য অর্থে, কোন স্থলে নাশ অর্থে, কোন স্থলে পরস্পর মিশ্রণ অর্থে এবং কোন স্থলে অসংযুক্তরূপে বস্তুদ্বয়ের অবস্থান অর্থে "ভেদ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "সৈন্যগণ ভিন্নরূপে বর্ত্তমান" এই স্থলে 'ভিন্ন'শব্দে তাহাদের অসংযুক্তরূপে অবস্থান কথিত হইয়া থাকে। "চৈত্র ও মৈত্র ভিন্ন" এই স্থলে ভেদশব্দ বিরোধবাচক, "ক্ষীর ও নীর ভিন্ন" এই স্থলে মিশ্রণ-বাচক, এইরূপ মাঘ-কাব্যে—"একত্র স্ফটিক-তটাংশু-ভিন্ন-নীরা-নীলাশ্মদ্যুতি ভিদুরান্তসোঽপরত্র" এই শ্লোকে মিশ্রণ

অর্থে "ভিন্ন" এবং "ভিদুর" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব ভেদশব্দ মিশ্রণার্থক. এইরূপ 'দ্বৈধ' এবং 'ভেদোপায়' এই শব্দদ্বয় বুদ্ধিভেদ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ পৃথগ্‌বুদ্ধি' পদভ্রান্তি অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ভিন্নপট, ভিন্নঘট—এই পদদ্বয় বিনাশ অর্থে এবং ভ্রম অর্থ বৈপরীত্যজনকরূপে ভেদশব্দে উক্ত হইয়া থাকে। "ত্রয়াণামেক-ভাবানাম্" ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোকের অর্থ স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় না, সুতরাং স্পষ্টার্থক শ্লোকান্তরের অর্থানুসারেই ইহার অর্থও বর্ণনীয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে ঋষিগণের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইয়াছিল। মুনিগণ ভৃগু বর্ণিতবাক্য শ্রবণ করিয়া সংশয়মুক্ত হইয়া মোক্ষ ও অভয়প্রদায়ক বিষ্ণুকেই সর্ব্বোত্তমরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৮৯ অঃ)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সর্ব্বদেবগণ শাপ এবং অনুগ্রহপ্রদান সমর্থ, তন্মধ্যে শিব এবং ব্রহ্মা অল্প-সেবনেই অনুগ্রহ এবং অল্প অপরাধেই শাপ প্রদান করেন। ভগবান্ স্বল্পসেবায় তুষ্ট কিম্বা স্বল্প অপরাধে রুষ্ট হন না। "হে বিষ্ণো! প্রদীপ যেরূপ অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ আপনিও আমার হৃদয়গত অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছেন। অতএব আপনাকেই আমি দেবতাত্রয়ের মধ্যে উত্তম বলিয়া মনে করি। দেব, অসুর এবং মনুষ্যগণ মধ্যে যাহারা শিবের আরাধনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই ধনবন্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা লক্ষ্মীপতি শ্রীহরির উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই দরিদ্র।" এবম্বিধ অনেক ভাগবত বচন দ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক ভেদ স্থাপিত হইয়া থাকে। এইরূপ--"যন্মায়য়া গহনয়া" ইত্যাদি ভৃগুবাক্য এবং "হর হর! বর আবাসিয়া" ইত্যাদি রুদ্রবাক্যদ্বারা ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব অবগত হওয়া যায়। "ত্রয়াণাম্" ইত্যাদি বাক্যেও "একভাবানাং" এই পদটী হেতুগর্ভ বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এই পদ দ্বারা উক্ত শ্লোকে দেবতাত্রয়ের বুদ্ধিভেদই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ অবগত হওয়া যায়। মুনিগণ বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বলোকে গমন করিয়া অতঃপর যে ভেদের নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ব্যবহারিক হইতে পারে না। পরন্তু "ত্রয়াণাং" ইত্যাদি বাক্য দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসকালে উগ্র রুদ্রসৈন্যদর্শনে ভীত ভৃগুঋষিকর্ত্তৃক তাহাদের প্রীতির জন্য প্রযুক্ত হওয়ায় ব্যবহারিকভেদ নিষেধপর হইতে পারে। আপনার মতেও বিশিষ্ট-চেতনগত ঐক্য স্বীকৃত হয় না। অতএব "ত্রয়াণাং" ইত্যাদি বাক্যে আপনাকেই অমুখ্যবৃত্তিই স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং বিরোধরূপ মুখ্য অর্থের সম্ভব হইলে অমুখ্যবৃত্তি

স্বীকারের আবশ্যকতা কি ? "হে মোহিনি ! আমাদের মধ্যে যাহাতে ভেদ না ঘটে, সেইরূপভাবেই সুধা বণ্টন কর। হে ব্রাহ্মণ ! ঋষিগণ কিজন্য যদু-গণকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং এক কৃষ্ণই সমস্ত যাদবের অধীশ্বর বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কিরূপে ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আপনি বর্ণন করুন" এতাদৃশী রীতি অনুসারে ভাগবতে তত্তৎস্থানে বিরোধ অর্থেই ভেদ' শব্দের প্রযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। লোকমধ্যেও সামপ্রভৃতি উপায়চতুষ্টয়ের অন্তর্গত ভেদ-শব্দ বিরোধ অর্থেই প্রযুক্ত হয়। অতএব "ত্রয়াণাম্" ইত্যাদি ভাগবতবাক্যেও ভেদ-শব্দ মুখ্যভাবে বিরোধবাচকই হইয়া থাকে। মুখ্যার্থের সম্ভবস্থলে 'লক্ষণা' বিদ্বজ্জন-স্বীকার্য্য নহে। অথবা, এই বাক্য ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বিষ্ণুর একবস্তুবিষয়ক মনোবৃত্তিরূপ জ্ঞানের মধ্যে কোন ভেদ নাই, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যজ্ঞকালে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ হইয়াছিল, নিষেধও তাহারই হওয়া সঙ্গত। শৈব এবং বৈষ্ণবগণের বিরোধই তথায় প্রসঙ্গ হইয়াছিল, মূর্ত্তিত্রয়ের অভেদ প্রসঙ্গ হয় নাই; অতএব ভেদশব্দে শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিরোধই নিষিদ্ধ হইয়াছে এরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। বৈকুণ্ঠ, সত্যলোক এবং কৈলাসে নিত্য নিবাসশীল বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্রের রূপভেদ-প্রসঙ্গ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবলমাত্র যজ্ঞকালে তাহার প্রসঙ্গ হইতে পারে না ; সুতরাং অন্যকালে তাহার নিষেধ না হইয়া কেবলমাত্র যজ্ঞকালে তাহার নিষেধ যুক্তিসঙ্গত নহে। পরন্তু যজ্ঞকালে তাঁহাদের মধ্যে প্রেমবশতঃ পূজ্য-পূজক-ভাবও দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকে বিরোধই নিষেধ্য নহে, এরূপই বলা উচিত। যজ্ঞকালে সভামধ্যে একমুখ, চতুর্ম্মুখ ও পঞ্চমুখ এইরূপ বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট এবং চক্র, অক্ষমালা ও শূলরূপ বিভিন্ন চিহ্ন-বিশিষ্ট বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্রের মধ্যে স্তোতৃস্তুত্যভাবে ও প্রণম্য-প্রণেতৃভাবে অবস্থানহেতু ভেদই সিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ সমাগত বিষ্ণুকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছিলেন। দেবগণ-বিষ্ণুতেজে হতপ্রভ এবং ভয়ে নির্ব্বাক হইয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সম্যক্ না জানিয়াও স্ব-স্ব-যোগ্যতানুসারে স্তুতি করিয়াছিলেন। এবম্বিধ পূর্ব্বোক্ত স্পষ্টবচনদ্বারা অস্পষ্ট বাক্যসকলের অর্থও নির্ণয়যোগ্য হইয়া থাকে। ত্রৈকালিক ভেদজ্ঞ ভৃগুঋষি কেবলমাত্র তৎকালে অভেদ বর্ণন করিতে পারেন না। যদি ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানের মাহাত্ম্য-জ্ঞানলাভেই

অশক্ত, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার সহিত ঐক্যলাভে সমর্থ হইতে পারেন। "যন্নায়য়া গহনয়া" ইত্যাদি ভৃগুবাক্যেও ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং বিষ্ণুর মধ্যে আশ্রয়াশ্রয়িভাব-শ্রবণহেতু স্বরূপগত ঐক্য নিষিদ্ধই হইয়া থাকে। অতএব "ত্রয়াণাম্" ইত্যাদি অন্তিম-বাক্য পূর্ব্ব ও মধ্য-বাক্যের বিরোধি হইতে পারে না। যিনি এক তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট আদি, মধ্য এবং অন্ত্য-শ্লোকের মধ্যে অর্থভেদ দর্শন না করেন, তিনি ভেদাভেদ-কলহ হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন। যদি এস্থলে স্বরূপভেদেরই নিষেধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে "রুদ্রকে যজ্ঞোচ্ছিষ্ট আহুতি-প্রদান কর্ত্তব্য" দেবর্ষিগণের এইরূপ আদেশবচন ব্যর্থই হইয়া থাকে এবং প্রথমতঃ রুদ্রের আহুতি প্রদান না করায় যে কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারও নির্মূলকত্বই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রনির্ণীত পদার্থসকলের মধ্যে পারমার্থিক এবং অপারমার্থিকরূপ দ্বিবিধ ভেদ বক্তব্য নহে, পরন্তু মুখ্যার্থের বাধা হইলেই গৌণ অর্থ ব্যক্ত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যকুলতিলক

পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের

শুভ প্রকট-বাসরে ভক্ত্যঞ্জলি

"নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি-নামিনে॥"

নমো নমো নমো পরমগুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান,
এসেছো জগতে কৃপাধারা লয়ে, তুমি হে মহান্;
(তব) প্রকট-তিথিতে আসিছে ভক্তগণ দিগ্ হ'তে দিগন্তে
মাঘের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথির পুণ্য-বাসরেতে।

আজি তাই প্রাতে এত সুন্দর
প্রথম অরুণোদয়,
পাখীর কূজন কুসুম সুবাস
তাই এত মধুময়।

রিক্ত আমি সবার চেয়ে ভিক্ষু-নিরুপম,
কি দিয়ে আজি পূজিব তব শ্রীচরণকমল ?
দেবার মত আছে শুধু ভক্তি-অশ্রু-অর্ঘ্য
তা' দিয়ে আজ পুণ্যলগ্নে পূজিব তব শ্রীপাদপদ্ম।

শুনেছি তোমার মহিমা অপার,
পতিত জনার তুমি তো বন্ধু।
জীব-উদ্ধারিতে তুমি হে নাথ
অপার কৃপাসিন্ধু।

এসেছিলে জগতে শিখাতে মানবে
কেমনে ভকতি লভিতে হয়,
মহাভাবে ভরা, প্রেমময় তনু,
জয়তু শ্রীকেশব জয়।

গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপনে,
গৌরের জয়গানে,
গৌর-ভক্ত বলিয়া বিদিত,
তুমি এ' ধরাধামে।

গৌরের কথা প্রচারের তরে,
কত সহিয়াছ নিদারুণ ক্লেশ,
মঠ-মন্দিরে কভু দেশে দেশে,
বিচরণ তুমি করেছ অশেষ।

'প্রভুপাদ'-নাম কহিতে তোমার
আঁখি ভেসে যেত জলে,
যা ছিল তোমার দিয়েছ সঁপিয়া,
গুরুপদ তলে উজাড় করে।

তুমি চিরপ্রিয় ভকতের কাছে,
প্রেম অমৃতভরা,
তোমার চরণ-ধূলির স্পর্শেতে
ধন্য হইয়াছে ধরা।

বিশ্বমাঝে তব কৃপাসার
কণামাত্র লভিলে তাহার—
পঙ্গুও লঙ্ঘয় গিরি, মূক হয় বাচাল,
অধমারে কর কৃপা, হে ঠাকুর দয়াল!

তুমি যে মোদের আপনজন;
অগতির গতিদাতা,
যুগ যুগ ধরি ভক্ত-মানসে
রবে চিরদিন গাঁথা।

দেখিনি তোমারে এ' দীন জীবনে
তবু তবলীলা, দোলা দেয় মনে,
তব নিজজনের লভি কৃপাকণ
স্বার্থক হউক এ' হীনজীবন।

করুণাঘন পতিত-পাবন
নমো নমো নমো শ্রীকেশব—
লহ হে প্রভু, ভক্তি-অর্ঘ্য
করহ কৃপা বরিষণ।

—কুমারী **গৌরী বোস**, বি. এ. বি. টি.

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৫) কপিল

"দেবহূত্যাং কর্দ্দমতঃ প্রাদুর্ভাবমসৌ গতঃ।
প্রোক্তঃ কপিলবর্ণত্বাৎ কপিলাখ্যো বিরিঞ্চিনা॥"

(শ্রীলঘুঃ ভাঃ)

কপিল—পিতা কর্দ্দম, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ছায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। "ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো যজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ॥" (শ্রীভাঃ ৩।১২।২৭)।

ব্রহ্মা কর্দ্দমকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, তিনি সরস্বতী-তীরবর্ত্তী বিজন প্রদেশে গমন করিয়া, সুদীর্ঘকাল ভক্তিযোগে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া সময়ে তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। গরুড়-বাহনে লক্ষ্মীসহ নারায়ণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া, তাঁহার দিব্য-চক্ষের গোচর হইলেন। কৃতার্থ কর্দ্দম পরমানন্দে তাঁহাদের পাদবন্দনা এবং স্তবস্তুতি করিয়া কহিলেন,— "প্রভো, আমি সকাম; পিতার প্রজা-সৃষ্টির আদেশ পালনে সুযোগলাভ-কামনা করিয়াই তোমার শরণ লইয়াছি। সকাম উপাসনা নিন্দনীয় হইলেও, আমি তোমারই সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীপাদ-পদ্ম আশ্রয় করিয়াছি। আমি জানি, সকাম বা নিষ্কাম যে-কোনও ভাবে তোমার চরণ আশ্রয় করিলেই, তুমি আশ্রিত জনের সকল গ্লানি দূর করিয়া তাহাকে শ্রীপাদ-সেবাই দাও।"

শ্রীহরি কর্দ্দমের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্মিতমুখে কহিলেন,— "বৎস,— আমার কাছে কিছুই প্রার্থনা করিতে হয় না আমি আপনিই আমার প্রাণা-ধিক ভক্তগণের যোগ-ক্ষেম বহন করি। তোমারও যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। প্রজাপতি-প্রধান মনু ও তৎপত্নী শতরূপা শীঘ্রই তাঁহাদের পরমা সুন্দরী কন্যা দেবহূতি সহ তোমার আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। ঐ সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবে। তাহা হইতেই তুমি পিতৃ-বাক্য পালন করিয়া পূর্ণকাম হইতে পারিবে। আর, আমার এক বিশেষাংশ তোমাকে অবলম্বন করিয়া ঐ দেবহূতি-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া তত্ত্বসংহিতা প্রণয়ন করিবেন। তুমি আদেশ পালন করিয়া, আমাতে সর্ব্বকর্ম্মফল সমর্পণ কর। তাহা হইলেই কল্মষমুক্ত হইয়া, সময়ে আমাকেই পাইবে।" শ্রীহরি লক্ষ্মীসহ অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর, মনু ও শতরূপা, কন্যা দেবহূতি সহ উপস্থিত হইয়া, সর্ব্বগুণান্বিত সুপাত্র কর্দ্দম-ঋষিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কর্দ্দম-ঋষি সেই দিব্যরূপা পত্নীসহ মিলিত হইয়া, কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। সাধ্বী দেবহূতি অনেকগুলি কন্যা এবং একটি পুত্রের জননী হইলেন। পুত্রটি জন্মগ্রহণ করিলে, অলক্ষ্যে অমরবৃন্দের দিব্যবাদ্যধ্বনি ও গন্ধর্ব্বগণের গীত শ্রুতি-গোচর হইল। মরীচি-আদি ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা তথায় আগমন করিলেন। তিনি সানন্দে স্বীয় পুত্র কর্দ্দমকে কহিলেন,—"বৎস, তুমি আমার আদেশ পালন করিয়া আমার সম্যক্ পূজা ও সম্মান রক্ষা করিয়াছ। পিতার প্রতি পুত্রের ইহাই কর্ত্তব্য। তোমার সুন্দরী কন্যাগণ যোগ্য পতি লাভ করিয়া পতিব্রতা হইবে। আর তোমার এই পুত্রটি ভগবদংশে অবতীর্ণ। জীবকে তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহার নাম হইবে কপিল।" তারপর তিনি দেবহূতিকে কহিলেন—"মা, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই; তুমি কৈটভহারি হরির জননী হইয়াছ। এই পুত্র হইতেই তুমি কৃতার্থা হইবে।"

ব্রহ্মাস্বজন সহ প্রস্থান করিলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম যথাসময়ে কন্যাদিগকে সুপাত্রে সমর্পণ করিয়া, সংসার-কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে দেখিয়া, আবার পূর্ব্ববৎ বিজন বন-বাসে গিয়া হরিসাধনায় জীবন সফল করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পতিব্রতা দেবহূতি করযোড়ে সকাতরে কহিলেন,—"ব্রহ্মন্, আপনি ত হরিসাধনায় চলিলেন। কিন্তু, আমার গতি কি হইবে?"

কর্দ্দম কহিলেন,—"রাজতনয়ে, তুমি কেন দুঃখিতা হইতেছ? স্বয়ং গতি-পতি তোমাকে 'মা' বলিয়া গৃহে আসিয়াছেন; তোমার আর দুঃখ কি? তুমি ভক্তিভাবে তাঁহাকেই আশ্রয় কর। তিনি তোমাকে তত্ত্বোপদেশ দিয়া সংসার-পাশ হইতে মুক্ত করিবেন।"

মহাভাগ কর্দ্দম, মহাসত্ত্ব কপিল-সমীপে গমন করিলেন এবং সেই স্বতঃসিদ্ধ পুরুষবরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া কহিলেন,—"ভগবন্, বহুজন্ম ভক্তিযোগে তোমার আরাধনা করিয়া ভক্তগণ তোমার পরম স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। তুমি স্বীয় ভক্তগণেরই সদা শ্রীবৃদ্ধি সাধন কর। সেই ভক্তগণের সম্যক্ সমৃদ্ধি সাধন জন্যই তোমার শুভাগমন। তুমি ভক্তদের মান বৃদ্ধি কর; তাই নিজ বাক্য রক্ষা করিয়া আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। তত্ত্ব-

জ্ঞান বিতরণ করাই তোমার আগমনের উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমি তোমার সর্ব্বসম্পন্ময় শ্রীপদে শরণ লইলাম, তুমি আমার হিতার্থ কিঞ্চিৎ উপদেশ দাও। গৃহমেধীয় ধর্ম্মে আমার আর প্রবৃত্তি নাই।"

তখন ভগবান্ কপিল কহিলেন,—"লোকে আমার বাক্যই সত্য এবং সকলে তাহাই প্রমাণরূপে গ্রহণ করে; তাই আমি আমার অঙ্গীকার মত তোমার গৃহে আসিয়াছি। আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্যই আমার আগমন। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের যে অতি গূঢ় মহাপথ, কাল-প্রভাবে আসুর ভাবের আবর্জ্জনায় রুদ্ধপ্রায় হয়, তাহাই পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে আমি এইরূপে আগমন করি। যেখানেই থাক, সতত আমার (অর্থাৎ শ্রীহরির) ভজনা কর। তাহা হইতেই জীব, কালের অধিকার অতিক্রম করিয়া, নিত্যানন্দের অধিকারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। অন্তরে স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া অশোক অভয়পদ প্রাপ্ত হয়। আমি মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া, কালভয়-নিবারণ অমোঘ ঔষধ-স্বরূপ পরা-বিদ্যা, কাল-কবলিত জীবগণকে বিতরণ করিব। তাহাতেই আমার জননীও অ-কাল-বিপ্লুত অভয়-পদ লাভ করিয়া কৃতকৃত্যা হইবেন।"

কর্দ্দম-ঋষি পুত্র-রূপী শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, তাঁহারই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া অরণ্য-যাত্রা করিলেন। পুত্র কপিলসহ দেবহূতি সেই বিন্দুসরোবর তীরস্থ আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। একদা দেবহূতি ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া পুত্র-সকাশে গিয়া কহিলেন,—"হে প্রভো, আমার বিষয়াসক্ত মন ও ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ যোগাইয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি; তথাপি আমার বিষয়-তৃষ্ণার অন্ত নাই। তাহাই আমাকে দুঃখের ঘোর অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে। ত্রাণ পাইতে, পরম সৌভাগ্য তোমাকেই এখন অবলম্বন-রূপে পাইয়াছি। এবার যে রক্ষা পাইব, তাহাতে আমি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছি। তুমি আদ্য ভগবান্, সকলের ঈশ্বর; তুমি অজ্ঞান-অন্ধকার-মগ্ন লোকসমূহের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াছ। আমি তোমারি মায়ায় আত্মহারা হইয়া, মোহকূপে মজিতেছি। তুমি রক্ষা কর আমাকে; আত্মজ্ঞান দিয়া মোহ দূর কর আমার। আমি তোমার চরণে প্রণত, শরণাগত।"

মাতার অদোষ—অকপট বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কপিলদেব প্রফুল্লমুখে পরম সুখে কহিতে লাগিলেন,—"মাতঃ, চিত্তই জীবের বন্ধন

ও মোচনের হেতু। চিত্ত বিষয়ে মগ্ন হইলেই জীব বদ্ধ হয়; তাহার গতি-পথ রুদ্ধ হইয়া যায়; আর সেই চিত্ত শ্রীভগবানে রত হইলেই, জীব মোহমুক্ত হইয়া পরম-পদে প্রবেশ-পথ প্রাপ্ত হয়। গুণময়ী প্রকৃতিই জীবকে নানারঙ্গে নাচায়; বিষয়ে লইয়া যায়। ভক্তিযোগে—সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রমে শ্রীহরির সেবা হইতেই জীবের সকল শুভযোগ উপস্থিত হয়; প্রবলা প্রকৃতিও হীনবলা হয়। স্বয়ং শ্রীভগবানে এই অনন্য ভক্তিযোগ ব্যতীত জীবের পরম-মঙ্গল-জনক পথ আর দ্বিতীয় নাই।

"হরিপরায়ণ সাধুদের মহিমা অসীম। যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি অপরের অক্ষয়-পাশ-স্বরূপ, সেই প্রসঙ্গই হরিজনে নিযুক্ত হইলে পরা-গতি লাভের কারণ হয়। সাধুগণ আমার সুখ-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া সকল কার্য্য করেন। আমার সেবার প্রতিকূল হইলে, তাঁহারা দুস্ত্যাজ্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকেও পরিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহারা আমার প্রসঙ্গেই অবিচ্ছেদে কাল হরণ করেন। আমার নাম, আমার কথা আলোচনা করিয়াই পরমানন্দে থাকেন। ত্রিতাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। এইরূপ সাধু-সঙ্গই অসাধু-জনের যাবতীয় কুসঙ্গ-দোষ নষ্ট করিয়া, তাহাকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয়। কারণ, সাধুসমাগমে সতত হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথাই হয়; শ্রীহরির মহিমাই সহস্র প্রকারে অভিব্যক্ত হয়; তাহাতে চিত্ত, বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাতেই রত হইয়া থাকে। এইরূপ অভ্যাস অব্যাহত হইলেই, অচিরে অতি বহির্ম্মুখ চিত্ত ও ভক্তি-রস-সিক্ত হইয়া মলমুক্ত ও পবিত্র হয়। তখন এই অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি ভক্তি-প্রবাহিনী ক্রমশঃ প্রবলা হইয়া কৃষ্ণচরণ স্পর্শ করে। সেই প্রবল বেগেই সদাযুক্ত জীব আমাকে তাহার এই জন্মেই প্রাপ্ত হয়।"

দেবহূতি বলিলেন,— "আমি স্ত্রীজাতি; আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নহে। আমি যাহাতে বেশ বুঝিতে পারি, আয়ত্ত করিতে পারি এমন সরলভাবে আমাকে এই ভক্তিযোগ বল। আমার কর্ত্তব্য কি, তাহাও উপদেশ দাও।" (ক্রমশঃ)

"সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৩ পৃষ্ঠার পর)

আজ ইং ১২।৮।৭৭ বৃহস্পতিবার ভোর হইতেই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর দর্শন-মানসে প্রস্তুতি-পর্ব্ব শেষ করিয়া সকাল ৮।৩০ মিঃ কাশ্মীর সরকারের পরিবহন বিভাগের বাসযোগে সংরক্ষিত আসনে শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা শুরু করিলাম। গত ৭ দিন যাবৎ পহেলগাঁও এবং অমরনাথের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীঅমরনাথ-জীউকে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক পহেলগাঁওর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে বিদায় দিয়া আমরা নূতন অজানার পথে পাড়ি দিলাম।

বাস দ্রুতগতিতে তাহার গন্তব্যস্থানে ধাবমান। সে সহজপথে ৬৫ কি,মি, পথ অতিক্রম করিতে ব্যস্ত। আর আমিও এই ফাঁকে চলার পথের দুধারে পাহাড়ী নদীর তীব্র জল-স্রোত, ধানের ক্ষেত, আপেল ফলের বাগান, ছোট ছোট কুঠির, টিনের বাড়ী ও মাঝেমাঝে পাকাবাড়ী দর্শন করিলাম। ইতিহাস বিখ্যাত ঝিলাম নদীর আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের বাস বেলা প্রায় ১১॥০ টায় সহর শ্রীনগরের বাস ডিপোতে প্রবেশ করিল। আমরা সকলে বাস হইতে নামিয়া কুলির সাহায্যে মালপত্র একত্র করিতে ব্যস্ত। দুপুরের রৌদ্রতাপে আমরা অনেকে বড় রাস্তার ধারে বৃক্ষের নীচে ছায়ায় আশ্রয় নিলাম। এই অবসরে শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইলেন। অবশেষে আমরা কুলি ও ঠেলাগাড়ীর সহযোগিতায় সহরের কেন্দ্রমণিতে অবস্থিত সনাতন ধর্ম্ম প্রতাপ সঙ্ঘের ধর্ম্মশালাতে পৌঁছিলাম। ধর্ম্মশালাতে একতালা বা দোতালাতে আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে আমরা তিনতলাতে আশ্রয় লইলাম। আমরা সকলে ঘর পরিস্কার করিয়া জায়গা করিয়া লইলাম। আমাদের ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ওৎপাতা বড় বড় দোকানের দালালরা আসিয়া দোকানের কার্ড দিল এবং বৈকালবেলা আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিবে বলিয়া বিদায় নিল। শ্রীনগরের উচ্চতা ৫২০০ ফুট, পহেলগাঁও হইতে উচ্চতায় ২০০০ ফুট কম। এখানে বেশ গরম অনুভব হইতেছে। কাশ্মীর-হাউস দোকানের দালাল রহমৎ বৈকাল ৪টার সময় আসিয়া হাজির ধর্ম্মশালাতে। আমরা সকলে রহমতের অনুরোধে টেম্পোযোগে রওনা হইলাম বৈকাল ৫টায় এবং সুবিশাল গণেশ মন্দির দর্শন করিয়া পুরাতন শ্রীনগর শহরের আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া টেম্পোতে চলিলাম। টেম্পো হইতে নামিয়া রহমতের

অনুসরণে কিছু অলিগলি পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে পৌঁছিলাম ঝিলাম নদীর ধারে রঘুনাথ মন্দিরে। শ্রীরামসীতা ও লক্ষ্মণের শ্রীবিগ্রহ দর্শন শেষ করিবার পরে—দোকানের দালাল রহমত রঘুনাথজীউর মন্দিরের নিকটেই একটি বড় শাল-কারখানাতে প্রবেশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। কারণ সহরে আর কোন দর্শনীয় মন্দির নাই বলিলেই চলে। এখানকার লক্ষণীয় ব্যাপার, দালালের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বড় বড় শালের দোকানে প্রবেশ। 'কিছু কিনুন বা না কিনুন একবার দোকানে পদার্পণ করুন' ইত্যাদি বলিয়া দোকানে টানিয়া লইয়া যাওয়ার মত। অবশেষে আমরা সকলে রহমতের অনুরোধে তাহারই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত দোকানে প্রবেশ করিলাম। উপর নীচে দোকান ও কারখানা, অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম শাল কাশ্মীরে তৈয়ারী হয় না, অমৃতসর ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থান হইতে শাল কাশ্মীরে আসে এবং এখানকার কারখানাতে শালের উপর বিভিন্ন প্রকারের পাড়ের কাজ করা হয়, ইহাই কাশ্মীরের অধিকাংশ শালের কারখানার বৈশিষ্ট্য।

যাত্রীদের মনের কোণে যে ক্ষীণ বাসনা ছিল, তাহা তাঁহারা চরিতার্থ করিলেন দোকানে প্রবেশ করিয়া কাশ্মীরী-শাল, কাশ্মীরী শাড়ী ক্রয় করিয়া। আমার স্ত্রীও চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের বিগ্রহ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জন্য ২ খানা শাল ক্রয় করিল এবং নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবিত বিগ্রহগণের মধ্যে শ্রীরাধারাণীর জন্য নীল রং-এর একখানা শাল ক্রয় করিল, সেই সঙ্গে নিজেরও কিছু ক্রয় করিল। অন্যান্য যাত্রীরাও তাহাদের সাধ্যমত একই দোকান হইতে শাল ও শাড়ী ক্রয় করিলেন, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু ও শ্রীল গুরুমহারাজ এবং শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চা-বিগ্রহের জন্য দুইখানি দামী শাল ক্রয় করিলেন। অর্থাৎ ঐ দোকান হইতে যাত্রিগণ সর্ব্বমোট প্রায় ৬।৭ হাজার টাকার জিনিষপত্র ক্রয় করিলেন। কাশ্মীরের দোকানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, দোকানে প্রবেশ করিয়া শূন্য হাতে কেহ ফেরেন না। কম দরে বা বেশী দরে হউক কিছু না কিছু ক্রয় করিয়া তবেই ফিরিয়া থাকেন। আজ আর কোন দর্শন হইল না, কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দর্শন হইতে কেনাকাটার দর্শনই ছিল বেশী আকর্ষণীয়, অবশেষে রাত্র প্রায় ৯।০ টায় আমরা ধর্ম্মশালাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভু তাঁহার রান্না কার্য্য লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন শ্রীপাদ রামানন্দ প্রভুর সাহায্যে এবং অন্যান্য যাত্রীরাও সেই অবসরে কেনাকাটার আনন্দে ও সমালোচনায় ব্যস্ত। প্রসাদ সেবান্তে আমরা সকলে নির্ব্বিঘ্নে শয়ন করিলাম। পরের দিন সকাল সকাল প্রসাদ সেবান্তে আমরা টেম্পোযোগে শ্রীনগর সহর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী ডালহ্রদের ধার দিয়া সুন্দর ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিলাম,—

চশমাশাহী—শ্রীনগর সহর হইতে ৫ মাইল দূরে একটি ছোট পাহাড়ের পাদদেশে একটি বিরাট বাগান অবস্থিত। মূল রাস্তা হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে পায়ে হাঁটিয়া মোঘল সম্রাট শাহজাহানের নির্ম্মিত প্রাসাদ দর্শকেরা দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। বাগানে বহু রং-বেরং-এর সাজান ফুলের বাগান ও নানাবিধ গাছপালা সুসজ্জিতভাবে অবস্থান করিতেছে। দেখিতে বেশ মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। ছোট ছোট জলপ্রপাতের ন্যায় জলধারাও দৃষ্টিগোচর হইল. এখানকার আবহাওয়াও হৃদয়গ্রাহী। প্রকৃতির নিয়মে ও মানুষের চেষ্টা ও যত্নে বেশ অপূর্ব্ব বাগান তৈয়ারী হইয়াছে, এই বাগানের সন্নিকটে রাজ্যপালের ভবন বিদ্যমান। সাধারণ দর্শকেরা এই চশমাশাহী বাগানকে 'প্রেমের উদ্যান' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। বহু দর্শনার্থী এখানে আসিয়া ভীড় করেন। অর্থাৎ যাহারা কাশ্মীর আসেন তাহারা এই বাগান দেখিবার সুযোগ গ্রহণ করেন।

নিশাতবাগ—চশমাশাহী হইতে ২।০ মাইল দূরে ডাললেকের ধারে নিশাতবাগ। এখানেও দর্শকদের আকর্ষণের জন্য নানাবিধ রং বেরং এর ফুলের বাগান, ছোট ছোট বিবিধ প্রকারের গাছপালা, ফলের গাছ, বড় বড় চিনারবৃক্ষ সুন্দরভাবে সাজান আছে, বাগানের মধ্যপথে একটি জলের খাল আছে, যাহা বাগানটিকে আরো আকর্ষণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

শালিমার উদ্যান—এই উদ্যানটিও বেশ বড়, ইহা জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের প্রেমের নিদর্শন। শ্রীনগর হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত এই উদ্যান, বহু জলপ্রপাত ও ফুল ও ফলের গাছে ভরপুর—সৌন্দর্য্যে কোন অংশে কম নয়।

ডাললেক—এই লেকের আকর্ষণেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দর্শনার্থীরা আসিয়া ভীড় করেন। কাশ্মীরের বিখ্যাত ও অতি মনোরম

ডাললেক। লেকটি দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল এবং প্রস্থে ২।০ মাইল। এই লেকের ভিতর বিখ্যাত ও মনোরম নেহেরু পার্ক অবস্থিত, লেকের ভিতরে অুউচ্চ-ভূমিতে এই পার্কটি নির্ম্মিত হইয়াছে, এই লেকের ভিতরে আছে চারিটি বড় চিনার বৃক্ষ, ইহাকে চারমিনার বলে। এই লেকের অন্যান্য দর্শন ও লেক ভ্রমণ আগামীকল্য রবিবার-এর বাসনায় আমরা আমাদের ধর্ম্মশালাতে সন্ধ্যা ৮টাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। যাত্রীরা কিছু কিছু জিনিষপত্র ক্রয় করিলেন ধর্ম্মশালার সন্নিকটে দোকান হইতে।

শ্রীনগরে বাজারের জিনিষপত্রের দর অন্যান্য স্থান হইতে তুলনামূলক ভাবে কোন বিশেষ হেরফের নাই। শ্রীনগরের নামী ও দামী চাউল সংগ্রহ করিয়া প্রভুগণ আমাদিগকে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিতেন। এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করিতেন। প্রসাদ বিতরণের ব্যাপারে প্রভুদের কোনরূপ কার্পণ্যতা ছিল না। বৈকালবেলা দুগ্ধ সরবরাহ ও তৎসহ আপেল এবং অন্যান্য ফলফলাদিও দিতেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

গ্রন্থ-বার্ত্তা

কবিভূষণ **শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল** মহাশয়ের রচিত শ্রীগৌর-গুণগাথা—

"কথা-মালা"

গীতিকাব্য-রূপে প্রকাশ লাভ করায় ভক্তগণের আদরের সম্পদ হইয়াছে এবং রচয়িতার সার্থক কবিত্বের এক অনবদ্য প্রকাশভঙ্গীর রূপায়ন ঘটিয়াছে। ভক্তি-কাব্যামোদিগণ ইহা সংগ্রহ করিলে প্রচুর তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। বহুল প্রচার-বৈশিষ্টাই গ্রন্থখানির অবদান-সার্থকতা আনয়ন করিয়াছে।

সাধারণ বাঁধাই—৪৫০ * **উত্তম বাঁধাই**—৭৫০

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ
গ্রাম—বড় বহরকুলি
পোঃ—সিঙ্গেরকোণ (বর্দ্ধমান)।

শ্রীগৌড়ীয়গ্রন্থ-প্রকাশনী
দেয়াড়াপাড়া রোড, মণিপুর
পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ-রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

তীর্থদর্শন, ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থ-যাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—"যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূর দেশ"।

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-সঙ্ঘ নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থদর্শনের যথার্থ ফল লাভ হয় না।

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

১। মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক তীর্থদর্শন-পরিক্রম দির যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রবণ।

২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ।

৩। চলন্ত ট্রেণেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন ও ভোগরাগ-আরাত্রিকাদি দর্শনের সৌভাগ্য।

৪। প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।

৫। সঙ্কীর্ত্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা।

৬। রিজার্ভড্ গাড়ীতে স্বচ্ছন্দ রেলভ্রমণ।

পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দকে এই পারমার্থিক সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

অল্পসংখ্যক সংরক্ষিত আসন, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বর আসন সংরক্ষণ করিবেন।

দর্শনীয়-স্থানসমূহ ঃ—

১। **মথুরা**—ভূতেশ্বর মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমি, গোকর্ণেশ্বর, দীর্ঘবিষ্ণু, ধ্রুবঘাট, বিশ্রামাদি ২৪ ঘাট, অম্বরীষটীলা, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, কংস-বধস্থলী, দ্বারকাধীশ, শ্বেতবরাহ প্রভৃতি।

২। **মধুবন**, তালবন, বহুলাবন।

৩। **গোবর্দ্ধন**—শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, মানসগঙ্গা, হরিদেব, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কুসুম-সরোবরাদি।

৪। **কাম্যবন**—বিমলাকুণ্ড, চরণপাহাড়ী, বোমাসুর-গুহা, পিছল-পাহাড়ী, ডীগ প্রভৃতি।

৫। **নন্দগাঁও**—পাবন-সরোবর, কদম্বখণ্ডী, উদ্ধব-কেয়ারী, টের-কদম্ব : বর্ষাণা, সঙ্কেত, যাবটাদি।

৬। **শ্রীবৃন্দাবন**—পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, বংশীবট, গোপেশ্বর মহাদেব, কেশীঘাট, কালীয়দহ প্রভৃতি দর্শন।

৭। **বেলবন**, প্রেম-সরোবর।

৮। **মহাবন গোকুল**—ব্রহ্মাণ্ডঘাট, চৌরাশীখাম্বা, উদুখলে বন্ধনস্থলী, দাউজী ইত্যাদি।

৯। **গয়া, কাশী** (বেনারস), **প্রয়াগ** (এলাহাবাদ) এবং **আগ্রা** প্রভৃতি দর্শনেরও ব্যবস্থা থাকিবে।

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

আগামী ৩রা কার্ত্তিক (ইং ২১।১০।৭৮) শনিবার দিবা ৮ ঘটিকায় হাওড়া ষ্টেশনের ৭নং প্লাটফর্ম্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রিগণ ঐদিন সকাল ৭টার মধ্যে উক্ত প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক এক মাস সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৬০৫'০০ (ছয়শত পাঁচ) টাকা ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের নিম্নে) জন্য ৪৫৫'০০ (চারশত পঞ্চান্ন) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা লাগিবে। ১৩ই আশ্বিন

(ইং ৩০।৯ ৭৮) মধ্যে অগ্রিম ৩০৫'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার ১০ দিন পূর্ব্বেই অর্থাৎ ২৪শে আশ্বিন (ইং ১১।১০।৭৮) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রিগণ একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১৫ কিলোর অধিক না হয়; বড় সুট্‌কেশ ও ট্রাঙ্ক সঙ্গে লইবেন না। সংক্ষেপে শীতোপযোগী বিছানা সঙ্গে লইবেন। পাণ্ডা-বিদায়ের খরচ যাত্রীগণ বহন করিবেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জিলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ অথবা পত্রালাপ করিবেন। ইতি—৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— অনিবার্য্য কারণ ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্ত্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয়-স্থানে পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন করিবেন।

শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও মহা-মহোৎসব

বিগত ২৬শে বৈশাখ, ১৩৮৫ (ইং ১০।৫।৭৮) বুধবার অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি সহরস্থ অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে নবনির্ম্মিত মন্দিরে পরমহংসকুল চূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** ও **শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউর** শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চাবিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিরাট মহোৎসবের আয়োজন হয়। সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে সমিতির সেবকগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই উৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ। পূর্ব্বে প্রচারিত অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী ২৫শে বৈশাখ (ইং ৯।৫।৭৮) মঙ্গলবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে নগরকীর্ত্তন ও শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হয়। ইহার পুরোভাগে ছিলেন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ। এই দিন শক্তিগড় ও জাতীয় সড়ক পরিক্রমান্তে শীঘ্রই শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। উক্ত দিবস শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নানা বর্ণের বিবিধ পত্র-পুষ্প-মাল্য-কদলীবৃক্ষ রোপণ, তোরণ রচনা, রঞ্জিত পতাকাদি সুসজ্জিত এবং শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠান হয়। বিবিধ মাঙ্গলিক উপচারে সুসজ্জিত শ্রীমন্দির ও অঙ্গনাদি নবসাজে উদ্ভাসিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শ্রী-ধারণ করে। সকাল ৯টা হইতে মধ্যাহ্ন-কাল পর্য্যন্ত মন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্য্যানুষ্ঠান হইলে মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনমুখে ভোগ-আরতি সমাপ্তান্তে আমন্ত্রিত, আহূত, অনাহূত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঐ দিন সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজের সভাপতিত্বে এক মহতি সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতির নির্দ্দেশে সভার মুখবন্ধন-ভাষণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ এক ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ এই মঠের মূল ভিত্তির প্রাক্ ইতিহাস হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করেন এবং সমিতির সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদে ভগবদিচ্ছাক্রমে আজ এই সুন্দর অবস্থায় এসে পৌঁছিয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করেন। তজ্জন্য তাঁহার সতীর্থগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার অনুগৃহীত মঠসেবকগণের প্রতি উৎসাহ-ব্যঞ্জক নির্দ্দেশনা এবং এই কার্য্যে যাঁহারা শারীরিক, আর্থিক, মানসিক প্রভৃতি সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন। তদুপরি শিলিগুড়িবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহানুভূতির কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রচুর প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানান। তদনন্তর অধিবাসতিথির তাৎপর্য্য এবং আগামী-কল্য শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের সূচী বর্ণনা করিয়া যথাযথ ভাবে তাহাতে

সকলকে যোগদানের জন্য নিবেদন জ্ঞাপন করতঃ তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করেন। সভাপতির ভাষণে পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণের পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবৈক-প্রাণ প্রভৃতির কথা উল্লেখপূর্ব্বক ভূয়সী প্রশংসা করতঃ সভার কার্য্য সমাপ্ত করিতে নির্দ্দেশ দান করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তনধ্বনি সহযোগে সভার সমাপ্তি-কীর্ত্তন করেন।

২৬শে বৈশাখ, বুধবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীতজন পূজ্যপাদ শ্রীসত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীগুর্ব্বষ্টক, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীকেশবাষ্টক, তদুপরি বিভিন্ন জনে শ্রীল প্রভুপাদ-দশকম্, গুরুপরম্পরা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব তথা বহুপ্রকার আর্ত্তিসূচক দণ্ডাত্মক প্রার্থনা গীতি-কীর্ত্তন মঠকে মুখরিত করিয়া তোলে। এরপর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

তদনন্তর পূর্ব্বাহ্ণ ৮ঘটিকা হইতে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। একদিকে উচ্চ শ্রীহরি নাম-কীর্ত্তন অন্যদিকে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদির সমারোহ। যজ্ঞের নিয়মানুযায়ী প্রস্থানত্রয় পাঠ করিয়াছেন যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ ন্যায়প্রস্থান (বেদান্ত); ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রুতিপ্রস্থান (উপনিষৎ); শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী স্মৃতিপ্রস্থান (যথাক্রমে শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত) পাঠ করেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহভাজন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, যজ্ঞকর্ত্তা ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, হোতা শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এবং উদ্গাতা শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ ও আরও অনেক বৈষ্ণবগণ। মুহুর্মুহুঃ উলুধ্বনি, শঙ্খ-ঘণ্টার নিনাদ ও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের উচ্চধ্বনি পরিবেশকে ভাবগম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে পুরুষসূক্ত-মন্ত্রোচ্চারণ ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি তথা যজ্ঞের ধূম দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপৃত হইতেছিল। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা সমাপ্তান্তে মধ্যাহ্নে শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিলে উপস্থিত সহস্র সহস্র দর্শনার্থীগণ উৎফুল্লিত

হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-জগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউর জয়ধ্বনি এবং রমণীগণের উলুধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করায় ভক্তগণ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া পরেন। তদনন্তর মধ্যাহ্নে ভোগারতি করেন শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভু ও পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজের মূল গায়কত্বে সুললিত কণ্ঠে ভেসে আসে আরতি-কীর্ত্তন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীগুরুবর্গ তথা-বিষয়-বিগ্রহ ও পার্ষদগণের জয়ধ্বনি করেন।

তদনন্তর উপস্থিত আমন্ত্রিত, আহুত, অনাহুত সহস্র সহস্র জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এমনকি আগন্তুক মাত্রেই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করেন। বৈকাল ৫ঘটিকা পর্য্যন্ত অবারিত দ্বারে এই ভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঐদিন গোধূলীলগ্নে সন্ধ্যারতি অন্তে মহাজন গীতি-কীর্ত্তন হইলে পর এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এইদিন সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার পুরোভাগে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ বিগ্রহ-তত্ত্ব সম্পর্কে এক সাবলীল গতিতে দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নাম যেমন উভয়েই অভিন্ন এবং অপ্রাকৃততত্ত্ব তদ্রূপ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্বও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত-বিচার লইয়া উহার তত্ত্ব কখনই অবগত বা অনুভূতি-মধ্যে আনা সম্ভব নহে। "উহা একমাত্র জীবের ঐকান্তিক সাধনা লব্ধ ও ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ", বলিয়া ব্যক্ত করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন"—কথার সার্থকতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ যে সাধারণ প্রতিমা নহেন তাহার নিগূঢ়তত্ত্বধারা প্রকাশ করেন। এর পরেও শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ পদ্মনাভ মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। রাত্র অধিক হওয়ায় সভাপতি মহারাজ সংক্ষেপত শ্রীবিগ্রহ ও প্রতিমার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া সভার কার্য্য স্থগিত রাখেন। পরে পূজ্যপাদ সত্যবিগ্রহ প্রভু তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত কণ্ঠে "গায় গোরা মধুর স্বরে..... ..." কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

২৭শে বৈশাখ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি অন্তে সংক্ষেপত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠান্তে সকাল ৭॥টায় বিরাট এক জনসমাবেশে সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে আগত শ্রীগৌরসুন্দরের বিজয় বিগ্রহ চতুর্চক্রযানে সুসজ্জিত

করিয়া কীর্ত্তনসহযোগে নগর পরিক্রমার আয়োজন হয়। উক্ত শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে শোভমান বিজয় বিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী তথা সজ্জনগণ মিলিত হইয়া উচ্চশব্দকারী যন্ত্র-সাহায্যে গগণ-বিঘোষিত করতঃ শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর পরিক্রমার ব্যবস্থা হয়। এই অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মীয় শোভাযাত্রা দর্শনে শ্রদ্ধালু জনগণ তাঁহাদের ভক্ত্যার্ঘ্য তথা সামর্থানুযায়ী অনেকে বিবিধ-প্রকার উপকরণ এবং উপঢৌকনাদি অর্পণ করেন। এইভাবে পদব্রজে ভক্তগণ যখন শ্রীমন্মহা-প্রভুকে অগ্রভাগে রাখিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর-পরিক্রমা করিতেছিলেন, তাহারই সন্ধিক্ষণে ভক্তগণের ক্লেশ লাঘব করার জন্যই যেন বৈশাখের প্রখর রবির তেজও ম্লান হইয়া শীতলরূপ ধারণ করে। তাই সুদীর্ঘ ৫।৬ ঘণ্টা পথ-পরিক্রমা করিলেও বিশেষ কষ্টদায়ক হয় নাই, পরন্তু বৈষ্ণবগণ সজ্জনগণের প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছিলেন। সহরের মুখ্য মুখ্য পথগুলি পরিক্রমান্তে মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তদনন্তর মধ্যাহ্ন আরতি সমাপ্ত হইলে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় উপকরণাদি নিবেদিত প্রসাদ আগত ভক্তগণকে বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে কীর্ত্তনধ্বনি ভক্তজন-হৃদয়ে পুনঃ আনন্দের বন্যা এনে দেয়। সন্ধ্যার আগমনকালে যথারীতি আরতির ঘণ্টা বেজে উঠে। শ্রীপাদ জগন্নাথ-দাস ব্রহ্মচারী প্রভু এই দিন আরতির উপায়ন নিবেদন করেন। আরতি অন্তে শ্রীমন্দির-পরিক্রমাদি সমাপ্ত হইলে এই দিনেও সমিতির আচার্যপাদের সভাপতিত্বে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। এই দিনেও শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব, ভগবদ্‌তত্ত্ব, ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ-তত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ভাষণ দান করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ভাবগম্ভীর ধারায় শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যক্ত করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

২৮শে বৈশাখ প্রত্যুষে যথারীতি মঙ্গল আরতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীপঞ্চ-তত্ত্ব এবং দন্য-বিজ্ঞপ্তি আর্ত্তিসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন কীর্ত্তিত হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ছোট বিপ্র, বড় বিপ্রের উপাখ্যান শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ পাঠ করেন। তদনন্তর পূর্ব্বদিনের ন্যায় এই দিনেও শোভাযাত্রা সহযোগে নগর-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। উক্ত দিবসে

পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা আরও অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। মধ্যাহ্নের সন্ধিক্ষণে শোভাযাত্রা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মঠে উপনীত হইলে শ্রীপাদ কানাই-লাল ব্রহ্মচারী প্রভুর "নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এল ঘরে ……" কীর্ত্তনখানি মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে থাকে। তৎপর মধ্যাহ্ন-ভোগারতি সমাপ্তান্তে সহস্র সহস্র আগত সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসেও অপরাহ্ণে কীর্ত্তন-নিনাদ মঠকে মুখরিত করে। এই দিন সন্ধ্যায় আরতি করেন উক্ত মঠের অন্যতম প্রাণ-সঞ্চারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ এবং আরতি-কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ। তদনন্তর শ্রীমন্দির-পরিক্রমা সমাপ্ত হইলে এই দিনেও এক মহতী সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজ-জীবনে মঠ-মন্দিরের আবশ্যকতা বিষয় লইয়া বৈষ্ণবগণ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ পদ্ম-নাভ মহারাজ, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীপাদ রমাপতি ভক্তসুহৃদ প্রভু, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন দিক্ প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাদের বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ সভাপতির ভাষণে সুসমাজ-জীবনে মঠ-মন্দিরের যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা বিভিন্ন যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর কীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

পূর্ব্বপ্রচারিত অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী অদ্য হইতে এখানকার উৎসব-পঞ্জী সমাপ্ত হেতু রাত্রেও আগত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বলা বাহুল্য এই উৎসবে প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যই এই অনুষ্ঠান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এই উৎসব-অনুষ্ঠান সম্পাদনায় যাঁহারা যাঁহারা সহায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি সমিতির সেবকবৃন্দ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

—শ্রীবৈষ্ণবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম॥

৩০শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৭ দামন, ৪৯২ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৮৫ : ইং ১৭।৭।১৯৭৮ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

সংসারকূপে পতিতোঽহমগাধে
মোহান্ধপূর্ণে বিষয়াতিতপ্তে।
করাবলম্বং মম দেহি বিষ্ণো
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫০॥

আমি মোহান্ধকার-পরিব্যাপ্ত, অতিশয় তপ্ত বিষয়রূপ বিষে পরিপূর্ণ, গভীর সংসারকূপে নিপতিত হইয়াছি। হে বিষ্ণো! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আপনার শ্রীকর-কমলাবলম্বনদানে আমায় ত্রাণ করুন॥ ৫০॥

ত্বামেব যাচে মম দেহি জিহ্বে
সমাগতে দণ্ডধরে কৃতান্তে।
বক্তব্যমেবং মধুরং সুভক্ত্যা
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫১ ॥

হে-জিহ্বে! তোমার নিকটে এই যাচ্ঞা করিতেছি যে, দেহাবসানে যে সময় দণ্ডপাণি যম সমাগত হইবে, তখন তুমি "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!"— এই সুমধুর নামসকল প্রেমভরে গান করিতে থাকিবে ॥ ৫১ ॥

ভজস্ব মন্ত্রং ভব বন্ধমুক্ত্যৈ
জিহ্বে রসজ্ঞে সুলভং মনোজ্ঞম্।
দ্বৈপায়নাদ্যৈর্মুনিভিঃ প্রজপ্তং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫২ ॥

হে রসাস্বাদনকারিণি জিহ্বে! তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ব্যাসপ্রমুখ মুনিবৃন্দগীত "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই সকল সহজলভ্য, মনোমুগ্ধকারী নামরূপ মন্ত্র জপ কর ॥ ৫২ ॥

গোপাল বংশীধর রূপসিন্ধো
লোকেশ নারায়ণ দীনবন্ধো।
উচ্চস্বরৈস্ত্বং বদ সর্ব্বদৈব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৩ ॥

হে জিহ্বে! তুমি সর্ব্বদা "গোপাল, মুরলীধর, রূপসিন্ধু, লোকেশ, নারায়ণ, দীনবন্ধু, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" এই নামসমূহ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাক ॥ ৫৩ ॥

জিহ্বে সদৈব ভজ সুন্দরাণি
নামানি কৃষ্ণস্য মনোহরাণি।
সমস্তভক্তার্ত্তিবিনাশনানি
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৪ ॥

হে জিহ্বে! তুমি ভক্তবৃন্দের ক্লেশবিনাশক শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর, মনোহর "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নাম সর্ব্বদা ভজন করিতে থাক ॥ ৫৪ ॥

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে,
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৫ ॥

হে জিহ্বে! তুমি "হরি, মুরারি, মুকুন্দ, কৃষ্ণ, চক্রপাণি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" এই কৃষ্ণের নাম সকল সর্ব্বদা গান কর ॥ ৫৫ ॥

সুখাবসানে ত্বিদমেব সারং
দুঃখাবসানে ত্বিদমেব গেয়ম্।
দেহাবসানে ত্বিদমেব জাপ্যং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৬ ॥

'গোবিন্দ, দামোদর, মাধব'—এই নামসকল সুখের অন্তে একমাত্র সার, দুঃখের শেষে ইহাই গান করা কর্ত্তব্য এবং দেহত্যাগকালে ইহাই জপ্য ॥ ৫৬ ॥

দুর্ব্বারবাক্যং পরিগৃহ্য কৃষ্ণা
মৃগীব ভীতা তু কথং কথঞ্চিৎ।
সভাং প্রবিষ্টামনসাজুহাব,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৭ ॥

দ্রৌপদী (কৃষ্ণা) দুঃশাসনের অনিবারণীয় দুর্ব্বাক্য শ্রবণে কোনও প্রকারে ভীতা হরিণীর ন্যায় সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'গোবিন্দ, দামোদর, মাধব' বলিয়া মনে মনে বিপদহারী মধুসূদনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধাবর গোকুলেশ
গোপাল গোবর্দ্ধননাথ বিষ্ণো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৮ ॥

হে জিহ্বে! তুমি "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধানাথ, গোকুলপতি, গোবর্দ্ধন-গিরিধারী, বিষ্ণু, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামামৃত পান কর ॥ ৫৮ ॥

শ্রীনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে
শ্রীদেবকীনন্দন দৈত্যশত্রো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৯ ॥

হে জিহ্বে! তুমি "শ্রীনাথ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি, শ্রীদেবকীনন্দন, দৈত্যনাশন, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"— এই সকল নাম-সুধা পান কর ॥ ৫৯ ॥

গোপীপতে কংসরিপো মুকুন্দ,
লক্ষ্মীপতে কেশব বাসুদেব।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬০ ॥

হে জিহ্বে! তুমি "গোপীপতি, কংসারি, মুকুন্দ, লক্ষ্মীপতি, কেশব, বাসুদেব, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"— এই সকল নাম-পীযূষ পান করিতে থাক ॥ ৬০ ॥ (ক্রমশঃ)

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের
আবির্ভাব-তিথি

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা

অদ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অন্যাভিলাষী ছিলেন না, তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন না এবং তিনি নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু ছিলেন না। ঠাকুর মহাশয় ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন, ভগবানে সতত ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ভগবজ্জ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন।

ভক্তি, ভক্তিযোগ ও ভজনীয় জ্ঞান— অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর নশ্বর ফল্গু চেষ্টার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর মাত্র নহে। কালের দ্বারা উৎপত্তিশীল স্থিতিবান্ ও লয়ধর্ম্মাধীনে যে-সকল নশ্বর ভাবের উদয় হয়, ভগবানে নিত্যা ভক্তি সে-জাতীয় প্রাকৃত আধার মাত্র নয়। ভক্তি আত্মার নিত্যবৃত্তি; এই নিত্যবৃত্তি যে-কালে প্রাকৃত অখণ্ডজ্ঞান-ধারণায় আবৃত হয়, সে-কালে জীব মায়াবাদী বা প্রকৃতিবাদী হইয়া পড়েন।

ঠাকুরের ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদ ত্যাগ

ঠাকুর মহাশয় কোনদিন প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদীর অযোগ্য-মতকে নিত্য-সেবা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি অনাত্ম মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি সূক্ষ্ম শরীরকে আত্মার সহিত ভ্রান্তিময় দর্শনে এক বস্তু বলিয়া ধারণা করিবার উপদেশ দেন নাই। মায়াবাদীর ন্যায় কোনদিন উপাস্য ও উপাসকের সমন্বয় আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। মায়াবাদীর ন্যায় মুক্তিকালে চেতনরহিত ত্রিগুণ সাম্যাবস্থাকেই জীবের পরাবস্থা বলিয়া ভ্রমমত প্রচার করেন নাই। প্রচ্ছন্ন মায়াবাদীর ন্যায় মুক্তিকালে নির্ব্বিশিষ্ট চিন্মাত্র-বাদের সহিত অচিন্মাত্র-বাদের সমন্বয়তা স্বীকার করেন নাই।

ঠাকুর অধোক্ষজ-সেবার নিত্য প্রচারক

তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশিত **শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত অধোক্ষজ সেবার নিত্য প্রচারক** ছিলেন, আছেন ও নিত্যকাল থাকিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ভাষা-জ্ঞানের সাহায্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। যাঁহারা স্বয়ং ভাগবত না হইয়া, ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অনিত্য ভাব-সংগ্রহের দাম্ভে গ্রন্থের পাঠকমাত্র অভিমানে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভাগবত পড়িতে যান, শুনিতে সময় নষ্ট করেন, এবং নিজ খণ্ড বাহ্যজ্ঞানকে সম্বল করিয়া শ্রীব্যাসের সমাধিলব্ধ ভক্তিযোগকে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান-বিশেষ বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা ভক্তির স্বরূপকে কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার সোপান-বিশেষ মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া বা মিছা-ভক্ত-শ্রেণীতে আপনাদিগকে গণনা করেন মাত্র। ঠাকুর মহাশয় এরূপ প্রাকৃত সহজিয়া কর্ম্মবীরের কোন আদর করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

মাটিয়া বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু লভ্য নহে

তিনি অনেক সময় বলিতেন,—যাঁহারা নিত্যসেবাবৃত্তি-বঞ্চিত হইয়া আত্মধারণায় প্রতিষ্ঠিত মনে করেন, সেই "মাটিয়া চিন্তারত" জীবগুলি অপ্রাকৃত বস্তু-বৈচিত্র্যে প্রবেশলাভ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিয়াছে। ভগবৎ-সেবাবিমুখগণ কৃষ্ণেতর বস্তুর ভোক্তা কল্পনা করিয়া প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি নানা-প্রকার বৃত্তিবশে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় চালনাপূর্ব্বক নিত্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন মাত্র। এইরূপ অনাত্ম চেষ্টাদ্বারা ভগবানের ভক্তির ও হরিপ্রেমার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

প্রকৃতিবাদী, মায়াবাদী, ব্রহ্মবাদী, হঠযোগী, রাজযোগী প্রভৃতি দুঃসঙ্গ বিধায় ত্যাজ্য

জড়পদার্থ-ভোগোন্মত্ত হইয়া বদ্ধজীব আপনাদিগকে প্রকৃতিবাদী, মায়াবাদী, ব্রহ্মবাদী, হঠ বা রাজযোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি বিভিন্ন বেশে সজ্জীভূত করিয়া কৃতার্থ মনে করে, কিন্তু **অধোক্ষজ-সেবাপর** ভক্তগণ ইহাদিগকে প্রাকৃত সহজিয়া বা জড়ে ইন্দ্রিয়তৎপর জানিয়া তাহাদিগের দুঃসঙ্গ করেন না।

গৌরহরির তাঁহার নিজজন শ্রীল ঠাকুরকে নিজাভীষ্ট প্রচারে প্রেরণ

আত্মবিৎ ভক্তের অমল পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ ব্যতীত জীবের নিত্যা-গতিলাভের আর অন্য উপায় নাই। অনাত্ম-প্রতীতি দ্বারা জীব জড়-ভোগ্য বস্তুকে ব্রহ্ম, মায়া, আত্মা, চৈতন্য প্রভৃতি কল্পিত সংজ্ঞাসমূহ প্রদান করিয়া সত্যভ্রষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-নিহিত সত্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণ প্রচার করিয়াছেন। কালে তাহা ন্যূনাধিক বিলুপ্ত হইলে শ্রীভগবান্ গৌরহরির নিজেচ্ছাক্রমে তাঁহার নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকটকালীন সেবা-প্রবৃত্তি ইহজগতে জীব-হৃদয়ে পুনরুন্মেষিত করিতে প্রেরণ করেন। ভক্তরাজ, শ্রীগৌরহরির নিজাভীষ্ট কীর্ত্তন-প্রচার-প্রণালী আপামর সকল জীবের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য নানাবিধ সেবাপথে সত্যের প্রকৃত সন্ধান দিয়াছেন। আসুন, আমরা সেইগুলির কি পরিমাণ গ্রহণ করিতে সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছি, একবার দেখিবার সুযোগ পাই।

উপাস্য-সম্বন্ধে ঠাকুরের শিক্ষা

উপাস্য-বিষয়ে আমরা ঠাকুর মহাশয়ের নিকট জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা ভূমা যাঁহার আংশিক প্রকাশ-বিশেষ, সেই অদ্বয় ভগবদ্বস্তুই জীবের নিত্য সেব্য বস্তু।

ব্রহ্মের উপাসনা হয় না, জ্ঞাতার-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধে সেবাবৃত্তি-রহিত, সান্নিধ্য-রহিত দূরস্থিত আংশিক অনুভূতি মাত্রের উপলব্ধি কিছু পুরুষার্থ শব্দবাচ্য হইতে পারে না।

পরমাত্মার উপাসনায় সান্নিধ্য থাকিলেও নিত্য-সেবা-ধর্ম্মরূপা রতির অনুদয়ে-জ্ঞেয় বস্তু-বিজ্ঞানে আংশিক যোগসিদ্ধ হইলেও তাহা ভগবত্তার **খণ্ড প্রতীতি মাত্র।**

ভগবদুপাসনা অখণ্ড অপ্রাকৃত; ব্রহ্মজ্ঞানে ও পরমাত্ম-সান্নিধ্যে মাটিয়া বিচার প্রবল

অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞান ভগবৎপ্রতীতির অভাবে যে ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্মা-সান্নিধ্য, তাহা জড়াতীত হইলেও তাহাতে "মাটিয়া বিচার" প্রবল থাকে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয়যুক্ত, জ্ঞাতার অধিষ্ঠানের ক্ষণভঙ্গুরতা জ্ঞেয়ের চিরাধিষ্ঠানের ব্যাঘাতকারী। একমাত্র ভগবদুপাসনা প্রকৃতির অতীত চিন্ময় রাজ্যস্থিত হৃষীকের দ্বারা নিত্য হৃষীকেশের সেবার সম্ভাবনা বর্ত্তমান। ব্রহ্মজ্ঞান বা অনাত্ম বিয়োগরাহিত্যাত্মক-যোগ সাহিত্য-সেবার অসম্যক্ দর্শন বা খণ্ড সান্নিধ্য বলিয়া অচিদ্বিমিশ্র কেবল চিন্ময় আত্মার সেব্য বস্তু নহেন।

ঠাকুরের গ্রন্থরাশি নিত্য মঙ্গলের নিদান

ঠাকুর মহাশয়, সর্ব্বকাল জীবের মঙ্গলের জন্য কয়েকখানি গ্রন্থে নিত্যোপাসকের উপাস্য, উপাসনা ও প্রয়োজন বিষয়ে প্রাকৃত বিচার বিদূরিত করিয়া জীবের সহজ নির্ম্মল নিত্য কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান দিয়াছেন এবং শ্রীগৌরহরির অপার-বদান্যে আমরা তাঁহার ভক্তের মুখেই প্রকৃতির অতীত রাজ্যের নিত্য-বর্ত্তমান সত্যের সকল কথা শুনিবার অবসর পাইতে পারি, কিন্তু আমাদের ভাগ্যের দোষে যদি ভক্তিপথকে একমাত্র আত্মার অবিচ্ছিন্ন বৃত্তি বলিয়া জানিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের আর দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না।

ভক্তের আবির্ভাব-তিথি-পূজা

কোটী কোটী জন্ম নশ্বর স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের সেবায় কাটাইয়া পরমার্থ-বঞ্চিত হইলাম এবং বঞ্চিত হইবার জন্য কতই না চেষ্টা করিলাম, এখনও যদি পুনরায় তাহাই করিয়া বসি, তাহা হইলে আর ভক্তের আবির্ভাব-তিথির পূজা করিতে পারিলাম না। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের হরিবিমুখ অনিত্য কার্য্যে মনোযোগ দিবার সময় আছে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটু সামান্য সময় মাত্র দিবার অবকাশেরই অভাব। ইহাকেই বলে ভাগ্য।

সুকৃতিশালী জীবের পক্ষেই ভক্ত-সান্নিধ্য ঘটে

সুকৃতি-প্রভাবেই জীবের ভগদ্ভক্তের সান্নিধ্য লাভ ঘটে, ভক্তের প্রসাদ লাভ ঘটে। যাঁহাদের সুকৃতির অভাব তাঁহাদের অনেকেই মিছাভক্তকে,

প্রাকৃত সহজিয়াকে, নিসর্গপিচ্ছিল প্রেমাভাসকে সত্যবস্তুজ্ঞানে কতই না সুকৃতি মনে করিয়া, ভগবানের সেবা হইতে সুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া অহঙ্কার-পর্ব্বতের শিরোভাগে পদবিক্ষেপপূর্ব্বক, মুখে তৃণাদপি সুনীচ-সজ্জায় কপটতার ভাণকেই ভক্তির স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। সেই কপট প্রাকৃত সহজিয়াগণের অসৎ চিত্তবৃত্তিতে প্রকৃত ভক্তি দেখিতে পাইলে ভগবদ্ভক্তগণের কতই না ভরসা বাড়িয়া যায়।

ঠাকুরের সেবকের সঙ্গ করিলে ঠাকুরকে জানা যায়

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কত প্রিয় বস্তু তাহা জানিবার বৃত্তিসমূহ ইন্দ্রিয়তর্পণে যাহাদের আবৃত রহিয়াছে, তাহারা তাঁহার অনুগত সেবকের সঙ্গ করুন, নিশ্চয়ই নিষ্কপটে ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে তাঁহাদের আত্মধর্ম্ম উন্মেষিত হইবে। জগতের নানা অভাবের পেষণে ত্রিবিধ দুঃখে সর্ব্বক্ষণ নিষ্পেষিত হইতে হইবে না। আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভের আর অন্য উপায় নাই।

নিজের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান ভক্তির বাধক

শ্রীগুরু সেবাতেই ভক্তি লাভ

প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রতারিত হইয়া যাঁহারা অনুমান ও আপ্তবাক্যের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাঁহারা কোনদিনই ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন না। উহা ভক্তিরাজ্যে যাইবার পথ নহে। **ভক্তিরাজ্যে যাইবার পথ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে লভ্য।** নিজের প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য প্রভৃতিকে সম্বল করিয়া কখনই ভক্তির বা ভগবানের সন্ধান পাওয়া যায় না। ঐগুলি ইন্দ্রিয়-তর্পণ মাত্র; ভক্তির পরম বিরোধী বস্তু।

যাঁহার চরিত্রের প্রত্যেক ক্রিয়ায় ভক্তি সুষ্ঠুভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপানুগবর শ্রীঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব-তিথি পাঠকবর্গের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির সঞ্চার করুক দেখিয়া আমরা সুখী হই।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানে আমরা—

ক) **প্রচার-কার্য্যে** শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায়-মত ঠাকুর মহাশয় **শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব সভা** পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের

অভিপ্রায়-মত তিনি **শ্রীনাম-হট্টের পুনরুদ্দীপন** করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের ইচ্ছামত তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম উজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ে **শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা** সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায়-মত তিনি **শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ** বিশুদ্ধভাবে পুনর্গঠনের জন্য প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাহার অনুগত বলিয়া আলস্যপর ভজন-কারিদল ভক্তির কোন অনুষ্ঠানেই কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেছেন না।

খ) **কীর্ত্তনমুখে** শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে তিনি নানাবিধ ভক্তজন-সঙ্ঘে, হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় ও বহু দেবালয়ে হরিকথা বলিবার প্রথা সৃষ্টি করেন। তাঁহারই অনুকরণে তাঁহার অনুসরণ পরিহার করিয়া পুনরায় আবার ভাড়াটিয়া বক্তার দল স্বীয় উদর-ভরণ ও স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনোপযোগী জীবিকাতে তাহা পর্য্যবসিত করিয়া হরিকথা প্রচারে বিকার উপস্থিত করিয়াছেন। শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার প্রথার অনুকরণে একদল ভূতকজীবী তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া উপার্জ্জন-দ্বারা আচার্য্যের কার্য্যে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছেন।

গ) **শাস্ত্র-প্রচারে** তাঁহার অতুলনীয় বিদ্বোৎসাহিতার অনুকরণে তাঁহার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থপ্রচার ছলনায় উদরভরণ ও স্ত্রী-পুত্র প্রতি-পালনাদিতে ব্যস্ত থাকায় অনেক ব্যবসাদার প্রচার-কার্য্যে জঞ্জাল উপস্থিত করিয়া স্ব-স্ব চরিত্র কলঙ্কিত করিতেছেন।

ঘ) **ভক্তিপথে সহায়কার্য্যে** তাঁহার দীক্ষা-শিক্ষাদিকে নিজ ও স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণের যত্ন-বিশেষে পরিণত করিয়া ভক্তিপথকে কণ্টকাকীর্ণ করিতেছেন।

ঙ) **বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃস্থাপনে** ঠাকুর মহাশয়ের শাস্ত্রীয় পথকে কণ্টকিত করিয়া বৈষ্ণব-সমাজকে নানাপ্রকারে কলঙ্কিত করা কখনই ভক্তিমান্ অনুগত মণ্ডলীর কার্য্য নহে। তাঁহার প্রদর্শিত পথে শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ পুনর্গঠন না করিলে এবং তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিলে হরিকথা জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে—একথা যাঁহারা ভাবেন না, তাঁহারা অচিরেই হরিবিমুখতার পরাকাষ্ঠায় মরণের পথে ধ্বংস হইয়া যাইবেন।

চ) **বৈষ্ণব-স্মৃতি-প্রচারে** ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণ পরিহার করিয়া নাস্তিক বা পঞ্চোপাসক সমাজের আনুগত্যে আচার্য্যানুগমন পরিত্যাগ করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প, বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় নহে।

ছ) **সাময়িক পত্র প্রচারের** দ্বারা দূরস্থিত ভক্তিমান্ জনগণ ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণ করিবার কতই না সুযোগ পাইয়াছিলেন। আবার তাঁহার অনুকরণে তাঁহার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া উদর-চেষ্টায় ও প্রতিষ্ঠাশায় জর্জ্জরিত হইয়া যে-সকল মৎসর জীব হরি-কথার ছলনা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা কালের করাল কবলে পতিত হইয়া প্রচার-কার্য্য হইতে বিরাম লাভ করিয়া নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সুযোগ করায় ধ্বংসের পথের পথিক হইয়া গিয়াছে।

জ) **কাল-প্রচারকার্য্যে** ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণে যে-সকল ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যাব্দ, শ্রীগৌরাব্দ প্রভৃতি অনুকরণ করিয়াছিল, তাহারা নানাপ্রকার মৎসরতা-জালে আবদ্ধ হইয়া শ্রীঅব্দ সংখ্যায় একবৎসর বাড়াইয়া শ্রীষ্টানি পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন ভক্তগণের মধ্যে যে মাস-নামাদিতে শ্রীনামাশ্রয় কার্য্যের সাহায্য হইত, তাহার মধ্যে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার অভাবে সেগুলির আর আদর নাই।

ঝ) **বিদ্যোৎসাহিতার উন্নতিকল্পে** জগতের কল্যাণের জন্য শ্রীঠাকুর মহাশয়ের অনুমোদিত হরিশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রদান কার্য্য প্রাকৃত পণ্ডিত-প্রতিভায় বিকৃতিলাভ করিতে চলিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের অনুসরণ পরিহার করিয়া মৎসরতা-বশে ভক্তিবিরোধ-মানসে জাগতিক সমৃদ্ধি আদরের বিষয় নহে।

ঞ) **মঠ-মন্দির ও ভক্তিস্থানাদির সংরক্ষণে** ঠাকুর মহাশয়ের যত্ন পরিহার করিয়া তাঁহার যে-সকল শিষ্যব্রুব নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীগুরুদ্রোহ-ব্যতীত অন্য কোন ভজনের অনুষ্ঠান না করায় জগতে অসাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে চলিল। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজাভীষ্ট প্রচারের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া কখনই ভক্তব্রুবগণের কোন সুবিধা হইবে না।

ভজনে আলস্য থাকিলে কখনই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা হইবে না। ভজন কিছু নাস্তিকের, শূন্যোপাসকের বা অন্যাভিলাষীর ক্রীয়াবিশেষ নহে। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সেবার জন্য যে নিরপট ভক্তগণ কায়মনোবাক্য সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র আশার স্থল। পূর্ব্বোল্লিখিত ঠাকুর মহাশয়ের অনুষ্ঠানাবলীর উদ্দেশ্যে সেবা না করিয়া নিজ নিজ কল্পিত আলস্য কখনই জীবে দয়ার পরিচয় নয়। যদি হরিভজনে অনুরাগ থাকে, বা মায়ার বন্ধন মুক্ত হইতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরু সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"—পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে অবশ্যই সুফল লাভ ঘটিত। *

---

(৩) প্রজল্প

'প্রজল্প' কাহাকে বলে, এবং তাহা ভক্তিবিরোধী

পরস্পর কথোপকথনের নাম জল্পনা বা 'প্রজল্প'। জগতে সম্প্রতি বহির্ম্মুখতা এত প্রবল যে, অন্যের সহিত জল্পনা করিতে গেলেই প্রায় বহির্ম্মুখ-জল্পনা হইয়া পড়ে। সুতরাং ভক্তিসাধকের পক্ষে জল্পনা শ্রেয়স্কর নয়।

ভক্তির অনুশীলনে অনেক প্রকার জল্পনা হইতে পারে। সে-সমুদয় ভক্তদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক। শ্রীরূপ স্বয়ং স্বীয় 'কার্পণ্য-পঞ্জিকা'-স্তোত্রে লিখিয়াছেন—

তথাপ্যস্মিন্ কদাচিদ্বামধীশৌ নাম-জল্পিনি।
অবদ্যবৃন্দনিস্তারি-নামাভাসো প্রসীদতম্। (কাঃ পঃ ১৬)

এই তাৎপর্য্যে বৈষ্ণবগণ এই পদ্যটী পাঠ করিয়া থাকেন—

তথাপি এ দীন-জনে, যদি নাম-উচ্চারণে,
নামাভাস করিল জীবনে।
সর্ব্বদোষ-নিবারণ, হুহুঁ-নাম-সংজল্পন
প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে॥

কীর্ত্তন, স্তুতি, শাস্ত্রোচারণ—এ সমস্তই জল্পনা; কিন্তু সেই সমস্ত যখন আনুকূল্য-ভাবের সহিত অন্য-অভিলাষ-শূন্য হয়, তখন সে-সকলই কৃষ্ণানুশীলন হইয়া পড়ে।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সমস্ত প্রজল্পই ভক্তি-বিরোধী। সাধক বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রজল্প পরিত্যাগ করিবেন।

মহাজনানুগত প্রজল্প আদরণীয়

মহাজনের কার্য্যে দোষ নাই। মহাজনগণ যে-সমস্ত প্রজল্প আদর-পূর্ব্বক করিয়াছেন, তাহাই কেবল আমাদের কর্ত্তব্য। কোন কোন অতিভক্ত

---

* জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-বাসরে চিদ্‌বিলাস পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রদত্ত ভাষণ।

পুরুষ সর্ব্বপ্রকার প্রজল্প পরিত্যাগ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু আমরা শ্রীরূপানুগ, রূপের অনুগত হইয়া তদাদিষ্ট সাধুগণের পথানুগমনে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিব। যথা—

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥

(ভঃ রঃ সিঃ ধৃত স্কান্দ-বচন)

যে-পথে পূর্ব্ব সাধুগণ অনায়াসে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সন্তাপবর্জ্জিত শ্রেয়ঃসাধক পন্থা সর্ব্বদা আমাদের অন্বেষণীয়।

ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ যে-পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাজন-পন্থা। সে-পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিশুদ্ধদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য নই। **সমস্ত মহাজন-গণ হরিভক্তি-সাধক প্রজল্পকে আদর করিয়াছেন।** তাহা আমরা স্থূলবিশেষে বিচার করিব।

প্রজল্পের প্রকার-ভেদ ও তন্মধ্যে (১) বৃথাগল্প

বহির্ম্মুখ প্রজল্পই ভক্তি-বাধক। তাহা বহুবিধ। (১) বৃথাগল্প, (২) বিতর্ক, (৩) পরচর্চ্চা, (৪) বাদানুবাদ, (৫) পরদোষানুসন্ধান, (৬) মিথ্যা-জল্পনা, (৭) সাধু-নিন্দা, (৮) গ্রাম্যকথা প্রভৃতি সকলই 'প্রজল্প'।

(১) **বৃথা-গল্প** অতীব অহিতকর। ভক্তি-সাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও নির্জ্জনে হরিনামাদি স্মরণ করিবেন। গীতা বলিয়াছেন—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ (গীঃ ১০।৮-৯)

অন্যত্র :—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ (গীঃ ৯।১৪)

এইরূপভাবে ভক্তিসাধকগণ অনন্য-ভক্তির অনুশীলন করিবেন। যদি বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে দিন বা রাত্রি যাপন করেন, তবে 'সর্ব্বদা আমার নাম কীর্ত্তন করিবে'—এই উপদেশ পালন করা হয় না।

সংবাদপত্রে অনেক বৃথা-গল্প থাকে। **ভক্তি-সাধকগণের পক্ষে সংবাদ-পত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য্য।** তবে কোন বিশুদ্ধভক্তের কথা তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহা পাঠ্য হয়। গ্রাম্য-লোকেরা আহারাদি করিয়া প্রায়ই ধূম্রপান করিতে করিতে অন্য বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা-গল্পে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের পক্ষে কৃপানুগ হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীভাগবতের পুরঞ্জনোপাখ্যানের ন্যায় উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।

(২) বিতর্ক প্রজল্পের অন্তর্গত

(২) বিতর্ক একটী ভক্তিবাধক প্রজল্প। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তার্কিক-গণ যে-সমস্ত তর্ক করেন, সে-সকলই বহির্ম্মুখ বিবাদ মাত্র। চিত্তের বলক্ষয় ও চাঞ্চল্য-বৃদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না। বেদ (কঠ—১।২।৯) বলিয়াছেন যে—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"। জীবের সুমতি সহজ-বুদ্ধিতে নিত্য আছে। সেই মতি ভগবৎ-পাদপদ্মে স্বভাবতঃ চালিত হয়; কিন্তু দিক্, দেশ, ভ্রম, প্রমাদ লইয়া বিতর্ক করিতে করিতে হৃদয় কর্কশ হইয়া উঠে। তখন আর সেই স্বাভাবিক শুদ্ধমতি থাকে না। বেদে যে দশমূল উপদিষ্ট আছে, তাহা স্বীকার করতঃ তদনুগত তর্ক করিলে মতি দুষ্ট হয় না। কি ভাল, কি মন্দ—এইরূপ বিতর্ক বেদানুগত হইলে তাহা আর প্রজল্প হয় না। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—"অতএব ভাগবত করহ বিচার" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৬)।

সম্বন্ধজ্ঞান-নিরূপণের জন্য যে বিচার করা যায়, তাহা প্রজল্প নয়। বৃথা-তর্ক করিয়া যাঁহারা সভা জয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজের কোন সিদ্ধান্ত হয় না; সুতরাং তার্কিকের সঙ্গ ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বয়ং এই কথাটী স্বীকার করিয়াছেন—

তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ', 'হরি'॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮৩)

যাঁহারা পরমার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যেন বারাণসীর সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কথাটী স্মরণ করেন—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাঁহা মুঞি পা'ব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২)

বৃথা-তর্কসমূহ হয় ঈর্ষা, নয় দম্ভ; হয় দোষ, নয় বিষয়ানুরাগ; হয় মূঢ়তা, নয় আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতেই হইয়া থাকে। কলহপ্রিয় ব্যক্তিগণও বৃথা-তর্কে মত্ত হইয়া পড়েন। ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবত চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা-তর্ক হইয়া না পড়ে—এ-বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।

(৩) পরচর্চ্চা—প্রজল্পের অন্যতম

(৩) অকারণ পরচর্চ্চা অতীব ভক্তি-বিরোধী। অনেকেই আত্ম প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এইসকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণ-পাদপদ্মে কখনই স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্ত্তব্য। **কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনেক অনুকূল কথা আছে; তাহা পরচর্চ্চা হইলেও দোষের হয় না।** সম্পূর্ণরূপে পরচর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে হইলে বন-বাসই প্রয়োজন। ভক্তি-সাধকগণ গৃহী ও গৃহত্যাগী-ভেদে দ্বিবিধ। গৃহত্যাগী ব্যক্তির কোনমাত্র বিষয়োদ্যম না থাকায় তিনি পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু গৃহী ব্যক্তি উপার্জ্জন, সঞ্চয়, সংরক্ষণ ও কুটুম্ব-ভরণ-সম্বন্ধে পরচর্চ্চা একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ-সংসারে স্থিতিই একমাত্র সদুপায়। বিষয়-কার্য্যসমস্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধী হইলে, তাঁহার অনিবার্য্য পরচর্চ্চাও নিষ্পাপ এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভক্তিসাধক হয়। পরের যাহাতে ক্ষতি হয়, এইরূপ পরচর্চ্চা তিনি করিবেন না। তাঁহার কৃষ্ণ-সংসারে যেটুকু পরচর্চ্চা আবশ্যক হয়, তাহাই তিনি করিবেন। অকারণ পরচর্চ্চা করিবেন না। আবার গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব মহাজনগণ যখন যেরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই।

যথা শ্রীশুকদেব-বচন—

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥
দেহাপত্য-কলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥ (ভাঃ ২।১।৩-৪)

হে রাজন্! বিষয়ী লোক নিদ্রাসক্ত হইয়া রাত্রিক্ষেপ করে অথবা স্ত্রীসঙ্গে রাত্রিকাল যাপন করে। দিবসে তাহারা অর্থ-চেষ্টায় বা কুটুম্ব-ভরণে কাল নষ্ট করে। দেহ, অপত্য, কলত্র—ইহাদের সকলকেই নিজ-জন জানিয়া প্রমত্তভাবে তাহাদের নাশ দৃষ্টি করিয়াও তাহাদিগকে অনিত্য জ্ঞান করে না। শুকদেব শিষ্যোপদেশ জন্য এইরূপ বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসদ্-বৈরাগীর বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে 'প্রকৃতি'-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
'প্রকৃতি'-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"

(চঃ চঃ অ ২।১১৭, ১২০, ১২৪)

উপদেশ-স্থলে এবং বিষয়-সিদ্ধান্ত সময়ে এইরূপ বাক্য না বলিলে জগতের ও নিজের মঙ্গল হয় না। সুতরাং মহাত্মা গুরুবর্গ যখন এইরূপ আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন এরূপ উপদেশের বিরুদ্ধ-আচরণে আমাদের কিরূপ মঙ্গল হইবে? **কোন সম্প্রদায় বা সাধারণে প্রচলিত অসদ্ব্যবহার এইরূপ অবস্থায় আলোচনা করাকে ভক্তি-বিরোধী প্রজল্প বলা যায় না। কোন কোন সময়ে ব্যক্তি-বিশেষের কথা হইয়া পড়িলেও দোষ হয় না।** ভাগবত-প্রধান মৈত্রেয় বেণরাজা-সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন—

ইত্থং বিপর্য্যয়মতিঃ পাপীয়ান্নুৎপথং গতঃ।
অনুনীয়মানস্তদ্‌যাচ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্টমঙ্গলঃ॥ (ভাঃ ৪।১৪।২৯)

বিপর্য্যয়-মতি উৎপথগত মহাপাপী বেণরাজা অনেক অনুনয়েও তাঁহাদের যাচ্ঞা পরিপূরণ করিল না, যেহেতু সে ভ্রষ্টমঙ্গল হইয়াছিল। শ্রীমৈত্রেয় ঋষির এইরূপ পরচর্চ্চার আবশ্যক হইয়াছিল। অতএব উপদেশ-বাক্যের সহিত শ্রোতৃবর্গকে তদ্রূপ কহিয়াছিলেন; ইহাতে প্রজল্প হয় না। ভক্তি-সাধকদিগের ভক্ত-মণ্ডলীকে প্রাচীন ইতিহাস-সকল সহজে আলোচিত হয়।

তাহাতে অসাধুদিগের চরিত্র-আলোচনা স্থানে-স্থানে দেখা যাইতেছে। তাহা সর্ব্বদাই মঙ্গলজনক ও ভক্তির অনুকূল। ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাদি ভক্তি-বাধক প্রবৃত্তি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা ভক্তি-দেবীর নিকট অপরাধী।

(৪) বাদানুবাদ, (৫) পরদোষানুসন্ধান, (৬) মিথ্যা-জল্পনা, (৮) গ্রাম্যকথা—প্রজল্পের মধ্যে পরিগণিত

(৪) বাদানুবাদ কেবল জিগীষা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা নিতান্ত হেয়। **(৫) পরদোষানুসন্ধান** কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে। তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। **(৬) মিথ্যা-জল্পনা** কেবল বৃথা-গল্পের রূপান্তর। **(৭) গ্রাম্যকথা** গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্ত্যানুকূলরূপে কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার্য্য। পুরাবৃত্ত, পশু-বিবরণ-জ্যোতিষ ও ভূগোল ইত্যাদি বহির্ম্মুখ হইলে দূরে পরিহার্য্য। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎ-কথা, ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং, তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং, তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং, যদুত্তমশ্লোক-যশোঽনুগীয়তে॥
(ভাঃ ১২।১২।৪৯-৫০)

হে রাজন্! **যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথা উদয় না হয়, সেই কথা মিথ্যা ও অসতী।** যাহাতে ভগবদ্-গুণোদয় হয়, সেই কথাই সত্য; তাহাই মঙ্গল-স্বরূপ এবং তাহাই পবিত্র। যে-কথায় উত্তমশ্লোক ভগবানের যশঃ অনুগীত হয়, তাহাই রম্য, সুন্দর ও চিত্তের মহোৎসব। তাহাই মানবগণের শোকার্ণব-শোষণ-স্বরূপ।

সাধুনিন্দা—অমঙ্গলজনক প্রজল্প

(৭) সাধুনিন্দা-রূপ জল্পনা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। যদি কেহ হরিভক্তি পাইতে আশা করেন, তিনি যেন এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা করেন যে,—"আমি এ জীবনে কখনই সাধুদিগের নিন্দা করিব না।" তাঁহাদের নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয়। পরম-পাবন শ্রীমহাদেবের নিন্দা করিয়া তাপসশ্রেষ্ঠ দক্ষ প্রজাপতির বিষম অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। যথা, দশমে—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকমাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ (ভাঃ ১০।৪।৪৬)

মহদতিক্রম অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি অমর্য্যাদ-বাক্য বলিলে মানবের আয়ুঃ, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, পরকালগতি শুভ অর্থাৎ সমস্ত শ্রেয়ই বিনষ্ট হয়।

প্রবন্ধের নির্য্যাস বা উপদেশ-সার

এই প্রবন্ধের নির্য্যাস এই যে,—ভক্তির অনুকূল নহে, এইরূপ সমস্ত প্রজল্পই ভক্তি-সাধক বৈষ্ণবগণ বহুযত্নে পরিত্যাগ করিবেন। এই উপদেশগুলির মধ্যে প্রথম শ্লোকে যে 'বাচো বেগং' অর্থাৎ বাক্যের বেগ সহিবার উপদেশ আছে, তাহা কেবল নৈমিত্তিক বেগমাত্র। প্রজল্প-পরিত্যাগ-দ্বারা বাক্য নিত্যরূপে নিয়মিত হয়। নিষ্পাপ জীবন-নির্ব্বাহে যতটুকু প্রয়োজন হয়, তদ্ব্যতীত কোন প্রকার বাক্য-ব্যয় করাই ভাল নয়। আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে মঙ্গল হয় সেই সমস্ত কথা আলোচনা করাই প্রয়োজন। পরের বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিতে গেলে নিরর্থক জল্পনা হইবে। অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন—

পর-স্বভাব-কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ॥ (ভাঃ ১১।২৮।২)

যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকল প্রশংসা করেন বা নিন্দা করেন, তিনি অসদ্ বিষয়ে অভিনিবেশ-বশতঃ স্বার্থ হইতে শীঘ্রই ভ্রষ্ট হন।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতি-সন্দর্ভ—৬৪)

অতঃপর সখ্যরস বর্ণিত হইতেছে। তাহাতে আলম্বন (বিষয়) মিত্ররূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া শ্রীকৃষ্ণই মৈত্রীর বিষয় হন। আর তাঁহার লীলান্তঃপতী মিত্রবর্গ তাহার আশ্রয়। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয়-ভাববিশিষ্ট এবং সেই ভাব উৎকৃষ্ট সখ্যভাবে কোন কোন স্থানে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইলেও শ্রীমন্নরাকার বলিয়াই প্রতীত হন। শ্রীমদ্ভগদ্গীতায় ১১শ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জ্জুন প্রার্থনা করিলেন,—তেনৈবরূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে,—হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে সহস্রবাহো! তুমি সেই চতুর্ভুজরূপ হও। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে প্রাদুর্ভূত হইলে অর্জ্জুন বলিলেন,—দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন। ইদানী-

মস্মিসংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ অর্থাৎ, হে জনার্দ্দন! অধুনা তোমার সুন্দর মানুষরূপ দেখিয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল, আমি সুস্থ হইলাম। অতএব বিশ্বরূপ ও তজ্জনিত ভয়াদি-ভাব শ্রীঅর্জ্জুনের কিঞ্চিন্মাত্রও অভীষ্ট নহে।

সুহৃৎ ও সখাভেদে মিত্র দ্বিবিধ। পরস্পর নিরুপাধি উপকার ও রসিকতাময়ী প্রীতি যাহাদের থাকে, তাহারা সখা। শ্রীভীমসেন, দ্রৌপদী প্রভৃতি সুহৃৎ, আর সখা শ্রীঅর্জ্জুন, সুদামা বিপ্র প্রভৃতি। শ্রীগোকুলে শ্রীদামাদি গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের সখা। শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহাদের প্রসিদ্ধি আছে। আগমে বসুদাম, কিঙ্কিণী প্রভৃতি সখার কথা প্রসিদ্ধ। ভবিষ্যপুরাণে উত্তর খণ্ডে অন্তালীলায় সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষেন্দ্রভট প্রভৃতি সখা বলিয়া উক্ত। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহস্র সহস্র গোপবালক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তাঁহারই তুল্য। "সমান গুণ, স্বভাব, বয়স, বিলাসবেশবিশিষ্ট গোপগণসহ" ইত্যাদি আগমবাক্যে সখাগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমতাবিচার উক্ত আছে। গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্নো দেবা গোপালরূপিণঃ। ঈড়িরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ॥ (ভাঃ ১০।১৮।১১)

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে নৃপ! নট যেমন নটকে স্তব করে, তদ্রূপ গোপজাতিতে অভিব্যক্ত দেবগণও গোপালরূপী রামকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছেন। এস্থলে দেবশব্দে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ অভিহিত। দেব পদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপগণের মাহাত্ম্য-সাম্য, গোপালরূপী-পদের দ্বারা প্রকৃতি বেষ-লীলাসাম্য আর নট দৃষ্টান্ত-দ্বারা গুণসাম্য প্রদর্শিত।

শ্রীকৃষ্ণসখা গোপবালকগণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্নপ্রার্থনা-কালে বলিয়াছেন,—

দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ।
অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্হি দুষ্যতি॥ (ভাঃ ১০।২৩।৮)

হে সত্তমগণ! দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অগ্নীষোমীয় পশুমারণের পূর্ব্বে দীক্ষিতান্ন গ্রহণে দোষ আছে; তদ্ভিন্ন স্থলে এবং সৌত্রামণী ভিন্ন অন্য যাগে দীক্ষিতব্যক্তির অন্নভোজনে দোষ নাই।

এই বাক্যে গোপবালকগণের শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় ও সেই সখাগণ তিন প্রকার,—সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা। ভাববৈশিষ্ট্য দ্বারা ইঁহাদের ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীদামাদি শুদ্ধপরম মাধুর্য্যময়-প্রচুর প্রণয়পূর্ণ বিহার-লালিত্য দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥
(ভাঃ ১০।১২।১১)

জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মসুখানুভূতিরূপে, ভক্তগণের নিকট পরম দেবতা-রূপে মায়াশ্রিতগণের নিকট নরবালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণ সহ গোপ-বালকগণ বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই তদীয় প্রসাদের হেতুভূত প্রচুর পুণ্যকার্য্য করিয়াছিলেন।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥ (ভাঃ ১০।২১।৫)

শ্রীকৃষ্ণ নটবরবপু ধারণ করিয়া স্বীয় চরণচিহ্নে অঙ্কিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছমুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার, পরিধানে স্বর্ণের মত কপিশবর্ণ বস্ত্র এবং গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা। তিনি অধর সুধায় বেণুরন্ধ্র পূরণ করিতেছেন এবং গোপগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতেছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্ব বর্ণিত।

উদ্দীপন সকলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ—অভিব্যক্ত মিত্রভাব, সরলতা, কৃতজ্ঞতা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, দক্ষতা, শৌর্য্য, বল, ক্ষমা, কারুণ্য ইত্যাদি এবং অবয়ব ও বয়সের সৌন্দর্য্য সর্ব্বসল্লক্ষণত্ব প্রভৃতি।

সৌহৃদ্যময় মৈত্রীতে সরলতা প্রভৃতির প্রাধান্য, আর সখ্যময় মৈত্রীতে বৈদগ্ধ্য সৌন্দর্য্যাদিমিশ্র সরলতাদির প্রাধান্য। উভয়াংশ মিশ্রিত মৈত্রীতে গুণাংশদ্বয়ের (সরলতা ও সৌন্দর্য্যাদি মিশ্রসরলতার) যথাযোগ্য মিশ্রণ জানিতে হইবে।

শ্রীগোপগণ সম্বন্ধে সেই সবগুণের অভিব্যক্তির কথা বনভোজন লীলায় কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তান্ উচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্।
মিত্রাণ্যাশান্মাবিরমতেহান্নেঽত্র বৎসকানহম্॥ (ভাঃ ১০।১৩।১৩)

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ সহ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা বৎসসকল হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখেন। বৎস সকলের তৃণভোজন স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া সখাগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহাদিগকে ভয়সন্তপ্ত দেখিয়া সকলের অভয়দাতা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,— হে মিত্রগণ! তোমরা ভোজন হইতে বিরত হইও না। নিশ্চিন্ত মনে ভোজন কর। আমি

সকলের বৎস আনিয়া দিব। এই বলিয়া খাদ্য হস্তে তিনি পর্ব্বত, কন্দর, কুঞ্জর ও গহ্বর প্রভৃতি সর্ব্বত্র বৎসকলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে ব্রহ্মা আকাশে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর মোক্ষলীলা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্যলীলা দর্শনের অভিলাষে তিনি প্রথমে গোবৎসসকল, পরে (শ্রীকৃষ্ণের বৎস অনুসন্ধানকালে) সখাগণকেও অপহরণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে না পাইয়া পুলিন-ভোজনস্থলে আগমনপূর্ব্বক সখাগণকেও দেখিতে না পাইয়া বৎস ও বয়স্য-গণকে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কালীয় হ্রদের জলপানে মৃত গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করেন। ইহাতে মৈত্রীর উদ্দীপকঃকারুণ্য অভিব্যক্ত হইয়াছিল। যথা—

অন্বমংসত তদ্ রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম্।
পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ॥ (ভাঃ ১০।১৫।৫২)

গোপবালকগণ কালকূট পানে মৃত নিজেদের পুনর্জীবন লাভে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা দৃষ্টিকেই কারণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অন্য দৃষ্টান্ত—

অতোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিকধ্বনি প্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্॥
(ভাঃ ১০।১৩।৫)

বনভোজনলীলায় পুলিনভোজনস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিয়াছিলেন,—হে বয়স্যগণ! এই পুলিন অতি রমণীয়। এখানে আমাদের খেলার সম্পৎসকল বিদ্যমান—বালুকাসকল কোমল অথচ নির্ম্মল, আর সরোবরে প্রচুর পদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়ায় তদ্গন্ধে ভ্রমর ও সখিগণ আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিসহ যে-সকল তরু বিরাজিত তদ্দ্বারা এই পুলিন ব্যাপ্ত। সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি—

কচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্ষিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥ (ভাঃ ১০।১৫।১৬)

কোন কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত ক্রীড়া-প্রসঙ্গে বাহুযুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূলে পল্লবশয্যায় সখাগণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

কৃপালু তুমি 'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' জগতে অবতরী।
ব্যাসের কার্য্য করিয়াছ, শুদ্ধ ভক্তি প্রচারী॥
অপরাধ-ভঞ্জন-পাটের স্থানে করিয়াছ আশ্রম।
দয়ালু তুমি দর্শন দানে ঘুচাইলে জীবের ভ্রম॥
তুমি 'গুরুরূপে' করিয়াছ বদ্ধজীবের তমো-নাশ।
কতশত দাসে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছ ভক্তির পাশ॥
জীবন্ত ফুলে করিয়াছ সেবা বদ্ধ জীবের তরে।
ফুলের সৌরভ ছড়াইয়াছে আজও জগৎ মাঝারে॥
ইহ জগতে প্রকটকালে তোমায় বুঝে নাই যারা।
ফুলের গন্ধে চেতনা পেয়ে অনুতাপ করিতেছে তারা॥
দয়ার সাগর, রাধার প্রেষ্ঠ, ভক্ত কূল-চূড়ামণি।
শরণাগত-পালক, বেদান্তী-শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুণের গুণী॥
ভক্তি অতি অমূলরতন ভক্তগণে জানাইয়াছ।
ধর্ম্মধ্বজী পাষণ্ডীর কাছে তাহা গুপ্ত রাখিয়াছ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে ভুলি মায়ার কবলে ভুগিতেছিল সংসারে।
সে-সকল জীবে প্রেমের বন্ধনে আনিলে প্রভুর দ্বারে॥
উদ্ধার হইবে শ্রীগৌর ভজিলে সকলেরে ভরসা দিলে।
ত্রিতাপ যাইবে ভক্তি লভিবে শরণাগত হইলে॥
'মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ, গৌর-নিজজন' বলিয়া গুরুকে সেবিবে।
ভক্তি-রাজ্যে তবে প্রবেশ অধিকার শীঘ্রই লভিবে॥
শিক্ষা দিলে তুমি বদ্ধজীবেরে ভক্তিই মাত্র সার।
দৃঢ় করি লও গুরুর শরণ হইবে ভবপার॥
আচার্য্যকেশরী হুঙ্কারী স্থাপিলা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, মোক্ষকামী সকলই (ক্ষুদ্র) ভ্রষ্ট॥

'বেদান্ত সমিতি'-খনিতে করিয়াছ ত্রিরত্ন প্রকাশ।
প্রভুর বাণী প্রচারিছে যাঁরা পৃথিবীর সর্ব্বদেশ॥
পাপী, পাষণ্ডী, কুকর্ম্মীর করিতেছে মোহনাশ।
শ্রদ্ধালু জনে খুঁজিয়া খুঁজিয়া আনিছে ভক্তির পাশ॥
অজ্ঞান মূঢ় জীবেরে উদ্ধারি, দিয়াছ কৃষ্ণধন।
এ অধম দাসে, দয়া করি দেহ তব কৃপার এক কণ॥
মুঞি পাপীষ্ঠাধমচাহি আজ তব ভক্ত-পদধূলি।
তব ভক্তাশ্রয়ে থাকি, গাহি, তব একবিন্দু গুণাবলী॥

—শ্রীপ্রেমানন্দদাস ব্রহ্মচারী

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২ পৃষ্ঠার পর)

সার্ব্বভৌম—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরু-দেবতাত্মা॥" "দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইলে জীবের ভয় উপস্থিত হয় এবং বিপরীত স্মৃতি উদিত হয়; অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে গুরু, ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভেদজ্ঞানে সাধন করিবেন"—ভাগবতের এই উক্তি অদ্বৈত-জ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া জীব ও ব্রহ্মে অভেদত্বই অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন।

মহাপ্রভু—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ"—এই ভাগবত-বচনে "দ্বিতীয়"-পদ দ্বারা স্বকীয় দেহ-গেহাদিই উক্ত হইয়াছে। দেহ-গেহাদি-বিষয়ক আগ্রহ হইতে নরক-ভয় হইয়া থাকে, অতএব ভগবানেরই শরণ গ্রহণ কর্ত্তব্য—এইরূপই শ্লোকার্থ বক্তব্য, অন্যথা পূর্ব্বোক্তর বিরোধ ঘটিয়া থাকে। যদি আত্মব্যতিরিক্ত সর্ব্ব পদার্থই "দ্বিতীয়" পদ-বাচ্য বলিয়া তত্তদ্বস্তু-বিষয়ক আগ্রহ হইতে 'ভয়' জন্মিয়া থাকে, এইরূপ অর্থ বলা হয়, তাহা হইলে "ভজেৎ" এই পদ-দ্বারা ভজনরূপ দ্বিতীয় পদার্থের বিধানও অসঙ্গত হইয়া থাকে।

সার্ব্বভৌম—"গুরুদেবতাত্মা" পদের দ্বারা জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। গুরুদেবতাস্বরূপ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ আপনাকে ব্রহ্ম-স্বরূপ ভাবনা করিয়া সাধনা করিয়া থাকেন—ইহাই 'গুরুদেবতাত্মা'-শব্দে স্পষ্টীভূত হওয়ায় আপনার কথিত ব্যাখ্যা বাধিত হইতেছে।

মহাপ্রভু—"গুরুদেবতাত্মা" এই পদেও গুরুদেবতার স্বরূপ—এইরূপ অর্থ নহে, পরন্তু 'আত্মা' শব্দ মনোবাচক বলিয়া উক্তপদে গুরুদেবতাগত চিত্ত—এইরূপ অর্থ দ্বারা সেবকের গুণান্তরই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অন্যথা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপের ভজনাদি-ক্রিয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই শ্লোকে গুরুদেবতাত্মক বুধজনকে উদ্দেশ্য করিয়া ভজনের বিধান করা হইয়াছে; সুতরাং গুরুদেবতাত্মকত্বরূপ বিশেষণ অপেক্ষা "লিঙ্" প্রত্যয়ের অর্থভূত বিধিরূপ-ভজনই প্রবল। অতএব শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের পক্ষে আপাত-প্রতীয়মান অর্থগ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।

সার্ব্বভৌম—এখানে নির্গুণ ব্রহ্মকেই অদ্বিতীয় এবং তদতিরিক্ত সমস্ত পদার্থকেই দ্বিতীয় বা মিথ্যা উপাধিরূপে বর্ণন করিয়া মিথ্যা বস্তুতে অভিনিবেশ পরিত্যাগের কথাই কথিত হইয়াছে। আর আপনার মতানুসারে যদি "ভজেৎ" এই ক্রিয়ার প্রাধান্যই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ঐরূপ ভজন ঈশ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হওয়ায় ঐরূপ ভজনক্রিয়ারও ব্যবহারিকতাই সিদ্ধ হইল। অতএব ব্রহ্ম ও জীবে অভেদই সিদ্ধান্ত; জীব ও জগৎ মিথ্যা উপাধি মাত্র।

মহাপ্রভু—যদি দ্বিতীয়াভিনিবেশ ভয়ের কারণ হয়, তাহা হইলে উহা মুমুক্ষুগণের পরিত্যাজ্য—এইরূপ অর্থই হইতে পারে, পরন্তু দ্বিতীয় বস্তুর মিথ্যাত্ব কোনরূপে সিদ্ধ হয় না। বৈরাগ্যশীল পুরুষ সন্ন্যাস-অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিলে সেজন্য যেরূপ গৃহ দগ্ধ হইয়া যায় না, সেইরূপ মুমুক্ষুগণ দ্বিতীয় পদার্থ-বিষয়ক অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিলেই তদ্দ্বারা দ্বিতীয় পদার্থের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না। দ্বিতীয় বস্তু সর্ব্বতোভাবে অবিদ্যমান হইলে শশ-শৃঙ্গ সদৃশই হইয়া থাকে। যদি দেহ-গেহাদি দ্বিতীয় বস্তুকে আপনার মতে পারমার্থিকরূপে অবিদ্যমান বলা হয়, তাহা হইলে আমরাও উহাদিগকে স্বরূপতঃ অবিদ্যমান (অর্থাৎ আগন্তুক) বলিতে পারি। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা বিষ্ণুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিষয়ে অভিনিবেশশীল পুরুষের ভয় এবং বিপরীত জ্ঞান হইয়া থাকে।

সশক্তিক মায়াধীশ পরব্রহ্মের অপেক্ষায় নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই দ্বিতীয় হইয়া থাকে। "সব্যাপকতয়াত্মানম্" ইত্যাদি শ্লোকে হংসযুগলের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব, ভিন্নভাব, পরস্পর আশ্রয়ভাব, বোধ্য-বোধকভাব এবং নিত্যজ্ঞান জন্য জ্ঞানভাব বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাকে পরব্রহ্মের আশ্রিত এবং পরব্রহ্মকে আত্মার নিয়ামকরূপে অবগত হইয়া তদীয় জ্ঞান পরিত্যাগ না করিয়া এই সংসারে ভ্রান্তি হইতে নিবৃত্তি হইয়াছিলেন। ধূম, অগ্নিকণা এবং অঙ্গার লোকমধ্যে অগ্নিরূপে প্রসিদ্ধি হইলেও বস্তুতঃ অগ্নি যেরূপ এইসকল পদার্থ হইতে পৃথক-স্বরূপ, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুও ভূতপঞ্চক, ইন্দ্রিয়গণ, অন্তঃকরণ, প্রকৃতি এবং জীব হইতে ভিন্নই হইয়া থাকেন। শ্রুতিসমূহে—"অয়মন্যঃ" "ইমৌ দ্বৌ" "ভিন্নাবিমৌ" ইত্যাদি পদসকলের স্বরূপভেদ ব্যতীত অন্য অর্থ আদরণীয় নহে। ভেদ-শ্রুতি-সকল জীবের বদ্ধত্ব, অপূর্ণত্ব কর্ম্মফলভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মের নিত্যমুক্তত্ব, পূর্ণত্ব, কর্ম্মফলভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কীর্ত্তন দ্বারাই ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন। নিত্য পদার্থ-সমূহের মধ্যে অতিনিত্য এবং চেতনসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট চেতনস্বরূপ এক ভগবান্ বহু জীবের কাম্য বিষয়রূপে জড় পদার্থ সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহাকে আত্মমধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদের শাশ্বত সুখলাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা উক্তরূপে দর্শন করিতে সমর্থ নহেন কিম্বা বিরুদ্ধভাবে দর্শন করেন, তাঁহারা শাশ্বত সুখভাগী হইতে পারেন না। "নিত্যো নিত্যানাং" এই শ্রুতি কর্ত্তৃক এবম্বিধ অর্থসকল কথিত হইতেছে। "নিত্যানাম্" ইত্যাদি পদে নির্দ্ধারণার্থক ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রয়োগহেতু সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং নিত্যদেহও সিদ্ধ হইয়া থাকে। গুণ-সকলের বারম্বার কীর্ত্তনরূপ অভ্যাস-দ্বারা ঐ সকলের শ্রুতি তাৎপর্য্য-বিষয়ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। অনেক জীবমধ্যে অবস্থিত ভগবানের একত্ব-কীর্ত্তন দ্বারা অনন্ত অবতাররূপ সকলেরও অভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। একত্ব দশায়ও ভগবানের অনন্তত্ব-ঘটক শক্তি-বিশেষ সিদ্ধ বলিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি-বর্ণিত পুচ্ছের সহিত পুচ্ছবিশিষ্ট আনন্দময়ের অভেদ কৈমুত্য ন্যায়-বলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভগবদ্গত নিখিল-গুণের অভেদ-কীর্ত্তন-হেতু, গুণ-সমূহের চিন্ময়ত্ব এবং ধ্যেয়ত্ব-কথন-হেতু, ভগবানের অভীষ্ট-দেবত্ব, সৌন্দর্য্য ও সুপ্রসন্নতা প্রভৃতি গুণ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রুতি বলে জীবের অন্তঃস্থিত ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্ব, শক্তি, স্বতন্ত্রতা, স্রষ্টৃত্ব, কামদাতৃত্ব, মুক্তিপ্রদত্ব,

সর্ব্বেশ্বরত্ব, পূর্ণত্ব এবং নিত্যত্ব প্রভৃতি গুণ সাধিত হইয়াছে। "চেতনানাং" এই বহুবচনান্ত প্রয়োগ হেতু মুক্তগণের বহুত্ব, ব্রহ্মের মুক্তগণ-স্বামিত্ব এবং মুক্তগণের মধ্যেও আত্মগত ভগবজ্জ্ঞানের স্থিতি কথিত হইয়াছে। জীব-সকলের মধ্যে কেহ কেহ আত্মস্থ ভগবান্‌কে অবগত হইয়া থাকেন, কেহ কেহ তদ্বিষয়ে অজ্ঞ এবং কেহ কেহ বা তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট। এইরূপে জীবগত ত্রৈবিধ্য-কথন-হেতু তাহাদের পরস্পর ভেদ এবং অভিষ্টদায়ক ভগবান্ হইতে পার্থক্য সাধিত হইয়া থাকে। অতএব উপপত্তি-সহকারে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্থাপিত হইল। মোক্ষোপ-যোগিত্বনিবন্ধন উক্তভেদ অত্যন্ত সত্য। কাম্য বিষয়ের বহুত্ব কীর্ত্তন-হেতু জড়পদার্থ-সমূহের পরস্পর ভেদ এবং ঈশ্বর কর্তৃত্ব-কথন-দ্বারা ঈশ্বরের সহিত তাহাদের ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। জগতের সৃষ্টিকথন-হেতু তাহার সত্যত্ব এবং "লট্" প্রত্যয় প্রয়োগবলে নিত্যকাল বৃত্তি নির্ণীত হইয়াছে। জীবের ভোগের জন্য জড়সৃষ্টি কথনহেতু জীব ও জড়গত ভেদ সাধিত হইয়া থাকে। এই সকল শ্রুতিপদ-দ্বারা এক জীববাদ, জীবগত অভেদবাদ, জীব ও ঈশ্বরগত অভেদবাদ, জীবগণের চিদ্রূপত্ব, ব্রহ্মের অকর্তৃত্ব, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের মোক্ষণ-সাধনত্ব, জগতের মিথ্যাত্ব এবং এককালীন সর্ব্ব-বিমুক্তি দূষিত হইয়াছে। সর্ব্ব-জীবোত্তম চতুর্ম্মুখের ও ভগবানের সহিত ঐক্য শ্রুতিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি তাঁহারই ঐক্য সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ক্ষুদ্র জীবগণের ঐক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? হয়গ্রীব নামক অসুর বেদ অপহরণ করিলে চতুর্ম্মুখ উহার উদ্ধারে অসমর্থ হইয়াছিলেন, পরন্তু শ্রীহরি মৎস্যাদি-অবতার গ্রহণপূর্ব্বক বেদসকলের উদ্ধার করিয়াছেন, শ্রুতিতে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। শ্রীহরি নিজগুণ পরিত্যাগ কিম্বা অন্যকে উক্ত-গুণ প্রদান করেন না। তপস্যাদ্বারা তাঁহারা আরাধনা করিলেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র কর্তৃত্বাদি-গুণই প্রদান করিয়া থাকেন। পৌণ্ড্রক রাজা নিজেকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়াছিলেন এবং শিশুপাল নিজেকে লক্ষ্মীপতি বলিয়া অভিমান করায় তাহাকেও সংহার করিয়াছিলেন; সুতরাং অপর যে কেহ তাঁহার সাম্যবুদ্ধি করিলেই তিনি তাহা ক্ষমা করিতে পারেন না। পৌণ্ড্রক বাসুদেবের "আমিই কৃষ্ণ" এইরূপ অভিমান ব্যতীত অন্য কোন অপরাধই ছিল না; সুতরাং সোঽহং ভাবই যদি শাস্ত্রতত্ত্ব হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কি জন্য পৌণ্ড্রককে বধ

করিয়াছিলেন? মধুসংগ্রহশীল ভ্রমরগণের মধ্যে স্থূল ও ক্ষুদ্র-ভেদে দ্বিবিধ জাতিভেদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে স্থূল ভ্রমর ক্ষুদ্র ভ্রমরকে ভক্ষণ করিবার জন্য নিজ বাসস্থানে আনয়নপূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিলে ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরই সর্ব্বদা নিজের ভবিষ্যৎ সংহারকর্ত্তা স্থূলভ্রমরের রূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বয়ংও কালান্তরে তাদৃশ স্থূল ভ্রমররূপেই পরিণত হয়, এইরূপ জীবও "অহংব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বয়ং ব্রহ্মরূপ লাভ করিয়া থাকেন, ইহা মায়াবাদিগণের সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,—ক্ষুদ্র ভ্রমর স্থূল ভ্রমরকে ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থূল ভ্রমর হইতে পৃথক্ অন্য স্থূল ভ্রমররূপেই পরিণত হয়, পূর্ব্ব স্থূল ভ্রমরের ঐক্য প্রাপ্ত হয় না; বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ভ্রমর স্থূল ভ্রমরকে নিজের সংহারকর্ত্তারূপেই চিন্তা করিয়া থাকে, নিজকে তদভিন্নরূপে চিন্তা করে না। মায়াবাদিগণ ক্ষীর এবং নীর দৃষ্টান্ত-অনুসারে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রাপ্তি বলিয়া থাকেন, পরন্তু ক্ষীর নীরেও মিশ্রভাবই হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ঐক্য লাভ হয় না। যদি ঐক্য প্রাপ্তিই হইত, তাহা হইলে অগ্নি সন্তাপে জলের নাশ এবং কেবলমাত্র ক্ষীরের পিণ্ডাকারে অবস্থান সম্ভব হইত না, ক্ষীর এবং জলের তাদৃশ একীভাবস্থলেও অম্লরস-সংযোগে পুনরায় পৃথক ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, পরন্তু বস্তুতঃ ঐক্যস্থলে তাদৃশ পৃথকভাব সম্ভবপর নহে; সুতরাং কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্ব এবং অভোক্তৃত্বরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-নিবন্ধন জীব এবং ঈশ্বরের ঐক্য হইতে পারে না। জীব—মায়াবশ, ঈশ্বর—মায়াধীশ। অতএব জীব ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ।

দ্বাদশ বৈষ্ণব

(৫) কপিল

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৮ পৃষ্ঠার পর)

কপিল-দেবের হৃদয় স্নেহ-রসে অভিষিক্ত হইল। মাতার অভিপ্রায় মত তিনি আবার বলিতে লাগিলেন:—"মাতঃ আনন্দ-মূর্ত্তি সর্ব্বাকর্ষক শ্রীভগবানেই শুদ্ধ-জীবাত্ম-স্বরূপের লৌল্য স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু তাঁহারই গুণময়ী মায়া শক্তি তাঁহাকে অন্তরাল করিয়া, সম্মুখে প্রাকৃত রূপ-রসাদি

ধরিয়া, জীবকে ঐ প্রাকৃত বিষয়েই বদ্ধ করিতেছে। সাধুসঙ্গে, ইন্দ্রিয়বর্গের ঐ স্বতঃসিদ্ধ-বৃত্তি বিষয় হইতে আবার তাঁহাতেই উন্মুখ হয়। ইহাই অভিসন্ধি-শূন্যা শুদ্ধা ভগবদ্‌ভক্তি। এই ভক্তি, মুক্তি হইতেও মহীয়সী। আমার অকিঞ্চন ভক্তগণ মুক্তিবাঞ্ছা কখনও করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা আমার সেবাতেই অনুরক্ত। আমার আনন্দচিন্ময় মদনমোহন-রূপেই তাঁহারা একান্ত আসক্ত। ইহাতেই, তাঁহারা ঐ মুক্তির প্রতি ফিরিয়া না চাহিলেও, ঐ ভক্তিকিঙ্করী মুক্তি, দাসীরূপে তাঁহাদের সেবা করে। তাঁহারা মুক্তলোক বা সিদ্ধ-লোক অতিক্রম করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। মুমুক্ষুর সদাবাঞ্ছিত ঐ সাযুজ্য-মুক্তি বা মোক্ষপদও কাল-বিপ্লুত। কিন্তু, আমার অমল ভক্তিপথের প্রিয়তম ভক্তগণ আমার নিত্যধামে প্রবেশ লাভ করিয়া, কালের সম্পূর্ণ অতীত অভয় পদ অধিকার করেন। আমার অনিমিষ-কাল-চক্র কদাচ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। অতএব, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীভগবানে সুদৃঢ় ও সুনির্ম্মল ভক্তিযোগই জীবের পরম মঙ্গলের দ্বিতীয় মহাপথ। মাতঃ, তুমিও সর্ব্বপ্রযত্নে এই পথ আশ্রয় কর।"

"শ্রীহরিই সর্ব্ব কারণ কারণ। কেহ স্থূলবুদ্ধি-বশে জড়া প্রকৃতিকেই জগতের মূলকারণ বলে; কিন্তু, তাহা ভুল। প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র,—পুরুষই মূল কারণ। তাঁহারই বীর্য্য ধারণ করিয়া প্রকৃতি সত্ত্ববতী হয় এবং প্রসবাদি কার্য্য করে। তাহা হইতে প্রথম এই অখিল জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। পরে তাহা হইতে এই জগতে সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ,—এই পঞ্চমহাভূত; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ,—এই পঞ্চ তন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্,—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ,—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ঐ প্রকৃতি—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। পুরুষ—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন প্রকৃতির গুণ,—একত্রে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। তন্মধ্যে ঈশ্বর ও জীব ভেদে পুরুষ দ্বিবিধ। প্রকৃতি সগুণ; পরম পুরুষ ঈশ্বর নির্গুণ; তিনি পরমাত্ম-স্বরূপে অচিন্ত্যশক্তি-বলে প্রকৃতি জাত জীবদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। জলাশয়-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের মত নির্লিপ্ত থাকেন। তাঁহাকেই পরমাত্মা—পরম-পুরুষ বলে। তাঁহারই অণু-রূপ একাঙ্গ বা অঙ্গাভাস, প্রকৃতির গুণে

অহঙ্কার-যুক্ত হইয়া জীব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই জীব নির্গুণ হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অভিমান করিয়া সুখ-দুঃখাদি দেহ-ধর্ম্মে লিপ্ত হন। আবার সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হইয়া নির্গুণস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। আমাতে তীব্র ভক্তিযোগ হইতেই বদ্ধজীব গুণাতীত অবস্থায় আমার নিত্য-সেবায় স্বরূপে অবস্থান করে।"

"মাতঃ, অতঃপর, এই গুণ-বন্ধন বা মায়াপাশ হইতে সম্যক্ মুক্তি পাইবার জন্য কিরূপে আমার ভজনা করিতে হয়, তাহাই বলিতেছি, শুন। ভক্তিযোগীরা ধ্যান-যোগে অন্তরে পরমাত্মার শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর শ্যামল-সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হন। শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভক্তগণ যে স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করেন, তাহা অনুত্তম অতি সুন্দর নবকিশোর মূর্ত্তি। সেই চরণ হইতে উদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধরিয়াই শিবও 'শিব' নামের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন।"

দেবহূতি কহিলেন,—"হে ভগবন্, ভক্তিযোগ-কথা আমি আরও শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি বল। তোমাকে ভুলিয়া সংসার ঘোর মোহ-নিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছে; তুমি তাহাকে জাগরিত করিবার জন্য পরম যোগ-প্রকাশ সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছ।"

মাতার এই সুভাষিত সুন্দর বাক্যে আনন্দিত হইয়া কপিলদেব আবার কহিতে লাগিলেন :—"মাতঃ, ভক্তি দুই প্রকার; সগুণ ও নির্গুণ; ফল-কামিদের ভক্তি সগুণ, আর, সকলের হৃদয়-বিহারী শ্রীহরির গুণগাথা শ্রবণমাত্রই, যাঁহাদের মনোগতি সাগরগামিনী গঙ্গাজল-ধারার মত অন্য-লক্ষ্যহীনা হইয়া অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সেই পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীহরি-পাদ-পদ্মেই ধাবিতা হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের যে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, নিরবচ্ছিন্না ও নির্ম্মলা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি তাহাই নির্গুণ ভক্তি। নির্গুণ ভক্তগণ, মুক্তিকে 'পিশাচী' নামে অভিহিতা এবং ভুক্তিরই প্রকার-ভেদমাত্র জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিরন্তর সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই চাহেন না। এই অহৈতুক ভক্তিযোগকেই 'আত্যন্তিক' বা শুদ্ধ ভক্তিযোগ বলা হয়। আমার এই ভক্তগণ, আমার নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সাধুসেবা, সরলতাচরণ, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ইন্দ্রিয়-দমন, হরিকথা-শ্রবণ, মহতের সম্মান, ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা প্রভৃতি ভক্তির অনুকূল আচরণ দ্বারা অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হন।"

"যাহারা দ্বেষ-হিংসাদির বশে ইন্দ্রিয়তোষণ জন্য জীবগণের প্রতি নির্দ্দয় আচরণ করে, অথচ আমার অর্চ্চনার ছলনা করিয়া থাকে, তাহাদের ঐ অর্চ্চনা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই যতদিন পর্য্যন্ত না স্বীয় হৃদয়ে ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমার ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ উত্তমাধিকার লাভ হয়, তাবৎকাল সাধুপথে শ্রীঅর্চ্চাতে আমার পূজা-বিধান কর্ত্তব্য।"

"হে অনঘে, এই জগতে অনন্ত কোটি জীব আছে। তন্মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সকলের মধ্যে চতুর্ব্বর্ণাত্মক ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ-জন শ্রেষ্ঠ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতেও, যিনি সর্ব্ব কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া, সর্ব্বথা হরি-সাধনায় রত, তিনি শ্রেষ্ঠ। হরি-পরায়ণ ভাগবতজন হইতে শ্রেষ্ঠ জীব আর নাই। সকলের উপর হরিভক্তের অক্ষয় আসন।

"হরিভক্তিহীন হৃদয় নানা দুঃখ, অভাব ও অশান্তির আলয়। তাহা কদাচিৎ কোন অনিত্য সুখের আশ্রয় হইলেও, পরিণামে দুঃসহ সন্তাপে দগ্ধ হয়। হরিবিমুখ বিষয়ীরা, মায়ার-কবলে ত্রিতাপময় সংসারে, আর যমদণ্ডে যন্ত্রণাময় নরকেই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে। গর্ভবাস-কালে তাহার আপন দুঃখ-দুর্গতির কথা মনে হয়; তখন সে শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া কত কাঁদে; বলে,—"হরি হে, আমার দুঃখ দূর কর; আমাকে রক্ষা কর; আর আমি তোমার সেবা ভুলিয়া বিষয়-সেবা করিব না। আমাকে এবার ক্ষমা কর।" কিন্তু, ভূমিষ্ঠ হইয়াই, সে আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়; আবার সেই বিষয়-কূপেই মগ্ন হয়; হরিভজন করে না; হরিভক্তের নিকট যায় না; পরন্তু, তাঁহার (ঐ হরিভক্তের) দ্বেষ করে। সুতরাং তাহাকে (সেই হরিবিমুখ হরিভক্তদ্বেষী জীবকে) আবার সেই ভীষণ নরকেই যাইতে হয়। জন্ম-মৃত্যু-পথেই বৃথা যাতায়াত করিয়া কল্প-কল্প-কাল কঠোর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কোনও পথে অনিত্য-স্বর্গাদি উন্নত পদবী লাভ করিলেও, পুণ্যক্ষয়ে আবার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে, আবার নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাই, চতুর ব্যক্তি, সাধুসঙ্গে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করেন, এবং সাধুসেবায় শুদ্ধ হইয়া পরম ভক্তিযোগে হরিভজনায় রত হন। হরিভক্তই সকলকে অতিক্রম করিয়া, আমার নিত্যানন্দপুরে প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করেন।"

ভগবান্ কপিলদেব নীরব হইলেন। ভাগ্যবতী দেহহূতি তাঁহার শ্রীমুখে এই পরমজ্ঞান লাভ করিয়া সম্পূর্ণ মোহপাশ-মুক্ত হইলেন। তিনি পুত্রকে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন।

দেবহূতি বলিলেন,—"হে ভগবন্, ধন্য, তোমার ভক্তগণ ধন্য! চণ্ডালও তোমার শরণ গ্রহণ করিয়া, তোমার একটীবার নাম গান যাঁহার রসনায় সদা বর্ত্তমান, তাঁহার কথা আর কি বলিব? অতি নীচকুলে আবির্ভূত হইলেও তিনি সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বোত্তম। হে কপিলরূপধারী হরি, আমি তোমার চরণে বারম্বার প্রণাম করি।"

কপিলদেব কহিলেন;—"মা, আমি তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, সেই উপদেশ-মত তুমি এইবার সাধনা কর। এইরূপ সাধনা অর্থাৎ অকৈতব-ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের আরাধনা হইতেই জীব আপন নিত্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, কৃতকৃত্য হয়।"

এই বলিয়া কপিলদেব জননীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি উত্তর মুখে গিয়া প্রাকৃত লোকলোচনের অলক্ষ্যে অদৃশ্য হইলেন। যিনি এই কপিল চরিত্র শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কৃষ্ণে মতি দৃঢ়া হয়।

বিশুদ্ধভক্তিযোগের বা অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশদাতা কপিলদেব, শ্রীবিষ্ণুর আবেশ অবতার। ইঁহার উক্তির প্রত্যেক বাক্য ভগবদ্ভাব-ভক্তিতে পূর্ণ। তিনি নিরীশ্বর-সাংখ্য-শাস্ত্রকর্ত্তা কপিল ইহাতে ভিন্ন। নিরিশ্বর সাংখ্য প্রণেতা কপিল অন্য একজন মহর্ষি। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্মতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগ-প্রবর্ত্তকঃ॥" (বনঃ পর্ব্বঃ ২২০·২১)। অত্র নীলকণ্ঠ টীকায়াম্,—"অতএব কপিলঃ সাংখ্যঃ নিরীশ্বরশাস্ত্রং তদ্রূপো যোগস্তস্য প্রবর্ত্তকঃ॥" অনেকে ভ্রমবশে এই নিরীশ্বর জীবতত্ত্ব কপিলের সহিত আমাদের আলোচ্য ভগবদবতার কপিলের নামের ঐক্য দর্শন করিয়া গোলযোগ করেন। "তথাচ নামমাত্রেণ ন ভ্রমিতব্যমিতি।"

শ্রীভগবানের "আবেশ" দ্বিবিধ—

(১) "ভগবদাবেশ",—যথা, কপিল ও ঋষভদেব।

(২) "শক্ত্যাবেশ",—যথা, নারদ, ব্যাস, পৃথু, ব্রহ্মা, সনকাদি।

যাঁহাতে সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানে কোনও এক শক্তির বিশেষ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহাকেই "শক্ত্যাবেশ" বলে। যেমন, নারদে ভক্তি-শক্তি; পৃথুতে পালনী-শক্তি; চতুঃসনে জ্ঞান-শক্তি; ব্রহ্মায় সৃষ্টি-শক্তি, ইত্যাদি। তাঁহাদের আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাস' বলিয়া অভিমান হয়। মহত্তম জীব মাত্রেই শক্ত্যাবেশ ও অভিমান এইরূপ হইয়া থাকে।

ভগবদাবিষ্ট জীবে এই শক্তি অধিকতর ভাবে প্রকট হয়। তাই তিনি আপনাকে 'শ্রীভগবান্' বলিয়াই অভিমান করেন। কপিলদেব ও ঋষভদেব আপনাদিগকে 'ভগবান্' বলিয়াই অভিমান করিতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিলদেবের মত ও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলের মত ভিন্ন। শ্রীভাগবত পাঠে জানা যায় যে, দেবহূতি-নন্দন কপিলের বাক্য যিনি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার গরুড়ধ্বজ ভগবান শ্রীহরিতে মতি দৃঢ়া হয় এবং তিনি ভগবৎপাদপদ্ম সেবা লাভ করেন। কিন্তু নীরিশ্বর কপিলের মতে,—'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' (সাংখ্যদর্শন ১।৯২), অর্থাৎ কোনও প্রকারেই ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে 'মুক্ত' বলিবে, নয় 'বদ্ধ' বলিবে, তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই (সাংখ্যদর্শন ১।৯৩)। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, 'তবে ঈশ্বর-প্রতিপাদক শ্রুতির কি গতি হইবে?' তদুত্তর আশঙ্কা করিয়া সাংখ্যকার বলিতেছেন,—ঈশ্বর-বিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসকল মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাসূচক অথবা অনিমাদিসিদ্ধযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদির উপাসনাপর। ইহা ব্যতীতও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিলমতের অনেক বিরোধী মতসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা নিরীশ্বর কপিলের মতে—জড়া প্রকৃতিই জগৎকারণ; কিন্তু ভাগবতোক্ত সেশ্বর কপিল দেবের মত বা বেদের মত তাহা নহে। এইজন্য পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের কথা উল্লেখ আছে যথা—

কপিলো বাসুদেবাংশ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
সর্ব্বদেববিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ॥
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্ক-পরিবৃংহিতম্॥

সুতরাং কপিল দুইজন,—একজন ঈশ্বরাবতার, আর একজন নিরীশ্বর। ভগবান্ কপিল ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি ও বাসুদেবাংশ; তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও 'আসুরী' নামক ব্রাহ্মণ ও স্বীয় জননীকে সর্ব্ব-বেদার্থ-সম্বলিত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। আর নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ; ইনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী 'আসুরী' নামক অপর ব্রাহ্মণকে সর্ব্ব-দেববিরুদ্ধ কুতর্ক-পরিপূর্ণ সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। কার্দ্দমি কপিল সত্যযুগে আবির্ভূত হন। অগ্নিবংশজ নাস্তিকবাদ-প্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। দেবহূতি-নন্দন কপিলই সেশ্বর সাংখ্যদর্শনের আদিকর্ত্তা, তিনি যদিও 'সাংখ্যদর্শন' নামে কোনও বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, তথাপি তৎপ্রণীত সাংখ্যমত শ্রীমদ্ভাগবাদিত গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে যে সাংখ্যমত বলিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তি যোগেরই কথা পাওয়া যায়। এমন কি, সালোক্যাদি-মুক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি বিশেষরূপে গর্হণ করিয়াছেন (ভাঃ ৩।২১-১৪)। **নিরীশ্বর কপিল পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববাদী; ভগবদাবেশবতার** কার্দ্দমি কপিল **ষড়্-বিংশতি-তত্ত্ববাদী**। ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলই ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি-কপিলোক্ত সাংখ্যমত-গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়া 'সাংখ্যদর্শন' নামে প্রচার করেন। কিন্তু ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব-প্রতিপাদক সাংখ্যদর্শনখানি সত্যযুগের কার্দ্দমি কপিলের ষড়্বিংশতিতত্ত্ব-প্রতিপাদক সাংখ্য-মতেরই সার-সঙ্কলন হইলেও উহাতে মত-পার্থক্য আছে। ঐ সকল মতই শ্রুতিবিরুদ্ধ নাস্তিকমত। পরাশর পুরাণে লিখিত আছে,—

"অক্ষপাদ-প্রণীত ন্যায়দর্শন, কণাদপ্রণীত বৈশেষিক দর্শন, কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শন এবং পতঞ্জলি-কৃত যোগ-দর্শনের শ্রুতি-বিরুদ্ধ অংশসকল শ্রুত্যেকশরণ সাধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত।" বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'কতকগুলি বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়া সাংখ্যাদি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে; অসুরগণের মোহনার্থই ঐরূপ কৌশল করা হইয়াছে। অতএব সুধিগণ উহাদের হেয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয়াংশই গ্রহণ করিবেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত-সার

[দশম স্কন্ধের অধ্যায় বিবরণ]

প্রথম অধ্যায়—কৃষ্ণাবতার-চরিতামৃতশ্রবণাতৃপ্ত মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রীশুকসমীপে পুনঃপ্রশ্ন এবং দেবকী-সুত হইতে কংস স্বীয় মৃত্যুর সম্ভাবনা শ্রবণপূর্ব্বক ভীতচিত্ত হইয়া দেবকীর ষট্‌শিশু-বিনাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—কংস-বিনাশার্থ দেবকী-গর্ভে শ্রীহরির প্রবেশ, ব্রহ্মাদি দেবগণের দেবকীগর্ভগত শ্রীহরির স্তব ও দেবকীকে সান্ত্বনাপ্রদান।

তৃতীয় অধ্যায়—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির স্বস্বরূপে আবির্ভাব, মাতাপিতার পুত্রকে ভগবজ্‌জ্ঞানে স্তুতি এবং কংসভয়ভীত পিতার পুত্রকে গোকুলে আনয়ন।

চতুর্থ অধ্যায়—চণ্ডিকাবাক্য-শ্রবণে অতিভয়াকুল কংসের দুর্ম্মন্ত্রিগণ-প্রদত্ত বালাদিহিংসন-রূপ অহিত পরামর্শকে 'হিত' বলিয়া জ্ঞান।

পঞ্চম অধ্যায়—শ্রীনন্দমহারাজের পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন-পূর্ব্বক মথুরায় গমন ও তথায় বসুদেব-সহ মিলনোৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায়—সখা-বসুদেব বাক্যানুসারে শ্রীনন্দের গোকুল-প্রত্যাগমন-কালীন পথিমধ্যে মৃত-রাক্ষসীদর্শন এবং তদ্মরণবৃত্তান্তশ্রবণে বিস্ময়।

সপ্তম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাশ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিতের উৎসাহ ও প্রশ্ন; শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণের শকটোৎক্ষেপ, তৃণাবর্ত্ত-বধ এবং মুখ-গহ্বরে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন।

অষ্টম অধ্যায়—গর্গকর্ত্তৃক দেবকীপুত্র ও রোহিণীপুত্রের নামকরণ এবং নন্দসমীপে কৃষ্ণতত্ত্ব-কথন; শ্রীরামকৃষ্ণের রিঙ্গণ (জানুচংক্রমণ), পদদ্বারা বিচরণ, গব্যমোষণ (গব্যাপহরণ), গবাভাণ্ডভঞ্জনাদি বাল্যক্রীড়া তথা শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তক্ষণ ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন এবং পরীক্ষিত-প্রশ্নোত্তরে শ্রীশুকের দ্রোণ ও ধরাদেবীর প্রসঙ্গ-বর্ণনাদি।

নবম অধ্যায়—মাতা-যশোদার দধিমন্থনকালে কৃষ্ণের স্তন্যপানেচ্ছা, মাতা কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে ভূমিতলে অবতারণ করিয়া চুল্লীস্থ উৎসিচ্যমান দুগ্ধরক্ষার্থ গমন করিলে কৃষ্ণের ক্রোধ ও দধিভাণ্ডভঞ্জনাদি-লীলা, কৃষ্ণকৃত ভাণ্ডভঙ্গাদি-দর্শনে যশোদার কৃষ্ণকে বন্ধনোদ্‌যোগ, সমস্ত বন্ধনরজ্জুর দ্ব্যঙ্গুলাপূর্ত্তি এবং মাতার শ্রান্তি-দর্শনে কৃষ্ণের বন্ধন-স্বীকার।

দশম অধ্যায়—দামোদর শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-লীলা-রহস্য ও কৃষ্ণ পাদপদ্মস্পর্শ-হেতু শাপাবসানে যমলার্জ্জুন-বৃক্ষ হইতে নির্গত কুবেরাত্মজ দ্বয়ের দিব্যদেহধারণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণস্তুতি।

একাদশ অধ্যায়—শ্রীনন্দকর্ত্তৃক কৃষ্ণের দাম-বন্ধন-মোচন, শ্রীকৃষ্ণের ফলক্রয়াদিচ্ছলে ফল-বিক্রেত্রীর প্রতি কৃপা-প্রদর্শন, শ্রীনন্দাদি গোপবৃন্দের সগোষ্ঠী গোকুল হইতে বৃন্দাবনযাত্রা এবং কৃষ্ণের বৎস ও বকাসুর-বধলীলা।

দ্বাদশ অধ্যায়—কৃষ্ণের গোপবালকগণসহ বনবিহার এবং অঘাসুর-বধলীলা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ব্রহ্মার গোবৎস ও বৎসপাল-হরণ, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বান্তর্যামিরূপে যোগমায়া-প্রভাবে সম্বৎসরাবধি তত্তৎস্বরূপে লীলাবিস্তার-পূর্ব্বক ব্রহ্মবিমোহন এবং অবশেষে ব্রহ্মার মোহনাশ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—শ্রীভগবানের অচিন্ত্যাদ্ভুত লীলাবিলাস-দর্শনে বিস্মিত—পূর্ব্বাগন্তকনিশ্চয়-করণে অসমর্থ ব্রহ্মকর্ত্তৃক কৃষ্ণস্তব।

পঞ্চদশ অধ্যায়—শ্রীরাম-কৃষ্ণের ব্রজবালকগণ-সহ ধেনু-পালন করিতে করিতে তালবনে প্রবেশ, শ্রীবলরাম-কর্ত্তৃক সানুচর-ধেনুকাসুর বধ এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কালিয়বিষ হইতে গোগণ-সহ গোপবালকগণকে রক্ষণ।

ষোড়শ অধ্যায়—যমুনা-হ্রদে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনলীলা, কালিয়পত্নীগণ-কর্ত্তৃক কৃষ্ণস্তব, কালিয়-প্রতি কৃষ্ণানুগ্রহ এবং কৃষ্ণাদেশে কালিয়ের পূর্ব্ব-বসতি রমণকদ্বীপে গমন।

সপ্তদশ অধ্যায়—কালিয়ের নাগালয়-রমণকদ্বীপ-পরিত্যাগপূর্ব্বক যমুনা-প্রবেশকারণ-কথন, গরুড়ের প্রতি সৌভরি-শাপবার্ত্তা, কালিয়হ্রদ হইতে উত্থিত কৃষ্ণদর্শনে গোপবালকগণের আনন্দ এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক দাবানল হইতে সুপ্ত-ব্রজবাসিগণের পরিত্রাণ।

অষ্টাদশ অধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রীষ্মে বন-বিহার-লীলা, ভগবদ্-বিহার-স্থল শ্রীবৃন্দাবনে গ্রীষ্মেও বসন্ত-গুণ-লক্ষণ প্রকাশ এবং শ্রীবলরাম-কর্ত্তৃক প্রলম্বাসুর-বধ।

ঊনবিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মুঞ্জারণ্য-প্রবিষ্ট গোপ ও গোধনগণকে দাবাগ্নি হইতে সংরক্ষণ-পূর্ব্বক ভাণ্ডীরবনানয়ন।

বিংশ অধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের গোপগণসহ বর্ষায় বন-বিহার এবং উপমান-সংযোগে বর্ষা ও শরৎঋতুর শোভা-বর্ণন-মুখে বিবিধ উপদেশ।

একবিংশ অধ্যায়—শরদাগমে শ্রীকৃষ্ণের রম্যবৃন্দাবন-প্রবেশ এবং কৃষ্ণ-বংশীধ্বনি-শ্রবণে ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণগুণ-গান।

দ্বাবিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি-জন্য গোপকন্যাগণের কাত্যায়নী অর্চ্চন, কৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও বরদানাদি।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—ক্ষুধার্ত্ত গোপবালকগণের রামকৃষ্ণ সমীপে ক্ষুধাপ্রশমন-প্রার্থনা ও তদাদেশে যজ্ঞশালায় যাজ্ঞিক বিপ্রগণ-সমীপে অন্ন-যাচ্ঞা, বিপ্রগণের তদ্দানে অনঙ্গীকারহেতু পুনঃ কৃষ্ণাদেশে তৎপত্নীগণ-সমীপে অন্নভিক্ষা, বিপ্রপত্নীগণের অন্নদান ও কৃষ্ণানুগ্রহ প্রাপ্তি এবং বিপ্রগণের তদ্দানাকরণ-হেতু পশ্চাত্তাপ।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়—ইন্দ্রগর্ব্ব-চূর্ণীকরণ মানসে কৃষ্ণের ইন্দ্র-যাগ-নিবারণ-পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ-প্রবর্ত্তন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—যজ্ঞভঙ্গহেতু ক্রোধপরবশ ইন্দ্রের ব্রজনাশার্থ অতিরিক্ত বারিবর্ষণ, তন্নিবারণার্থ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ এবং গোকুল-রক্ষণ-লীলা।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্মদর্শনে বিস্মিত গোপগণসমীপে শ্রীনন্দের গর্গোক্তি অনুবাদপূর্ব্বক কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-বর্ণন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতপ্রভাব-দর্শনে ইন্দ্র ও সুরভি-কর্ত্তৃক কৃষ্ণাভিষেক ও শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দ' নামকরণ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের বরুণালয় হইতে নন্দানয়ন এবং গোপগণকে বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন।

একোনত্রিংশ অধ্যায়—রাসলীলাবিলাসার্থ শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণ-সহ উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং রাসারম্ভে তাঁহার অন্তর্দ্ধানরূপ কৌতুক।

ত্রিংশ অধ্যায়—বিরহসন্তপ্তা গোপীগণের উন্মত্তবৎ বনে বনে ভ্রমণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে প্রিয়বিরহবিধুরা শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর সাক্ষাৎপ্রাপ্তি, তৎসহ গোপীগণের পুনরায় যমুনাপুলিনে প্রত্যাবর্ত্তন এবং কৃষ্ণাগমন-প্রতীক্ষা।

একত্রিংশ অধ্যায়—যমুনাপুলিনাগতা কৃষ্ণাদর্শনবিহ্বলা গোপীগণের কৃষ্ণগীতি-সহকারে ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণদর্শন-প্রার্থনা।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়—কৃষ্ণদর্শনলালসান্বিতা গোপীগণমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনাপ্রদান তথা গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দোচ্ছ্বাস।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়—যমুনোপবনে গোপীমণ্ডলমধ্যগত কৃষ্ণের বহুমূর্ত্তি প্রকটপূর্ব্বক রাস-ক্রীড়া ও তদনন্তর যমুনা-বিহার, শ্রীশুকের পরীক্ষিৎসংশয়-নিরাকরণ-ব্যপদেশে রাস-লীলা সম্বন্ধে বদ্ধজীবের প্রাকৃত-ধারণা-নিরসন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অম্বিকাবনে সর্পগ্রস্ত নন্দের এবং অঙ্গিরাগোত্রজ-ঋষিশাপে সর্পযোনিপ্রাপ্ত 'সুদর্শন' নামক বিদ্যাধরের মোচন তথা শঙ্খচূড়-বধ-লীলা।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণ গোচারণার্থ বনগমন করিলে গোপীগণের কৃষ্ণ-বিরহসূচক গীতি-অবলম্বনে দিবস-যাপন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অরিষ্টাসুর-বধ, নারদ-বাক্যে রাম-কৃষ্ণকে বসুদেবাত্মজ-জ্ঞানে কংসের তদুদ্ভবের বিনাশ-চিন্তা, বৃন্দাবনে 'কেশি'-প্রেরণ এবং রামকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়নার্থ অক্রূরের প্রতি আদেশ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কেশীদৈত্য-বধ, শ্রীকৃষ্ণের ভাবিকর্ম্মসমূহ কীর্ত্তন-দ্বারা নারদের কৃষ্ণস্তব এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্যোমাসুর-বধ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়—মহামতি অক্রূরের ব্রজগমন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রজরাজ-কর্ত্তৃক তাঁহার সৎকার।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়—অক্রূরসমীপে কংসাভিপ্রায় শ্রবণপূর্ব্বক সোপায়ন গোপগণসহ শ্রীরাম-কৃষ্ণের রথারোহণে মথুরাযাত্রাকালে গোপী-গণের বিলাপোক্তি, শ্রীকৃষ্ণের দূতদ্বারা গোপীগণকে আশ্বাসন, অক্রূরের রথচালন এবং গমন-পথে কালিন্দীজলমধ্যে বিষ্ণুলোক-দর্শন।

চত্বারিংশ অধ্যায়—অক্রূরের ভগবৎস্তব।

একচত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীরাম-কৃষ্ণের মথুরাপুরী-প্রবেশ, পৌরস্ত্রীগণের কৃষ্ণদর্শন-জন্য উল্লাস, শ্রীকৃষ্ণের রজক-বধ এবং সুদামা মালাকার ও বায়ককে বরদান।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কুব্জার উন্নমন, ধনুর্ভঙ্গ, কংসরক্ষি-গণের বিনাশ এবং কংসের দুর্নিমিত্ত-দর্শন ও রঙ্গোৎসবাদি।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীরাম-কৃষ্ণের রঙ্গদ্বারে 'কুবলয়াপীড়' নামক মত্তহস্তীকে বিনাশপূর্ব্বক রঙ্গ-প্রবেশ ও চানুর-সহ আলাপন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবকর্ত্তৃক যথাক্রমে চানূরাদি ও মুষ্টিকাদি মল্ল-বধান্তে কংস ও তাহার কঙ্কাদি অষ্টভ্রাতার বিনাশ-সাধন, শ্রীকৃষ্ণের কংসপত্নীসমাশ্বাসন ও স্বীয় জনক-জননীর বন্ধন-মোচন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়—সাগ্রজশ্রীকৃষ্ণের জনক-জননীকে সান্ত্বনা দান, মাতাসহ উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক, সত্বর ব্রজগমনাঙ্গীকারে নন্দাদি ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনাপ্রদান, দ্বিজাতিসংস্কার ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতগ্রহণ-পূর্ব্বক গুরুকুলবাস ও বিদ্যাধ্যয়ন-লীলা, 'পঞ্চজন'নামক অসুর-বধ ও 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খলাভ, যমালয় হইতে গুরুপুত্রপ্রত্যানয়ন-দ্বারা গুরুদক্ষিণা দান এবং গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ-পূর্ব্বক নন্দযশোদার শোকাপনোদন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণাদেশে গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ-সন্দেশ-প্রদান-দ্বারা সান্ত্বনাপূর্ব্বক উদ্ধবের মধুপুরী-প্রত্যাগমন এবং ব্রজবাসিগণের প্রেমাতিশয্য-জ্ঞাপন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের কুব্জার মনোভিলাষপূরণার্থ কুব্জা-গৃহে গমন ও কুব্জা-সহ বিহার, অক্রূর-গৃহে গমনপূর্ব্বক অক্রূরের স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশংসন ও পাণ্ডবগণের সংবাদ-গ্রহণার্থ তাঁহাকে হস্তিনায় প্রেরণ, অতঃপর উদ্ধবসহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—অক্রূরের কৃষ্ণাদেশে হস্তিনাপুর-গমন, বিদুর ও কুন্তীদেবীর নিকট পাণ্ডবগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বৈষম্য-ব্যবহারের কথা শ্রবণ, কুন্তীদেবীর শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি-জ্ঞাপন, অক্রূরের ধৃতরাষ্ট্র-প্রতি হিতোপদেশ, ধৃতরাষ্ট্র-মনোভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন ও কৃষ্ণসমীপে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়—জরাসন্ধের জামাতা-কংস-নিধন-বার্ত্তা-শ্রবণে মথুরা অবরোধ, রামকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক জরাসন্ধের সপ্তদশবার পরাজয়, জরাসন্ধের অষ্টাদশবার যুদ্ধোদ্যোগ-কালে নারদপ্রেরিত কালযবন নামক জনৈক বীরের আতুতুল্য যোদ্ধা অন্বেষণে মথুরাগমন ও যদুপুরী অবরোধ, অবিলম্বে জরাসন্ধাগমন-সম্ভাবনায় উভয়তঃ যাদবগণের সমূহ বিপদাশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের যাদবগণকে রক্ষণার্থ সমুদ্রমধ্যে দুর্গনির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় যোগবলে যাদবগণকে আনয়ন এবং আত্মীয়গণকে সুরক্ষিত-দর্শনে বলদেবের অনুমতি লইয়া নিরস্ত্র পুরদ্বার হইতে বহির্গমন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মুচুকুন্দের প্রখর দৃষ্টিদ্বারা কালযবন সংহার, মুচুকুন্দের কৃষ্ণস্তুতি ও কৃষ্ণকৃপা-লাভ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—মুচুকুন্দের কৃষ্ণারাধনা, শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় মথুরাক্রমণকারী যবনসৈন্যের বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক ধনরত্নাদি লইয়া দ্বারকা-গমনকালে বহুসৈন্যসহ জরাসন্ধের পুনরায় মথুরাবরোধ, রামকৃষ্ণের ভীতবৎ পলায়নলীলা এবং প্রবর্ষণপর্ব্বতারোহণ, জরাসন্ধের পর্ব্বতে অগ্নিপ্রদান, রামকৃষ্ণের জরাসন্ধাদির অলক্ষিতে পর্ব্বত-শিখর হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকায় প্রবেশ, জরাসন্ধের সঙ্কল্পসিদ্ধি-বিবেচনায় সসৈন্যে স্বদেশ-প্রস্থান, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাবস্থানকালে বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ এবং ব্রাহ্মণ-দ্বারা কৃষ্ণসমীপে পত্র-প্রেরণ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—রুক্মিণী-পত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভ-নগরে গমন এবং জরাসন্ধ-প্রমুখ শত্রুবল-সমক্ষে রুক্মিণী-হরণ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বিপক্ষরাজগণের পরাভব, রুক্মিণী-ভ্রাতা রুক্মীকে বিরূপ করিয়া কৃষ্ণের পুরী প্রত্যাগমন ও রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ এবং রুক্মীর 'ভোজকট'-নামক নগর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধচিত্তে তথায় বাস।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রদ্যুম্নের জন্ম, শম্বরাসুর-কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্ন-হরণ, শম্বরকে বধ করিয়া পত্নী রতিদেবী-সহ প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন এবং পুরবাসীর আনন্দবর্দ্ধন।

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়—রাজা সত্রাজিতের সূর্য্যসকাশে স্যমন্তকমণিলাভ, ঐ মণিহরণ-ব্যাপারে সত্রাজিতের কৃষ্ণপ্রতি মিথ্যা সন্দেহ, স্বকলঙ্কাপনোদন-মানসে শ্রীকৃষ্ণের মণি-আহরণ, জাম্ববান ও সত্রাজিতের কন্যাদ্বয়-প্রাপ্তি তথা সত্রাজিতকর্ত্তৃক উপঢৌকন-স্বরূপে প্রদত্ত মণির অগ্রহণ এবং স্যমন্তক-হরণাদি-দ্বারা অর্থের অনর্থতা-কথন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—শ্রীরাম-কৃষ্ণের জতুগৃহ-দাহ-সংবাদ-শ্রবণে হস্তিনা-পুরে-গমন, অক্রূর ও কৃতবর্ম্মার প্ররোচনায় শতধন্বার মণিলোভে সত্রাজিৎ-বধ, রামকৃষ্ণের দ্বারকা-গমন, শতধন্বার অক্রূর-সমীপে মণি রাখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন, মণিহরণে প্রযোজক অক্রূর ও কৃতবর্ম্মার পলায়ন, মিথিলোপবনে কৃষ্ণকর্ত্তৃক শতধন্বা-বধে মণির অপ্রাপ্তি, শ্রীবলরামের জনক-ভবনে এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন, শ্রীকৃষ্ণের অক্রূরকর্ত্তৃক আনীত মণি-দ্বারা স্বীয় অপযশ-মার্জ্জন এবং অক্রূরকে সেই মণির পুনঃপ্রত্যর্পণ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডব-গণকে দর্শনার্থ ইন্দ্রপ্রস্থ-গমন, শ্রীকৃষ্ণের কালিন্দ্যাদি পঞ্চকন্যার পাণিগ্রহণ,

অগ্নির খাণ্ডবদাহন ও অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবাদি প্রদান, ময়দানবের সভা-নির্ম্মাণ ও দুর্য্যোধনের বিবর্ত্ত।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রানুরোধে মুরাদি অনুচরসহ পৃথ্বীপুত্র নরকাসুর বধ, পৃথিবী কর্ত্তৃক কৃষ্ণস্তব ও নরকাহৃত দ্রব্যাদি কৃষ্ণকে প্রত্যর্পণ, শ্রীকৃষ্ণের নরকপুত্রকে অভয়দান, নরকাহৃত ষোড়শ সহস্র কন্যার পাণি-গ্রহণ, স্বর্গ হইতে পারিজাত-হরণ এবং তাহাতে ইন্দ্রাদির দুর্ব্বুদ্ধি।

ষষ্টিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্যে রুক্মিণীর কোপোৎপাদন, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা এবং উভয়ের মধ্যে প্রেম-কলহ।

একষষ্টিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-পৌত্রাদি সন্ততি-কথন, অনিরুদ্ধ-বিবাহে বলরাম-কর্ত্তৃক রুক্মীবধ ও কলিঙ্গরাজের দন্তোৎপাটন এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্রাদির বিবাহ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়—'ঊষা-হরণ' প্রসঙ্গারম্ভ; অনিরুদ্ধের বাণাসুর-কন্যা ঊষা-সহ বিহার, বাণাসুরের অনিরুদ্ধ-সহ সংগ্রাম এবং অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়—বাণ-যাদবসমরে শিববল-পরাজয়, বৈষ্ণবজ্বর-কর্ত্তৃক রৌদ্রজ্বর-পীড়ন, রৌদ্র-জ্বরের কৃষ্ণস্তুতি, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বাণের বাহুচ্ছেদ ও সহস্রভুজ-মধ্যে ভুজচতুষ্টয়মাত্র সংরক্ষণপূর্ব্বক তৎপ্রতি কৃপা প্রদর্শন এবং ঊষা-সহ অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ইক্ষ্বাকু-তনয় নৃগরাজের শাপবিমোচন, ব্রহ্মস্বাপহরণ-দোষোক্তি-দ্বারা রাজগণকে শিক্ষাদান এবং নৃগোদ্ধার-প্রসঙ্গে বিভূতি-ভাগ্য-ভোগাদি মদমত্ত যাদবগণের অনুশাসন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়—শ্রীবলদেবের সুহৃদ্দর্শনাভিলাষে গোকুলে গমন, মধু ও মাধব মাসে যমুনোপবনে স্বীয় গোপীগণসঙ্গে রাসরসোৎসব এবং যমুনাকর্ষণ-লীলা।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের কাশীগমন-পূর্ব্বক পৌণ্ড্রক তন্মিত্র কাশীরাজ এবং সুদক্ষিণাদি বধ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়—রৈবতকপর্ব্বতে ললনাযূথ-সহ ক্রীড়ারত শ্রীবলদেব কর্ত্তৃক নরকমিত্র মৈন্দবানরের ভ্রাতা অতিবল দ্বিবিদবানরের বিনাশ-সাধন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়—দুর্য্যোধনকন্যা লক্ষ্মণা-হরণ-ব্যাপারে জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব কৌরবগণসহ যুদ্ধে নিরুদ্ধ হইলে তদ্বিমোক্ষার্থ বলদেবের হস্তিনাগমন

ও বন্ধুভাবে শান্তিস্থাপনে অনিচ্ছুক কৌরবগণের ঔদ্ধত্য-দর্শনে বলদেবের হস্তিনাকর্ষণ, দুর্য্যোধনাদির বলদেব-স্তুতি এবং শ্রীবলদেবের লক্ষ্মণাসহ সাম্বকে লইয়া দ্বারকা-প্রত্যাবর্ত্তন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের যুগপৎ ষোড়শসহস্র-মহিষী-গৃহে গার্হস্থ্যলীলা-দর্শনে শ্রীনারদের বিস্ময় ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং নারদপ্রতি কৃষ্ণানুগ্রহ।

সপ্ততিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের আহ্নিক-কর্ম্ম, সুধর্ম্মা-সভায় জরাসন্ধকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণ-প্রেরিত দূতের আগমন ও কৃষ্ণসমীপে প্রতিবিধান-কামনা, নারদাগমন, কৃষ্ণের পাণ্ডব-সংবাদ-পৃচ্ছা, নারদের পাণ্ডবগণেপ্সিত রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান-বার্ত্তা-জ্ঞাপন ও তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের অনুমোদন-প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণের রাজসূয়যজ্ঞে গমন ও জরাসন্ধ-বিজয়ের কোন্‌টী অগ্রে কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে উদ্ধবের বিচারাপেক্ষা।

একসপ্ততিতম অধ্যায়—উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে রাজসূয়াদি-ব্যাপার তাঁহারই অচিন্ত্য ইচ্ছায় সংঘটিত ও জরাসন্ধ-বধাদিব্যাপার তদন্তর্ভুক্ত জানাইলে মহিষীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থগমনোদ্যোগ, দূতপ্রমুখাৎ রাজগণকে সান্ত্বনা-দান এবং শ্রীকৃষ্ণাগমনে পাণ্ডবগণের আনন্দোৎসব।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান প্রস্তাবের অনুমোদন, ভীমসেনকর্ত্তৃক দুর্জ্জয় জরাসন্ধের নিধন, জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে রাজপদে অভিষেক ও কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তিদান।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের রাজগণকে মোচনপূর্ব্বক জরাসন্ধপুত্র সহদেব-দ্বারা তাঁহাদিগকে রাজযোগ্য ভোগাদি-প্রদান ও কৃপাপূর্ব্বক নিজরূপ প্রদর্শন, সহদেবকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভীমার্জ্জুনসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন এবং যুধিষ্ঠিরের প্রেমবিহ্বলতা।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়—রাজসূয়ারম্ভে যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণস্তুতি, হোতৃবরণ, অগ্রপূজা-প্রসঙ্গে সহদেবের কৃষ্ণপূজারই শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞাপন, চেদিরাজের অসহিষ্ণুতা ও কৃষ্ণকাক্ষ্ণনিন্দা, শ্রীকৃষ্ণের চক্র-দ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদন, শিশুপালের সারূপ্যমুক্তিলাভ, রাজসূয়-সমাপনান্তে মহিষীগণসহ কৃষ্ণের দ্বারকা-প্রস্থান, দুর্য্যোধনের পরসুখাসহিষ্ণুতা ও কলি-আবাহন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি, এ, (অনার্স)
[প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নবদ্বীপ সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়]

"সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫২ পৃষ্ঠার পর)

আজ শনিবার (ইং ১৪।৮।৭৬)। যাত্রীরা সুউচ্চ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মন্দির দর্শনের কৃচ্ছ্রতা আর স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। শ্রীঅমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকলেই শ্রান্তক্লান্ত। একটু কষ্ট আর সহ্য করিতে ইচ্ছা করেন না। আমার বাসনা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মন্দির দর্শন করিব। ইহা কাশ্মীরের সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত মন্দির। ধর্ম্মশালা হইতে প্রধান সড়কে ৭ মাইল দূরত্ব। তবে সোজা পথে দূরত্ব কম হইবে। শ্রীপাদ্ রাধামাধব প্রভু আমার সাথী হইলেন। ট্যাক্সি ১০ টাকার কমে যাইবে না, সেই হেতু সকলে পিছপা হইলেন। যাহা হউক অন্যান্য যাত্রীরা প্রভুদের আনুগত্যে ডাললেকে বিভিন্ন স্থান দেখিতে গেলেন। আমি ও রাধামাধব প্রভু বৈকাল ৫টায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সোজা রাস্তা ধরিয়া সুউচ্চ ১০০০ হাজার ফুট পাহাড়ের গায়ে যে সরু রাস্তা আছে যাহা বিপদসঙ্কুল তাহাকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইলাম। এই পথের যাত্রী কেহ নাই। আকাশে মেঘ আনাগোনা করিতেছে। সূর্য্যের তাপ তখনও কমে নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। সেই হেতু আমরা দুজনে দ্রুতগতিতে চলিয়া অবশেষে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সুউচ্চ মন্দিরে পৌঁছিলাম ৬।৩০ মিনিটে। এই পাহাড়ের গায়ে মন্দিরের সন্নিকটে দূর-দর্শন কেন্দ্র (Telivision Centre) আছে। আমরা উহার ধার দিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলাম। পাহাড়ের উপরে শ্রীশিব-লিঙ্গ ও শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মন্দির দর্শন করিলাম। শহরের সুউচ্চ পাহাড়ে আরোহণ করিয়া বেশ আনন্দ পাইলাম। শীতল আবহাওয়ায় বেশ আরাম অনুভব হইল, চারিদিকে অবলোকন করিয়া কাশ্মীর সহরের দৃশ্য দর্শন করিলাম। সহরের চারিদিকের রাস্তা বড় বড় বাড়ী, হোটেল, ঝিলাম নদীর আঁকাবাঁকা জলস্রোত যেন শ্রীনগরকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, ডাললেক, নেহেরুপার্ক এবং অন্যান্য দর্শনীয় দৃশ্য দর্শন করিলাম। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মন্দিরে উঠিলে শহরের চিত্রটি সুন্দরভাবে দর্শন হয়। আমরা মন্দির হইতে বাহির হইয়া নীচের রাস্তা ধরিয়া নীচে মূলরাস্তা ধরিলাম। ট্যাক্সী পাইয়া ডাললেকের ধারে আসিলাম। কিছু সময় ডাললেকের ধারে ঘোরাফেরা করিতে করিতে আমাদের সহযাত্রীদের দর্শন পাইলাম। তাহারা পূর্ব্বেই একবার নৌকা ভ্রমণ করিয়াছেন। পুনরায়

আমাদের দুজনকে নৌকায় তুলিয়া নিলেন। মনের আনন্দে নৌকাতে ভ্রমণ করিলাম। ডাললেককে দুভাগে ভাগ করা হইয়াছে। একটি বড়লেক আর একটি ছোট লেক। বড় লেকের ধারেই আছে মোঘল উদ্যানগুলি, চার-চিনার, নেহেরু পার্ক, ছোট লেক হজরত বাল মসজিদের দিকে গিয়াছে। ডাললেকের জল গ্রীষ্মে ঈষৎ ঠাণ্ডা এবং শীতে ঈষৎ গরম অনুভব হয়, আমরা ছোটলেকের কিছুদূর অতিক্রম করিয়া বড়লেকের ধারে আসিলাম। অবশেষে সকলের ইচ্ছাতে নেহেরু পার্কে অবতরণ করিলাম, নেহেরু পার্কে রেষ্টুরেন্ট আছে, বিভিন্ন রং-এর ফুলের বাগান; লোকজনে পরিপূর্ণ। রাত্রের দৃশ্য বড়ই মনোরম, রাত্রিকালীন আলোর ঝলমলে পার্কের সৌন্দর্য্য বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ডাললেকে বড় বড় হাউস বোট (House-Boat) আছে। সমর্থবান ব্যক্তি হোটেলে উঠিয়া হাউস-বোটে থাকিয়া প্রমোদ ভ্রমণ করেন। বহু পুরাণ নৌকাও দেখিলাম ডাললেকে। ছোট বড় বহু নৌকা যাত্রী বহনের জন্য ব্যস্ত। ডাললেকের ধারেই দোকান পাটের বাহার। Govt. Art Emporium দর্শন পেলাম ডাললেকের ধারেই। বাহিরের লোকদের আকর্ষণ করিবার জন্য শাল, শাড়ী ও বিভিন্ন কারুকার্য্যের দোকান-পাট সুন্দর পরিবেশে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

ডাললেকের ও আসেপাশের দর্শন শেষ করিয়া আমরা রাত্র ১০টায় ধর্ম্মশালাতে পৌঁছিলাম।

শ্রীনগর সহরটি বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, বিশেষ করিয়া নূতন সহর। ঝিলাম নদী সহরকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। বড় বড় হোটেলের আকর্ষণীয় প্রাসাদ বিভিন্ন প্রকার মদের দোকান সহরের চারিদিকে ছড়িয়াছে মদ্যপায়ীদের আকর্ষণের জন্য। মিলিটারী হেড কোয়ার্টার্স, বড় বড় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ছোট বড় মাংসের দোকান, যানবাহনের বন্দোবস্ত সব কিছু মিলিয়া ভোগের একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা আছে এখানে, এই ভোগের ব্যবস্থা ভারতের অন্যান্য বড় বড় সহরেও আছে। তবে কাশ্মীর উপত্যকার আকর্ষণ অন্য রকম, প্রমোদ ভ্রমণের একটি বিশেষ স্থান হল কাশ্মীর-শ্রীনগর।

আজ ১৫ই আগষ্ট, ভারতের স্বাধীনতার ২৯তম দিবস। স্বাধীনতা-উৎসবের বিশেষ কোন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান নজরে পড়িল না। আমরা বাসযোগে সকাল ৮টায় রওনা হইয়া ৯-৩০ মিঃ-এ **ক্ষীরভবানী মন্দিরে**

পৌঁছিলাম। এখানে হিন্দুদের মহারঙ্গিনী মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, শ্রীনগর হইতে দূরত্ব প্রায় ১৫।১৬ মাইল। এখানে একটি কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে ভক্তগণ নিজেদের পূজা অর্ঘ্য নিবেদন করেন এবং কুণ্ড হইতে নির্ম্মাল্য গ্রহণ করেন। আমরা দর্শন শেষ করিয়া ১১-৩০ মিঃ ধর্ম্মশালা'তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং প্রসাদ সেবান্তে বিশ্রাম করিলাম।

কাশ্মীর উপত্যকায় আরো দর্শনীয় স্থান আছে যেমন শোনমার্গ শ্রীনগর হইতে ৮৩ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। প্রতিদিন বাস যায় না, সপ্তাহে তিন দিন বাস যায় যদি যাত্রী থাকে। টাঙ্গমার্গ ও গুলমার্গ শ্রীনগর হইতে ৪৫ কিঃ মিঃ দূরত্ব এবং ৫১ কিঃ মিঃ খিলেনমার্গ। দৈনিক একখানা বাস যায় যদি যাত্রীপূর্ণ হয়, শুধু পাইন বৃক্ষ দেখা ছাড়া আর কিছুই আকর্ষণীয় নাই, শ্রীঅমরনাথ যাহারা একবার দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে এই সমস্ত আকর্ষণীয় আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহারা অমরনাথের পথে যান নাই, তাহারাই এই সমস্ত দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, উলার হ্রদ শ্রীনগর হইতে ১৬০ কিঃ মিঃ দূরত্ব। সপ্তাহে তিনবার বাসের ব্যবস্থা থাকে। যাতায়াতের অসুবিধায় এখানে যাইবার আশা পরিত্যাগ করি।

প্রমোদভ্রমণে যাহারা বাহির হন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তীর্থযাত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি আকাশপাতাল পার্থক্য। অতএব কর্ম্মজড় ভোগীকুলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনের প্রতি যত আকর্ষণ, ভক্তদের সেরূপ আকর্ষণ নাই। আমরা শ্রীঅমরনাথ দর্শনের আকর্ষণেই বাহির হইয়াছিলাম শ্রীগৌড়ীয় ভক্তের আনুগত্যে। শ্রীঅমরনাথ জীউর শ্রীলিঙ্গ দর্শনের পর প্রত্যাবর্ত্তনই বিধেয়। তবুও এতদূরে অর্থাৎ প্রায় ২২০০ কিঃমিঃ দূরে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যখন আসা হইয়াছে, তখন পহেলগাঁ হইতে ৬৫ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ও কাশ্মীর উপত্যকার ভৌগোলিক দর্শনীয় স্থান দর্শনের উপেক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন ঠিক হবে না মনে করিয়াই যাত্রা-পথে কাশ্মীরের উপরিলিখিত স্থানগুলি দর্শনের ব্যবস্থা ছিল। আমরাও কৌতুহল ও দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় স্থানগুলি দর্শন করিলাম। মহাজন গাহিয়াছেন—

"জনম সফল তার　　কৃষ্ণ দরশন যার
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয় হৃন্নয়ন　　করি কৃষ্ণ দরশন
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার॥"

যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত এবং সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণের মুখে সদা সর্ব্বদা কৃষ্ণের রূপগুণ-লীলা-পরিকরের কথা নিত্যশ্রবণ করেন, তাঁহাদের বাহ্যিক আকর্ষণ কতদূর বিহ্বল করিতে পারে? তবুও কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাতে আকর্ষণ কম বলিয়াই—চিত্তের বিকার হেতু এই সকল দর্শনে আমরা স্বল্প ও কোমল মতি ব্যক্তি মাতিয়া উঠি দর্শনের লালসায়। এই কর্ম্মফল-বশতঃ জ্ঞানের ভূমিকায় আসিয়া পড়ি এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে মাতোয়ারা হইয়া যাই সাধারণ কর্ম্মীর মত। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-প্রকাশ

দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-নগরে।
দ্বারকার রাজা হ'য়ে রাজ-কার্য্য করে॥
বিশ্বকর্ম্মা নিরমিল সুরম্য প্রাসাদ।
নানা দিব্য মণিরত্ন সেথা' সুশোভিত॥
কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীর তরে।
ষোড়শ সহস্র মন্দির রাজে অন্তঃপুরে॥
কৃষ্ণের মহিষী-মধ্যে বিদর্ভ-নন্দিনী।
সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা নাম সে' রুক্মিণী॥
রুক্মিণী-মন্দিরে কৃষ্ণ করিয়া শয়ন।
রাত্রে ঘুম-ঘোরে কহে প্রলাপ বচন॥
'নন্দরাজ, নন্দরাণী—আছ কত দূরে।'
কহি' হেন কৃষ্ণচন্দ্র কাঁদে ঘুম-ঘোরে॥
'রাধা' 'রাধা' বলি' কভু করয়ে ক্রন্দন।
'ললিতা, বিশাখা' বলি' ডাকয়ে কখন॥
এ হেন ব্যাপার দেখি' রুক্মিণী বিস্মিত।
পুছিল কৃষ্ণচন্দ্রে,—'এ কেমন প্রলাপ॥
মোরা জানি, মোরা শুধু তোমার প্রেয়সী।
মোরা ধন্য, তব পদ সেবি' দিবানিশি॥

রাধা নামে ডাক যারে, কে সেই প্রেয়সী ?
কোথা' শ্রীদাম, লশিতা আর দাস-দাসী ॥
নন্দরাজ, নন্দরাণী কহিছ যা'দেরে।
কোথায় তা'দের ঘর কহ তা' মোদেরে ॥
হেথা থাকি' ভাবিতেছ যাহাদের কথা।
তা'দেরই প্রেম-ডোরে তুমি সদা বাঁধা ॥
আমাদের প্রেম বুঝি লাগে নাই ভালো।
তাই তাহাদের প্রেম যাচিছ কেবল ॥
মোদের সেবা চেয়ে, তাদের সেবা শ্রেয়ঃ।
তারাই ধন্যাতি ধন্য, মোরা অতি হেয় ॥
তাদের প্রীতির কথা কহ গো মোদেরে।
শুনি' তাহা, মোরা ধন্য হইব অন্তরে ॥'
কহিল শ্রীকৃষ্ণ তবে,—'শুন গো রুক্মিণী।
সুধর্ম্মা সভাতে আমি যেতেছি এখনি ॥
তথা হ'তে ফিরি' তোমা' কহিব সকল।
তদবধি ধৈর্য্য ধরি' রহ কিছুকাল ॥'
কৃষ্ণের বচনে রুক্মিণী কহে ম্লান মুখে।'
'এখনই তা' শুনিবারে সাধ জাগে চিতে।'
রুক্মিণীর অনুরোধে কহিল কেশব।
'রোহিণী মাতার কাছে জেনে লহ সব ॥'
—এত কহি' কৃষ্ণচন্দ্র লইল বিদায়।
রুক্মিণীও হাসিমুখে মা'র কাছে ধায় ॥
অন্য পট্টরাণীগণে রুক্মিণী-সহিত।
রোহিণী মাতার কাছে ধাইল ত্বরিত ॥
পুছিল,—'কহ গো মাতঃ! ব্রজ-কথামৃত।
যাহা স্মরি' স্বামী নিদ্রাকালে ব্যাকুলিত ॥'
কহিলা রোহিণী মাতা,—'সে' কথা মধুর।
শুনিলেই মহাভাবে হ'বে ভরপুর ॥

প্রকাশ্যে সে' কথা কভু বলা নাহি যায়।
নিভৃত গৃহের মাঝে কহি আজি তাই॥
দ্বারী হ'য়ে রহ কেহ ভবনের দ্বারে।
কৃষ্ণ-বলাই যেন পশিতে না পারে॥
ব্রজপুর-লীলা-কথা করিলে কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ ও বলরাম আসিবে তৎক্ষণ॥
তা'দিগে সকল কথা বলা অনুচিত॥'
তাই কহি, কেহ রহ দ্বারে উপস্থিত॥'
অষ্ট-মহিষী তবে করিয়া যুকতি।
অনুনয় করি' কহে সুভদ্রার প্রতি॥
'দিদি তুমি কৃপা করি' রহ গৃহ-দ্বারে।
তোমা' ঠেলি' তারা কভু আসিবে না ঘরে॥'
রাণীদের অনুরোধে সুভদ্রা তখন।
প্রীত হ'য়ে গৃহ-দ্বারে করে অবস্থান॥
মাতা তবে ব্রজলীলা কহিতে লাগিল।
শুনি' তা' আনন্দ-রসে শ্রোতারা মজিল॥
'মাধুর্য্যমণ্ডিত সেই ব্রজপুর-শোভা।
দ্বারকার শোভা চেয়ে বড় মনলোভা॥
দ্বারকার পথে পথে সৈন্য ও সিপাহী।
ব্রজ-পথে দেখা যায় গোয়ালার গাভী॥
মণিময় অট্টালিকা দ্বারকা নগরে।
তথাপি সৌন্দর্য্য ভায় ব্রজপুরে॥
জন-কোলাহলে মত্ত দ্বারকা নগর।
শুক-সারী-গানে মাতে সারা ব্রজপুর॥
দ্বারকার মাঠে খেলে মল্ল-যোদ্ধা-বৃন্দ।
ব্রজ-মাঠে গোষ্ঠ-লীলা করে কৃষ্ণচন্দ্র॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

[পুরীধামের প্রথানুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য
পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও **শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের** আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ২০শে আষাঢ়, ১৩৮৫ (ইং ৫।৭।১৯৭৮) বুধবার হইতে ৩০শে আষাঢ়, ১৩৮৫ (ইং ১৫।৭।৭৮) শনিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ ; ইং ১।৬।১৯৭৮

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবা-পঞ্জী ঃ—

১। **২০শে আষাঢ়** (ইং ৫।৭।৭৮), বুধবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **২১শে আষাঢ়** (ইং ৬।৭।৭৮), বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন**, স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **২২শে আষাঢ়** (ইং ৭।৭।৭৮), শুক্রবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা**; অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে অপরাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **২৩শে আষাঢ়**, ৮ জুলাই শনিবার হইতে **২৫শে আষাঢ়**, ১০ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গে পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৫। **২৬শে আষাঢ়** (ইং ১১।৭।৭৮), মঙ্গলবার—**হেরাপঞ্চমী**-দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **২৭শে আষাঢ়**, ১২ জুলাই, বুধবার হইতে **২৯শে আষাঢ়**, ১৪ জুলাই, শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৭। **৩০শে আষাঢ়** (ইং ১৫।৭।৭৮), শনিবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ-মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-প্রসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩০শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২৮ শ্রীধর, ৪৯২ গৌরাব্দ ** | বৃহস্পতিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৮৫ ; ইং ১৭।৮।১৯৭৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

গোপীজনাহ্লাদকর ব্রজেশ
গোচারণারণ্যকৃতপ্রবেশ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬১॥

যিনি ব্রজগোপীবৃন্দের চিত্তবিনোদনকারী, যিনি ব্রজের ঈশ্বর, যিনি গোচারণার্থ বনে বিচরণশীল; হে জিহ্বে! তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—নামামৃত সর্ব্বদা পান কর॥ ৬১॥

প্রাণেশ বিশ্বম্ভর কৈটভারে
বৈকুণ্ঠ নারায়ণ চক্রপাণে।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬২ ॥

হে জিহ্বে! তুমি "প্রাণেশ্বর, বিশ্বম্ভর, কৈটভারি, বৈকুণ্ঠ, নারায়ণ, চক্রপাণি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত পান কর ॥ ৬২ ॥

হরে মুরারে মধুসূদনাদ্য
শ্রীরাম সীতাবর রাবণারে।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৩ ॥

হে জিহ্বে! তুমি "হরি, মুরারি, মধুসূদন, আদি পুরাণপুরুষ, রাবণারি, সীতাপতি, শ্রীরাম, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামামৃত পান করিতে থাক ॥ ৬৩ ॥

শ্রীযাদবেন্দ্রাদ্রিধরাম্বুজাক্ষ
গোগোপগোপীসুখদানদক্ষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৪ ॥

হে জিহ্বে! তুমি "যদুপতি, গিরিধারী, কমললোচন, গো-গোপ-গোপীজনসুখদাতা-শিরোমণি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" এই নাম সুধা নিরন্তর পান কর ॥ ৬৪ ॥

ধরাভরোত্তারণগোপবেষ
বিহারলীলাকৃতবন্ধুশেষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৫ ॥

যিনি ধরণীর ভার অপনোদন করিবার জন্য গোপবেষ ধারণ করিয়াছিলেন এবং লীলাবিহারের নিমিত্ত শেষশায়ী অনন্তদেবকে সহায় করিয়াছিলেন :

হে জিহ্বে! সেই শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামামৃত সর্ব্বদা পান কর॥ ৬৫ ॥

বকীবকাঘাসুরধেনুকারে
কেশীতৃণাবর্ত্তবিঘাতদক্ষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬৬ ॥

যিনি পুতনা, বকাসুর, অঘাসুর ও ধেনুকাসুরগণের বিনাশকারী এবং কেশীদৈত্য ও তৃণাবর্ত্ত অসুরকে বধ করিতে যিনি বিশেষ পটু ছিলেন; হে জিহ্বে! সেই শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামরস নিরন্তর পান কর॥ ৬৬ ॥

শ্রীজানকীজীবন রামচন্দ্র
নিশাচরারে ভরতাগ্রজেশ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬৭ ॥

যিনি জানকীর জীবনস্বরূপরাম, রাক্ষসহন্তা, ভরতের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন; হে জিহ্বে! সেই কৃষ্ণচন্দ্রের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামামৃত সর্ব্বদা পান কর॥ ৬৭ ॥

নারায়ণানন্ত হরে নৃসিংহ
প্রহ্লাদ বাধাহর হে কৃপালো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬৮ ॥

যিনি নারায়ণ, অনন্ত, হরি ও প্রহ্লাদের সর্ব্ববিঘ্ননাশন, করুণাময় শ্রীনৃসিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন; হে জিহ্বে! সেই শ্রীহরির "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামামৃত পান কর॥ ৬৮ ॥

লীলামনুষ্যাকৃতিরামরূপ
প্রতাপদাসীকৃতসর্ব্বভূপ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬৯ ॥

যিনি লীলাবিলাসচ্ছলে মনুষ্যাকার ধারণ করতঃ রামরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং যিনি অসীম প্রতাপে সমস্ত নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন; হে জিহ্বে! সেই নন্দনন্দনের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামামৃত সর্ব্বদা পানরত হও॥ ৬৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৭০ ॥

হে জিহ্বে! তুমি "শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, মুরারি, নাথ, নারায়ণ, বাসুদেব, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামামৃতরস নিরন্তর পান কর॥ ৭০ ॥

বক্তুং সমর্থোঽপি ন কশ্চি-
দহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৭১ ॥

ইতি—শ্রীবিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

কলিহত জীবের বিষয়পিপাসা কীদৃশী! অহো! সহজলভ্য সুমধুর শ্রীহরিনাম মুখে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেও বিষয়াসক্ত মানবের মধ্যে কেহই ভগবন্নাম গ্রহণ করে না। ইহা হইতে আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? কিন্তু হে আমার জিহ্বে! তুমি "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" এই নামামৃত অনুক্ষণ পান করিতে থাক—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ॥ ৭১ ॥

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্গের জীবনী

(১) দিব্যসূরি বা আলবর

আল্‌বর্‌-শব্দের অর্থ

আড়বর্‌ বা আল্‌বর্‌—ইহা একটি দ্রাবিড়ীয় শব্দ, তামিল ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত ভাষায় ইহার অর্থ—দিব্যসূরি বা দিব্যযোগী বা নিত্যযোগী। বিশিষ্টাদ্বৈত বিশ্বাসমতে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন সিদ্ধপার্ষদ-মহাত্মাগণ এইরূপ সংজ্ঞায় কথিত হইতেন।

আল্‌বরের সংখ্যা ও তাঁহাদের জীবনী-গ্রন্থ

আল্‌বর্‌গণের সংখ্যা কাহারও মতে দশ এবং অন্যমতে দ্বাদশ। বৈকুণ্ঠ হইতে এইসকল নারায়ণ-পার্ষদগণ ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত 'দিব্যসূরি-চরিতম্‌' ও 'প্রপন্নামৃতম্‌'-গ্রন্থে এবং তামিল ও সংস্কৃত-মিশ্র মণিপ্রবাল-ভাষায় লিখিত গুরুপরম্পরা-প্রভাবে—'প্রবন্ধসার', 'উপদেশ-রত্নমালা' এবং দ্রাবিড়-ভাষায় লিখিত 'পড়নড়ই', 'বিলক্কম্‌'-নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয়ে উল্লিখিত আছে।

আল্‌বর্‌-সম্বন্ধে "প্রপন্নামৃতম্‌"

প্রপন্নামৃতের ৭৪ অধ্যায় ১৫।১৬ শ্লোকে লিখিত আছে যে—

কাষারভূতমহদাহ্বয়ভক্তিসারাঃ শ্রীমচ্ছঠারিকুলশেখরবিষ্ণুচিত্তাঃ।
ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুমুনিবাহশ্চতুষ্কবীশ্রাঃ তে দিব্যসূরয় ইতি প্রতিথা দশোর্ব্বাং॥
গোদাযতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্ বিদুর্ব্বুধাঃ। বিসৃজ্য গোদাং মধুরকবিনা সহ সত্তম। কেচিদ্দ্বাদশসংখ্যাতান্ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ।

সংস্কৃত ও দ্রাবিড়-ভাষায় দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌গণের নাম

১। কাষার মুনি, বা সরোযোগী (দ্রাবিড় ভাষায়—**পয়গই** আল্‌বর্‌)
২। ভূত যোগী (দ্রাবিড়—**পুদত্ত** আল্‌বর্‌)
৩। **ভ্রান্ত যোগী** বা মহদ্‌ (দ্রাবিড়—**পে-আল্‌বর্‌**)
৪। ভক্তিসার (দ্রাবিড়—**তিরুমড়িসাইপ্পিরাণ** আল্‌বর্‌)
৫। শঠারি, **শঠকোপ,** পরাঙ্কুশ, বকুলাভরণ (দ্রাবিড়—**নম্মাল্‌বর্‌**)
৬। কুলশেখর (দ্রাবিড়—**কুলশেখর** আল্‌বর্‌)
৭। **বিষ্ণুচিত্ত** (দ্রাবিড়—**পেরি-ই-আল্‌বর্‌**)
৮। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু (দ্রাবিড়—**তোণ্ডরড়িপ্পড়ি** আল্‌বর্‌)
৯। মুনিবাহ, যোগীবাহ, প্রাণনাথ (দ্রাবিড়—**তিরুপ্পাণি**)

১০। চতুষ্কবি, পরকাল (দ্রাবিড়—**তিরুমণ্‌গই** আল্‌বর্‌)

এই দশজন সর্ব্ববাদীসম্মত দিব্যসূরি ব্যতীত অন্য কেহ

১১। **গোদা** (দ্রাবিড়—**আণ্ডাল**)

১২। রামানুজ (দ্রাবিড়—যংবারুমানার, উদইয়াবার বা **ইলাই** আল্‌বর্‌)

দ্বাদশটীকে আল্‌বর্‌ বা দিব্যসূরি বলিয়া থাকেন। অপরে গোদাদেবীকে বাদ দিয়া মধুর কবিকে দিব্যসূরির তালিকা-অন্তর্গত করেন।

১১। মধুর কবি (দ্রাবিড়—**মধুরকবিগল** আল্‌বর্‌)

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে স্বতন্ত্রভাবে এবং **শ্রীপেরুম্বেদুরে** এই দিব্যসূরিগণের মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা হয়।

(২) শ্রীগোদাদেবী

আবির্ভাব-স্থান—শ্রীভিল্লিপুত্তুর

শ্রীবিল্লিপুত্তুর নামক নগরে শ্রীবিষ্ণুচিত্ত নামক জনৈক আল্‌বরের সহস্ত-কর্ষিত তুলসী-কাননে শ্রীগোদাদেবী আবির্ভূতা হন। জনকরাজ-সদৃশ বিষ্ণুচিত্ত স্বীয় কন্যাজ্ঞানে গোদাকে লালন-পালন করিতেন।

আবির্ভাব-কাল ও পূর্ব্ব মূল-পরিচয়

৯৭ কলিগতাব্দে মন্মথবর্ষে বৈশাখমাসে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে গোদাদেবী পৃথিবীতে আবির্ভূতা হন। স্থলমাহাত্ম্য-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গরুড় বিষ্ণুচিত্ত-রূপে জন্মগ্রহণ করিলে লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের নিকট বিষ্ণুচিত্তের তনয়ারূপে পৃথিবীতে প্রকট হইবার প্রার্থনা করেন। নারায়ণ সেই প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহার গোদা মূর্ত্তি পৃথিবীতে সকল নারায়ণ-মন্দিরে অর্চ্চিত হইবেন আজ্ঞা করেন। লক্ষ্মীর গোদা নাম্নী অর্চ্চার উপাসনাবলে শ্রীবৈষ্ণব-গণ মোক্ষলাভ করিবেন। শ্রীনারায়ণের বিবিধ শক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি অন্যতমা। ইচ্ছাশক্তি হইতে শ্রী, ভূ ও লীলা বা নীলা-নাম্নী শক্তিত্রয় মূর্ত্ত্যাকারে মহাবিষ্ণুর সেবা করিয়া থাকেন। নীলা বা দুর্গা শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী। তাঁহার অংশে গোদা ধরায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

দ্বাদশ আলোয়ার মধ্যে গোদাদেবী

গোদা শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের মতে একজন আল্‌বর্‌। নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনিই একমাত্র আল্‌বর্‌ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে আল্‌বর্‌ বলিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা দশটী আল্‌বর্‌ স্বীকার করেন।

শ্রীবিষ্ণুচিত্তের ভগবৎসেবা ; তাঁহার কন্যা গোদাদেবীর বাল-চাপল্যে অযথা রুষ্ট, পরে লক্ষ্মীর অবতার-জ্ঞানে পূজা

বিষ্ণুচিত্ত অহর্নিশ পুষ্প-তুলসী-কানন রচনা করিয়া কাননজ পুষ্পতুলসী সংগ্রহপূর্ব্বক তাহার মাল্য গাঁথিয়া বটশায়ী ভগবানকে সমর্পণ করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত গোদা ক্রমশঃ বালোচিত চাপল্যে অভ্যস্ত হইলেন। তাঁহার পিতা বিষ্ণুচিত্ত যে-সকল পুষ্পতুলসী ও মাল্যাদি ভগবান্ বটশায়ীর জন্য পবিত্র-ভাবে সঞ্চয় করিতেন, বালস্বভাবক্রমে গোদা সেইগুলি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নিজের ভোগাজ্ঞানে ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিন সেইরূপ ব্যবহার বিষ্ণুচিত্তের নয়নপথে পতিত হইল। তিনি কন্যা গোদাকে যারপরনাই তিরস্কার করিলেন—"ভগবানের জন্য পুষ্প-তুলসী তাঁহাকে দিবার অগ্রে তুমি ঐগুলি নিঃশঙ্কচিত্তে ভোগ কর, ইহাতে মহা-সেবাপরাধ হয়। ভগবৎ নির্ম্মাল্যই জীবের গ্রাহ্য। জীবের ভুক্তাবশেষ দ্রব্য আমি ভগবানকে কখনই দিতে পারিব না।" বিষ্ণুচিত্ত সেইদিবস রিক্তহস্তে বটশায়ীর মন্দির গেলেন ও নিজকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি নিদ্রাবশে দেখিতেছেন যেন বটশায়ী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পুষ্পতুলসী না লইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিষ্ণুচিত্ত কারণ নিবেদন করিলে বটশায়ী বলিলেন—"গোদা মাল্যাদি ধারণ করিলে তাহা অপবিত্র হয় না, বরং আমার অধিক প্রীতির বিষয় জানিবে। তোমার কন্যা মাল্যাদি ব্যবহার করিয়া আমায় দিলে আমার অধিকতর প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে।" বিষ্ণুচিত্ত নিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ হইলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যার সৌভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদ্দিবসাবধি তিনি **তাঁহার কন্যাকে 'লক্ষ্মীর অবতার'-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন** এবং তদীয় ব্যবহৃত পুষ্পতুলস্যাদি শ্রীবটশায়ীকে প্রত্যহ দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

বয়োন্নতির সহিত ভগবৎপ্রেম-লাভ-চেষ্টার বিকাশ

গোদার বয়োন্নতির সহিত তাঁহার ভগবানের একমাত্র দাস্যের নিমিত্ত মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। শ্রীনারায়ণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন মর্ত্ত্য পুরুষের পাণিগ্রহণ হৃদয়ের কোন দেশে স্থান পাইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-ললনাদিগের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া তাঁহার আলোচ্য বিষয় হইল। তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া ভগবৎপ্রেম-লাভকল্পে তাঁহার চেষ্টাসমূহ লক্ষিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের ভাব কিছু কিছু বাহ্যে প্রকাশ হইল।

মর্ত্ত্যজীবের সহিত বিবাহ-প্রস্তাবে গোদার ক্রোধহেতু বিষ্ণুচিত্তের ক্ষমা প্রার্থনা

বিষ্ণুচিত্ত গোদার ভাবাদি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদ্গতাভিপ্রায় সংগ্রহ-মানসে উদ্বাহের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। গোদা মর্ত্ত্য-মানবের সহিত বিবাহের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। 'মর্ত্ত্যজীবের সহিত বিবাহ দিলে আমার জীবনাবসান হইবে'—একথা পিতৃসন্নিধানে বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত গোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদার বিবাহ-সংযোগ

নারায়ণের কোন্ বিশেষ মূর্ত্তির কমনীয়ভাবে তাঁহার কন্যা আকৃষ্টা হইয়াছেন জানিবার মানসে অষ্টোত্তরশত মূর্ত্তির উল্লেখ করিলেন। গোদা পরম কৌতূহল-সহকারে সকল অর্চ্চার কথা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গনাথের মাহাত্ম্য ও অনুকম্পায় সর্ব্বোত্তমতায় আকৃষ্টা হইয়াছেন প্রকাশ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদার কিরূপে বিবাহ হইবে, তদ্ভাবনায় বিষ্ণুচিত্তের উৎকট চিন্তা উপস্থিত হইল। অবশেষে চিন্তামগ্ন হইয়া নিদ্রিত অবস্থায় শ্রীরঙ্গনাথ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কন্যা গোদার করগ্রহণ প্রস্তাব করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে সেবকগণের উপায়নসহ বিল্লিপুত্তুরে আগমন

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেও প্রধান সেবক, ভগবদাদেশে তত্রস্থ সেবকমণ্ডলী, ছত্র আড়ানি প্রভৃতি শ্রীবিল্লিপুত্তুরে প্রেরণ করিলেন। তথায় গিয়া শ্রীগোদা-দেবীকে রাজকীয় সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত আনিবার জন্য অনুমতি করিলেন। শ্রীরঙ্গ হইতে প্রেরিত সম্প্রদায় যথাকালে বিল্লিপুত্তুরে গমন করিয়া বিষ্ণুচিত্তকে শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ জ্ঞাপন করিল। বিষ্ণুচিত্তও বটশায়ীর নিকট সকল কথা জানাইলেন এবং তাঁহার সম্মতিও প্রাপ্ত হইলেন। গোদার জন্য মণিময় সিংহাসন প্রস্তুত হইল। তাহার চতুর্দ্দিকে আবরণ। শ্রীগোদা আর মর্ত্ত্য-মানবের পরিদর্শনের যোগ্য বস্তু নাই। শ্রীভগবানের অন্তঃপুরচারিণী হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল প্রভুপাদ

(৪) নিয়মাগ্রহ

'নিয়মাগ্রহ' দুইপ্রকার—'বিধি' ও 'নিষেধ'

নিয়ম দুই প্রকার অর্থাৎ 'বিধি'-লক্ষণ ও 'নিষেধ'-লক্ষণ। যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকলই বিধি-লক্ষণ-নিয়ম। যাহা যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকলই নিষেধ-লক্ষণ-নিয়ম। উভয় লক্ষণ-নিয়মই জীবের মঙ্গলজনক।

জীবের উপাদেয়তা-লাভের প্রত্যেক ক্রম-সোপানেরই বিধি এবং নিষেধ বর্ত্তমান

বদ্ধজীব অত্যন্ত হেয় অবস্থা হইতে অত্যন্ত উপাদেয় অবস্থা-প্রাপ্তির যোগ্য। তদুভয় অবস্থার মধ্যে অনেক অবস্থা আছে। প্রত্যেক অবস্থাই একটী 'ক্রম'-সোপান। প্রত্যেক 'ক্রম'-সোপানই জীবের এক একটী বিশ্রাম-স্থল। প্রত্যেক ক্রম-সোপানেই পৃথক্ পৃথক্ বিধি-নিষেধরূপ কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে; জীব যখন যে সোপানে পদ রাখিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন, তখন সেই সোপানের নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ-পালনে তিনি বাধ্য। সেই নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ পালন করিতে করিতে তাঁহার অব্যবহিত পর-সোপান-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয়। ঐ যোগ্যতা লাভ করিতে না পারিলে তিনি পদচ্যুত হইয়া নিম্নস্থ সোপানে নামিয়া পড়েন। ইহার নাম দুর্গতি। উচ্চ সোপান-প্রাপ্তির নাম সদ্গতি।

স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' ও তাহা ত্যাগের নাম 'দোষ'

স্বীয় সংপ্রাপ্ত সোপান-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি যথাযোগ্য পালনের নাম 'স্বধর্ম্ম' বা স্বাধিকার-নিষ্ঠা। স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' এবং স্বাধিকার-নিষ্ঠা-ত্যাগের নাম 'দোষ'। গুণ-দোষ বলিয়া আর কিছু নাই। অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই উপদেশ বলিয়াছেন,—

যে স্বহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥
দেশকালাদিভাবানাং বস্তুনাং মম সত্তম।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্॥

(ভাঃ ১১।২১।২,৭)

স্বাধিকার-নিষ্ঠাই 'গুণ' এবং তদ্বিপর্য্যয়ই 'দোষ'—ইহাই সত্য সিদ্ধান্ত। দেশ, কাল ও বস্তুসকলে জীবের কর্ত্তব্য-নিয়মের জন্য গুণ ও দোষের বিধান হইয়াছে।

নিত্য ও নৈমিত্তিক বিধি-নিষেধের মধ্যে 'নিত্য', যথা ঃ—

এই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আবার বিচার করিতে গেলে নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দ্বিবিধ হয়। জীব বিশুদ্ধ চিদ্বস্তু।

তাঁহার নিত্য-স্বভাবে অবস্থিতি-কালে যে বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, তাহা **নিত্য নিয়ম**। তিনি সংসার প্রাপ্ত হইয়া মায়া-দত্তোপাধি-দ্বারা স্বীয় সিদ্ধ অবস্থা হইতে যে পৃথক্ অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহা ঔপাধিক। সেই ঔপাধিক অবস্থাই বহুবিধ; নিত্য অবস্থা অদ্বয় ও এক।

নিত্য-অবস্থায় জীবের প্রেমই—বিধি ও মৎসরতাই—নিষেধ। সেই বিধি-নিষেধাত্মক নিয়ম জীবের নিত্য-স্বভাবের অনুগত। মৎসরতাশূন্য প্রেমময় জীব নিত্য-রসের আশ্রয়। রস পঞ্চবিধ হইলেও এক অখণ্ড চিন্ময় তত্ত্ব। সে-অবস্থার নিয়ম আমাদের এস্থলে বিচার্য্য নয়। কেবল এইমাত্র জানা আবশ্যক যে, সেই অবস্থায় জীবের নিত্য-স্থিতি।

নৈমিত্তিক বিধি-নিষেধ, যথা ঃ—

নৈমিত্তিক অবস্থায় নিয়মসকল বহুবিধ হইলেও স্থূল-লক্ষণ বিচারপূর্ব্ব সমস্ত সোপানগুলিকে তিনটী সীমাবদ্ধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদ গীতা, স্মৃতিসকলের মতেই **কর্ম্ম, জ্ঞান** ও **ভক্তি**—এই তিনটী স্থূল বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি বিধি ও কতকগুলি নিষেধ নির্দ্দিষ্ট আছে। **কর্ম্ম-বিভাগে** বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং তদনুগত দশবিধ সংস্কার ও আহ্নিক কর্ম্মগুলি—বিধি। পাতক, উপপাতকাদি—নিষেধ। দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ **জ্ঞান-বিভাগে** সন্ন্যাস, ত্যাগ, বৈরাগ্য, চিদ্‌চিদ্-আলোচনা—বিধি। কাম্যকর্ম্ম, নিষিদ্ধকর্ম্ম ও বিষয়াসক্তি—নিষেধ। **ভক্তি-বিভাগে** ঔদাসীন্য ও ভক্তির অনুকূলতার সহিত কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিভাগের বিধি-নিষেধ-পালন এবং তদ্দ্বারা দেহযাত্রা-নির্ব্বাহপূর্ব্বক ভগবদনুশীলনই—বিধি। ভগবদ্বহির্ম্মুখ সমস্ত কর্ম্ম-জ্ঞান ত্যাগ, বিষয়াসক্তি ও অন্যান্য ভক্তি-প্রতিকূল সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া পরিত্যাগই—এ পর্ব্বের নিষেধ।

বদ্ধজীবের প্রথম সোপান—কর্ম্মকাণ্ড

বদ্ধজীব অবৈধ-জীবন অর্থাৎ অন্ত্যজ-চরিত্র ছাড়িয়া যে-সময়ে উন্নত হন, তখন প্রথমে তিনি কর্ম্মকাণ্ড-রূপ সোপানে অধিষ্ঠিত হন। সেই সোপানস্থ জীব জ্ঞান-বিভাগের উচ্চ সোপানকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে থাকিবেন—ইহাই তাঁহার পক্ষে নিয়ম। যে-পর্য্যন্ত চিদচিদ্-আলোচনা ও অহঙ্কার-তত্ত্বের বিবেক-ক্রমে জড়ময় কর্ম্মে তাঁহার নির্ব্বেদ না হয়, সে-পর্য্যন্ত তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনিষ্ঠা ত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ী হইয়া পড়েন। আবার যখন তদ্রূপ নির্ব্বেদ উৎপত্তি হয়, তখন উচ্চাধিকার আসিয়া তাঁহার কর্ম্ম-নিষ্ঠাকে দূর করে। সে-সময়ে কর্ম্মাধিকারগত **নিয়ম-সকলে আগ্রহ** করিলে তাঁহার আর উন্নতি সাধন হয় না।

দ্বিতীয় সোপান—জ্ঞান-বিভাগীয় কাণ্ড

সেইরূপ জ্ঞান-বিভাগীয় সোপানারূঢ় পুরুষের পক্ষে জ্ঞান-নিষ্ঠাই নিয়ম। যে-পর্য্যন্ত ভক্তি-সোপানে রুচি না হয়, সে-পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞান-নিয়মে অবস্থিত থাকিবেন। ভক্তিতে অধিকার জন্মিলেই জ্ঞান-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইবে; নতুবা তিনি **নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত** হইয়া উন্নতি-লাভ করিতে পারিবেন না। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

যে-কাল পর্য্যন্ত বিবেক-জাত বৈরাগ্য না হয়, সে-পর্য্যন্ত কর্ম্মসকল করিবে। সেই নির্ব্বেদ ততদিন কার্য্যকর হইবে, যতদিন কৃষ্ণ-কথায় শ্রদ্ধার উদয় না হয়। শ্রদ্ধাই ভক্তির অধিকার-তত্ত্ব। যথা—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ (ভাঃ ১১।২০।৩১)

আমার ভক্তিযুক্ত যোগীদিগের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় শ্রেয়োজনক হয় না। অর্থাৎ যখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য-নিষ্ঠা হৃদয় হইতে দূর হয়, তখনই ভক্তির ক্রিয়া ভালরূপ হইতে থাকে।

কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপান ত্যাগ করিয়া ভক্তির সোপানে নিষ্ঠাই কর্ত্তব্য

কৃষ্ণ-প্রেমের মন্দির, শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চূড়ায় স্থাপিত। তথায় উঠিতে হইলে চৌদ্দ-লোকময় প্রাকৃত কর্ম্ম-কাণ্ডীয় জগৎ-রূপ

সোপান অতিক্রম করতঃ বিরজা-ব্রহ্মলোকরূপ জ্ঞান-কাণ্ডীয় সোপান ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কর্ম্ম-জ্ঞানের সোপানাবলীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার লাভ হয়। ভক্তি-সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া প্রেম-মন্দিরের দ্বার দর্শন করিতে হয়।

তৃতীয় সোপান—ভক্তি, এবং তাহার ক্রমোন্নতিতে—'প্রেম'

ভক্তি-সোপানে সমারূঢ় পুরুষের শ্রদ্ধাই—নিয়ম। সেই **শ্রদ্ধা** সাধু-গুরু-সমাশ্রয়ে ভজনবলে বিগত-অনর্থ হইলে ভক্তি—**নিষ্ঠা-রূপে** প্রকাশ পায়। যত যত অনর্থ বিগত হয়, তত তত উন্নতি-সোপানের অতিক্রম হইতে হইতে নিষ্ঠা **রুচি-রূপে** এবং রুচি **আসক্তি-রূপে** এবং আসক্তি **ভাব-রূপে** প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব **রতি-রূপে** সামগ্রী-যোগে **রস** হয়। যথা, একাদশে—

যথা যথাত্মা পরিমুজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সম্প্রযুক্তম্॥ (ভাঃ ১১।১৪।২৬)

আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা জীবাত্মা ক্রমশঃ যত যত পরিশুদ্ধ হন, তত তত তিনি সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পান। অঞ্জন-সংযুক্ত চক্ষু যেরূপ সূক্ষ্ম বস্তু ক্রমশঃ দেখে, তদ্রূপ।

শ্রীল রূপগোস্বামী 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে এই ক্রমটী স্পষ্ট করিয়াছেন—

আদৌ **শ্রদ্ধা** ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো **নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ**॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামযং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৫)

সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটী সোপান। এই চারিটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়। প্রত্যেক সোপানে শ্রদ্ধার অবস্থাভেদে কিছু কিছু পৃথক্ নিয়ম আছে। এক একটী সোপানকে পশ্চাৎ রাখিয়া যখন অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে হয়, তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী সোপানের নিয়মকে পশ্চাৎ রাখিয়া অগ্রবর্ত্তী সোপানের নিয়মগুলিতে আদর করিতে হয়। যাঁহারা তাহা না করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী সোপানের নিয়মাগ্রহ না ছাড়েন, তাঁহাদিগকে ঐসকল নিয়ম, শৃঙ্খল হইয়া পূর্ব্ব সোপানেই আবদ্ধ রাখে; অগ্রবর্ত্তী সোপানে উঠিতে দেয় না।

ভক্তিমার্গের ক্রম-সোপানের যাবতীয় বিধি-নিষেধই একটী প্রধান নিয়মের অন্তর্গত

ভক্তিমার্গে যে-সোপানে যে-নিয়ম স্থিরীকৃত আছে সে-সমুদায়ই একটী প্রধান সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। সাধারণ নিয়ম, যথা—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৪২শ অধ্যায়)

'কৃষ্ণ-স্মরণ নিরন্তর কর্ত্তব্য'—এই মূল-বিধি হইতে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিধির উদয় হইয়াছে। 'কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কখনই কর্ত্তব্য নয়'—এই মূল-নিষেধ হইতে সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূল বিধিকে স্মরণ করিয়া **সাধক উন্নতি-কালে পূর্ব্ববিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর-পর বিধি অবলম্বন** করিবেন। **তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধগতি-লাভে অশক্ত হইবেন।** ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে এ-বিষয়টী সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' এবিষয়ের বিশেষ উপদেশ আছে। যথা—

কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্।
লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহ-মহাত্মনাম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ—২০শ বিলাস, উপসংহার-শ্লোক)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যত কৃত্য লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্তই প্রায় গৃহী ধনী সাধুদিগের সম্বন্ধে লিখিত। ত্যক্ত-পরিগ্রহ মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে কোন নিয়ম লিখিত হয় নাই।

অবশ্যং তানি সর্ব্বাণি তেষাং তাদৃক্‌সিদ্ধয়ে।
প্রাগপেক্ষ্যাণি ভক্তিহি সদাচারৈকসাধনা॥

(হঃ ভঃ বিঃ—২০শ বিলাস, উপসংহার-শ্লোক)

যদিও ত্যক্ত-পরিগ্রহ পুরুষদিগের জন্য নিয়মসকল এই গ্রন্থে অপেক্ষিত হইয়াছে, তথাপি সাধকদিগের ত্যক্তপরিগ্রহ-অবস্থা-সিদ্ধির জন্য সেইসকল অপেক্ষিত নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। ত্যক্তপরিগ্রহ সাধুদিগের কৃত আচারই সে-সম্বন্ধে সদাচার। তাহাই মাত্র তাঁহাদের পালনীয়।

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগি-ভেদে শরণাগতি দ্বিবিধ

প্রাপ্তশ্রদ্ধ পুরুষের প্রথম লক্ষণই শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতি। তাহা গৃহস্থ-গৃহত্যাগি-ভেদে দ্বি-প্রকার। সেই অবস্থার নিয়মগুলি যতদূর গৃহীদিগের পালনীয়, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সংগৃহীত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শিব-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রত-সকল ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে যেগুলি গৃহত্যাগীর উপযোগী, তাহা গৃহত্যাগী শরণাগত পুরুষের পালনীয়।

অনন্য-শরণাগতের লক্ষণ

গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়েই সাধনোন্নতি লাভ করিতে করিতে অনন্য-শরণাগত হন। তখন তাঁহাদের নিয়ম কিছু পৃথক্ হইয়া পড়ে। সে-অবস্থায় সাধনোন্নতি-ক্রমে ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণ-শরণাগতি উপস্থিত হয়। যথা, একাদশে—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥ (ভাঃ ১১।১৮।২৮)
একান্তিতাং গতানাস্ত শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তদ্বিঘ্নৈঃ কিং ব্রতাদিভিঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিলাস)
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥ (ভাঃ ১১।২০।৩৬)

আমার ভক্ত জ্ঞান-নিষ্ঠই হউন, বিরক্তই হউন বা নিরপেক্ষই হউন—তিনি আশ্রমসকলকে তত্তদাশ্রমের লিঙ্গের সহিত পরিত্যাগ করতঃ অবিধি-গোচর হইয়া বিচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে যাঁহারা একান্তিত্ব লাভ করিয়াছেন, ভক্তি তাঁহাদের হৃদয় স্বয়ং প্রবর্ত্তমানা অর্থাৎ **ব্রত-নিয়মাদির অপেক্ষা থাকে না। ব্রত-নিয়মাদি তাঁহাদের পক্ষে বিঘ্নজনক হয়।** আমার একান্ত ভক্তদিগের সম্বন্ধে গুণদোষোদ্ভব গুণ-সকল স্থান পায় না, কেন না, তাঁহারা সমচিত্ত সাধু এবং বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিলাস উপসংহার-শ্লোক)

একান্ত শরণাগত ভক্তদিগের প্রায়ই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-স্মরণ পরম-প্রীতির সহিত সাধিত হয়; সুতরাং নিম্নাধিকারীদিগের জন্য আর সে-সকল কৃত্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে তাঁহাদের রুচি হয় না। সময়ে সময়ে তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিত্য-বিধিসকলে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের নিয়ম-বন্ধন বা নিয়মাগ্রহ থাকে না। এই 'উপদেশামৃতের' অষ্টম শ্লোকে ইহা দর্শিত হইয়াছে। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য অর্থাৎ অন্যান্য কৃত্যের অসাধনে তাঁহাদের কোন প্রকার লাঘব হয় না।

ভক্ত জ্ঞানীর নিয়ম, জ্ঞানী কর্ম্মীর নিয়ম স্বেচ্ছায় পালন করেন—ইহা বাধ্যতামূলক নহে

তাৎপর্য্য এই যে,—উচ্চ সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন সোপানস্থ যে-কিছু নিয়ম পালন করেন, সে কেবল তাঁহাদের স্বেচ্ছাবিলাস মাত্র। জ্ঞানাধিকারী কর্ম্মাধিকারের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বেচ্ছাক্রমে পালন করেন, বিধি বাধ্যতার সহিত পালন করেন না। ভক্তাধিকারীও তদ্রূপ কর্ম্মাধিকার ও জ্ঞানাধিকারের নিয়ম-সকল কোন কোন কারণবশতঃ স্বেচ্ছাচারের সহিত পালন করেন। অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই বিধি-নিষেধের বাধ্য না হইলেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পালন করিয়া থাকেন। সেইরূপ পরমোচ্চ-ভক্তাধিকারী একান্ত ভক্তও কর্ম্ম, জ্ঞান ও সাধারণ-সাধনভক্তির নিয়ম-সকল পালন করিয়াও নিয়মাগ্রহী হন না; স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের একান্ত ভজনে প্রবৃত্ত হন। সাধন-ভক্তমাত্রই নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে নিয়মাদি পালন করেন, তাহাই তাঁহার মঙ্গলজনক।

নিয়মাগ্রহ সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ

উপদেশ এই যে,—স্বীয় অধিকারগত নিয়ম পালন করিতে করিতে সেই নিয়ম-ফলেই সাধকের উচ্চ সোপান লাভ হয়। তখন পূর্ব্ব নিয়মে আগ্রহ থাকে না। সাধক এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও কীর্ত্তন-লক্ষণ ভজনের প্রতি লক্ষ্য করত ক্রম-সোপান অতিক্রম করিতে থাকিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(সজ্জনতোষণী, ১০ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতি-সন্দর্ভ—৬৫)

শ্রীকৃষ্ণের জাতিরূপ উদ্দীপন দ্বিবিধ—গোপত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব। ক্ষত্রিয়ত্বে মিত্রভাবের প্রাচুর্য্য, আর গোপত্বে সখ্যময় মিত্রভাবের প্রাচুর্য্য।

ক্রিয়ারূপ উদ্দীপন—সৌহৃদ্যময় প্রীতিরসে যে-সকল ক্রিয়ায় বিক্রমাদির প্রাধান্য থাকে, সে-সকল ক্রিয়া এবং সখ্যময় প্রীতিরসে নর্ম্ম গান, নানা-ভাষাবিজ্ঞতা, গবাহ্বান, বেণুবাদ্যাদি কলানৈপুণ্য, বাল্যোপযোগী-ক্রীড়া প্রভৃতি। তন্মধ্যে নর্ম্ম (পরিহাস) যথা—শ্রীকৃষ্ণ আপনার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট সখাগণের মধ্যে বসিয়া পরিহাস বাক্যে তাঁহাদিগকে হাস্য করাইতেছিলেন।

সখ্যময় প্রীতিরসের নর্ম্ম ছাড়া অন্যান্য ক্রিয়ারূপ উদ্দীপনের দৃষ্টান্ত—শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকারে শ্রীবলদেবের সহিত পরিহাস করিতে করিতে শোভাময় বৃন্দাবনের প্রতি প্রীত হইয়া অনুগত বয়স্যাদির সহিত সন্তুষ্টচিত্তে গোবর্দ্ধন সন্নিহিত মানসগঙ্গাদি নদীতটে গোচারণসহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনুচরগণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র গান করিতেছিলেন; পথিমধ্যে কোন স্থলে মদান্ধ অলিকুল গান করিতেছে দেখিয়া বলরামের সহিত তিনিও গান করিতে লাগিলেন। কোন স্থলে শুক অপেক্ষা সুমধুর কলবাক্যদ্বারা শব্দায়মান শুকপক্ষীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

কোনস্থলে গো ও গোপবালকগণের মনোহর মেঘগম্ভীর স্বরে দূরগামী পশুগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

কোনস্থলে চকোর, বক, চক্রবাক্, ভারদ্বাজ (ভাক্সই), ময়ূর প্রভৃতি পাখীর অনুরূপ ধ্বনি করিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন, কোনও সময়ে প্রাণি-গণের মধ্যে গিয়া গোজাতীয় প্রাণী সিংহ, ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইলে যেরূপ শব্দ করে, তদ্রূপ শব্দ করিতে লাগিলেন।

বিহারবিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে বয়স্যগণ! আমরা বয়স ও বলের অনুরূপ দুইদলে বিভক্ত হইয়া ক্রীড়া করিব?

শিখিপিচ্ছ, পুষ্প, গৈরিকাদি-দ্বারা বিচিত্র শরীর শ্রীকৃষ্ণ বংশী, পত্রয়চিত বংশী ও শৃঙ্গাদির অত্যুচ্চ শব্দ এবং নৃত্যগীত ক্রীড়াদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন। সে-সময় অনুচর গোপবালকগণ তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি গান করিতেছিলেন। তিনি স্নেহপূর্ণ স্বরে বৎসগণের নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন; তাঁহার দর্শন শ্রীযশোদা প্রভৃতির নয়নের আনন্দস্বরূপ।

সখীগণের উক্তি—গোপগণের সহিত বনে বনে বিচরণকারী এবং দোহনসময়ে চঞ্চল-স্বভাব গাভীগণের বন্ধনরজ্জু-দ্বারা শোভিত রাম-কৃষ্ণ সুমধুর পদসম্বলিত শ্রবণানন্দদায়ক বেণুরব-দ্বারা যে গতিমানদিগের জাড্য এবং বৃক্ষগণের পুলকোদ্গম করাইতেছেন, তাহা বড়ই বিচিত্র।

শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ জন্য বনে গমন করিলে শ্রীব্রজদেবীগণ মিলিত হইয়া বিরহাতিশয়বশতঃ তাঁহার চরিত্র গান করিতে করিতে বলিতেছেন,—হে সখি! ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিক এবং তরুপল্লবদ্বারা মুকুন্দ মল্লের ন্যায় বদ্ধপরিকর হইয়া বলদেব ও গোপগণের সহিত গাভীসকলকে আহ্বান করেন, এসকল বেশ-দ্বারা সেই সেই লীলা বিশেষ শোভা পায়।

সখ্যরূপ উদ্দীপন—বসন, ভূষণ, শঙ্খ, চক্র, শৃঙ্গ, বেণু, যষ্টি, শ্রেষ্ঠজন প্রভৃতি। কালরূপ উদ্দীপন—সেই সেই ক্রীড়ার (গোচারণ, বনভোজন, মল্লক্রীড়াদির) উপযুক্ত কাল। সে-সকল কাল—শ্রীশুকদেব বৃন্দাবনের বর্ষা-ঋতু প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

এবং বনং তদ্বর্ষিষ্ঠং পক্কখর্জ্জুরজম্বুমৎ।
গো-গোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ॥ (ভাঃ ১০।২০।২৫)

হে রাজন্, এই প্রকার বর্ষার সময় ক্রীড়ার নিমিত্ত গো ও গোপগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীবলদেবসহ শ্রীকৃষ্ণ পক্কখর্জ্জুর ও জম্বুবিশিষ্ট এক বনে প্রবেশ করিলেন। স্তনভরে মন্দগামিনী ধেনুসকল শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আহূত হইয়া দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল, প্রীতিবশে তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল।

সেই বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—পুলিন্দাদি বনবাসিগণ, প্রফুল্ল বনরাজি মধুক্ষরণশীল, পর্ব্বত হইতে জলধারা প্রবাহিত, জলের পতনশব্দে গুহাসকলও শব্দায়মান। বনমধ্যে বৃষ্টিপাতসময়ে শ্রীকৃষ্ণ কখনও বৃক্ষ-কোটরে, কখনও বা গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া কন্দমূলফলাদি ভোজন করিয়া বিহার করেন।

নিজ গৃহস্থিত কোনজন বান্ধবগণের আনীত দধি, অন্নব্যঞ্জন ও জল সন্নিহিত শিলার উপর বসিয়া শ্রীবলরাম ও গোপগণ সহ ভোজন করিলেন। তখন তৃণসকলের উপর শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ বৃষ বৎসতর ও স্তনভারাক্রান্ত গাভীসকল রোমন্থন করিতেছিল।

সেই বর্ষাসৌন্দর্য্যকে সর্ব্বকালসুখাবহ নিজ-শক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমাদর করিলেন।

অতঃপর মৈত্রীময় প্রীতির অনুভাব প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে উদ্ভাস্বর, সৌহৃদময়ী প্রীতিতে নিঃস্বার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণের হিতানুসন্ধান, সঙ্গত কি অসঙ্গত কি, তাহা বলা; সহাস্য আলাপ প্রভৃতি। আর সখ্যময়ী প্রীতিতে অসঙ্কুচিত প্রীতিময় চেষ্টা। যথা—শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র নানা খেলা, সঙ্গীতাদি কলাভ্যাস, ভোজন, উপবেশন, শয়ন প্রভৃতি এবং পরিহাস, রহোলীলাশ্রবণ-কথনাদি, ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইত্যাদি শ্লোকে যে-সকল ক্রীড়ার প্রশংসা করা হইয়াছে, সে-সকল সখ্যময়ী মৈত্রীর উদ্ভাস্বর, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—হে রাজন্! বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি গোপগণ নবপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ, স্তবক (পুষ্পগুচ্ছ) মালা ও গৈরিক ধাতু-দ্বারা ভূষিত হইয়া নৃত্য-গীত ও বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যকালে কেহ কেহ গান করেন, কোন গোপবালক বংশী, করতাল ও শৃঙ্গবাদ্য করেন, কেহ কেহ বা প্রশংসা করেন। নট যেমন নটকে স্তব করে তদ্রূপ গোপজাতিরূপে ছদ্মবেশী দেবতাগণ গোপালরূপী রামকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন।

কাকপক্ষধর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম পরস্পর হাতধরাধরি করিয়া ভ্রামণ, উল্লম্ফন, আস্ফোটন ও আকর্ষণ করিয়া বাহুযুদ্ধ করিতেন। যখন অন্য গোপবালক নৃত্য করেন, তখন স্বয়ং কৃষ্ণ-বলরাম গায়ক ও বাদক হন এবং সাধু সাধু বলিয়া নৃত্যের প্রশংসা করেন, কখনও বিল্বফল বা কুম্ভফল-দ্বারা ক্রীড়া করেন।

বনভোজনলীলায় ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সকলদিকে বহু পংক্তি রচনা করিয়া উপবেশন করিলেন। সকলেরই নয়ন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। সকলে একসঙ্গে উপবেশন করায় পদ্মের মত দেখাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার কর্ণিকার স্বরূপ আর সখাগণ দল স্বরূপ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ পুষ্পদ্বারা, কেহ পত্রদ্বারা, কেহ অঙ্কুর, কেহ ফল, কেহ বৃক্ষত্বক্, কেহ শিকা, কেহ বা প্রস্তর-দ্বারা পাত্র কল্পনা করিয়া ভোজনরত ছিলেন। ভোজনকালে সকলেই নিজ নিজ খাদ্যের বিশেষ আস্বাদ শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া হাস্য-পরিহাস সহকারে ভোজন করিতে লাগিলেন।

একত্রে বিহার সখ্যের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহস্র সহস্র গোপ-বালক অসংখ্য গোবৎস অগ্রে করিয়া পরমানন্দে বাহির হইলেন। সকলেরই সঙ্গে শিকা, বেত্র, বেণু ও শৃঙ্গ ছিল। কাহারও মনের আবেশ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের প্রতি ছিল না। সকলেরই মনের ভাব—আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই যাইতেছি। ইহাতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে আসক্তিরূপ ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতেই গোপগণের সহিত বিহারশালী প্রণয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ সহ বনভোজনলীলায় ব্রহ্মা, গো-বৎস ও সখাগণকে অপহরণপূর্ব্বক প্রায় একবৎসর মায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন পুনর্ব্বার পুলিনে তাহাদিগকে আনয়ন করেন, তখন সখাগণ বলিলেন, কৃষ্ণ তুমি অতি সত্বর আসিয়াছ, আমরা একগ্রাসও ভোজন করি নাই। এস নিশ্চিন্তমনে ভোজন কর।

লীলাশক্তির প্রভাবে উক্ত সময় ক্ষণকাল মাত্র মনে হইয়াছিল।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

শ্রীশ্রীজগন্নাথপ্রকাশ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০৬ পৃষ্ঠার পর)

ব্রজ-মাঠে ধেনুগণ হাম্বা হাম্বা করে।
তা' দেখিয়া হরষিত গোপীরা অন্তরে ॥
দ্বারকা নগরে রাজে ঐশ্বর্য্য প্রচুর।
মণি-মুক্তা ঝলমল করে চারিধার ॥
পরমার্থে ব্রজের এক বালুকার কণ।
দ্বারকার শতরত্ন চেয়েও মূল্যবান্ ॥
মহাসৌভাগ্য লভি' ব্রজবাসীগণে।
সর্ব্বত্যাগ করি' কৃষ্ণে ভজয়ে যতনে ॥
বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা।
সম্ভ্রমে তাহারে সবে করে থাকে সেবা ॥

কৃষ্ণে আত্ম-সম-জ্ঞান করে ব্রজজন।
সঙ্কোচ, সম্ভ্রম সেথা রহে না কখনো॥

ব্রজপুরে কৃষ্ণচন্দ্র নন্দের নন্দন
'গোপাল' বলিয়া তারে ডাকে ব্রজজন॥

ব্রজরাজ-সুত বলি' করে না খাতির।
সবে জানে কৃষ্ণ তাদের বড় আপনার॥

মাতা যশোমতী তারে করি' পুত্রজ্ঞান।
কভু বান্ধে, কভু করে তাড়ন-ভৎর্সন॥

যাঁ'র ভয়ে মৃত্যুও পলায় ভীত হয়ে।
সেই কৃষ্ণ ব্রজ-লীলায় কাঁদে মাতৃ-ভয়ে॥

শুদ্ধ সখাভাবে যত ব্রজ-সখাগণ।
কভু বা কৃষ্ণের স্কন্ধে করে আরোহণ॥

শ্রীরাধা-অনুগা হয়ে ব্রজ-গোপীগণ।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে কৃষ্ণের সেবন॥

রস-মধ্যে মধুর রস হয় চমৎকার।
গোপী-প্রেম সেই হেতু সর্ব্ব রস-সার॥

দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ গদা-চক্রধারী।
কিন্তু ব্রজে কৃষ্ণ-করে বিরাজে বাঁশরী॥

পঞ্চ মুখ্য ভক্তি-রসে ব্রজবাসীগণ।
আত্মসম জ্ঞানে কৈল কৃষ্ণের সেবন॥

ব্রজবাসীদের প্রেম এতই মধুর।
নিদ্রাতেও তাঁদেরে চিন্তে শ্যামসুন্দর॥

ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেম রহে ব্রজপুরে।
ব্রজের মাধুর্য্য তাই ভক্ত-চিত্ত হরে॥

মাতা যবে ব্রজ কথা কহিছে এমতে।
গৃহ-দ্বারে কৃষ্ণ-বলাই আসিল চকিতে॥

সর্ব্ব যজ্ঞের সার প্রভাস-যজ্ঞ-কথা।
কহিতে লাগিল এবে স্নেহময়ী-মাতা ॥

"প্রভাস-যজ্ঞ যবে করিল কেশব।
নারদ তবে দ্বারকায় হ'ল উপনীত ॥

কহিল দেবকী দেবী নারদে ডাকিয়া।
নিমন্ত্রণ করে এসো সর্ব্বপুরে গিয়া ॥

শ্রীনারদ সর্ব্বস্থানে গিয়া ঘরে ঘরে।
প্রভাস-যজ্ঞে আসিবারে নিমন্ত্রণ করে ॥

ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া।
ব্রজপুরে প্রবেশিলা স্নান সমাপিয়া ॥

ব্রজ-রাজ-গৃহে তিনি পশিলা যখন।
রাণী যশোমতী তাঁরে বন্দে সেইক্ষণ ॥

তাঁর পদ ধৌত করি' বসাইয়া আসনে।
ছানা-ক্ষীরাদি তাঁরে খাওয়া'লো যতনে ॥

নারদ ঋষি প্রীত হয়ে কহে যশোদারে—।
'দ্বারকায় কেহ এত যত্ন নাহি করে ॥'

দ্বারকা হইতে ঋষি আসিছে শুনিয়া।
পুছে মাতা যশোমতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥

কহ ঋষি,—'মোর কানু আছয়ে কেমন!
দ্বারকার রাজা আজ মোর বাছাধন ॥

নির্ম্মম অক্রূর আসি' মোর মুরারিরে।
ব্রজ হ'তে নিয়ে গেল মথুরা নগরে ॥

মথুরা হইতে সে যে ফিরিল না আর।
ততবধি মোরা সবে করি হাহাকার ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৭ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু শ্বপচকুলে আবির্ভূত বৈষ্ণবের প্রদত্ত যাবতীয় বস্তু গ্রহণ এবং তাঁহার সহিতই ষড়্‌বিধ-সঙ্গ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশতঃ নিজকে মহাপ্রভুর সমীপে 'নীচ জাতি', 'নীচ সঙ্গী' সুতরাং 'অস্পৃশ্য প্রভৃতি জানাইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু স্বমুখে এই শাস্ত্রীয় বাক্যটী উচ্চারণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।

তস্মৈ দেয়ং ততো **গ্রাহ্যং** স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ ধৃত ইতিহাস সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্‌বাক্য)

চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ যদি অভক্ত হয়, তবে আমার প্রিয় নহে, আর শ্বপচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও আমার ভক্ত হইলে আমার প্রিয়, সেইরূপ ব্যক্তিকেই যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতে হইবে, তাঁহা হইতেই যাবতীয় বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ আমি যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেইরূপ পূজ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই উপদেশামৃত হইতে জানিতে পারি,—"দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥"

বৈষ্ণবের সহিতই দান-প্রতিগ্রহ, গুহ্যকথা বলা ও শ্রবণ করা, বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তু ভোজন ও তাঁহাকে ভোজন করান প্রভৃতি প্রীতিলক্ষণ সাধন করিতে হইবে। উপরি-উক্ত মহাপ্রভু-বাক্য ও গোস্বামি-বাক্য প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিলে কি ভক্তের নিকট হইতে বাছিয়া বাছিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে? অর্থাৎ ভক্তের স্পৃষ্ট, ভক্তের দত্ত জল বা কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা চলিবে না, কেবল তাহার নিকট হইতে অপক্ক তণ্ডুল ও কদলীমাত্র গৃহীত হইবে? কই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতাবলম্বী শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামী প্রভু তো' শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এরূপ ব্যবস্থা দেন নাই বা মহাপ্রভুও তো' "তস্মৈ দেয়ং" বা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও তো' "ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে" পদের টীকায় ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের নিকট হইতে অপক্ক তণ্ডুল বা কদলী মাত্র গ্রহণের কথা লেখেন নাই। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী-প্রভু ৯ম বিলাসে বলিয়াছেন—

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য **অন্নপানাদি**কঞ্চ যৎ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥"

--হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য, **অন্নপানাদি** যে কিছু দ্রব্যই হউক না কেন, তাহাতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই।

পূর্ব্বপক্ষীয়গণ বলেন, এরূপ বিচার কেবল 'মহাপ্রসাদ' সম্বন্ধে করিতে হইবে, আর সেই 'মহাপ্রসাদ' কেবল আমাদের মাপকাঠির অন্তর্গত পুরীধামেই সম্ভব হইতে পারে, অন্যত্র 'মহাপ্রসাদ' হয় না—এরূপ যুক্তি নিতান্ত প্রাকৃত; কারণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।"

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মাত্রেই শ্রীমহাপ্রসাদ। জগতের নাথ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে বা ভক্তগণের হৃদয়মন্দিরে জগতের সর্ব্বত্রই বিরাজিত; সুতরাং সর্ব্বত্রই 'মহাপ্রসাদ' হয়।

আর যদি স্থানমাহাত্ম্য হেতুই পুরীধামে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ (?) বিচার করা না হয়, তাহা হইলে শ্রীধাম বৃন্দাবন, শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি পরম মাহাত্ম্যযুক্ত ধামসমূহে কেনই বা মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ বিচার করা হইবে? তাহা হইলে কি শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ বা বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কম? শ্রীক্ষেত্র, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি হরিক্ষেত্র সমূহ কি অভিন্ন নহে? আর যদি পূর্ব্বপক্ষীয়গণের বিচারাবলম্বনে ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য হেতুই শ্রীমহাপ্রসাদে 'বিশ্বাস' (?) স্থাপন করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণোচ্ছিষ্টের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অপ্রাকৃতত্ব হেতু মহাপ্রসাদে বিশ্বাস স্থাপন করা না হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধ-কুক্কুটিন্যায়াবলম্বনে বিষ্ণুধাম-মাহাত্ম্য স্বীকার (?) করিলে, কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদ-মাহাত্ম্য স্বীকার করিলে না। বিষ্ণু-ধাম ও বিষ্ণু-প্রসাদ অভিন্ন বস্তু, উভয়েরই মাহাত্ম্য সমান, উভয়েই অপ্রাকৃত। অতএব পূর্ব্বপক্ষীয়গণের যাবতীয় প্রজল্পগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে কেবলমাত্র কপটতা ও বিপ্রলিপ্সা ছাড়া আর কিছু নাই। পুরীতে যে মহাপ্রসাদে 'বিশ্বাস' (?) স্থাপন করা হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'বিশ্বাস' নহে; পরন্তু তন্মধ্যে ও অদৈব-স্মার্ত্ত-সমাজের দাসত্বটী-ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্ধ ও স্মার্ত্ত সমাজের আইন কানুনে কেবলমাত্র সে-স্থানে মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ (!) বিচার নাই বলিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসমান কর্ম্ম-জড়-পদাবলেহিগণের ঐ সকল কপট ও দুর্ব্বল যুক্তির অবতারণা; কিন্তু উহা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের সুতীক্ষ্ণ বিচারে ধরা পড়িয়া যায়।

স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ এত কথাতেও নিরস্ত না হইয়া বলিয়া থাকেন, এরূপ সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্য-দ্বারা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু

মহাপ্রভুর আচরণ-দ্বারা তো' সমর্থিত হয় না, এরূপ পূর্ব্বপক্ষও খণ্ডনযোগ্য। কারণ মথুরায় সানোড়িয়ার ঘরে—যে সানোড়িয়াগণের স্পৃষ্ট জল সৎ-শূদ্রাদি জাতি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী তো' গ্রহণ করেনই না, সেইরূপ সানোড়িয়া-কুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের হস্তপাচিত অন্নও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এবং স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন। আর শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে অনেক সময়েই তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে আসিয়া ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, মহাপ্রভু তখন দ্বিজিহ্ব কপট ব্যক্তির ন্যায় কপট ব্যবহারিকতা দেখাইবার জন্য ঠাকুর হরিদাসের সহিত সমপংক্তিতে ভোজনার্থ আহ্বান প্রচার করেন নাই। অন্য প্রমাণের আবশ্যক কি, তিনি শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে বর্ণাশ্রমীর আদর্শ **গৃহস্থ ব্রাহ্মণের** অভিনয়কারী আচার্য্য-বর্য্য শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে স্বয়ং যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাস ও ব্রাহ্মণেতরকুলে প্রকটিত শ্রীমুকুন্দের সহিত একত্র ভোজন করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা—

"মুকুন্দ হরিদাস লৈয়া করহ ভোজন ॥
তবে ত' আচার্য্য **সঙ্গে** লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, **ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥"**

(চৈঃ চঃ মঃ ৩।১০৬-১০৭)

যদি বল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে দেখা যায় তিনি একমাত্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইলেই তাঁহার গৃহে অন্নাদি ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈষ্ণব+ব্রাহ্মণ একত্র সমষ্টিতে বড়! প্রাকৃত সহজিয়াগণের এইরূপ বিচার অত্যন্ত প্রাকৃত। বৈষ্ণবে বিপ্রতার অভাব নাই—ইহা তাঁহারা প্রাকৃত অস্মিতা ছাড়িতে পারেন না বলিয়াই বুঝিতে পারেন না। যদি বৈষ্ণব+ব্রাহ্মণ, শৌক্রব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত-বৈষ্ণব অপেক্ষা বড়ই হইবে, তাহা হইলে ঠাকুর হরিদাস বা রায় রামানন্দ অপেক্ষা প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে মহাপ্রভু অধিক বড় বৈষ্ণব বলিতেন। বৈষ্ণবতা আত্মার ধর্ম্ম, উহার উচ্চাবচতাবিষয়ে প্রাকৃত কুলাদির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। যদি তাহা না হইবে, তবে কেনই বা যবনকুলোদ্ভূত—

"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।" (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৬৫)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত-সার

[দশম স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়—যজ্ঞসমাপনান্তে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গণসহ দীক্ষান্ত-স্নানাদি উৎসব এবং তাঁহার ময়দানব-নির্ম্মিতসভায় দৃষ্টিভ্রমহেতু মাৎসর্য্য-পীড়াক্রান্ত রাজা-দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়—রুক্মিণীহরণকালে পরাজিত রাজগণের অন্যতম শাল্বের পৃথ্বীকে যাদবশূন্যা করিবার প্রতিজ্ঞানুসারে শিবারাধনা ও শিব-বরে ময়দানব-রচিত ইচ্ছানুরূপ গতিশীল 'সৌভ' নামক যানপ্রাপ্তি, বৃষ্ণিবীরগণ-সহ শাল্ব-পক্ষীয়গণের মহাযুদ্ধ, বীরবর প্রদ্যুম্নের দিব্যাস্ত্র-দ্বারা শাল্ব-রচিত মায়া-বিনাশ, শাল্বানুচর দ্যুমানের গদাহত প্রদ্যুম্নকে দারুকপুত্র প্রদ্যুম্ন-সারথী-কর্ত্তৃক রণস্থল হইতে অপসারণ, সংজ্ঞালাভান্তর প্রদ্যুম্নের তজ্জন্য বীরোচিত ক্ষোভপ্রকাশ এবং তচ্ছ্রবণে সারথীর নিজধর্ম্ম-কথন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়—প্রদ্যুম্নের পুনরায় শাল্বসহ যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে গমন এবং কাপট্যপরায়ণ শাল্বের বিনাশ-সাধন ও 'সৌভ'যান-ভঞ্জন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়—শাল্বমিত্র দন্তবক্র ও তদ্‌ভ্রাতা বিদূরথকে বিনাশ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিজপুরীতে বিহার, দন্তবক্রের সারূপ্যমুক্তি-লাভ, কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধোপক্রম-শ্রবণে শ্রীবলদেবের তীর্থ-স্নানচ্ছলে দ্বারকা হইতে প্রস্থান ও নানাতীর্থ-ভ্রমণ, নৈমিষারণ্যে রোমহর্ষণ সূতের প্রাণবিনাশ ও তৎপুত্র উগ্রশ্রবা সূতকে ভাগবতবক্তৃরূপে বিনিয়োগ।

একোনাশীতিতম অধ্যায়—নৈমিষারণ্যবাসী দ্বিজগণের তুষ্ট্যর্থ লোক-শিক্ষাকল্পে সূতহত্যাজনিত অপরাধ-মোচন-ব্যপদেশে শ্রীবলদেবের 'বল্বল'-নামক-অসুরের বিনাশসাধনপূর্ব্বক নানাতীর্থে অবগাহন, কুরুক্ষেত্রে ভীম-দুর্য্যোধনযুদ্ধ-দর্শনে তাহা দৈবকৃত-জ্ঞানে দ্বারকায় প্রত্যাগমন, পুনরায় নৈমিষে গমন, ঋষিগণকে অপ্রাকৃত স্বরূপজ্ঞান-প্রদান এবং অবভৃথ-স্নানান্তে শ্রীরেবতীদেবীসহ মিলন।

অশীতিতম অধ্যায়—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিজগৃহাগত অর্থেপ্সু সখা শ্রীদামবিপ্রকে অর্চ্চনপূর্ব্বক উভয়ের একত্রে গুরুকুলে বাসকালীন লীলা-সমূহের আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

একাশীতিতম অধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণের সখা-শ্রীদামা-সহ প্রেমালাপ সুহৃদুপহৃত চপিটকতণ্ডুল ভক্ষণ এবং সখার আশ্রমে ইন্দ্রদুর্ল্লভা শ্রীনির্ম্মাণ শ্রীদামার

গৃহে প্রত্যাগমন, ঐশ্বর্য্যদর্শনে বিস্ময় ও শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের প্রশংসা এবং অনাসক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিতে করিতে যথাকালে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়—সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমাগত যাদবগণ ও অন্যান্য নৃপতিগণের পরস্পর কৃষ্ণকথা-আলাপন এবং নন্দাদি-সুহৃদ্‌গণের আনন্দবিধানকারী শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রে আগমন ও সুদীর্ঘবিরহসন্তপ্ত ব্রজবাসিগণ-সহ মিলন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়—(কুরুক্ষেত্রে) স্ত্রীগণ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে কৃষ্ণপত্নীগণকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর নিকট স্ব-স্ব পাণিগ্রহণ-ব্যাপার বর্ণন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়—(কুরুক্ষেত্র) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনার্থ মুনি সমাগম, শ্রীকৃষ্ণের সাধুমাহাত্ম্য ও মুনিগণের কৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন, শ্রীবসুদেবের জীব-মঙ্গলোপায়-প্রশ্নোত্তরে মুনিগণের যজ্ঞদ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরির আরাধনার উপদেশ ; বসুদেবের যজ্ঞোৎসাহ এবং যজ্ঞান্তে মুনিগণের স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়—মাতা-পিতাকর্ত্তৃক সম্প্রার্থিত রাম-কৃষ্ণের পিতাকে তত্ত্বজ্ঞান, মাতাকে মৃতপুত্র-প্রদান ও কৃষ্ণকৃপায় দেবকী-পুত্রগণের মুক্তিলাভ।

ষড়শীতিতম অধ্যায়—অর্জ্জুনের দম্ভ-সহকারে সুভদ্রা-হরণ এবং 'ভক্ত-ভক্তিমান' শ্রীকৃষ্ণের মিথিলা গমনপূর্ব্বক তদীয় ভক্ত বহুলাশ্ব ও শ্রুত-দেব-গৃহে অবস্থান এবং তাঁহাদিগকে সন্মার্গের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়—শ্রীনারায়ণ-নারদ-সংবাদে 'বেদসমূহকর্ত্তৃক নারায়ণের সগুণ-নির্গুণ-স্তুতি'-বর্ণন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়—গুণাতীত বিষ্ণুপাসকগণের মায়িকগুণ-নির্ম্মুক্তি ও বৈকুণ্ঠপদবী লাভ এবং গুণময় অন্যদেবোপাসকগণের জড়ীয় বিভূতিলাভাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জীবপ্রতি প্রকৃত অনুগ্রহের লক্ষণ তথা শিব-বরদৃপ্ত বৃকাসুর-নিধনবার্ত্তা-কীর্ত্তনমুখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুরই মহত্ত্ব-কথন।

একোননবতিতম অধ্যায়—'কোন্ দেবতা শ্রেষ্ঠ'—এতদ্বিষয়ে সংশয়চিত্ত মুনিগণের নিকট ভৃগু-কর্ত্তৃক (পরীক্ষা-দ্বারা) বিষ্ণুর উৎকর্ষ-বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের মহাকালপুর-গমন ও দ্বারকাবাসি-বিপ্রপুত্রোদ্ধার-প্রসঙ্গে অর্জ্জুনের কৃষ্ণ-প্রভাবদর্শনে বিস্ময়।

নবতিতম অধ্যায়—"মধুরেণ সমাপয়েৎ"—এই ন্যায়ানুসারে পুনর্ব্বার সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং যদুবংশের সকারণ আনন্ত্য-বর্ণন।

একাদশ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়—কৃষ্ণেচ্ছায় মৌষলোৎপত্তিছলে যদুবংশ ধ্বংশের সূচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—নিমি-জায়ন্তেয়-সংবাদের উল্লেখপূর্ব্বক জিজ্ঞাসু বসুদেবের নিকট নারদের ভাগবত-ধর্ম্মোপদেশ; আত্যন্তিক ক্ষেম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন। তৃতীয় অধ্যায়—বহিরঙ্গা মায়ার স্বরূপ, তন্নিবৃত্তির উপায় ও কর্ম্মনৈষ্কর্ম্মের বিষয় বর্ণন। চতুর্থ অধ্যায়—ভগবদবতারগণের লীলাদি বর্ণন।

পঞ্চম অধ্যায়—ভক্তিহীনজনগণের স্থিতি ও প্রতিযুগের পূজাবিধি বর্ণন এবং নিমি-জায়ন্তের সংবাদের সমাপ্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ব্রহ্মাদিদেবগণ কর্ত্তৃক স্তবসহকারে স্বধাম-গমন বিষয়ে প্রার্থিত শ্রীভগবানের নিকট শ্রীউদ্ধবের তদ্ধামগমন-বিষয়ক প্রার্থনা।

সপ্তম অধ্যায়—শ্রীউদ্ধবের আত্মজ্ঞানসিদ্ধির জন্য শ্রীহরি-কর্ত্তৃক ইতিহাসোক্ত অবধূত-বিষয়ক চতুর্ব্বিংশ গুরুর মধ্যে অষ্টগুরুর শিক্ষা বর্ণন।

অষ্টম অধ্যায়—অজগর প্রভৃতি নবসংখ্যক গুরুর নিকট হইতে শিক্ষিত বিষয়ের কথন। নবম অধ্যায়—কুররের প্রভৃতির নিকট হইতে লব্ধ-শিক্ষা।

দশম অধ্যায়—স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহসম্বন্ধবশতঃই আত্মার সংসার-দশা লাভ হয়, স্বরূপতঃ নহে—মতান্তর-নিরাসপূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্ত বর্ণনা।

একাদশ অধ্যায়—বদ্ধ, মুক্ত, সাধু ও ভক্তির লক্ষণ-কথন।

দ্বাদশ অধ্যায়—সাধুসঙ্গের মহিমা ও ব্রজবাসিগণের প্রেমের সর্ব্বমহোৎকর্ষ বর্ণন। ত্রয়োদশ অধ্যায়—সত্ত্বগুণের উদ্রেকহেতু বিদ্যার উদয়ক্রমে এবং হংস-দেবের ইতিহাস হইতে চিত্তের গুণবিশ্লেষ-বর্ণন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাধন সহিত ধ্যানযোগ-বর্ণন।

পঞ্চদশ অধ্যায়—ধারণাগত সিদ্ধিকথন।

ষোড়শ অধ্যায়—হরির আবির্ভাবযুক্ত-বিভূতি-বর্ণন।

সপ্তদশ অধ্যায়—ভক্তিরূপ স্বধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থগণের সম্বন্ধে হংসোক্ত ধর্ম্ম-বর্ণন।

অষ্টাদশ অধ্যায়—বানপ্রস্থ যতিগণের ধর্ম্ম এবং অধিকারীভেদে তদ্‌গত-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন। একোনবিংশ অধ্যায়—জ্ঞানাদির ত্যাগ কথন।

বিংশ অধ্যায়—অধিকারীভেদে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ-নির্দ্দেশ।

একবিংশ অধ্যায়—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ অনধিকারী কামিগণের স দ্রব্য ও দেশাদি বিষয়ক গুণদোষ-নিরূপণ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়—তত্ত্বসংখ্যার অবিরোধপ্রণালী এবং প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক ও জন্মমৃত্যুর প্রকার বর্ণন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—ভিক্ষুগীতোক্ত-প্রণালীক্রমে বুদ্ধির সাহায্যে মনঃসংযম দ্বারা দুর্জ্জনকৃত তিরস্কারের সহনোপায়-বর্ণন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়—সাংখ্যযোগ-দ্বারা মহামহো নিবারণ বর্ণন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—গুণবৃত্তি নিরূপণ। ষড়্‌বিংশ অধ্যায়—দুষ্টসঙ্গবশতঃ যোগনিষ্ঠার বিঘাত ও সৎসঙ্গবশতঃ তদ্‌বিষয়ক উৎকর্ষ-নিরূপণ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়—সংক্ষেপে অঙ্গসমন্বিত ভগবদারাধনা-রূপ ক্রিয়াযোগ-বর্ণন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত জ্ঞান-যোগের পুনঃ সংক্ষেপে কথন। একোনত্রিংশ অধ্যায়—পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত ভক্তি-যোগের পুনঃ সংক্ষেপে কথন।

ত্রিংশ অধ্যায়—নিজধামগমনেচ্ছু ভগবৎকর্ত্তৃক নিজ-কুল-সংহার।

একত্রিংশ অধ্যায়—ভগবানের স্বধামবিজয় ও বসুদেবাদির তদনুগমন।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়—কলিপ্রভাবে সাঙ্কর্য্যদোষে মলিনতা-প্রাপ্ত মাগধবংশীয় প্রভৃতি ভাবী রাজগণের সংক্ষেপে-ক্রম-বর্ণন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—কলির দোষসমূহের বৃদ্ধিতে ভগবানের কল্কি অবতার তৎফলে অধর্ম্মনিষ্ঠগণের বিনাশে পুনরায় সত্যযুগারম্ভ।

তৃতীয় অধ্যায়—পৃথিবী কর্ত্তৃক পৃথিবী-জয়ে ব্যগ্র নৃপতিগণের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রদর্শন এবং কলির বহুদোষ-সত্ত্বেও কলিযুগে সর্ব্বদোষাপহারক শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য বর্ণন।

চতুর্থ অধ্যায়—চতুর্ব্বিধ লয়ের বিবরণ ও হরিসঙ্কীর্ত্তনে সংসার-নিস্তারোক্তি।

পঞ্চম অধ্যায়—সংক্ষেপে পরব্রহ্মের উপদেশদ্বারা রাজা পরীক্ষিতের তক্ষক-দংশন-জনিত মৃত্যুভয় নিবারণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—পরীক্ষিতের মোক্ষপ্রাপ্তি, তৎপুত্র জন্মেজয় কর্ত্তৃক সর্প-বিনাশার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান; বেদোৎপত্তি ও বেদব্যাস কর্ত্তৃক বেদ-বিভাগ।

সপ্তম অধ্যায়—অথর্ব্ববেদ-বিস্তার, পুরাণ-বিভাগ, পুরাণ-লক্ষণ ও ভাগবত-শ্রবণের ফল।

অষ্টম অধ্যায়—মার্কণ্ডেয় ঋষির তপশ্চর্য্যা, তাঁহার প্রভাবে সানুচর কাম-দেবের পরাভব ও তৎকর্ত্তৃক নর-নারায়ণ-রূপী ভগবান শ্রীহরির স্তব।

নবম অধ্যায়—মার্কণ্ডেয় ঋষির ভগবন্মায়াপ্রভাবদর্শন।

দশম অধ্যায়—শ্রীশঙ্কর হইতে শ্রীমার্কণ্ডেয়ের বরপ্রাপ্তি।

একাদশ অধ্যায়—অর্চ্চনার্থ মহাপুরুষ ও প্রতিমাসের ত্রিব্যূহ-কথন।

দ্বাদশ অধ্যায়—শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বিষয়সমূহের সংক্ষেপ-বর্ণন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—পুরাণসংহিতা-সমূহের সংখ্যা-সমষ্টি, শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়, প্রয়োজন এবং দান ও পাঠাদি-মাহাত্ম্য।

—**শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ**, বি, এ, (অনার্স)

[প্রাক্তন অধ্যক্ষ, নবদ্বীপ সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়]

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা তৎশাখা অন্যান্য মঠসমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে।

এই উৎসব সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসবরূপে বিশেষভাবে উদ্‌যাপীত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ এই উৎসব উপলক্ষে একটি প্রচার পার্টি লইয়া কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই উক্ত মঠে উপস্থিত হন এবং প্রস্তুতিপর্ব্বের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। এই পিছলদায় শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী যাইবার কালে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাদস্পর্শে পবিত্র-পুতস্থান বৈষ্ণব-গণের স্মৃতির এক পুণ্যপীঠ। তাই শ্রীমঠের সন্নিকটে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিয়ামক-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। স্নানযাত্রা-উপলক্ষেই ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া সেই স্মৃতি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতিবৎসরেই এই সময়ে বিরাটভাবে মহোৎসবের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। তাই ৪ঠা আষাঢ় (ইং ১৯।৬।৭৮) সোমবার হইতে শ্রীমঠ তথা প্রাঙ্গনাদি নানা পত্র-পুষ্প-মালা প্রভৃতি-দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

তৎপর দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনা ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রার তাৎপর্য্য সহজ সরলভাষায় ব্যক্ত করেন এবং তৎপরে স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে ইহা সমাপ্তি হইলে ভোগ-আরতি ও কীর্ত্তনমুখে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি উপাদেয় উপকরণাদি নিবেদন করেন। ভোগান্তে আরতি হইলে সমাগত ভক্তবৃন্দকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীপাদ দয়ালহরি ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয়ের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

—শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষে সমিতির আকরমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা-সমারোহ বিপুলভাবে হয়। কাঁসিতলা-ঘাটনিবাসী শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের পূজা-মণ্ডপ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের স্থানরূপে কয়েক বৎসর হইতেই নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে। তাই রথযাত্রার প্রাক্‌দিবসে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন উপলক্ষে ২১শে আষাঢ় (৬।৭।৭৮) বৃহস্পতিবার কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া উক্ত গুণ্ডিচা বাড়ীতে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ উদ্ধৃতপূর্ব্বক পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর ভক্তগণ শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি করিলে কীর্ত্তন মুখেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২২শে আষাঢ় (ইং ৭।৭।৭৮) শুক্রবার ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউর প্রকাশের ইতিবৃত্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তগণের প্রচুর আনন্দ বিধান করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথখানি নবসাজে সুসজ্জিত হইতে থাকে। মধ্যাহ্নে নানাবিধ-উপকরণাদি নিবেদিত হইলে সহস্র সহস্র আগন্তুককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে অপরাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রথারূঢ় করিয়া মন্থর গতিতে সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকল শ্রেণীর মানুষেই রথাকর্ষণ করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথখানি মন্থর গতিতে নবদ্বীপ সহরের মুখ্য মুখ্য পথ অতিক্রম করা-কালে অগণিত ভক্তগণের 'জয় জগন্নাথ'-ধ্বনিতে জনগণ উদ্বেলীত হইয়া পরেন। পরে সন্ধ্যালগ্নে গুণ্ডিচা-মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শুভবিজয় করেন।

শ্রীজগন্নাথজীউ গুণ্ডিচা-মন্দিরে অষ্টম দিবস অবস্থান করিয়া নবম দিবসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (ভক্তগণ মানসপটে গুণ্ডিচা-মন্দিরকে সুন্দরাচল ও জগন্নাথ-স্থলীকে নীলাচল সদৃশ ভাবনা করেন)। প্রত্যাবর্ত্তনের দিনই পুনর্যাত্রা। ইহা এবৎসর ৩০শে আষাঢ় (ইং ১৫।৭।৭৮) সোমবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত কয়েক দিবস গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-লীলাদিও প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ গুণ্ডিচাবাড়ীর পরিচালনার দায়ীত্ব বহন করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। পুনর্যাত্রা দিবসেও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সহস্র সহস্র আগন্তুককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আরও সংবাদ এই যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র চুঁচুড়াস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ** ও শিলিগুড়িস্থ **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও** যথারীতি শ্রীরথযাত্রায় রথাকর্ষণ ও মহোৎসব-অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্থানাভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইতেছে যে, ঐ দুই মঠেও যথারীতি উক্ত অনুষ্ঠান বিপুলভাবে উদ্‌যাপীত হইয়াছে। উক্ত দুই মঠের পরিচালনায় যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ থাকায় দুই স্থানেরই শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবাদি সুষ্টুভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। স্থানাভাবে উহার বিশদ বিবরণ এস্থলে দিতে নাপারায় দুঃখিত।

—**নিজস্ব সংবাদদাতা**

দক্ষিণ ভারত-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিস্তব্ধধারা অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তস্থিত এমনকি বহির্ভারতেও বিভিন্ন তীর্থাদি পরিক্রমণ ও দর্শনাদির ব্যবস্থা করিয়া ধর্ম্মপিপাসু পারমার্থিক কল্যাণকামী জনগণকে বিভিন্ন সময়ে তীর্থদর্শনের সুযোগ দান করিয়া আসিতেছেন। তাই বিগত ২১শে কার্ত্তিক (ইং ৭।১১।৭৭) সোমবার হাওড়া-মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেস ট্রেণে রিজার্ভ টুরিষ্ট কোচে দক্ষিণ ভারত-পরিক্রমার উদ্দেশ্যে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের নেতৃত্বাধীনে হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ১০-৪০ মিনিটের সময় বিজয় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে অগ্রগামী রাখিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নাম-স্মরণ করতঃ সর্ব্বাগ্রে ভক্ত-বিঘ্নবিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপাভিক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রথমে মঙ্গলগিরি অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করা হয়। ইং ৯।১১।৭৭ তারিখে সকাল সাতটায় বিজয়ওয়াড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে আমাদের রিজার্ভ গাড়ী সেখানে অবস্থান করে। পরে আমরা সেখান হইতে মঙ্গলগিরি যাত্রা করি এবং তথায় প্রথমতঃ জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের স্থাপিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া শ্রীজীওড়নৃসিংহ দর্শন করি। এখানে শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভু তথাকার ইতিবৃত্ত ও মহিমা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পরে প্রসাদ পাইয়া পুনঃ বিজয়ওয়াড়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। বিজয়ওয়াড়ায় রাত্রে প্রসাদ পাইলে আমাদের রিজার্ভ কোচ তিরুমালাই এক্সপ্রেসে সংযোজিত হয়। আমরা গাড়ীতে আরামে নিজ নিজ বিছানায় শুইয়া পরি। রাত প্রায় ভোর হইতে চলিয়াছে। শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু ও শ্রীপাদ মুরলী প্রভু গুন্তুর হইতে সোজা মাদ্রাজ চলিয়া যান। কারণ ঐ সময় তামিলনাড়ুর সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তিতে প্রায় প্রলয়ঙ্করী সমুদ্রোচ্ছ্বাস ও বর্ষণে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুবরণ ও গৃহহারা হইয়া পরিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানের সহিত যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের যাত্রাপথের কি ব্যবস্থা হইবে তাহারই খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য তাঁহারা দুইজন মাদ্রাজ যাত্রা করেন। তখন সকাল প্রায় ৭টা, আমরা রেণিগুন্টা ষ্টেশনে পৌঁছি এবং আমাদের কোচ সেখানেই অবস্থান করে।

এখান হইতে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীতিরুপতি মন্দির দর্শনের জন্য তিরুপতি ইষ্ট (পূর্ব্ব) যাত্রা করি। তিরুমালাই পর্ব্বতোপরি ইহা অবস্থিত। এখানে ভগবান্ শ্রীবালাজী (নারায়ণ) ও লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান। এখানকার ঐশ্বর্য্য দেখিলে মনে হয় লক্ষ্মীদেবী ঐশ্বর্য্য যেন ঢেলে দিয়াছেন। দর্শনার্থীর ভিড় দেখিলে অবাক হইতে হয়। সহস্র সহস্র দর্শনার্থীগণ বিরাট আঁকা-বাঁকা লাইনে শারিবদ্ধ হইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশের জন্য উদ্‌গ্রীব ও অপেক্ষমান। এখানকার একটি বৈশিষ্ট্য দেখিলে সত্যিই প্রাণকে আন্দোলিত করে। এই আধুনিক যুগেও যুবক-যুবতীগণ এমন কি সধবা-ললনাগণও সত্বস্ফূর্ত্ত হইয়া মস্তক মুণ্ডন করতঃ শ্রীবেঙ্কটেশ্বরকে বিনম্র নিবেদন করেন। স্বামী-পুষ্করণীতে স্নান ও কেশ-ছেদন এখানকার মাহাত্ম্যকে আরও আকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। মুণ্ডন-সংস্কার স্থানকে কল্যাণকট বলে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-প্রসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩০শ বর্ষ | বাসুদেব, ১ পদ্মনাভ, ৪৯২ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৮৫ ; ইং ১৭।৯।১৯৭৮ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং পাণ্ডবাদিকৃতম্

শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

পাণ্ডুরুবাচ—

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-
ব্যাসাম্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্ম-দালভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুন-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন
পুণ্যানিমান্ পরম-ভাগবতান্ স্মরামি ॥১॥

পাণ্ডু বলিলেন,—প্রহ্লাদ, নারদ, পরাশর, পুণ্ডরীক, ব্যাস, অম্বরীষ, শুক, শৌনক, ভীষ্ম, দালভ্য, রুক্মাঙ্গদ, অর্জ্জুন, বশিষ্ঠ, বিভীষণ প্রমুখ পবিত্র পরম ভাগবতগণকে আমি স্মরণ করি ॥১॥

লোমহর্ষণ-উবাচ—

ধর্ম্মো বিবর্ধতি যুধিষ্ঠির-কীর্ত্তনেন
পাপং প্রণশ্যতি বৃকোদর-কীর্ত্তনেন।

শত্রুর্বিনশ্যতি ধনঞ্জয়-কীর্ত্তনেন
মাদ্রীসুতৌ কথয়তাং ন ভবন্তি রোগাঃ ॥২॥

লোমহর্ষণ বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের নামকীর্ত্তনের দ্বারা ধর্ম্ম বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়, ভীমসেনের নাম কীর্ত্তন করিলে পাপ প্রণষ্ট হয়, অর্জ্জুনের নাম-কীর্ত্তন-দ্বারা শত্রু বিনষ্ট হয় এবং মাদ্রীসুত নকুল-সহদেবের নাম-কীর্ত্তন করিলে রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না ॥২॥

ব্রহ্মোবাচ—

যে মানবা বিগত-রাগপরাবরজ্ঞা
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানেন তেন হত-কিল্বিষ-বেদনাস্তে
মাতুঃ পয়োধর-রসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥৩॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—যে-সকল মানব পরাবরবস্তুজ্ঞানী আসক্তিশূন্য হইয়া দেবগুরু নারায়ণের নাম সতত স্মরণ বা ধ্যান করেন, তাঁহারা পাপযন্ত্রণা হইতে নির্ম্মুক্ত হন এবং তাঁহাদের পুনরায় মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না অর্থাৎ আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥৩॥

ইন্দ্র-উবাচ—

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং,
প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্।
অনেক-জন্মার্জিত-পাপসঞ্চয়ং,
হরত্যশেষং স্মরতাং সদৈব ॥৪॥

ইন্দ্র বলিলেন,—পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের মধ্যে নারায়ণ-নাম প্রসিদ্ধ চৌর বলিয়া কথিত হন, কারণ যাঁহারা সর্ব্বদাই নারায়ণের নাম স্মরণ করেন, তাঁহাদের অনেক জন্মার্জ্জিত অশেষ পাপরাশি নারায়ণ স্বয়ং হরণ করেন ॥৪॥

যুধিষ্ঠির-উবাচ—

মেঘশ্যামং পীত-কৌষেয়-বাসং,
শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাঙ্গম্।
পুণ্যোপেতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং,
বিষ্ণুং বন্দে সর্ব্বলোকৈকনাথম্ ॥৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট, পীত-কৌষেয় বস্ত্র-পরিধানকারী, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভশোভিতাঙ্গ, পুণ্যযুক্ত, পুণ্ডরীকলোচন, সর্ব্বলোকেশ্বর বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি ॥৫॥

ভীমসেন-উবাচ—

জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা,
বিষাণ-কোট্যখিল-বিশ্বমূর্ত্তিনা।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহরূপিণা,
স মে স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ প্রসীদতু ॥৬॥

ভীমসেন বলিলেন,—যিনি কোটি-অখিলবিশ্বমূর্ত্তিবিশিষ্ট বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া দন্তদ্বারা জলমগ্না সচরাচরা পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই স্বয়ম্ভূ ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৬॥

অর্জ্জুন-উবাচ—

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমচ্যুতং
বিভুং প্রভুং কারণভূতভাবনম্।
ত্রৈলোক্য-নিস্তার-বিভাব-ভাবিতং
হরিং প্রপন্নোঽস্মি গতিং মহাত্মনাম্ ॥৭॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—যিনি অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, অচ্যুত, বিভু, প্রভু ও সমস্ত প্রাণীর পালনের একমাত্র কারণ, এবং যিনি ত্রৈলোক্যের উদ্ধারবিষয়ে বিশেষ ভাবনাযুক্ত ও মহাত্মগণের গতিস্বরূপ, সেই হরিতেই আমি শরণাগত হইতেছি ॥৭॥

নকুলউবাচ—

যদি গমনমধস্তাত্ কর্ম্মপাশানুবদ্ধো
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে।
কৃমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা
ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা ॥৮॥

নকুল বলিলেন,—যদি কর্ম্মপাশবদ্ধতাহেতু অধোগতি হয়, কুলবিহীন পক্ষী বা কীটজন্মও হয় এবং শত শত কৃমিরূপে জন্ম হইলেও যেন হৃদয়স্থিত কেশবে আমার ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে ॥৮॥

সহদেব-উবাচ—

তস্য যজ্ঞবরাহস্য বিষ্ণোরতুল-তেজসঃ।
প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥৯॥

সহদেব বলিলেন,—যাঁহারা সেই অতুলতেজা যজ্ঞবরাহ বিষ্ণুকে প্রণাম করেন, তাঁহাদিগকেও আমি বারবার প্রণাম জানাই ॥৯॥

কুন্তুবাচ—

সকর্ম্ম-ফল-নির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ! ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে ॥১০॥

কুন্তীদেবী বলিলেন,—নিজ কর্ম্মফলানুসারে যে যে যোনিতে জন্ম হউক না কেন, হে হৃষীকেশ! সেই সেই জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার দৃঢ়া ভক্তি থাকে ॥১০॥

মাদ্রী-উবাচ—

কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি,
রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে মৃত্যুকালে প্রবিশন্তি কৃষ্ণং,
হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশম্ ॥১১॥

মাদ্রীদেবী বলিলেন,—যাঁহারা কৃষ্ণেরত এবং রাত্রিকালে নিদ্রোত্থিত হইয়াও সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তাঁহারা মন্ত্রপূত ঘৃতের অগ্নিপ্রবেশের ন্যায় মৃত্যুসময়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইবেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সামীপ্য-মুক্তি লাভ করিবেন ॥১১॥

দ্রুপদ-উবাচ—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ-পিশাচ-মনুষ্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে কেশব! তে প্রসাদাত্,
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী ॥১২॥

দ্রুপদরাজা বলিলেন,—হে কেশব! কীট, পক্ষী, মৃগ, সর্প, রক্ষঃ, পিশাচ, মনুষ্য প্রভৃতি যে কোন যোনিতে জন্ম হউক না কেন, তোমার প্রসাদে অর্থাৎ অনুগ্রহে তোমাতে যেন আমার অব্যভিচারিণী, অচলা ভক্তি থাকে ॥১২॥

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্গের জীবনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৬ পৃষ্ঠার পর)

গোদাদেবী শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে নীতা হইলে শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা ও লোকলোচনের বহির্ভূতা

মহাকোলাহলে গীতবাদ্যভাণ্ডাদি দ্বারা দিক্‌সমূহ প্রপূরিত করিয়া গোদাদেবী শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গনাথের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নীতা হইলেন। বিষ্ণুচিত্তের শিষ্যকল্প মথুরাবাসী রাজা বল্লভদেব তৎকালে শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান। দেবী মণিময় শিবিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া শেষশয্যারোহণপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা হইলেন। আর নরচক্ষুর গোচর হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন।

বিষ্ণুচিত্তের প্রতি দৈববাণী

তখন দৈববাণী হইল—'বিষ্ণুচিত্ত! তুমি আমাদের শ্বশুর হইলে। তোমাকে আমরা সম্মান প্রদান করি।' পঞ্চরাত্রোক্ত বিধানমতে বিষ্ণুচিত্ত সমাদৃত হইলে পর তাঁহাকে বিল্লিপুত্তুরে গিয়া জীবনাবশিষ্টকাল বটশায়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি হইল। ইহাই গোদা-চরিত্র।

গোদার কাল-সম্বন্ধে মতভেদ ও তাঁহার রচিত গ্রন্থ-পরিচয়

আধুনিক পণ্ডিতগণের কালবিষয়ক গবেষণা পাঠে জানা যায় যে, গোদা-দেবী শকাব্দের দশমশতাব্দিতে শ্রীরঙ্গে আসিয়াছিলেন। তৎকালে যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ছিলেন। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গোদার ন্যায় কুল-শেখরের কন্যা শ্রীরঙ্গনাথের করগ্রহণ করেন। সুতরাং যামুনার্য্যের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইঁহাদের অভ্যুদয়কাল হওয়া উচিত।

গোদাদেবী-রচিত তামিলভাষায় 'তিরুপ্পাভই' নামক গ্রন্থ আছে। কেহ বলেন, তাঁহার রচিত তামিল-গ্রন্থের নাম 'নাচ্চিয়ার তিরুমড়ি'।

(৩) শ্রীবিষ্ণুচিত্ত

জন্ম, পিতামাতা ও বাল্য-পরিচয়

ভট্টনাথ (নামান্তর) তামিল পেরি-আল্‌বর। বিষ্ণুচিত্ত আল্‌বর, দশজন প্রাচীন দিব্যসূরির মধ্যে অন্যতম। তিনি গরুড়ের অবতার বলিয়া খ্যাত।

ইনি দক্ষিণ-মথুরা নিকটে শ্রীবিল্লিপুত্তুরে ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৪৬ কলিগতাব্দ বর্ষে জ্যৈষ্ঠমাসে স্বাতী নক্ষত্রে ইঁহার জন্ম প্রসিদ্ধি। এই মহাত্মার ৫১ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গোদাদেবীকে কন্যারূপে পালনাধিকার প্রাপ্ত হন। ইনি বেয়ার জাতীয় পবিত্র "বংশ"-বংশসম্ভূত। আল্‌বরের পিতার নাম **মুকুন্দ** এবং মাতার নাম **পদ্মাদেবী**। বালাকাল হইতেই তাঁহার নারায়ণে স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবৃত্তি ছিল। সেবা-প্রবৃত্তিক্রমে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যহ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দিতেন। শ্রীবিল্লিপুত্তুর গ্রামে বটশায়ী ভগবানের পুষ্প-সেবা-ব্রত গ্রহণে জীবন অতিবাহিত করিতেন।

পাণ্ড্যরাজ বল্লভদেবের সহিত জনৈক অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ

এই সময়ে দক্ষিণ মথুরা প্রদেশে কড়াল ভূমিতে পাণ্ডারাজ-বংশোদ্ভব বল্লভদেব নামক এক নরপতি ছিলেন। একদা রাত্রকালে তিনি অপরিচিত-বেশে মথুরা নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ব্রাহ্মণ-তনয়কে পথিমধ্যে নিদ্রিত-অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে জাগরণ করাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন—"আমি উত্তর দেশ হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া দেশে যাইতেছি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যদি কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে তদ্বিষয় সদুপদেশ প্রদান করুন।"

অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের উপদেশ

ব্রাহ্মণ এই শ্লোকটী তদুত্তরে রাজাকে কহিলেন,—

"বর্ষার্থমষ্টৌ প্রযতেত মাসান্ নিশার্থমর্দ্ধং দিবসং যতেত।
"বার্দ্ধক্যহেতোর্ব্বয়সা নবেন পরত্রহেতোরিহ জন্মনা চ ॥"

গৃহে চারিমাস সুখে থাকিবার তরে।
পরিশ্রম করি আমি অষ্টমাস ধ'রে ॥
রজনী সুখেতে আমি বঞ্চিবার লাগি।
অর্দ্ধকাল দিবাভাগ পরিশ্রমভাগী।
বৃদ্ধকালে বিনাশ্রমে সুখবাস আশে।
যুবাকালে করি শ্রম বিবিধ প্রয়াসে ॥
এই সব হ'তে ভাই লহ এই সার।
পরম কল্যাণ-তরে জীবন তোমার ॥

উপদেশ শ্রবণে রাজার চিন্তা ও মন্ত্রীর পরামর্শ-সভা আহ্বান

এই হৃদয়স্পর্শী বাক্যাবলী শুনিয়া অবধি বল্লভদেব চিন্তামগ্ন হইয়া শিল্পনম্বী নামক মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণে অচিরেই বৈদান্তিক সাধু-কোবিদগণের সম্মিলনে প্রয়াসী হইলেন। সমস্ত রাজ্য হইতে পণ্ডিতসমূহ আহূত হইলেন।

বটপত্রশায়ী ভগবানের আদেশে বিষ্ণুচিত্তের সভায় গমন

বিষ্ণুচিত্ত দার্শনিক পণ্ডিত নহেন, তিনি সেবাপর ভগবদ্ভক্ত, সুতরাং পণ্ডিত-কুলরাজ। বটপত্রশায়ী ভগবান্ তাঁহাকে বল্লভদেবের সভায় যাইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন; দিব্যসূরি মহাশয় নিজের কৃতিত্বের সম্যক্ অভাব সন্দর্শনে রাজাহূত পণ্ডিত-সভায় গমনে পরাঙ্মুখ হইলেন। বটপত্রশায়ী তাহাতে অভিমতি না দিয়া পাণ্ডিত্যের সকল ভার নিজেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভক্ত সাধুর অবশ্যই যাইতে হইবে। আদেশ-লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া বিষ্ণুচিত্ত রাজসভায় প্রবেশ করিতেছেন।

সসম্মানে সভায় প্রবেশ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ দান

উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রার্থানভিজ্ঞ, অবৈদান্তিক মালা-কারের পণ্ডিতযোগ্য সম্মান দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইলেন। রাজা ও মন্ত্রী মহাশয় গৃহদ্বার হইতে সাধুকে প্রণত্যাদি আহ্বান-সহকারে সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। ভগবান্ ভক্তের সহায় হইয়া আশ্চর্য্য উপদেশ-কথা তাঁহার মুখে প্রকাশ করাইলেন। পরিষদ্‌গণ বাক্য শুনিয়া বিস্মিত। শ্রোতৃবর্গ, রাজা প্রভৃতি সকলেই সাধুর ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিষ্ণুচিত্তের সভা-জয় ও উপাধিলাভ

পুরস্কারার্থ তাঁহারা বিষ্ণুচিত্তকে সুভূষিত গজোপরি চড়াইয়া পণ্ডিতগণের সম্মিলনে নগরে বাহির হইলেন। রাজা তাঁহাকে **"ব্রাহ্মণ-পুঙ্গব"** বা **"ভট্টর পিরাণ"** উপাধি-মণ্ডিত করিলেন। বিষ্ণুচিত্ত 'তিরুপ্পল্লাণ্ডু' নামক স্তবপাঠে জনসাধারণকে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সকলে বিষ্ণুচিত্তের সর্ব্বজ্ঞতা ও বেদরহস্যজ্ঞতার উল্লেখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা গান করিতে লাগিলেন।

রাজপ্রদত্ত সমস্ত দ্রব্য ভগবানে সমর্পণ

বিষ্ণুচিত্ত রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি-সহ বহু-সম্মানিত হইয়া বিল্লিপুত্তুরে প্রত্যাগত হইলেন। উপায়নপুঞ্জ বটশায়ী ভগবানের সমক্ষে সংরক্ষণপূর্ব্বক সমস্তই তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় মালিকা-সেবাদ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐহিক গৌরব ও পার্থিব অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না।

বিষ্ণুচিত্তের সিদ্ধসেবা ও তাঁহার তামিল-গ্রন্থ

কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া সিদ্ধপরিচয়ে অপ্রাকৃত সম্বন্ধ লাভ করিয়া জীবনাবধি অহরহঃ কৃষ্ণ-সেবানন্দে যাপন করিতে লাগিলেন। গোদা-কন্যার চরিত্রে ইঁহার নিজাংশ সেই (২) **গোদাদেবী**-প্রবন্ধে পাঠ্য। অনুকার বা মানস সিদ্ধ-পরিচয়ে গোপসখা হইয়া কৃষ্ণলীলা-প্রবিষ্টজনের ন্যায় ব্যবহারসমূহ তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল। তিনি '**তিরুমঢ়ি**'-নামক কৃষ্ণলীলার তামিল কবিতামালা রচনা করেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

---

(৫) জন-সঙ্গ

ভক্ত নিষ্পাপ, সর্ব্বজ্ঞ ও কর্ম্মি-জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

'জন'-শব্দে স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত মানবকে বুঝায়। কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন. "সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে" অর্থাৎ **সাধকগণ আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবেন।** ভক্তি-সাধকগণ স্বভাবতঃ কর্ম্মি-জ্ঞানী অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্য-কর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ (গীঃ ৭।২৮)

ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া পাপ-পুণ্যরূপ দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে যে মোহ—তাহা হইতে বিমুক্ত হ'ন। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃ পবিত্র-কর্ম্মা। তাঁহাদের পাপ-প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের ন্যায় তাঁহারা অল্পজ্ঞ ন'ন, কেননা, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন।

শ্রদ্ধা-ফলে সাধুসঙ্গ ; এবং সাধু-সঙ্গের মাহাত্ম্য

বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা হয় ; অতএব তাঁহারা যে পবিত্র-কর্ম্মা—ইহাতে আর সন্দেহ কি ? শ্রদ্ধা হইলে স্বভাবতঃ সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে সকল লাভই হয়। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য এইরূপ,—

যে মে ভক্ত-জনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

(আদিপুরাণ)

আমার ভক্ত হইলেই ভক্ত হয় না, আমার ভক্তগণের ভক্ত-সকলই ভক্ততম।

সাধু-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা

ভক্ত-সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা-কথনে উক্ত হইয়াছে—

দর্শন-স্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্॥

কৃষ্ণ-ভক্তের ক্ষণমাত্র দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহবাস—সাক্ষাৎ পুক্কশকেও পবিত্র করে। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদ-রজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যে-পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত মহাজনগণের পদধূলি পরমার্থ বলিয়া না বরণ করে, সে-পর্য্যন্ত ইহাদের সমস্ত অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার আশা নাই।

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত জীব-হৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয় না—ইহা শাস্ত্রে অনেকস্থলে কথিত হইয়াছে। সাধকগণের ভক্তজন-সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব 'জনসঙ্গ'-শব্দে এস্থলে ভক্তিহীন ব্যক্তিগণের সঙ্গ বুঝিতে হইবে।

অসাধু-সঙ্গ-ত্যাগের আবশ্যকতা

এইজন্যই শ্রীরূপপাদ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ-ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা—

সঙ্গ-ত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জ্জনৈঃ। (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৩)

কৃষ্ণভক্তি-লাভের জন্য যিনি আশা করেন, তিনি বহু যত্নে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ

ত্যাগ করিবেন অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকের* লিখিত লক্ষণাক্রান্ত ক্রিয়াসকল তাহাদের সহিত কোনক্রমে করিবেন না। কার্য্য-ব্যবহারে যে বাক্যালাপাদি করা যায়, তাহাকে 'সঙ্গ' বলা যায় না। প্রীতির সহিত সেই সেই কার্য্য যাহার সহিত করা যায়, তাহার সহিত সঙ্গ করা হইল—বলিতে হইবে।

বহির্ম্মুখ বা অসাধু সঙ্গ লাভ (৭) প্রকার

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জন কত-প্রকার, তাহা প্রত্যেক ভক্তি-সাধকের ভালরূপে জানা কর্ত্তব্য। এতন্নিবন্ধন আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেইসকল লোকের সংখ্যা লিখিতেছি। ভগবদ্বহির্ম্মুখজ সপ্ত প্রকার, যথা—

(১) মায়াবাদী বা নাস্তিক. (২) বিষয়ী, (৩) বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি, (৪) যোষিৎ, (৫) যোষিৎ-সঙ্গী, (৬) ধর্ম্মধ্বজী এবং (৭) কদাচারী মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজ।

(১) মায়াবাদী ও নাস্তিক

মায়াবাদিগণ পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও শক্তি স্বীকার করেন না। জীব-সত্তাকে মায়া-গঠিত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে জীবের নিত্য-সত্তা নাই। ভক্তি-তত্ত্বকে তাঁহারা নিত্যধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না, বরং জ্ঞান-সাধনের একটী অনিত্য উপায় মনে করেন। মায়াবাদীর সমস্ত সিদ্ধান্তই শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের বিরোধী। অতএব মায়াবাদীর সঙ্গক্রমে ভক্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর উপদেশ—

বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হঞা যেবা 'শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২।৯৪-৯৫)

যাহারা বেদোক্ত পরমেশ্বর-তত্ত্ব স্বীকার করে না, তাহারা নাস্তিক। কুতর্কের দ্বারা তাহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে; অতএব তাহাদের সঙ্গ করিলে ভক্তিহানি হয়।

(২) বিষয়ী

বিষয়ীর সঙ্গ অতিশয় মন্দ। যে-সকল লোক বিষয়-সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যস্ত,

---

* দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥
[অর্থাৎ দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যকথা বলা ও শুনা, ভোজন করা ও করান।]

তাহারা পরনিন্দা ও দ্বেষ-হিংসায় পরিপূর্ণ। বিবাদ-বিসংবাদ ও বিষয়-পিপাসাই তাহাদের জীবন। যত ভোগ করে, ততই তাহাদের পিপাসা বৃদ্ধি হয়। বিষয়িগণ কৃষ্ণকথা শুনিতে বা বলিতে অবসর পায় না। পুণ্যকর্ম্মই করুক বা পাপকর্ম্মই করুক, বিষয়িগণ আত্মতত্ত্ব হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকে। অতএব শ্রীদাস-গোস্বামী বলিয়াছেন—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২।৭৮)

যে-সকল লোক বাহ্যে বিষয়-কর্ম্ম করেন এবং জীবন-যাত্রার নিমিত্ত বিষয়-স্বীকার করেন, কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বে এবং কৃষ্ণ-বিষয়ে যত্নবান্, তাঁহারা কর্ম্মফলাসক্ত বিষয়ীর মধ্যে পরিগণিত নন।

(৩) বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি

বিষয়ী ও বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। বিষয়ি-সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিগণও প্রকৃত বিষয়ী; যেহেতু তাহাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ বিষয়-ধ্যান হয়। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা স্বয়ং তত বিষয়ী নন, অথচ বিষয়ীদিগের সঙ্গে প্রীতি লাভ করেন। তাঁহাদের সঙ্গও সর্ব্বদা পরিহার্য্য। কেন-না তাঁহারা শীঘ্র বিষয়ী হইয়া দুঃসঙ্গী হইবেন। বিষয়ী ও বিষয়ি-সঙ্গ দুই প্রকার অর্থাৎ নিতান্ত-বিষয়ী ও ভগবদুন্মুখ-বিষয়ী। নিতান্ত বিষয়ীর সঙ্গ একেবারে পরিত্যাজ্য। ভগবদুন্মুখ বিষয়ী দুই প্রকার অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানকে স্বীয় বিষয়াঙ্গ করিয়াছেন এবং যাঁহারা ভগবদর্থে সমস্ত বিষয়কার্য্য করেন। প্রথম-প্রকার বিষয়ী অপেক্ষা শেষ-প্রকার বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। যাঁহাদের পুণ্যময় বিষয়-সঙ্গ, তাঁহারা পাপ-যুক্ত বিষয়ী অপেক্ষা ভাল হইলেও, যে-পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ না হন, সে-পর্য্যন্ত সাধক ভক্তের সঙ্গযোগ্য ন'ন। বৈরাগ্য-বেশাদি ধারণ করিলেই যে বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়—এরূপ নয়; কেন-না, অনেক-স্থলে বৈরাগিগণ বিষয় অর্জ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ি-প্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া ভক্তি-সাধক ব্যক্তি বিষয়ি-সঙ্গ ও বিষয়ি-সঙ্গি-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বা ভাগ্যোদয় হইলে প্রকৃত সাধুসঙ্গে ভজনাদি করিবেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতি-সন্দর্ভ--৬৬)

এক্ষণে উজ্জ্বলরসের কথা বর্ণিত হইতেছে। ইহাতে আলম্বন কান্তরূপে স্ফূর্ত্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, আর সজাতীয়ভাবা তদীয় পরমকান্তাগণ আশ্রয়ালম্বন। তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ, তাহা বর্ণিত হইতেছে—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণ-বিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ (ভাঃ ১০।৫২।৩৭)

শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে এক ব্রাহ্মণকে দিয়া পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই—হে ভুবনসুন্দর! হে অচ্যুত! তোমার যে-সকল গুণ শ্রবণকারীর কর্ণবিবর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করত অঙ্গতাপহরণ করে, সে-সকল গুণের কথা এবং তোমার যে রূপ চক্ষুষ্মান্ প্রাণিমাত্রের নয়নের অখিলার্থ লাভস্বরূপ, তাদৃশ রূপের কথা শ্রবণে আমার চিত্ত লজ্জাবিরহিত হইয়া তোমাতে আবিষ্ট হইয়াছে।

রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান করিলে শ্রীব্রজসুন্দরীগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন পীতবসনধারী বনমালায় বিভূষিত সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণ সস্মিত বদনে তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ--অর্থে স্বয়ং কামদেবদেবের মন্মথ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যে চিত্তোন্মাদকারী। স্বর্গস্থ দেবতাবিশেষ যে কামদেব তিনি স্বরূপে জীবতত্ত্ব। আর চতুর্ব্যূহান্তর্গত সাক্ষাৎ কামদেবের শক্ত্যংশাবেশ। প্রাকৃত কামদেব জগতের সকল স্ত্রীপুরুষের চিত্তক্ষোভকারী। শ্রীকৃষ্ণ সেই সাক্ষাৎ মন্মথেরও ক্ষোভকারী। অতএব সৌন্দর্য্যের পরাবধি।

সৈরিন্ধ্রী কুব্জা কেবল অঙ্গরাগ-অর্পণরূপ ভজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ বিস্ময়ের কথা। তিনি সেই ভজনপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সহিত বাসকরার আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছিলেন। যিনি কৈবল্যনাথ, কেবল--শুদ্ধ প্রেমবান্ তাঁহার ভাবকৈবল্য, কৈবল্যই তিনি নাথ। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াও ঐরূপ যাচ্ঞার তাৎপর্য্য কুব্জার নিজসুখ-তাৎপর্য্যমাত্র। শ্রীব্রজদেবীগণের মত প্রেমবতী নহেন।

শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণের মধ্যে শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি স্ত্রীগণ, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—যাঁহারা পতিবুদ্ধিতে পাদসেবাদি দ্বারা জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের তপস্যার কথা কি বলিব ?

ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা
ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগ-
হাসাবলোকনবসঙ্গমলালসাদ্যম্ ॥

প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-
তাম্বূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্যৈ-
র্দাসীশতা অপি বিভো বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥ (ভাঃ ১০।৬১।৫-৬)

ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার মহিমা অবগত নহেন, সেই রমাপতিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া ষোড়শ সহস্র মহিষী নিরন্তর বর্দ্ধনশীল অনুরাগ, হাস্য, নব-সঙ্গমলালসা প্রভৃতি বহুবিধ ভজন করিতে থাকিলেন। শত শত দাসী বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীমহিষীগণ প্রত্যুদ্গমন, আসনপ্রদান, পুষ্পাঞ্জলি ও রত্নাঞ্জলি নিক্ষেপ, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূল প্রদান, বিশ্রামার্থ ব্যজন, গন্ধ ও মাল্যপ্রদান, কেশ-সংস্কার, শয্যা, স্নান, উপহারাদি-দ্বারা বিভু শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভজন করিয়াছেন, পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব তাঁহাদিগকে উক্তরূপে প্রশংসা করিয়াছেন।

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যয়া।
কামাত্মানোঽপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া ॥ (ভাঃ ১০।৬০।৫২)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীদেবীকে বলিয়াছেন,—যাঁহারা দাম্পত্যসুখোপভোগ-নিমিত্ত তপস্যা ও ব্রতচর্য্যা-দ্বারা মুক্তির অধীশ্বর আমাকে ভজন করে, তাহারা নিশ্চয়ই আমার মায়ায় মোহিত। এই বাক্যে দাম্পত্যসুখ উপভোগের জন্য যাহারা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিরূপে ভজন করা সম্বন্ধেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যেহেতু ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহাকে পতিভাবে ভজন করায় প্রশংসা করিয়া শ্রীরুক্মিণীদেবীকে বলিয়াছেন—

দিষ্ট্যা গৃহেশ্বর্যসকৃন্ময়ি ত্বয়া কৃতানুবৃত্তির্ভবমোচনী খলৈঃ।
সুদুষ্করাসৌ সুতরাং দুরাশিষো হ্যসম্ভরায়া নিরৃতিং জুষঃ স্ত্রিয়াঃ॥
(ভাঃ ১০।৬০।৫৪)

হে গৃহেশ্বরি! তুমি নিষ্কাম হইয়া যে আমার নিরন্তর সেবা করিতেছ, তাহা অতি মঙ্গলের বিষয়। উহা কপট ব্যক্তির পক্ষে অতি দুষ্কর। দুরভিপ্রায় বিশিষ্ট, স্বীয় প্রাণের প্রতিস্নেহশীলা ও প্রবঞ্চনাপরা স্ত্রীগণের পক্ষেও ইহা অতি দুষ্কর।

শ্রীভাগবতের অন্যত্রও শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্যকে পতিরূপে ভজন করার নিন্দা দেখা যায়। কেতুমাল বর্ষে শ্রীকামদেবস্বরূপ ভগবদ্ব্যূহস্তুতিতে শ্রীলক্ষ্মীবাক্য—

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বা হৃষীকেশ্বরং ঋতো
হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্।
তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপত্যং
প্রিয়ং ধনায়ুংষি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১৯)

আপনি স্বতঃই ইন্দ্রিয় সকলের পতি, জগতে যে সকল স্ত্রী বিবিধ ব্রত দ্বারা আপনার আরাধনা করিয়া অন্য পতি কামনা করে, তাহাদের পতিগণ প্রিয় সন্তানসন্ততি, ধন কিম্বা পরমায়ু রক্ষা করিতে পারে না। যেহেতু তাহারা অস্বতন্ত্রী।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীজগন্নাথপ্রকাশ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৯ পৃষ্ঠার পর)

মথুরায় কংসে নাশি' সে' স্থান ত্যজিয়া।
রাজ্য স্থাপিল পুনঃ দ্বারকায় গিয়া॥
দ্বারকার রাজা আজ আমার নন্দন।
না জানি এখন তারে দেখিতে কেমন??
আমার অদৃষ্টে আরো কি আছে লিখন!
আর কতকাল দুঃখ সহিব এমন!!'

নারদ কহিল তবে,—'শুনিনু এখন ।
দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ, তোমার নন্দন ॥
প্রভাসে যজ্ঞ লাগি' কৃষ্ণ করে আয়োজন ।
সেই হেতু নিমন্ত্রিত হৈল ত্রিভুবন ॥
কিন্তু ব্রজে নিমন্ত্রণ হইল না হায় ।
এ কেমন রীতি তাহা বল গো আমায় ॥'
নন্দ-যশোদারে ত্যজি' কৃষ্ণ যজ্ঞ করে ।
একথা শুনিয়া রাণী কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ॥
রাণীর ক্রন্দন শুনি' নন্দ মহারাজ ।
ছুটিয়া আসিল ত্বরা রাণীর সকাশ ॥
শুনি' সব বিবরণ রাজা কহে ধীরে ।
'দুঃখিত হ'য়ো না রাণী এ হেন খবরে ॥
পুত্র তব দ্বারকাধীশ,—এ' মহা গৌরব ।
তার যজ্ঞ আয়োজনে কর আশীর্ব্বাদ ॥
বিচারিয়া দেখ রাণী আপন অন্তরে ।
পুত্র কি পিতা-মাতারে নিমন্ত্রণ করে ??
তুমি মাতা, আমি পিতা,—মোরা যাবো সেথা ।
নিরখিব রাজাসনে কানু-রূপ-শোভা !!
ছানা-ক্ষীর-দধি-আদি কানু ভালবাসে ।
বহুকাল খায়নি সে মোর ঘরে এসে ॥
সুস্বাদু ক্ষীরাদি লয়ে চল তা'র স্থানে ।
সেথা গিয়া মোরা তারে খাওয়াবো যতনে ॥'
রাজার বচনে রাণী হইয়া আশ্বস্ত ।
দ্বারকা যা'বার তরে হ'ল বড় ব্যস্ত ॥
রাজা ও রাণীরে ঋষি করি নমস্কার ।
দ্বারকাভিমুখে তবে ধাইলা সত্বর ॥

দ্বারকার যজ্ঞস্থলে হেরি' ঋষিবরে।
দেবকীর শ্বশ্রূমাতা পুছিলা তাঁহারে ॥
'যজ্ঞারম্ভের সময় হইল আসন্ন।
সর্ব্বস্থানে নিমন্ত্রণ হ'ল কি সম্পন্ন ??'
নারদ কহিল,—'দেবি, গিয়া সর্ব্বপুরে।
নিমন্ত্রণ জানায়েছি সবার গোচরে ॥
আদিষ্ট না হ'য়েও গিয়া ব্রজধামে।
কহেছি ব্রজবাসীদেরে আসিতে এস্থানে ॥
ব্রজবাসীরা এ'যজ্ঞে নিমন্ত্রিত শুনে।
উত্তেজিত হ'য়ে পদ্মা কহিলা তৎক্ষণে ॥
'ওগো ঋষিবর, তুমি ভাল কর নাই।
কে বলিল নিমন্ত্রিতে নন্দ-যশোদায় ??
দৈবক্রমে কৃষ্ণ মোদের গেছিল তথায়।
তাই বুঝি তারা কৃষ্ণে শাস্তি দিল হায় !!
কোথায় কা'র ঘরে কৃষ্ণ ননী চুরি করে।
তাহা শুনি' যশোদা বান্ধিল কৃষ্ণেরে ॥
গোপী যশোমতী শুধু জানে গো-দহন।
রাজপুত্র বলি' কৃষ্ণে করেনি সম্মান ॥
যশোদা কৃষ্ণেরে ধেনু চড়াইতে পাঠায়।
রাখালের সাথে কৃষ্ণ ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
রাজার তনয় সেথা' হইল রাখাল।
সহ্য করিল কত রৌদ্র-ঝড়-জল !!
যশোদা ভৎর্সনা কত করিল কৃষ্ণেরে।
বড় কষ্টে ছিল কৃষ্ণ তাহাদের ঘরে ॥
তাই তারা যজ্ঞ যা'তে দেখিতে না পারে।
সে'হেতু রহিব নিজে যজ্ঞালয়-দ্বারে ॥'

এত কহি' পদ্মাবতী রহে পাহাড়ায়।
ব্রজবাসীরাও তবে পৌঁছিল তথায়॥
ক্ষীর-ছানা-দধি-ননী ধরি' শিরোপরে।
গাহে তারা কৃষ্ণ-লীলা মহাপ্রেমভরে॥
ব্রজবাসীদের হেন কৃষ্ণ-প্রীতি হেরি'।
পদ্মাবতী ভাবে—এ'রা আসে ছল করি'॥
যশোদারে কহে পদ্মা অতি ক্রোধ ভরে।
'স্নেহ, দয়া নাহি কভু তোমাদের অন্তরে॥
কৃষ্ণ, রাজার পুত্র, তোমরা গোপজাতি।
তোমাদের ঘরে কৃষ্ণ পাইল দুর্গতি॥
রাখালের সাথে কৃষ্ণ মাঠে মাঠে ঘোরে।
কত কষ্ট পাইল সে রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড়ে॥
তাড়ন-ভৎর্সন কত করিলে তাহারে।
কেঁদে কেঁদে ফিরিল সে তোমাদের ঘরে॥
যে-মুখে ভৎর্সিলে তুমি মোদের কৃষ্ণেরে।
কেমনে সে মুখ পুনঃ দেখাবে তাহারে??'
শুনি' তাহা যশোমতী দুঃখিত হইয়া।
সজল নয়নে রহে নীরবে চাহিয়া॥
শ্বশ্রূমাতার এ' কটূক্তি শুনিয়া দেবকী।
কহে,—'মাতা, এরা আজ মোদের অতিথি॥
অতিথি তুষ্ট না হইলে ঘটে অমঙ্গল।
এদেরে উদ্বেগ দিয়া কিবা হ'বে ফল??
কৃষ্ণেরে ডাকিয়া হেথা' পুছিব তাহারে।
কেমনে মীমাংসা হ'বে এ' সব ব্যাপারে॥
এত কহি' দেবকীদেবী পুছিলা নারদে।
'ত্বরায় কৃষ্ণেরে ডাক যজ্ঞস্থল হ'তে॥'

উত্তরিলা ঋষি,—'এবে হৈল যজ্ঞারম্ভ।
দেব, মুনি-ঋষিগণে সেথা উপবিষ্ট॥
এবে সেথা' 'স্বাহা' ধ্বনি ওঠে সর্ব্বক্ষণ।
তাই কৃষ্ণেরে ডাকা মাতারই শোভন॥
তোমার আহ্বানে কৃষ্ণ আসিবে এখন।
কোন দোষ নাহি রহে মা ডাকে যখন॥'
নারদের কথা শুনি' দেবকী তখন।
'কৃষ্ণ' বলি' উচ্চৈস্বরে ডাকে ঘন ঘন॥
শুনিয়াও কৃষ্ণ তাহা শুনিল না কানে।
আসিল না তবু হায় মাতা-সন্নিধানে॥
কৃষ্ণের এ হেন লীলা নেহারি' নারদ।
কহে,—'মাগো, তব-ডাকে এল না কেশব॥
তব মাতৃ-স্নেহ তারে বান্ধিতে নারিল।
যজ্ঞস্থানে থাকি' সে যে তোমা' উপেক্ষিল॥
অনুমতি দাও এবে যশোদামাতারে।
তিনি যেন কৃষ্ণচন্দ্রে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥'
দেবকী ভাবিল মনে হয়ে নিরূপায়।
মোর ডাকে পুত্র কভু ফিরে নাহি চায়॥
এত ভাবি' দেবকীদেবী কহে যশোদারে।
'ডাক দিদি কৃষ্ণেরে বারেক উচ্চৈঃস্বরে।'
দেবকী দেবীর কাছে পেয়ে অনুমতি।
'কানাই' 'কানাই' বলি' ডাকে যশোমতী॥
যশোদা মাতার ডাক শুনিয়া শ্রবণে।
যজ্ঞস্থল হ'তে কৃষ্ণ উঠিল তৎক্ষণে॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠার পর)

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তানুগ প্রাকৃত সহজিয়াগণ এখানে বলিতে পারেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায় রামানন্দের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব মহাপ্রভু বৈষ্ণবতার আদর করিলেও **ব্যবহারিক** পানভোজনাদি বিষয়ে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করেন নাই। প্রাকৃত সহজিয়াগণের এইরূপ বিচারও সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও খণ্ডনযোগ্য; কারণ প্রসাদ-সেবনাদি কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত বা মায়াবাদীর মতে 'ব্যবহারিক কার্য্য' হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিচারে উহা সম্পূর্ণ **পারমার্থিক**। প্রসাদ-সেবন একটী ভক্তির অঙ্গ, উহা কর্ম্মফলভোগীর ন্যায় ভাত-ডাল-ভোজন বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ নহে। যদি প্রসাদাদি সেবন একটী ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া গৃহীত না হইবে, তাহা হইলে মহাপ্রভু, "তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং", "ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব" উপদেশ প্রদান করিতেন না বা ভক্তিশাস্ত্রে প্রসাদের ভূরি ভূরি মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকিত না। আর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও কৃষ্ণের প্রসাদ এবং কৃষ্ণভক্তের অবশেষের মাহাত্ম্য শতমুখে কীর্ত্তন করিতেন না,—

"তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও **ছাড়ি**, ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব-কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে মহা মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন **সাধনের বল**॥
এই তিন-সেবা হৈতে **কৃষ্ণপ্রেমা হয়**।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে **বার বার কহি,**—শুন, ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে **কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস**।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫৮-৬৩)

প্রসাদাদি সেবন বা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-গ্রহণ যদি তথাকথিত ব্যবহারিক-সামাজিক বিচারের অধীন কর্ম্ম-মধ্যে গণ্য হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এরূপ কথা বলিতেন না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের প্রসাদে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ ইহা ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট-প্রসাদ, ইহা শূদ্রের স্পৃষ্ট-প্রসাদ, ইহা অন্নপ্রসাদ সুতরাং শূদ্র-স্পৃষ্ট বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে, ইহা শুষ্ক-পিঠা-পানা বা ফল-প্রসাদ সুতরাং শূদ্রস্পৃষ্ট হইলেও স্মার্ত্তসমাজের আইনকানুনানুসারে গৃহীত হইতে পারে,—এইসকল বিচার 'ব্রহ্মবল্লিব্বিকার' কৃষ্ণপ্রসাদে আনয়ন করিলে, কোনও দিন কৃষ্ণ-কৃপা বা শ্রীনামকৃপা লাভ হইবে না। এইরূপ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ সাধনবলকে অবহেলা করিতেছেন; তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-রূপ অনর্থ ও অসদ্তৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রাকৃত দেহ ও মনের ধর্ম্মে আসক্ত করিয়া দিবে। প্রসাদ-বস্তু—কৃষ্ণবস্তু—নির্ব্বিকারবস্তু—অপ্রাকৃতবস্তু—পরম শক্তি-সম্পন্নবস্তু। যদি শূদ্রের স্পর্শে তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব ও পরম পাবনত্ব নষ্ট হইয়া গেল, তাহা হইলে তাঁহাকে 'প্রসাদবস্তু' বলা হইল না, উহা সাধারণ প্রাকৃত-বস্তু-পর্য্যায়ে গণিত হইল। পতিত ব্যক্তি অপ্রাকৃত পরমপাবন-বস্তু প্রসাদ স্পর্শ করিলে প্রসাদ কিছু পতিত-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত হন না, পরন্তু 'পতিত' 'পরমপাবনের' সঙ্গবলে পতিতাবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ করেন, অর্থাৎ সাধনবল-সম্পন্ন হন। যাঁহারা এই সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত মুখে স্বীকার করিলেও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অদৈব সমাজের বহির্ম্মুখতাকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়া কার্য্যতঃ নিজ-আচরণে শুদ্ধভক্তির অনুকূল আচারসমূহ পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারা স্বীয় হৃদয়দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ, দুষ্টবুদ্ধি কিম্বা কপটতাকে 'মহাপ্রভুর আচরণের' নাম দিয়া সমর্থন করিতে চান। মহাপ্রভুও—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই স্ববাক্যানুসারে উন্মুখকে সুবুদ্ধি ও বিমুখকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কারণ উন্মুখতোষণ ও বিমুখ-বঞ্চন, প্রেমবিতরণ ও পাষণ্ডদলন ভগবানের একটী কার্য্য। মহাপ্রভুর আচরণে কি প্রকার বিমুখ ব্যক্তিসকল বঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার আমরা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। মহাপ্রভু বিমুখগণকে এরূপ বঞ্চনা করিয়াছেন বলিয়াই বিমুখগণ বলিয়া থাকেন,—চৈতন্যদেব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণের গৃহ ব্যতীত অন্য স্থানে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু নিত্যানন্দ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানেন

নাই, যার তার হাতে খাইয়াছেন, উদ্ধারণ দত্তের (?) পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, নিকৃষ্টজাতি শিষ্য করিয়াছেন, নিত্যানন্দ একজন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উৎসাদনকারী ইত্যাদি ইত্যাদি!

বিমুখগণ এইরূপ নানাভাবে বঞ্চিত হইয়া বলিয়া থাকেন,—আমরা মহাপ্রভুকে মান্য করি, নিত্যানন্দের আচরণ স্বীকার করিতে পারি না। উন্মুখগণ কিন্তু বিমুখগণের এইরূপ প্রজল্পবাক্য শুনিয়া তাহাদের দুর্দ্দশার কথা বুঝিতে পারেন এবং আরও জানেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল বিমুখ জনকে বঞ্চনা করিবার জন্যই এইরূপ অভিনয় করিয়াছেন, ইহাতে পরম উপকারই সাধিত হইয়াছে, কারণ সুগোপ্য ভক্তি-মহানিধি 'পাষণ্ড' ও 'ভণ্ডগণের' নিকট হইতে দূরে রহিয়াছে। যাঁহারা বলেন, মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিয়াছেন, নিত্যানন্দ তদ্বিরোধী; কিম্বা যাঁহারা মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর আচরণের মধ্যে পরস্পর অসামঞ্জস্য দেখিতে পান, কিম্বা যাহারা নিত্যানন্দপ্রভুর আচরণ মহাপ্রভুর অনুমোদিত নহে মনে করেন, তাঁহারা জগদ্‌গুরু পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে অপরাধ করার দরুণ কখনও মহাপ্রভুর কৃপা পাইতে পারিবেন না, তাঁহাদিগের নিকট ভক্তির দ্বার চিররুদ্ধ—তাঁহারা 'ভণ্ড'—তাঁহারা বঞ্চিত—তাঁহারা বিমোহিত, কারণ—

"দুই ভাই এক তনু—সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়" তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি,—এই মত ভণ্ড॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৭৫-১৭৭)

যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, যাঁহারা 'মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিতেন' বলিয়া মুখে বলেন, সেই সকল কর্ম্মজড়গণের অন্তরের অন্তঃস্থলের কোন না কোন (তাঁহাদের) অজ্ঞাত প্রদেশে জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ রহিয়াছে।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এখানে বলিতে পারেন যে, নিত্যানন্দপ্রভু অবধূত অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের অতীত পরমহংসের লীলাভিনয়কারী ছিলেন, সুতরাং

তাঁহার স্বতন্ত্র আচরণ সাধারণ জীবের অনুকরণীয় নহে। এইরূপ যুক্তি প্রস্তাবিত হইলেও কিন্তু আমাদের আলোচ্য শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের কোন হানি হইতে পারে না; কারণ প্রথমতঃ মহাপ্রভুই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়দেশে ভক্তিপ্রচারক আচার্যারূপে স্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং আচার্যালীলাভিনয়কারী নিত্যানন্দের লোকশিক্ষার্থ আচরণমাত্রেই পরমহংসের আচরণ—একপও বলা যাইতে পারে না। আর যদি পূর্ব্বপক্ষীয়গণের যুক্তিও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায়, প্রভুত্রয়ের অন্যতম শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু—যিনি একজন আদর্শ-বর্ণাশ্রমী-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের অভিনয় করিয়াছেন—যিনি স্বীয় আচার-প্রচারের মাহাত্ম্যবলে লোকসমাজে আচার্যারূপে কীর্ত্তিত হইতেন, তাঁহার আচরণ কি? তিনি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের অভিনয় করিয়া—কুলীন-ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে বাস করিয়া শত শত উৎকৃষ্ট শ্রোত্রকুলীন-ব্রাহ্মণ থাকিতে যবন-কুলোদ্ভূত এক পুরুষকে পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করিলেন কেন? আর স্বয়ং নিজগৃহে মহাপ্রভুর সাক্ষাতে মুকুন্দ ও হরিদাসের সহিত একত্র বসিয়া যথেচ্ছভাবে মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্টভোজন করিলেনই বা কেন? অতএব যদি পঞ্চন্যায়াবয়ব লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে বিষয়, সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষগুলির মীমাংসা সঙ্গতি দ্বারা সাধন করিতে হইবে। তিনপ্রভুর আচরণে নিশ্চয়ই সঙ্গতি আছে, অর্থাৎ মহাপ্রভুতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আচরণের বিরুদ্ধ আচরণের প্রসক্তি নাই। অতএব মহাপ্রভুর আচরণ নিশ্চয়ই অপর প্রভুদ্বয়ের আচরণের বিরোধী নহে। মহাপ্রভু কেবলমাত্র বিমুখ-বঞ্চনার জন্য যে অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে বিমুখগণ মোহিত হইতে পারেন, কিন্তু সেবোন্মুখগণ তাহাতে মোহিত না হইয়া বিচার করেন যে, মহাপ্রভু মহাপ্রসাদ বা মহা-মহাপ্রসাদ বিষ্ণু বৈষ্ণবে অপরাধময়ী জাতিবুদ্ধির আদর্শ স্থাপন করিয়া কখনও নিজোপদিষ্ট শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা নিজেই লঙ্ঘন করিবার শিক্ষা প্রচার করেন নাই। তিনি বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য ও মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্যই স্থাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে ভাত-ডালবুদ্ধি—অসুরগণের নরকগমনের সেতু-স্বরূপ, ইহাই কোটিকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কোন কোন দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া বলিতে পারেন,—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় মহা-বৈষ্ণবকেই পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান

করিয়াছিলেন, মুকুন্দ ও ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় মহাবৈষ্ণবের সঙ্গেই একত্র ভোজন করিয়াছিলেন—এইরূপ মহাবৈষ্ণব এখন কোথায়? সুতরাং এখন মহাপ্রসাদে ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া নরকের পথে ধাবমান হওয়াই কর্ত্তব্য! এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ দুর্ব্বুদ্ধিমূলক ও বিচারকের দুর্ভাগ্যজ্ঞাপক; কারণ শূদ্রাদি মানবজাতির স্পর্শ দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণ্য কুক্কুরের মুখ-ভ্রষ্ট কৃষ্ণপ্রসাদান্নও 'মহাপাবন' বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥
(স্কন্দপুরাণ উঃ খঃ ৩৮।১৯)

—মহাপ্রসাদ সেবনে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কুক্কুরের মুখ হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তাহা ব্রাহ্মণ-গণেরও ভোজনীয়।

যে ভিক্ষা গ্রহণে উদরপূর্ত্তির জন্য অন্যের নিকট আর খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করিতে হয় না, তাহার নাম 'স্থূল ভিক্ষা'। আর মৌমাছি যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া চক্রে লইয়া যায়, সেইরূপ নানা স্থান হইতে স্বল্প স্বল্প খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা উদর পূরণ করেন, তাঁহাদের বৃত্তি 'মাধুকরী'। স্থূলভিক্ষা একজন ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতেই গৃহীত হয় বলিয়া সেই ব্যক্তিবিশেষের দোষ ভিক্ষা-গ্রহীতায় স্পর্শ করিতে পারে,—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন"। (চৈঃ চঃ আঃ ১২।৫০) এই জন্য আত্মমঙ্গলের ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ কোন ব্যক্তি-বিশেষের সদাচারি বা বৈষ্ণবতা-বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইলে সেই ব্যক্তি-বিশেষের গৃহে ভিক্ষা করেন না। বহু লোকের গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে তাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের দোষ সঞ্চারিত হইতে পারে না জানিয়া তাঁহারা মধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করেন। বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিপ্র, অথবা অন্যান্য বর্ণ-অপেক্ষা বিপ্রগণই সমধিক সদাচার-সম্পন্ন; তাঁহারা নিত্য বিষ্ণুসেবাতৎপর। বিপ্রের বিষ্ণু-সেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। তাঁহাদের গৃহে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীঅর্চ্চা বর্ত্তমান; কিন্তু বৈষ্ণবী দীক্ষায় অদীক্ষিত বিপ্র বা বিপ্র ব্যতীত বর্ণান্তরে ইতর কৃত্যাদির অবকাশ থাকায় তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ-সদাচারাভাব।

(ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০৪ পৃষ্ঠার পর)

ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শনের মানসে ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে দর্শনার্থীরা ভীড় করেন। স্বর্গে নন্দনকানন সমাবৃত দেবদেবীর অবস্থান। ভোগের চরম অবস্থা বিদ্যমান। বহু পুণ্যফলে স্বর্গবাস হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। স্বর্গের বর্ণনার তুলনায় ভূস্বর্গকাশ্মীর অতি হেয়। তবুও তুলনামূলক নামকরণ ভূস্বর্গ কাশ্মীর। এখানে বর্ণাঢ্য পোষাকের বা রূপের কোন জৌলস নাই। তবুও মোহবশত লোকজন আসে একটা কিছুর আকর্ষণে। শহরের সৌন্দর্য্যও বড় আকর্ষণ, এটা বলা যায় না। ডাল লেকের একটা আকর্ষণ আছে। লেকের চারপার্শ্বে নিশাতবাগ, শালিমার গার্ডেন, চার চিনার, নেহেরু পার্ক ইত্যাদি দেখিবার আকর্ষণ দর্শনার্থীদের ক্ষণিক আনন্দ সঞ্চার করে। শ্রীনগর শহর হইতে বহুদূরে অবস্থিত গুলমার্গ, শোনমার্গ, উলার হ্রদ প্রভৃতি দেখিবার জন্যও কিছু কিছু লোক কষ্ট স্বীকার করেন। প্রকৃতির অপূর্ব্ব সমাবেশ কাশ্মীর উপত্যকার চারিপার্শ্বে অবস্থিত। তবে পঁহেলগাঁতে বহু বাগান বা লেকের সমাবেশ না থাকিলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শ্রীনগর হইতে অনেক পরিমাণে চিত্তাকর্ষক। শান্ত পরিবেশ, কোন প্রকার হৈ চৈ নাই। যাহারা শান্ত পরিবেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে মনে হয় পঁহেলগাঁ শ্রেষ্ঠ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার কথা মনে পড়িয়া গেল—

"বহুকাল ধরি, বহুদেশ ঘুরি দেখিয়া এসেছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই নয়ন মেলিয়া দুয়ার হইতে দু'পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু॥"

নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে প্রকৃতির শোভা বাংলাদেশে প্রচুর। এই শোভার পূর্ণ বিকাশ হয় বর্ষাঋতু ও শরৎঋতুতে। বিভিন্ন কবির লেখনীতে এই দুই ঋতুর বর্ণনা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে। শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির সৌন্দর্য্য ছাড়াও পাহাড়-পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য কোন অংশে বেশী আছে বলিয়া আমি মনে করি না, দার্জ্জিলিং জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। দেশ-বিদেশের বহু পর্য্যটক দার্জ্জিলিং-এ ভীড় করেন হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন রূপ দর্শন করিবার জন্য।

যাহা হউক, আমরা যথানিয়মে কাশ্মীর উপত্যকার কিছু কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম "সাধুসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ দর্শন" উপলক্ষ্য করিয়া। এখন আমাদের শ্রীনগর হইতে বিদায়ের পালা। তীর্থযাত্রীগণ কাশ্মীর হইতে কেনাকাটা শেষ করিয়া বিশ্রাম রত। সেই সুযোগে তাঁহারা সম্মিলিতভাবে শ্রীঅমরনাথ দর্শনের পোষাক-পরিচ্ছদে পরিহিত একটি ফটো তুলিলেন। আগামীকলা চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুতি-পর্ব্ব চলিতেছে। জম্মু যাওয়ার জন্য Reservation-এর ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছে।

পরের দিন ভোর বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সম্মাপনান্তে জম্মু যাইবার জন্য Tourist Centre-এ সকাল ৬-৩০ মিঃ পৌঁছিলাম। কাশ্মীর উপত্যকা তথা শ্রীনগরকে বিদায় জানাইয়া আমরা জম্মু-কাশ্মীর ষ্টেটবাসে আরোহণ করিলাম। বাস সকাল ৮-১৫ মিনিটে যাত্রা শুরু করিল ২৯৪ কি মি, পথ অতিক্রম করিবার জন্য। ঝিলাম নদীর আঁকা-বাকা পথ অতিক্রম করিয়া বাস দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। শ্রীনগর ও জম্মুর রাস্তা খুবই দুর্গম ও ভয়ঙ্কর। উপরে পাহাড়, নীচে গভীর খাদ। বাস চালকের কোন-রূপ অন্যমনস্কতা হইলে বিপদের আশঙ্কা বেশী। বৃষ্টি হইলে পাহাড়ী রাস্তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়; ধ্বস নামিবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। কোথাও কোথাও রাস্তাঘাট বন্ধ হইয়া যায়। তবে জম্মু হইতে শ্রীনগরের রাস্তা মিলিটারীর অধীনে থাকার দরুণ রাস্তা ততদূর শোচনীয় অবস্থায় থাকে না। সদা সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরায় থাকে। এই দুর্গম রাস্তা যাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকে তাহার যত্নের ত্রুটী নাই।

যাহা হউক, আমাদের বাস দ্রুতগতিতে জম্মুর দিকে ধাবমান। চলার পথে কাজিগুদ্ (৭০ কিঃ মিঃ) নামক একটি স্থানে বাস বিশ্রাম নিল। যাত্রীগণ প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করিলেন। এই স্থানে একটি Tourist Centre আছে। দর্শনার্থীরা প্রয়োজনবোধে এখানে বিশ্রাম ও রাত্রি যাপন করিতে পারেন। আমরা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ভেরীনাগ দর্শন করিলাম। এখানে মুঘল বাদশাদের প্রাচীন প্রাসাদ আছে। এখানকার ক্যানেল হইতে তীব্র-গতিতে জলস্রোত ধাবমান। উঁচু নিচু পাহাড় ডিঙ্গাইয়া এখানে আসিতে হয়। মনে হইল চলার পথে মেঘের মধ্য দিয়া আমাদের বাস নিম্নদিকে অগ্রসর হইতেছে। ভেরীনাগ দর্শনান্তে আমাদের বাস চলিতে চলিতে বিখ্যাত বানিহাল Tunnel অতিক্রম করিল (দীর্ঘ প্রায় ৮ কিঃ মিঃ)। একটি

পাহাড়ের ভিতর দিয়া রাস্তা করা হইয়াছে শ্রীনগরকে নিকটতর করিবার জন্য। টানেলের বাহিরে সবুজ ও লাল সংকেত আছে, কারণ ভিতরে একটি মাত্র রাস্তা। এই রাস্তাকে নিরাপদে অতিক্রম করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা, টানেলের ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোর দ্বারা আলোকিত, লোকজন সদাসর্ব্বদা কর্ম্মরত, যাহাতে পাহাড়ের কোন অংশ ভাঙ্গিয়া যাত্রীদের বিপদের আশঙ্কা না হয়। পাহাড়ের গা বহিয়া নিরন্তর জল গড়াইয়া পড়িতেছে। অবশেষে আমরা নিরাপদে ২৯৪ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করিয়া রাত্র ৯-৪৫ মিঃ জম্মু-তাওয়াই রেলষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আমাদের চলার পথে উধমপুরও দর্শন করিয়াছিলাম।

ইং ১৮।৮।৭৬ আজ বুধবার জন্মাষ্টমী। সকাল হইতে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলাম, বৈকাল বেলা আমরা ষ্টেশন হইতে ৩।৪ মাঃ দূরে অবস্থিত জম্মু শহরে গেলাম Taxi করে।

জম্মু শহরে পৌঁছিয়াই নজরে পড়িল অধিকাংশ গৃহের উপরেই T.V. set এর এরিয়াল। একটু বিস্ময় জাগিল, কারণ কলিকাতার মত শহরেও এত ঘন-ঘন অর্থাৎ ২।৩ বাড়ীর পর পরই T.V. set-এর এরিয়াল নাই। শহরটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আমরা শহরের বিখ্যাত শ্রীরাম-সীতার-মন্দির, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির এবং জম্মু রাজাদের প্রাচীন কীর্ত্তিসহ মূর্ত্তিগুলি দর্শন করিলাম। রাস্তাঘাট খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। কাশ্মীর ও জম্মুর তুলনামূলক ভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য জন-বসতি ও লোকজনের আচার ব্যবহারে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। জম্মুকে মনে হয় হিন্দুস্থানীদের শাসিত একটি সহর বিশেষ। কারণ কাশ্মীর তথা শ্রীনগর ও জম্মুর অধিবাসীদের চালচলনে, পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় অনেক মিল নাই, যদিও একই সরকারের অধীন একটি রাজ্য।

এক্ষণে, আসা যাক্ আমাদের তীর্থযাত্রার কথায়। জন্মাষ্টমীর দিনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কৃত্য শ্রীভাগবত পারায়ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থ-পারায়ণ বা কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কীর্ত্তন। আরাধ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া ভজন-পরায়ণ মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ত, গৃহী-ত্যাগী সকলেই সেবাপর বৃত্তি লইয়া ধ্যান-ধারণা করেন শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রীতি উৎপাদনের জন্য। সেই অবতারী-পুরুষের জন্মজয়ন্তীতে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহের উপাসককে ছলে বলে যেভাবেই হউক্ সেই সচ্চিদানন্দময় বিষয়বস্তুর ভাবধারাকে আশ্রয় করিতে হইবে।

সদ্-বস্তুর জন্য নিজেকে সদ্ হইতে হইবে। সদ্-বৃত্তির দ্বারা সদ্-বস্তুর প্রীতিমূলা সেবা করিতে হইবে। এই ভাব জগতে বিরল, সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের দর্শনও বিরল।

রাত্র ১০-৪৫ মিঃ অমৃতসর এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিবস (১৯।৮।৭৬) ভোর ৫টায় অমৃতসরে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে আমাদের স্থান করিলাম। শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভু তাঁর নিজকার্য্য নিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ তীর্থযাত্রীদের প্রসাদ সেবার কোন ত্রুটী না হয়, সেই দায়ভার পুরা-মাত্রায় সদ্ব্যবহার করিতে ব্যস্ত। সত্যি কথা বলতে কি, যাহারাই শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভুর মাধ্যমে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চই তাঁহার রান্না-কার্য্যের অদ্ভুত পারদর্শিতার কথা স্মরণ করিয়া থাকিবেন।

এই অবসরে আমরা শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভুর আনুগত্যে অমৃতসর সহরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে বাহির হইলাম। শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভু ও শ্রীপাদ রামানন্দ প্রভু পরে আমাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। অমৃতসরে আসিয়াই প্রথমে দর্শন করিলাম—আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ও চিত্তকর্ষক শ্রীবিগ্রহগণ (১) শ্রীরাধাকৃষ্ণ, (২) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, (৩) শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত-শত্রুঘ্ন ও হনুমান-মন্দির। গতকল্য জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এখানে বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পূজা-পার্ব্বণ হইয়াছিল মহাসমারোহে। আজ আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের মিষ্টি প্রসাদ গ্রহণ করিলাম উদ্যোক্তাদের হাত হইতে; এখনও শ্রীমন্দিরে প্রচুর ভীড়। আমাদের যাত্রাপথে এই প্রথম শ্রীরাধাগোবিন্দের ভুবনমোহিনী শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করিলাম। যাত্রীগণও বেশ পুলকিত এই মন্দিরের বিগ্রহগণের দর্শন লাভে।

তৎপর আমরা অমৃতসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্ণমন্দির গুরুদ্বারা দর্শন করিলাম। এই মন্দিরের অবস্থান একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে। ভূমির সঙ্গে পুল-দ্বারা সংযোগ করা হইয়াছে। বহু যাত্রীর এখানে সমাগম হয়। মন্দিরের ভিতরে শিখদের 'গ্রন্থসাহেবা' বিরাজমান। ভক্তগণ তাহাকে ঘিরিয়া সদাসর্ব্বদা কীর্ত্তনানন্দে ব্যস্ত। এখানে যেন আনন্দের ফোয়ারা বহিয়াছে। সকলেই সদা হাসি ও প্রফুল্ল। মনে হয় যেন ভক্তগণ এই পবিত্র পরিবেশে আসিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। শহরের ধনী দরিদ্র সকল শিখরাই এখানে আসিয়া ভক্তিভাবে দর্শন করিয়া যান। হিন্দুদেরও কোন ব্যতিক্রম নাই। তবে মস্তকে কিছু ঢাকা দিয়াই শিখপ্রথানুযায়ী তাঁহাদিগকে আসিতে হয়।

স্বর্ণগুরুদ্বারাকে ঘিরিয়া পুকুরের চারিদিকে বড় বড় ইমারত গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে শিখ-মিউজিয়ামই ঐগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এই মিউজিয়ামে শিখদের ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রগুলি ও ঘটনার বিবরণ বড়ই চিত্তাকর্ষক। বহু সময় অতিবাহিত করিলে সম্পূর্ণ দর্শন পূর্ণমাত্রায় হয় এবং শিখদের শৌর্য্যবীর্য্যের ইতিহাস জানা যায়। আমরা এই সমস্ত দর্শন করিয়া ইতিহাস বিখ্যাত সেই জালিয়ান-ওয়ালা বাগে সম্ভ্রমের সহিত ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইলাম। শহরের মধ্যেই এই শ্রেষ্ঠ বাগ। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ইতিহাস কুখ্যাত ডায়াচ সাহেব মিছিলকারীদের উপর নৃশংসভাবে গুলি চালাইয়া বহুলোককে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন বিশ্বের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেই স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া পাঞ্জাব-বাসীদিগের এখনও শিহরণ জাগে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের পার্শ্ববর্ত্তী দেয়ালের গায়ে এখনও সেই গুলির দাগ দর্শন হয়। পার্কটিকে সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। একটি শহিদ বেদীও করা হইয়াছে মধ্যস্থলে। বাগের প্রথম মুখেই শহীদদের প্রতিমূর্ত্তি ও বাণী সুন্দরভাবে ধরিয়া রাখা হইয়াছে একটি মঞ্চের মধ্যে।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যাত্রীগণ কিছু কিছু উলের জামা ও কম্বল ক্রয় করিলেন। দুপুরে প্রসাদ সেবান্তে বৈকাল ৬ঘটিকায় ট্রেণযোগে রওনা হইয়া পাঠানকোটে রাত্র ৯।৩০ মিঃ পৌঁছিয়া বিশ্রামাগারে রাত্রি যাপন করিলাম। সন্ধ্যা হইতেই প্রবল বৃষ্টিপাত হইতেছিল। এই পাঠানকোটই জম্মু-কাশ্মীর যাওয়ার রাস্তা। পরবর্ত্তীকালে জম্মু-তাওয়াই রেললাইন হওয়ায় কাশ্মীর যাওয়ার সহজপথ হইয়াছে। পাঠানকোট বহু পুরাণ শহর। পাঠানকোট শহরে কয়েকটি দেবদেবীর মন্দির দর্শন করিলাম। যাত্রীগণ এখান হইতে আপেল সংগ্রহ করিলেন দেশে লইয়া আসিবার জন্য। পাঠানকোট হইতে রাত্র ১০টার ট্রেণযোগে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমরা (ইং ২২।৮।৭৬) রবিবার নিরাপদে সুদীর্ঘ ২২দিন পর গোধূলীলগ্নে ৬॥০ ঘটিকায় কলিকাতায় মঙ্গলমত পৌঁছিলাম। বিরহ-বিচ্ছেদে ভরপুর হৃদয়ে যাত্রাপথের দর্শনের স্মৃতিটুকু সম্বল করতঃ প্রভুগণকে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইয়া পরস্পরে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক নিজ নিজ আবাসস্থল অভিমুখে গমন করিলাম।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

বৈষ্ণব-মত-পঞ্চক *

শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ

বিষ্ণু সর্ব্বোত্তম। জগৎ সত্য। ঈশ্বর, জীব ও জড়ের মধ্যে নিত্যভেদ বর্ত্তমান। জীবের মধ্যে যোগ্যতা-অনুসারে তারতম্য নিত্য বিদ্যমান। জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তিই মুক্তি। নির্ম্মলা ভক্তিই স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তির সাধন; শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ। শ্রীহরিই একমাত্র অখিল-আম্নায়বেদ্য।

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রভেদে তত্ত্ব দ্বিবিধ। বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র তত্ত্ব।

সৃষ্ট জীবের সহিত বিষ্ণুর ভেদ বর্ত্তমান। ব্রহ্ম পরম-মহৎ-পরিমাণ, জীব অণুপরিমাণ; ব্রহ্ম সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্ত, জীব দোষপূর্ণ; ব্রহ্ম অনন্ত গুণযুক্ত, জীব পরিমিত গুণ; ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত, জীব সংসার-বদ্ধ; এই দুইটি তত্ত্বের মধ্যে অভেদ কল্পনা করিতে পারা যায় না।

ব্রহ্ম-সম্প্রদায় এই মতের অনুগ। এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য—শ্রীমধ্বাচার্য্য।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

বস্তুর অংশ জীব; বস্তুর শক্তি মায়া; বস্তুর কার্য্য জগৎ। হ্লাদিনী এবং সম্বিৎশক্তির দ্বারা আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহই ঈশ্বর। অবিদ্যাসংবৃতত্ব ও সংক্লেশসমূহের আকর-স্বরূপত্বই বদ্ধজীবের লক্ষণ। অংশী ঈশ্বরের সহিত অংশস্বরূপ শুদ্ধ জীবের যে সেবা-সেবকভাবে অদ্বয়জ্ঞানাবস্থা; সেই শুদ্ধজ্ঞান হইতে বিচ্যুত ও উপাধিবশতঃ জড়ের ভেদগত সত্তার দর্শনমূলে নিজকে অবিদ্যার দ্বারা আবৃত এবং সংক্লেশের আকরস্বরূপ বলিয়া দ্বিতীয়জ্ঞানই বদ্ধ-জীবের অভিমান। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ; ঈশ্বর-স্বপ্রকাশ ও পরানন্দস্বরূপ। জীবও অংশীর অংশস্বরূপে স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ হইয়াও দ্বিতীয়া-ভিনিবেশবশতঃ অত্যন্ত দুঃখের ভূমিকায় প্রকাশিত।

রুদ্র-সম্প্রদায় এই মতের অনুগ। শ্রীবিষ্ণুস্বামী এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য। প্রসিদ্ধ ভাগবত-টীকাকার শ্রীধরস্বামী এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

অদ্বয় ব্রহ্ম—বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত। চিৎ ও অচিৎ তাঁহার বিশেষণ এবং কলেবর। দুইই তাঁহার আশ্রিত; ভোগ্য, নিয়ম্য ও কার্য্যরূপে কারণ-

---

১৩৪১ সালের ২য় বর্ষের ৮ম ও ৯ম সংখ্যা-ধৃত **'কীর্ত্তন'** পত্রিকায় শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভুকৃত অসমীয়া প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। —**শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ**

রূপী ব্রহ্মের পরিচায়ক। অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান ; তাঁহার কার্য্যের অনুকূল গুণসমূহ বর্ত্তমান। গুণী-শব্দের অর্থ— গুণসমূহবিশিষ্ট ; চিৎ ও অচিৎ—কারণরূপীগুণী ব্রহ্মের কার্য্যানুকূল গুণ বা বিশেষণ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যাথাত্ম্য-জ্ঞান, অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া শুদ্ধবর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রীতির সহিত পুরুষোত্তমের চরণযুগলের ধ্যানার্চ্চন-প্রণামাদিই অভিধেয় এবং তৎপদ-প্রাপ্তিই প্রয়োজন।

তত্ত্ব ত্রিবিধ—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ—জীবাত্মা. অচিৎ—জড়. ঈশ্বর চিদচিতের নিয়ামক পুরুষোত্তম নারায়ণ। পরতত্ত্ব স্বশক্তিদ্বারা এই ত্রিবিধ-রূপে নিত্য প্রকাশমান।

শ্রী-সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈত-মতাবলম্বী। শ্রীরামানুজ এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

সমস্তবস্তুই ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মরূপ সদ্‌বস্তু হইতে অসদ্‌বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে না। বস্তুবিজ্ঞানই নিখিল-বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব। শাস্ত্রের কোনস্থানে অদ্বৈতবাক্য কোনস্থানে দ্বৈতবাক্য এবং কোনস্থানে উভয়নিষ্ঠ-বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যপ্রতিষ্ঠিত কেবলাদ্বৈতবাদ কোনমতেই শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শ্রুতি ও সূত্র আলোচনা করিলে অদ্বৈত ও দ্বৈত—এই দুই শাস্ত্রতাৎপর্য্যরূপে গ্রহণীয়।

জড়পদার্থ দ্বিবিধ—কাল ও মায়া। তাহার মধ্যে কাল—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতহিসাবে পুনঃ দ্বিবিধ। ভগবানের ইচ্ছায় কাল ক্রিয়াশীল। চিৎ বা অপ্রাকৃত-কালের মায়িক দর্শনই প্রাকৃত বা মায়িক কাল। ছায়াধর্ম্মবিশিষ্ট। মায়া বা প্রকৃতি চিৎবিকারমাত্র : সমস্ত জড় জগৎ ও বদ্ধজীবের স্থূল আর লিঙ্গ-দেহ অচেতনতত্ত্ব।

সনক-সম্প্রদায় এই মতাবলম্বী। শ্রীনিম্বার্ক বা শ্রীনিম্বাদিত্য এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব

ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পঞ্চতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ পরতম বস্তু। তিনি নিখিল নিগমবেদ্য। এই বিশ্ব সত্য। ব্রহ্ম ও বিশ্বের ভেদ সত্য। জীব অণুচৈতন্যবিশেষ, সত্য এবং নিত্য কৃষ্ণদাস। জীবসমূহের মধ্যে সাধনগত ভেদ বা জীবে জীবে ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তিই মোক্ষ, পরা ভক্তিই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি প্রমাণ। শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই চিৎ এবং অচিদ্রূপে পরিণত। পুরুষোত্তম যেমন

অবিচিন্ত্যশক্তি. শক্তিমানের মধ্যেও যাহা ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহাও অচিন্ত্য। শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারজনিত প্রেমই মুখ্য প্রয়োজন।

ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীচৈতন্যের মত এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইয়া একটি পৃথক্ তত্ত্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রচলিত বৈষ্ণবমত-চতুষ্টয়ের এক অতি অচিন্ত্য ও অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এই মতটি বৈদান্তিক সকলের নিকট অতি সমীচীন বেদান্ত সিদ্ধান্তরূপে সমাদর লাভ করিয়াছে।

"শ্রীচৈতন্য যেই কহে, সেই মত সার।
আর যত মত দেখ সব ছারখার॥
শ্রীচৈতন্য-প্রসাদে ভাগবত জানি।
চৈতন্য যে না মানে তারে 'দৈত্য'-মধ্যে গণি॥"

—ইহাই বৈদান্তিক সকলের অভিমত।

দক্ষিণ ভারত-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠার পর)

স্কন্দপুরাণে বেঙ্কটাচলকে বৈকুণ্ঠসদৃশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং যজ্ঞ, তপ, দান ও অন্যান্য তীর্থ দর্শন অপেক্ষা এখানে শ্রীবালাজী দর্শন করিলে কোটীগুণ অধিক ফল হয় বলিয়া বর্ণনা আছে। 'তিরু'-অর্থে শ্রী-সম্পন্ন এবং 'মলয়'-বা মালাই অর্থে পর্ব্বত। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন পর্ব্বত অথবা 'বেঙ্ক'-অর্থে পাপ, 'কট'-অর্থে নাশক এবং 'অচল'-অর্থে পর্ব্বত। সুতরাং 'বেঙ্কটাচল' অর্থই পাপনাশক পর্ব্বত। এই পুণ্যশিখরে পূর্ব্বাপর সকল আচার্য্যগণ গিয়াছেন এবং শ্রীল রামানুজাচার্য্য এবং তাঁহার অনুগামী পরবর্ত্তি আচার্য্যগণ অর্থাৎ শ্রী-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ এখানকার সেবাধিকারী। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ এখানকার মাহাত্ম্য বিশদভাবে বর্ণনা করায় যাত্রীগণ হৃষ্টচিত্ত হন।

যাহা হউক বৈষ্ণবগণের প্রচেষ্টায় ও শ্রীবালাজীর কৃপায় আমরা সকলেই সুষ্টুভাবে বিগ্রহরূপী শ্রীলক্ষ্মী ও তাঁহার হৃদয়-নাথকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইলাম। তদনন্তর সেখানে প্রভুগণের সংগৃহীত মন্দিরের প্রসাদ পাইয়া রেণিগুন্টা প্রত্যাবর্ত্তন করি। রেণিগুন্টায় ফিরিয়া দেখি শ্রীপাদ মুরলী প্রভু একাই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিভিন্নস্থানের রেলের যোগা-যোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমাদের প্রোগ্রামেরও হেরফের দেখা দিয়াছে।

ইহার ব্যবস্থা করার জন্য শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু মাদ্রাজে থেকে গিয়াছেন এবং একটি Part order করিয়া আমাদের Tourist coach যাহাতে আর্কোণামে আসে তাহার ব্যবস্থা করিয়া মুরলী প্রভুর হাতে কাগজপত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। পরের দিন আমাদের টুরিষ্ট কোচ আর্কোণাম যাওয়ার গাড়ীতে সংযোজিত হয় এবং ট্রেণ অনেক দেরিতে আর্কোণামে পৌঁছে। রাত প্রায় ৯টা (ইং ১১।১১।৭৭), তখন আমরা আর্কোণামে পৌঁছি এবং দেখিতে পাই নবযোগেন্দ্র প্রভু আমাদের পূর্ব্বেই সেখানে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা সকলেই নিরুদ্বিগ্ন অনুভব করি। রেলওয়ের যাত্রীনিবাস গৃহে আমাদের রান্নাদি ও প্রসাদ পাওয়া হয়। এইদিন রাত্রে প্রচুর বর্ষণ হইতেছিল। সমুদ্র উপকূলবর্ত্তি অঞ্চলে (তাঞ্জোর, কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি) ভয়াবহ ঝড় ও প্লাবনের সংবাদ এবং রেলওয়ের যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার সংবাদ পাইয়া স্থানীয় অধিবাসীগণ সকলেই ভীষণ ভয়ার্ত্ত ও চিন্তিত হইয়া পরিয়াছিলেন। আমরা এই অবস্থাতেও শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রয়ে থাকিয়া যথারীতি কীর্ত্তনাদিতে বিরত হই নাই। যাহা হউক পরে বৈকালে আমাদের গাড়ী কাঞ্চিপুরম্ অভিমুখে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা হয়। এখানেই আমাদের টুরিষ্ট কোচ (ব্রড গেজ) পরিবর্ত্তন করিয়া মিটার গেজের বগিতে আসন সংরক্ষিত হয়। আমরা এখান হইতে কাঞ্চিপুরমে রাত্রে পৌঁছি।

কাঞ্চীপুরম্ অর্থাৎ স্বর্ণ-নগরী। ইহাকে দাক্ষিণাত্যের কাশী বলা হয়। কাঞ্চীপুর দুইভাগে বিভক্ত -বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী। বিষ্ণু-মন্দিরের নামানুসারে ঐস্থান বিষ্ণুকাঞ্চী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং শিবজীর অবস্থান-ক্ষেত্রকে শিবকাঞ্চী নামে বিদিত। শিবকাঞ্চীর শিবজীকে একাম্রনাথও বলা হয়; এখানে কামাক্ষীদেবীর মন্দিরও আছে। শিবজী বৈষ্ণবগণের চির নমস্য বা প্রণম্য। বৈষ্ণবের কৃপায়ই ভগবান্ সহজ-লভ্য হন। বৈষ্ণবের কৃপা আত্যন্তিক মঙ্গলকামীগণ সর্ব্বদাই কামনা করিয়া থাকেন। এই ভরসায় পরমপূজ্য দেবাদি-দেব মহাদেব—শিবজীর শ্রীচরণ দর্শন কামনায় সর্ব্বাগ্রে শিবকাঞ্চীতে একাম্রনাথের দর্শনলালসায় তাঁহার শ্রীমন্দিরে উপনীত হইয়া কৃপাভিক্ষা করি। এস্থলে শিবজী ক্ষিতি-মূর্ত্তি-রূপে বিরাজমান। এস্থানে শ্রীবিগ্রহ মৃন্ময় বলিয়া—জল, পুষ্প বা ভোগ্য-দ্রব্য কিছুই দেবাঙ্গে অর্পিত হয় না।

বৈষ্ণবপ্রবর পরমকারুণিক আশুতোষের কৃপাপ্রার্থনা করিয়া বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শনে উপনীত হইলাম। তথায় প্রথমে ভক্ত-বিঘ্ন-বিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহ-দেবের দর্শন করিয়া শ্রীবরদরাজ স্বামী বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হই। মূলমন্দিরে উঠিবার পাঁচটি সোপান রৌপ্যদ্বারা মণ্ডিত। শ্রীবিগ্রহ চতুর্ভুজ বিষ্ণু—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বহুবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিত। মস্তকের রত্নময় কিরীটির উপর হীরকখচিত দীপালোকে উজ্জ্বল দীপ্তিমান দেখাইতেছিল। বিষ্ণুকাঞ্চী, শিবকাঞ্চী অপেক্ষা অধিক শ্রী-সম্পন্ন বলিয়া মনে হইল। শাস্ত্রে বর্ণীত আছে একসময় স্বয়ং ব্রহ্মা এই কাঞ্চীতে আগমনপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এখানকার বেদবতী স্রোতস্বিনীধারা ভাগীরথী সরস্বতীর ন্যায় দক্ষিণাতো পুণ্যসলিলা।

কাঞ্চীপুরমে শ্রীবামনদেবের মন্দিরও রয়েছে। এতদ্ব্যতীত সহরের মধ্যে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি নামে সাতটি তীর্থ আছে। কথিত আছে, এই সকল তীর্থে স্নান করিলে বহুপ্রকার পাপ ক্ষয় হয়।

কাঞ্চিপুরমের পর আমাদের লক্ষ্যস্থল পক্ষীতীর্থ। পরের দিন আমরা আমাদের সংরক্ষিত কোচেই চিঙ্গলপুট ষ্টেশনে পৌঁছি। সন্ধ্যায় ষ্টেশনে আমাদের কামরাতেই শ্রীবিগ্রহের আরতি-কীর্ত্তন হয়।

২৮শে কার্ত্তিক (ইং ১৪।১১।৭৭) সোমবার প্রাতেঃ আরতি দর্শন ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণান্তে আমরা পক্ষীতীর্থ দর্শন মানসে সকাল সকাল রিজার্ভ-বাসে যাত্রা করিলাম। ষ্টেশন হইতে পক্ষীতীর্থের দূরত্ব ১০।১২ মাইলের মতো। পর্ব্বত-শিখরে উক্তস্থান অবস্থিত। উহাকে 'ত্রিকুণ্ডলা-কুণ্ডম্'ও বলেন। পর্ব্বতশিখরে বেদগিরীশ্বরের মন্দির, প্রস্তর-প্রাচীর পরিবেষ্টিত, দেখিতে একটি দুর্গবিশেষ। পাহাড়টির উচ্চতা প্রায় ৫০০ শত ফুট। ৫১২টি সিঁড়ী অতিক্রম করিয়া বেদগিরীশ্বর-মন্দিরে উপস্থিত হই। একটি প্রস্তর নির্ম্মিত অতিকায় বৃষ মন্দির-সোপান সম্মুখে দ্বার-রক্ষায় নিযুক্ত। প্রকাণ্ড লৌহ-নির্ম্মিত দ্বার অতিক্রম করিয়া মূল মন্দির-মধ্যে বেদগিরীশ্বর মহাদেব দর্শন মানসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আরতির সময় বিগ্রহটি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম,—কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত লিঙ্গ-মূর্ত্তি। রৌপ্য নির্ম্মিত শিব-শম্ভু অঙ্গে শোভিত। লিঙ্গোপরি ধাতু নির্ম্মিত ভীমকায় ফণী ফণা বিস্তার করিয়া আছে।　　(ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব প্রতিবৎসরেই শ্রীঝুলনযাত্রায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বৎসরেও মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের উদ্যোগে ও মঠের অন্যান্য সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত অনুষ্ঠানের বিপুলভাবে আয়োজন করা হয়।

এই উপলক্ষে বিগত ২৮শে শ্রাবণ (ইং ১৪।৮।৭৮) সোমবার হইতে ১লা ভাদ্র (ইং ১৮।৮।৭৮) শুক্রবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী প্রত্যহ মঙ্গলারতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ ও রাম-লীলাদি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতাদি প্রদত্ত হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে পার্শ্ববর্ত্তি স্থান হইতে প্রত্যহ প্রচুর ভক্তগণের সমাগম হইয়াছে এবং প্রতিদিনেই সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীঝুলনযাত্রার তাৎপর্য্য ও এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, সমাজ-জীবনে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও অন্যান্য আধিকারীক দেবতাগণের গুরুত্ব বা ক্ষমতার পরিধি, শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও মায়ার প্রভাব প্রভৃতি বিষয় লইয়া বিভিন্ন দিনের আলোচ্য বা বক্তব্যবিষয় পরিবেশন হইয়াছিল।

শ্রীবলদেব-পূর্ণিমার পরদিবস অর্থাৎ ২রা ভাদ্র (ইং ১৯।৮।৭৮) শনিবার সাধারণ-মহোৎসব উপলক্ষে সহস্র সহস্র ভক্তগণকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এখানকার নবমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য কিছুপরিমাণে হওয়ায় সজ্জনগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার অসমাপ্তকার্য্য সম্পন্নের জন্য সহানুভূতি ও প্রচেষ্টা করিবেন বলিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীপাদ যশোদানন্দনদাস ব্রজবাসী, শ্রীপাদ বাণীনাথদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ বলরামদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রভুগণের সেবা-প্রচেষ্টা ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে।

—শ্রীশ্রীকান্তদাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১০ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

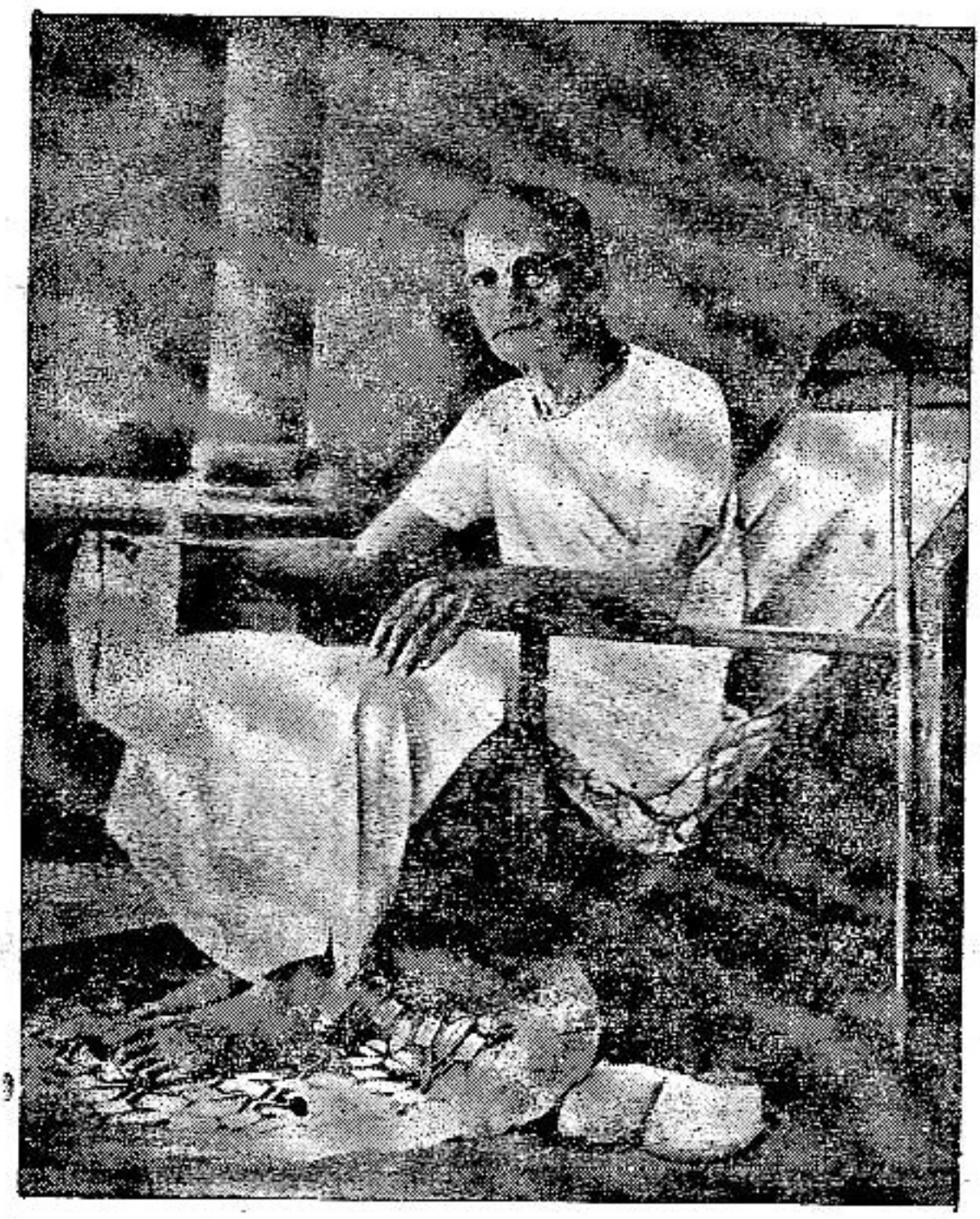

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

৩১শে ভাদ্র, ১৩৮৫ ; ইং ১৭।৯।১৯৭৮

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্ —

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিবকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ২৯শে আশ্বিন (ইং ১৬।১০।৭৮) সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ১০ম বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করতঃ আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

২৯শে আশ্বিন, ইং ১৬।১০।৭৮ সোমবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

* স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। *

* ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ *

* অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ *

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-প্রসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩০শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ২ দামোদর, ৪৯২ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৮৫ ; ইং ১৮।১০।১৯৭৮ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং পাণ্ডবাদিকৃতম্

শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

সুভদ্রা উবাচ—

একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো,
দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম,
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥১৩॥

সুভদ্রাদেবী বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণকে একবার প্রণাম করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দশাশ্বমেধ-যজ্ঞস্নানের ফলও তাহার সমান নহে, কারণ দশাশ্বমেধীর পুনর্জ্জন্ম হয়, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামীর পুনরায় সংসার-প্রাপ্তি হয় না ॥১৩॥

অভিমন্যুরুবাচ—

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে,
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে।

গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ,
গোবিন্দ গোবিন্দ নমো নমস্তে ॥১৪॥

অভিমন্যু বলিলেন—হে মুরারে, চক্রপাণে, হে গোবিন্দ, হরে, হে মুকুন্দ, কৃষ্ণ, তোমায় বার বার প্রণতি জানাই ॥১৪॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ—

শ্রীরাম নারায়ণ বাসুদেব, গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
শ্রীকেশবানন্ত নৃসিংহ বিষ্ণো, মাং ত্রাহি সংসার ভুজঙ্গ-দষ্টম্ ॥১৫॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন,—হে শ্রীরাম, নারায়ণ, বাসুদেব! হে গোবিন্দ, বৈকুণ্ঠ, মুকুন্দ, কৃষ্ণ! হে শ্রীকেশব, অনন্ত, নৃসিংহ, বিষ্ণো! আমাকে সংসাররূপ সর্প দংশন করিয়াছে, আমায় ইহার হাত হইতে ত্রাণ করুন ॥১৫॥

সাত্যকিরুবাচ—

অপ্রমেয় হরে বিষ্ণো কৃষ্ণ দামোদরাচ্যুত।
গোবিন্দানন্দ সর্ব্বেশ বাসুদেব নমোঽস্তু তে ॥১৬॥

সাত্যকি বলিলেন,—হে অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন, হরে, বিষ্ণো, কৃষ্ণ, দামোদর, অচ্যুত! হে গোবিন্দানন্দ, সর্ব্বেশ্বর, বাসুদেব! আপনাকে প্রণাম করি ॥১৬॥

উদ্ধব উবাচ—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেঽন্যদেবমুপাসতে।
তৃষিতা জাহ্নবীতীরে কূপং বাঞ্ছন্তি দুর্ভগাঃ ॥১৭॥

উদ্ধব বলিলেন,—যাহারা ভগবান্ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা দুর্ভাগ্যবন্ত, কারণ গঙ্গাতীরবাসী হইয়াও পিপাসার সময়ে কূপের জলপানের বাঞ্ছা করে ॥১৭॥

ধৌম্য উবাচ—

অপাং সমীপে শয়নাশনে গৃহে, দিবা চ রাত্রৌ চ পথা চ গচ্ছতা।
যদস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া, জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু ॥১৮॥

ধৌম্য বলিলেন,—জলাশয়ের নিকটে, গৃহে ভোজন ও শয়নকালে, দিনে অথবা রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া থাকি, তবে উহাদ্বারা জনার্দ্দন তুষ্ট হউন ॥১৮॥

সঞ্জয় উবাচ—

আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা, ঘোরেষু ব্যাধ্রাদিষু বর্ত্তমানাঃ।
কীর্ত্ত্যা নারায়ণ-শব্দমাত্রং, বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি ॥১৯॥

সঞ্জয় বলিলেন,—পীড়িত, দুঃখিত, অবসন্ন, ভীত বা ভীষণ দুর্গমে ব্যাঘ্রাদি-সঙ্কুলস্থানে অবস্থিত হইয়া যদি কেহ নারায়ণ-শব্দমাত্র কীর্ত্তন করেন, তবে দুঃখবিমুক্ত হইয়া সুখী হইবেন ॥১৯॥

অক্রুর উবাচ—

অহং তু নারায়ণ-দাস-দাস, দাসস্য দাসস্য চ দাস-দাসঃ।
স্যান্য ঈশো জগতো নরাণাং, তস্মাদহং চান্যতরোঽস্মি লোকে ॥২০॥

অক্রুর বলিলেন,—জগতে যদি মানুষের অন্য কেহ ঈশ্বর থাকেন, আমি তাঁহার দাস নহি, কিন্তু আমি নারায়ণের দাসের-দাসের এবং তাহার দাসের-দাসের-দাসানুদাস ॥২০॥

বিদুর উবাচ—

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্‌গতমানসাঃ।
তেষাং দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি ॥২১॥

বিদুর বলিলেন,—যাঁহারা বাসুদেবের ভক্ত, শান্ত ও তদ্‌গতচিত্ত, আমি জন্মে জন্মে তাঁহাদের দাসানুদাস হইব ॥২১॥

ভীষ্ম উবাচ—

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুষু।
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ শরণাগত-বৎসল ॥২২॥

ভীষ্ম বলিলেন,—হে আশ্রিতবৎসল কৃষ্ণ! বন্ধু-বান্ধবহীন অবস্থায় ও হরিস্মরণের বিপরীতকালে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ত্রাণ কর ॥২২॥

দ্রোণাচার্য্য উবাচ—

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ দৈত্যা-স্ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দ্দনেন।
তে তে গতাস্তন্নিলয়ং সমস্তাঃ ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ ॥২৩॥

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—চক্রধারী, ত্রৈলোক্যনাথ, জনার্দ্দনকর্ত্তৃক যে-সকল দৈত্য নিহত, তাহারা সকলেই তাঁহার ধামে গমন করিয়াছে ॥২৩॥

কৃপাচার্য্য-উবাচ—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥২৪॥

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—আমার এই জন্মের ফল—হে মধুকৈটভারে! আমি যে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিতেছি—ইহাই আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ। হে লোকনাথ! আমি আপনার ভৃত্য-ভৃত্য-সেবক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যের ভৃত্য—ইহাই চিন্তা করিবেন ॥২৪॥

অশ্বত্থামোবাচ—

গোবিন্দ কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব
বিশ্বেশ বিশ্ব মধুসূদন বিশ্বনাথ।
শ্রীপদ্মনাভ পুরুষোত্তম পুষ্করাক্ষ
নারায়ণাচ্যুত নৃসিংহ নমো নমস্তে ॥২৫॥

অশ্বত্থামা বলিলেন,—হে গোবিন্দ, কেশব, জনার্দ্দন, বাসুদেব! হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বস্বরূপ, মধুসূদন, বিশ্বনাথ! হে শ্রীপদ্মনাভ, পুরুষোত্তম, কমল-লোচন! হে নারায়ণ, অচ্যুত, নৃসিংহ! তোমায় প্রণাম করি ॥২৫॥

কর্ণ উবাচ—

নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি
ভক্ত্যা ত্বদীয়-চরণাম্বুজমন্তরেণ
শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্ ॥২৬॥

কর্ণ বলিলেন,—হে শ্রীনিবাস! ভক্তিভরে তোমার পাদপদ্ম ভজন করিব, উহা ছাড়া অন্য কিছু বলিব না, শুনিব না, চিন্তা বা স্মরণও করিব না এবং অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিব না। হে পুরুষোত্তম! তোমার পাদপদ্মের দাস্য প্রদান কর ॥২৬॥ **(ক্রমশঃ)**

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্গের জীবনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

(৪) শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু

(ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর তামিল নাম তোণ্ডারড়িপ্পড়ি আল্‌বর্‌)

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা বিপ্রনারায়ণের জন্ম, বাল্যজীবন ও স্বরূপ

২৮৮ কলিগতাব্দে দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যান্তর্ভুক্ত মণ্ডনগুড়ি গ্রামে শৌলীয় ব্রাহ্মণ-বংশে অগ্রহায়ণ মাসে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পূর্ব্বনাম **বিপ্রনারায়ণ**। বিপ্রনারায়ণ স্বভাবসিদ্ধ যোগী ছিলেন। পার্থিব সংসারবাসনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তিনি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের বিশ্বাসমতে ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু নারায়ণের **বনমালার** অবতার। বৈজয়ন্তী নামক বনমালা নারায়ণের গলদেশ শোভা করে।

শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের আটপ্রকার মাল্যসেবার মানস

একদা বিপ্রনারায়ণ শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে পরমাকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গীকৃত করিবার মানস করেন। তুলসী ও পুষ্পাদি উৎপন্ন করিয়া উহা ভগবানে সমর্পণই তাঁহার একমাত্র সেবা ছিল। অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান, তপস্যা, জ্ঞান এবং সত্যরূপ অষ্ট প্রকার মানস পুষ্পার্চ্চন স্বরূপ আট প্রকার পুষ্পমালা দ্বারা তিনি বিষ্ণুর প্রীতির জন্য চেষ্টা করিতেন।

দেবদেবী-নাম্নী এক বারনারীর ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর দর্শন লাভ

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু এবম্প্রকারে শ্রীরঙ্গনাথের সেবাপরায়ণ হইয়া নিচুলাপুরী বা উরাইউর নামক রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্পকানন নির্ম্মাণ করিলেন। তিরুক্করম্বানুর নিবাসিনী অতুল্য রূপযৌবনসম্পন্না দেবদেবী নাম্নী এক বারনারী তৎকালে চোলরাজ-প্রাসাদে যাতায়াত করিত। একদিন সেই স্ত্রীলোকটী নিজ ভগিনীর সহিত প্রাসাদ হইতে প্রত্যাগমন-কালে ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পুষ্পতুলসী কানন সন্দর্শনপূর্ব্বক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা হইয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে কানন মধ্যে বৃক্ষাদি সেবানিরত দেখিতে পাইল।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে মোহিত করিবার জন্য দেবদেবী-বারবনিতার অপচেষ্টা

দেবদেবী তাহার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটী কি পাগল? সে একাগ্রমনে কাননজ বৃক্ষাদির পরিচর্য্যায় এতাদৃশ ব্যস্ত যে, আমাদের আকর্ষণ ইঁহার নিকট এরূপ ক্ষুদ্র হইল কেন? তদুত্তরে সে বলিল, ভগবদ্ভক্তের বাহ্যবস্তুর প্রতি স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আছে। তাহাদের পরস্পর এই ভক্তের সম্বন্ধে নানাকথা আলোচনা হইল। পরে ভগিনী কহিল, তুমি যদি উহাকে স্বীয় রূপ-লাবণ্যে মোহিত করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে আমি তোমার ছয়মাস বিনা বেতনে পরিচর্য্যা করিব। দেবদেবীও প্রতিজ্ঞা করিল যে, উহাকে মোহিত করিতে না পারিলে আমি তোমার ঐরূপ ভাবে সেবা করিব। এইরূপ কথোপকথনান্তে ভগিনীর হস্তে অলঙ্কারাদি বেশভূষা নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিয়া সাধুর চরণে আসিয়া নানা দৈন্য প্রণতি জ্ঞাপন করিল। সরলচিত্ত ভক্ত, কপটিনীর কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার বৃক্ষাদির পরিচর্য্যা ও সকল বিষয়ে সাহায্যে প্রতিশ্রুতি হওয়ায় তিনিও তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর বারবণিতাকর্ত্তৃক মুগ্ধাভিনয়

কিছুদিন পরে একদিন প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আর্দ্রবসনা সন্দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া দেবদেবীকে গৃহে আহ্বান করিলেন। সেও সুযোগ বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ মনোগত অভিপ্রায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে লাগিল। সরলচিত্ত বিপ্রনারায়ণ দিন দিন সাধুবল হারাইতে লাগিলেন। অবশেষে ঈশকৈঙ্কর্য্য ক্রমশঃ দেবদেবীর উদ্দেশ্যেই পরিণত হইল। দেবদেবীও সুযোগ পাইয়া এক্ষণে বর্ষান্তে স্বল্পার্থ দেখিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। বিপ্রনারায়ণও নিজ দুর্ব্বলতাবশে দেবীর অনুগামী হইলেন। ক্রমে দেবদেবী বিপ্রনারায়ণকে হতাদর করিতে আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে শ্রীরঙ্গনাথকর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি

একদা বিপ্রনারায়ণ দেবদেবীর গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরঙ্গনাথ লক্ষ্মীসহ সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। লক্ষ্মী বিপ্রনারায়ণকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত দাস। কাল-

বৈগুণ্যে এরূপ ভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয় দশা লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী শ্রীরঙ্গনাথকে বিপ্রনারায়ণের কথা জানাইলেন এবং নিজদাসকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়ার্দ্র হইয়া অনুরোধ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথ হাস্যমুখে লক্ষ্মীর অভিলাষপূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভক্ত-রক্ষার কৌশলস্বরূপ দেবদেবীকে শ্রীরঙ্গনাথের স্বর্ণপাত্র-দান

ভক্তবৎসল ভগবান্ রঙ্গনাথ নিজ ব্যবহার্য্য একটি স্বর্ণপাত্র লইয়া দেবদেবীর দ্বারদেশে ভৃত্যবেশে দণ্ডায়মান। কিয়ৎক্ষণ পরে পদাঘাত দ্বারা দেবদেবীর দ্বারোদ্ঘাটনে চেষ্টা করিলে দেবদেবী বাহির হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঙ্গনাথ কহিলেন, আমি আমার প্রভু বিপ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তোমাকে এই স্বর্ণপাত্রটী দিবার জন্য আসিয়াছি। অনতিদূরেই তোমার জন্য বিপ্রনারায়ণ অপেক্ষা করিতেছেন। স্বর্ণপাত্র পাইয়া বারনারী আগ্রহসহকারে বিপ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমাদরে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল। শ্রীরঙ্গনাথদেবও অদর্শন হইলেন।

স্বর্ণপাত্র অপহৃত মনে করিয়া সেবকগণের রাজদ্বারে অভিযোগ-হেতু বিপ্রনারায়ণের কারাদণ্ড

প্রাতঃকালে রঙ্গনাথের পূজকগণ স্বর্ণপাত্র না পাইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে জ্ঞাপন করিল। নিচুলাপুরাধিপতিও একথা জানিতে পারিলেন। দেবদেবীর জনৈক দাসী, মন্দিরাধ্যক্ষের নিকট বিপ্রনারায়ণ-কর্ত্তৃক ঐ প্রকার স্বর্ণপাত্র প্রদানের কথা গল্পচ্ছলে বলায়, রাজাদেশবশে তাঁহারা উভয়েই রাজদ্বারে নীত হইলেন। রাজা দেবদেবীর অর্থদণ্ড করিলেন এবং বিপ্রনারায়ণের নিকট দেবদেবীর কথিত ঘটনাবলী অমিল হওয়ায় তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

ভক্তের কারা-ক্লেশ দর্শনে শ্রীলক্ষ্মীর পুনরাবেদন

লক্ষ্মী ভক্তের এই দুর্দ্দশা রঙ্গনাথকে পুনরায় করুণাপরবশ হইবার প্রার্থনা করিলেন। রঙ্গনাথ রাজাকে স্বপ্ন দিলেন। রাজা প্রাতে উঠিয়া বহু সমাদরে বিপ্রনারায়ণকে উন্মুক্ত করিলেন এবং দেবদেবীর অর্থদণ্ড প্রত্যর্পণ করিলেন।

অনুতপ্ত বিপ্রনারায়ণের অপরাধ মোচনের জন্য স্বয়ং ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু-নাম গ্রহণ.

বিপ্রনারায়ণ স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মবিপাক এবং পরমকারুণিক প্রভু রঙ্গনাথের দয়া উপলব্ধি করিয়া আপনাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিনি অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভগবদ্ভক্তের পাদোদক গ্রহণ এবং পদধূলিদ্বারা স্বীয় শিরোদেশ পবিত্র করিলেন। তদবধি নিজ-অভিলাষ-মতে তাঁহার নাম ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা তামিল ভাষায় তোণ্ডীরডিপ্পডি নামে প্রচার করিলেন। তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় বহু তীর্থস্থান ভ্রমণের সঙ্কল্প মনোমধ্যে স্থান দিলেন না। কেবল শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। তিনি "তিরুমলই"-নামক শ্রীরঙ্গরাজের স্তব-গ্রন্থ রচনা করেন।

দেবদেবীর চিত্তশোধন ও শ্রীরঙ্গনাথের সেবালাভ

দেবদেবীও এই ঘটনায় বিশেষ শিক্ষালাভ করিলেন। তাঁহাতেও সাধুত্ব দেখা দিল। তিনি নিজবিত্তাদি সমস্তই শ্রীরঙ্গনাথে অর্পণ করিয়া সেবা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

বিপ্রনারায়ণের রচিত গ্রন্থদ্বয়

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু 'তিরুমলই' নামক গ্রন্থ ব্যতীত আর একখানি তত্ত্ব-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম—'তিরুপপল্লিয়েড়ুচ্চি' অর্থাৎ পরমাত্মার জাগরণ। উভয় গ্রন্থই তামিল-কবিতাপূর্ণ। তিরুমলই অর্থাৎ ধন্য মালিকা। কথিত আছে, ১০৫ বৎসর বয়সে তিনি বৈকুণ্ঠগামী হন।

চতুর্থ প্রাকার নির্ম্মাতা তিরুমঙ্গই ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর কৃপাপাত্র

তিরুমঙ্গই নামক দাতা ভক্ত যে-কালে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার নির্ম্মাণ করেন, তখন তিনি ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর তুলসী-কানন রক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি তিরুমঙ্গইকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। ইহা 'গুরু-পরম্পরাই' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীল প্রভুপাদ

(৬) লৌল্য

লৌল্য অর্থাৎ চাঞ্চল্যের প্রকার-ভেদ

'লৌল্য'-শব্দের অর্থ—চাঞ্চল্য, লোভ ও বাসনা। চাঞ্চল্য দুই প্রকার অর্থাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য ও বুদ্ধি-চাঞ্চল্য। ইন্দ্রিয়ানুগত মনোবৃত্তিই চিত্ত। ইন্দ্রিয়ানুগত মন যে-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাতেই চিত্তে রাগ বা দ্বেষ জন্মে। অতএব চিত্ত-চাঞ্চল্য দুই প্রকার অর্থাৎ রাগানুগত চিত্ত-চাঞ্চল্য ও দ্বেষানুগত চিত্ত-চাঞ্চল্য। শ্রীগীতায়—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ (গী: ২।৬৭)

প্রতিকূল বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-দিগের মধ্যে যে-ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অযুক্ত-ব্যক্তির মন বিচরণ করে, সেই এক ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

রাগ-দ্বেষাত্মক চিত্ত-চাঞ্চল্য ভক্তির দ্বারা জিত

আবার বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ (গী: ৩।৩৪)

ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ-দ্বেষ ব্যবস্থিত হয়। সেই রাগ-দ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নয়; যেহেতু রাগ-দ্বেষই শত্রুদ্বয়। চিত্ত-চাঞ্চল্যরূপ লৌল্যকে নিয়মিত করিতে হইলে মহাদেবী হরিভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ভক্তিদ্বারা নিয়মন কর্ত্তব্য

ভক্তির আজ্ঞা এই যে, **বিষয়ই যখন চিত্তের চাঞ্চল্যের হেতু** এবং চিত্ত-চাঞ্চল্যই যখন ভক্তি-সাধনের প্রধান বিঘ্ন, তখন ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবদ্রাগ-রূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্বে স্থির হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ, পায়ু ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইহাদের যত বিষয় আছে, সে-সমুদায়ে ভগবদ্ভাব মিশ্রিত করিলে চিত্ত ভগবানে নিশ্চল হয়; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—ইহারা ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয়। সেই সকল বিষয়ে ভগবদ্ভাবকে আবির্ভাব করাইয়া তাহাদিগকে ভোগ করিলে ভক্তিরই অনুশীলন হয়। সেই সেই বিষয়ে যে-যে অংশ ভগবদ্-ভক্তির প্রতিকূলতা থাকে, তাহাতে দ্বেষকে এবং যাহাতে ভগবদ্ভক্তির অনুকূলতা থাকে,

তাহাতে রাগকে নিয়মিত করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু যত দিন বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর না হয়, তত দিন কি করিয়া চিত্ত-চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি করা যাইবে? অতএব বুদ্ধি-চাঞ্চল্য দূর হইলে বুদ্ধি-বলে চিত্ত তদ্বিষয়গত রাগ-দ্বেষকে নিয়মিত করিতে পারিবে।

বুদ্ধি দ্বিবিধ—(১) ব্যবসায়াত্মিকা, (২) বহুশাখা

মনের সদসদ্বিষয়িণী বৃত্তিকে 'বুদ্ধি' বলে। সেই বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ 'ব্যবসায়াত্মিকা' ও 'বহুশাখা-সমন্বিতা' বুদ্ধি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক প্রকার; বহুশাখা-বুদ্ধি অনন্ত প্রকার। যথা, গীতায়—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন!
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ (গীঃ ২।৪১)

অব্যবসায়ীদিগের **বহুশাখা-বুদ্ধি** হইতে কাম, স্বর্গ-গমনাভিলাষ ও ভোগৈশ্বর্য্য-গতিদায়ক ক্রিয়া-বিশেষের বাহুল্য এবং চিজ্জগতের অনঙ্গীকার—এই সকল উৎপাতের উদয় হয়। সুতরাং—

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত-চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ (গীঃ ২।৪৪)

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের বহুশাখাময়ী বুদ্ধিদ্বারা তাহাদের চিত্ত অপহৃত থাকে। কাজে-কাজেই তাহাদের এক আত্মতত্ত্বে সমাধির উৎপত্তি হয় না এবং বুদ্ধি নিয়মিত হয় না। সমাধিতে যাঁহাদের বুদ্ধি নিশ্চলা, তাঁহারাই **স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী**।

স্থিত-প্রজ্ঞ ও স্থিত-ধীর লক্ষণ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীত-রাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ (গীঃ ২।৫৫-৫৬)

হে পার্থ! মনুষ্য যখন আত্মাতেই আত্মদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া সমস্ত মনোগত কামকে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি **স্থিতপ্রজ্ঞ**। যখন দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন ও সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া রাগ, ভয় ও ক্রোধ-বর্জ্জিত হ'ন, তখন তিনি **স্থিতধী** মুনি হইতে পারেন। এই উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে বাচোবেগ, মনোবেগ ও ক্রোধবেগ সহিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাই শ্রীগীতার এই দুই শ্লোকে স্পষ্টীভূত।

প্রাকৃত-বুদ্ধি মনের, অপ্রাকৃত বুদ্ধি আত্মার

এখন জ্ঞাতব্য এই যে,—বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ মনের অনুগত হইয়া যে-বৃত্তি সদসদ্ বিচার করে তাহা একপ্রকার বুদ্ধি অর্থাৎ **প্রাকৃত-বুদ্ধি** এবং আত্মার অনুগত হইয়া যে বুদ্ধি সদসদ্ বিচার করে, সে-বুদ্ধি অন্য-প্রকার অর্থাৎ **অপ্রাকৃত**। এইজন্য গীতায়—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ (গীঃ ৩।৪২)

জড়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-সকল শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়-সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ; কেন-না মনের চিত্তবৃত্তির বলে ইন্দ্রিয়-সকল কর্ম্ম করে। মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। **বুদ্ধি আত্মগত-বৃত্তি, অতএব মনের নিয়ন্তা—প্রভু;** কোন জড়াহঙ্কারের অধীন হইয়া বুদ্ধিও বিকৃতভাবে প্রাকৃতত্ব স্বীকার করে। জীবের কৃষ্ণ-দাসত্বরূপ শুদ্ধাহঙ্কারের অধীন থাকিলে বুদ্ধি সর্ব্বদাই স্বভাবতঃ শুদ্ধ। বুদ্ধি যাহার বৃত্তিমাত্র, সেই চিৎকণ জীব বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চিন্ময় অহঙ্কার, ও চিদ্বলে বলবতী বুদ্ধির পলায়ন

জীব যখন আপনাকে শুদ্ধ-চিৎকণ বলিয়া জানিতে পারেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস্যাভিমান-রূপ **চিন্ময়-অহঙ্কার** উদিত হয়। সে-সময় বুদ্ধি তাঁহার শুদ্ধবৃত্তি-স্বরূপে অচিৎকে তিরস্কার করিয়া চিদ্বস্তুর প্রতিষ্ঠা করে। সে-সময়ে জীবের কৃষ্ণদাস্য-কাম ব্যতীত অন্য কাম থাকে না এবং তিনি প্রাকৃত কামকে তুচ্ছ বলিয়া দূর করেন। এই অবস্থায় 'স্থিতপ্রজ্ঞ' ও 'স্থিতধী'—এই দুইটী নামে জীব পরিচিত হন। চিদ্বলে বলবতী হইয়া বুদ্ধি তখন নিশ্চলা হয় এবং মনকে ও চিত্তকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে গ্রহণ করে। বুদ্ধির আজ্ঞাক্রমে চিত্ত তখন ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া স্ববশে আনে; 'ইন্দ্রিয়গণের অর্থে' অর্থাৎ বিষয়-সমূহে কৃষ্ণদাস্যানুকূল ভাবকে ব্যাপ্ত করে। ভক্তিপথে ইহাকেই 'ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ' বলে।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের উপায়

শুষ্ক জ্ঞান-বৈরাগ্যমার্গে যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের ব্যবস্থা আছে, তাহাকে সুন্দররূপে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হয় না। যথা, শ্রীগীতায়—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ (গীঃ ২।৫৯)

কেবল ভোগ-পরিত্যাগী দেহীর বিষয় নিবৃত্ত হইলেও বিষয়-রস বা বিষয়-বাসনা দূর হয় না। কিন্তু বিষয়-রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস্য-রসরূপ

চিদ্রস বিষয়ে মিশ্রিত করিলে সেই রস বিষয়-বাসনারূপ ক্ষুদ্র রসকে সমূলে দূর করে। ইহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে চিন্ময় করিয়া চিত্তের এবং চিত্তকে চিন্ময় করিয়া বুদ্ধির অধীনে রক্ষা করা। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে বুদ্ধি-চাঞ্চল্য, ও চিত্তচাঞ্চল্যরূপ বিষয়-লৌল্য দূর হয়।

কর্ম্ম-যোগ-বৈরাগ্য-জ্ঞান-দানাদি বুদ্ধি-চাঞ্চল্য বিনাশ করিয়া ভক্তি-লাভই কর্ত্তব্য

বুদ্ধির চাঞ্চল্যক্রমে মতি স্থির হয় না। কখন কর্ম্মমার্গে, কখন যোগমার্গে, কখন শুষ্ক-বৈরাগ্য-মার্গে, কখন বা শুষ্ক-জ্ঞানমার্গে চঞ্চলা বুদ্ধি বিচরণ করে। চঞ্চলতা ত্যাগ করাইয়া বুদ্ধিকে ভক্তিতে স্থির করিবার জন্য শ্রীভাগবতে একাদশে কথিত হইয়াছে—

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দান-ধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ (ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৪)

কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক-রূপ কর্ম্মদ্বারা যাহা পাওয়া যায়, অষ্টাঙ্গ-যোগ, কৃচ্ছ্রব্রত, প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা যাহা লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসার-বৈরাগ্য-চেষ্টাদ্বারা যাহার উদয় হয়, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-যোগদ্বারা যে-ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, দান-ধর্ম্ম ও অন্য যতকিছু শুভকর্ম্মদ্বারা যাহা কিছু আশা করা যায়—সে-সমস্তই আমার ভক্ত আমার বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগ দ্বারা অতি সহজে লাভ করেন। কর্ম্ম-দ্বারা যে স্বর্গাদি-লাভ এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যদ্বারা যে অপবর্গ-প্রাপ্তি এবং কর্ম্ম-মার্গীয় শুষ্কার্চ্চন-ব্রতদ্বারা যে উচ্চ-লোকাদিতে গমন হয়, সে-সমুদায় তত্তৎ উপায়দ্বারা অতি কষ্টে ঘটিয়া থাকে; মদ্ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে সেইসকল ফল অতিশয় সুখের সহিত স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহারা সাধু, ধীর ও আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা মদ্দত্ত কৈবল্য অপুনর্ভবও বাঞ্ছা করেন না। আমার সেবা-সুখই তাঁহারা স্বভাবতঃ ভালবাসেন।

এই সমস্ত বিচার করতঃ ভক্তিসাধক পুরুষ চাঞ্চল্যরূপ লৌল্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিতে নিশ্চলা বুদ্ধি লাভ করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীজগন্নাথপ্রকাশ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৮ পৃষ্ঠার পর)

'মা' 'মা' বলিয়া কৃষ্ণ দৌড়াইয়া আসিল।
যশোদার কোলে উঠি' গলা জড়াইল ॥
যত কাঁদে কৃষ্ণচন্দ্র, তত কাঁদে মাতা।
গঙ্গার ধারা যেন বহে যায় সেথা ॥
আর কাঁদে নন্দরাজ কৃষ্ণে বুকে ধরি'।
কাঁদে যত ব্রজবাসী কানুধনে হেরি' ॥
নাচে গাহে হাসে কাঁদে ব্রজবাসীগণ।
যত সব ব্রজজন উল্লাসে মগন ॥
যশোদামাতার প্রতি হেরি' কৃষ্ণ-প্রীতি।
দুঃখে ম্লান হয়ে রহে পদ্মা ও দেবকী ॥
অন্তর্য্যামী কৃষ্ণচন্দ্র বুঝি তাদের মন।
একে একে তাদিগেরে দিলা পরশন ॥
দেবকীর অঙ্কে যবে উঠিল কেশব।
মাতৃ-স্নেহে দেবকীর হৃদি বিগলিত ॥
নারদ কহিল তবে,—'এ রীতি কেমন?
এক পুত্রের দুই মাতা হয় কি কখনো??
কৃষ্ণ কোন্ জননীর পুত্র সত্য হয়।
কে তা'র আসল মাতা ল'ব পরিচয় ॥
দুইমাতা-ক্রোড়ে আজ গোপাল উঠিল।
গোপাল-পরশে তা'রা আনন্দে মজিল ॥
তবু যে মাতার স্তনে দুগ্ধ নাহি ক্ষরে।
বাৎসল্যময়ী মাতা কে বলিবে তারে??
যে মাতার স্তনে দুগ্ধ ক্ষরিল আজিকে।
আসল মাতা বলি' তা'রে গাহে সর্ব্বলোকে ॥
ঋষির বচনে সবে বিস্ময়-পুলকে।
প্রকৃত জননী বলি' বুঝে যশোদাকে ॥

যশোদা পাইল যেই কৃষ্ণ-দরশন ।
তবে তা'র স্তন দুগ্ধে তিতিল বসন ॥
বাসুদেব কৃষ্ণ উদি' কংস-কারাগারে ।
সেই রাত্রে নীত হয় নন্দ-রাজ-ঘরে ॥
কারাগারে কৃষ্ণচন্দ্র ছিল যতক্ষণ ।
দেবকীর স্তন-দুগ্ধ পিয়ে নাই তখন ॥
নন্দালয়ে কৃষ্ণ বসি' যশোদার ক্রোড়ে ।
যশোদার স্তন দুগ্ধ পিয়ে প্রাণ ভরে ॥
ব্রজে বাসুদেব হৈল নন্দের নন্দন ।
তাঁরে পেয়ে প্রেমানন্দে মাতে ব্রজজন ॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি ব্রজ-প্রেমে হয় ।
গোপী-আনুগত্য বিনা কৃষ্ণ লভ্য নয় ॥
ব্রজধামে কৃষ্ণ সর্ব্ব মাধুর্য্য প্রকাশিল ।
কৈশোরাবধি লীলা করিল সফল ॥"

প্রভাস-যজ্ঞের কথা অতি চমৎকার ।
বক্তা ও শ্রোতারা পায় আনন্দ অপার ॥
নিভৃত গৃহেতে বসি' রোহিণী জননী ।
গাহিতেছে এইভাবে ব্রজের কাহিনী ॥
গৃহ-দ্বারে কৃষ্ণ-বলাই আসি' বহুক্ষণ ।
ঐ সকল ব্রজ-কথা করয়ে শ্রবণ ॥
মাতা-কণ্ঠে ব্রজলীলা শুনিতে শুনিতে ।
সুভদ্রা সহিত তাঁ'রা মজে মহাভাবে ॥
হেনকালে নারদ ত্বরা হয়ে উপনীত ।
তাঁদের প্রেম-মূর্ত্তি দেখি' হইলা বিস্মিত ॥
কৃষ্ণ-সুভদ্রা-বলরাম মূর্ত্তি অপরূপ ।
হস্ত-পদ সঙ্কুচিত, আঁখি বিস্ফারিত ॥

হেন প্রেমময় মূর্ত্তি নেহারি নারদ।
প্রণমি তাঁদের পদে করে বহু স্তব॥
নারদ-ভক্তিতে তাঁরা হৈয়া বড় প্রীত।
পূর্ব্বের মতন পুনঃ ধরে সহজ রূপ॥
প্রার্থনা করিল ঋষি তাঁদের চরণে।
'হেন মূর্ত্তি পূর্ব্বে কভু দেখিনি নয়নে॥
লবণ সমুদ্রতীরে নীলাচল ধাম।
হেন মূর্ত্তি প্রকাশের অতি রম্যস্থান॥
হেন প্রেমময় মূর্ত্তি যা'তে লোকে হেরে।
তাই প্রকাশিত হইও পুনঃ সিন্ধুতীরে॥'
কৃষ্ণ-সুভদ্রা-বলাই—এ' প্রার্থনা শুনে।
'তথাস্তু' বলিয়া বর দিলা তৎক্ষণে॥
নীলাচলে জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম।
বিগ্রহরূপে শ্রীমন্দিরে করে অবস্থান॥
উৎকলরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশ লভি'।
শ্রীবিগ্রহত্রয় স্থাপে সেবা-পূজা লাগি'॥
'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র' স্বয়ং দারুব্রহ্মরূপে।
'জগন্নাথ' নামে আজো নীলাচলে রাজে॥
যে-স্থানে দারুব্রহ্ম আত্ম প্রকাশিল।
গুণ্ডিচা মন্দির বলি' তাহা খ্যাত হইল॥
রথযাত্রার প্রবর্ত্তন হয় সেইকালে।
আজিও শ্রীরথযাত্রা হয় নীলাচলে॥
গুণ্ডিচা মন্দিরেরই সুন্দরাচল নাম।
তাহাই মাধুর্য্যময় বৃন্দাবন ধাম॥
নীলাচল ধাম হৈল দ্বারকা-স্বরূপ।
ঐশ্বর্য্য লীলাপীঠ নামেও তাহা খ্যাত॥
রথে চড়ি' জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম।
দ্বারকা ত্যজিয়া যায় বৃন্দাবন ধাম॥

বৃন্দাবনে গোপীসাথে বিহার করিবারে।
রথো 'পড়ি' ধায় কৃষ্ণ রঞ্চিয়া লক্ষ্মীরে॥
সপ্তাহকাল রহি' মাধুর্য্যলীলা-পীঠে।
ফিরে আসে পুনরায় ঐশ্বর্য্য লীলাপীঠে॥
এইভাবে রথযাত্রা হয় প্রকাশিত।
রথাগ্রে ভকতেরা করে নৃত্য গীত॥
রথে শ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম।
অধিরূঢ় মহাভাবে রহে বিদ্যমান॥
পুনর্জন্ম এড়াইতে কর্ম্মী জ্ঞানীগণে।
সমবেত হয় রথ-যাত্রা-দরশনে॥
সকল কামনা ত্যজি' শুদ্ধভক্তগণ।
কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে রথাগ্রে করে নৃত্য-কীর্ত্তন॥
সর্ব্বকাল ঐ মূর্ত্তি রাজে পুরীধামে।
যুগে যুগে সেবা-পূজা করে ভক্তগণে॥
'জগন্নাথ-প্রকাশ'-কথা বড় সুমধুর।
শুনিলে তা' হৃদি হয় প্রেমে ভরপুর॥
মাঝে সুভদ্রা, দুইপার্শ্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
ঠিকরি পড়িছে তাঁদের রূপ-অভিরাম॥
সর্ব্বকালে রাজে তাঁরা নীলাচলধামে।
প্রলয়কালেও কিছু নাহি হয় সে'-স্থানে॥
তাঁদের মাহাত্ম্য হেন বড়ই বিচিত্র।
তঁদের অবস্থানে পূত নীলাচলক্ষেত্র॥
নিত্য সেব্যরূপে তাঁরা রাজি' এ' ভুবনে।
পালিছে সেবকগণে সদা স্নেহ-দানে॥
বন্দি' তাঁদের চরণ, গাহি' লীলা-গুণ।
তাঁদের পদ-সেবা যাচে এই অধম॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীনাম ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীনামকীর্ত্তনের নিত্যত্ব *

বৈষ্ণবসকল শ্রীনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। আমাদের দেশের অনেকে শ্রীনামকে মন্ত্র বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে নাম ও মন্ত্র এক নহে।

'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—কি বদ্ধ, কি মুক্ত সকল অবস্থায় শ্রীহরিরই কীর্ত্তন করিতে হয়। নাম এবং মন্ত্রের দ্বারা শ্রীহরির কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হরির কীর্ত্তন,—কীর্ত্তন ও জপের দ্বারা করা হয়। কীর্ত্তনে নাম এবং জপমন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

শ্রীনাম প্রণবযুক্ত হইলে এবং নমঃ শব্দাদির দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে 'মন্ত্র' নামে অভিহিত হয়। 'নমঃ' শব্দের অর্থ—স্থূল লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কার পরিত্যাগ। ইহাকেই আত্মসমর্পণ বলে। মন্ত্রে 'নমঃ' শব্দ বা আত্মসমর্পণের উদ্দেশ থাকায় চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ হইয়াছে। নামে সম্বোধন বিভক্তি আছে। 'ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ'—এইটি মন্ত্র, এবং হরে কৃষ্ণ.....রাম রাম হরে হরে। এইটি নাম।

মন্ত্র মনে মনে জপ্য ও নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়। শ্রীমন্ত্র জপ করিয়া সাধক মন্ত্রমূর্ত্তি শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিয়া সাধক নামমূর্ত্তি শ্রীভগবানকে আহ্বান করেন। খোল-করতাল লইয়া অথবা তুলসীর মালিকায় কীর্ত্তন করা হয়।

'নাম-নামিনোঽভিন্নত্বাৎ'—শ্রীভগবান্ নাম-মূর্ত্তি—"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিতে ফিরে আপনি শ্রীহরি॥" পুনঃ "পরিচর্য্যা ভগবতো যাবতাঃ পূর্ব্বসেবিতাঃ। তা মন্ত্রহৃদয়েনৈব প্রযুঞ্জ্যান্মন্ত্রমূর্ত্তয়ে॥" (ভাঃ ৪।৭।৫৮) শ্রীভগবান্ মন্ত্র-মূর্ত্তিও। নাম ও মন্ত্রকে ভগবানের মূর্ত্তি বা বিগ্রহ বলিয়া না জানিলে নাম ও মন্ত্রকে 'শব্দ-সামান্যবুদ্ধি' করিয়া মহা অপরাধের অনুষ্ঠান করা হয়।

---

* শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভু অসমীয়া ভাষায় সম্পাদিত **'কীর্ত্তন'** পত্রিকায় ১৩৪০ সালের ২য় বর্ষ ৮ম ও ৯ম সংখ্যা, হইতে উদ্ধৃত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।—**শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ**

শ্রীনামকীর্ত্তনের নিত্যত্বঃ—পূর্ব্বোল্লিখিত কি বদ্ধ, কি মুক্ত, সকল অবস্থাতেই শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীনাম মুক্তিকুলের উপাস্য। বৈকুণ্ঠ কীর্ত্তন-বিলাসের স্থান। মুক্তসকল প্রপঞ্চে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত এই কীর্ত্তন প্রকাশ করেন। শ্রীনাম-কীর্ত্তন মুক্তি-লাভের একটি উপায়মাত্র না হইয়া এইটি উপেয়ও। বদ্ধজীব শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সঙ্গ করিতে করিতে ভজনের পরিপক্ক অবস্থায় উপনীত হইলে শ্রীনামের মূর্ত্তি-দর্শন করিয়া ও সেবকের ভাব লইয়া বিশুদ্ধভাবে শ্রীনাম প্রভুর কীর্ত্তন করেন।

কলিকালে শ্রীনামকীর্ত্তনই একমাত্র সাধনরূপে প্রচারিত হইলেও ইহার বিভ্রাট কলিকালেই অধিক পরিদৃষ্ট হয়। শঙ্কর-বৈদান্তিকসকলের মায়াবাদ আসুরিক ভাবাপন্ন। উহা মানুষের চিত্তকে এই অধিকার করিল যে, শ্রীনামকীর্ত্তনের উপেয়ত্ব বা নিত্যত্ব ধ্বংস হইল! মায়ার 'ঠুলি' চোখে পরিয়া তাহারা মায়া ছাড়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তাহাদের ভগবান্ মায়িক, ভগবদ্বিগ্রহ মায়িক, জীবভাব মায়িক,—সব মায়িক; যাহা দেখিতে পাই, যাহা শুনিতে পাই, যাহা চিন্তা করি—সবই মায়িক। আমি মায়াজালে আবদ্ধ। বদ্ধভাব সত্য, কিন্তু দুঃখে প্রপীড়িত হইয়াও যদি সৌভাগ্য-গুণে মায়ামুক্ত হই তখন আমি আর 'আমি' থাকিব না। আমি কি হইয়া যাই তাহাও বলিতে পারি না; ইহাই নির্ব্বিশেষ জ্ঞান—মায়াবাদী বা বিবর্ত্তবাদের লক্ষ্য। তাহারা নাম কীর্ত্তন করেন শ্রীনাম ত্যাগের প্রয়াসে,—শ্রীনামকে গ্রহণের জন্য নয়।

আজ হাটে-বাজারে সবাই এই বিচারের পরিপন্থী এবং তাহার জন্য কেহই নামে ফল না পাইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরণের ইতর সাধনের আশ্রয় লইয়াছেন। "নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন।" সুতরাং অপরাধী ব্যক্তি কিপ্রকারে নামের ফল—'কৃষ্ণভক্তি' লাভ করিতে পারে? অপরাধীর কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যই হইল দ্বৈতভাব ধ্বংস করা। দ্বৈত বা সেবক-সেব্যভাব দূর হইলে ভক্তি আর থাকে কোথায়?

এই প্রকার অপরাধময় কীর্ত্তনের স্বরূপ প্রকাশ করিতে এখানে দুই একটি কীর্ত্তনের উল্লেখ করা হইল—

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।
* * * *
অমর হ'য়ে রব মরি॥

প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তা'র কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি ॥ (গীতাঞ্জলী)

"কলিকালে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।" ভক্তিধর্ম্ম নাম-ধর্ম্ম। ঈশ্বরে কায়মনোবাক্যে শরণ, ভজন এবং ঈশ্বরের গুণানুশ্রবণ, কীর্ত্তন—যে গুণ এবং নাম ঈশ্বরে মায়ার দ্বারাই মানুষী তনু ধারণ করিয়া তাহার ভক্ত-সকলকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রকাশ করিয়াছেন।' (বাঁহী ২১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—তত্ত্বকথা)

'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।'—অপরাধ-শূন্য হইয়া কীর্ত্তন করিতে জীবকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে সংকীর্ত্তন শিরোমণি প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

নাম বিগ্রহ-স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীভগবান্ রূপহীনবস্তু নয়। তাঁহার অবতারও মায়িক নয়। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং', 'জ্যোতিরাভ্যন্তরে মূর্ত্তি দ্বীভূতং শ্যামসুন্দরং' অবতারী কৃষ্ণতত্ত্বকে অথবা তাহার বরাহ-নৃসিংহাদি অংশ-কলা অবতার সকলকে মায়িক তত্ত্ব ধরিয়া লইয়া রূপবর্জ্জিত কোন তত্ত্বকে ঈশ্বরের সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করতঃ আদি কবি ব্রহ্মার উপদেষ্টাকে 'নীরব' বলিয়া ধরিয়া লইলে, আমার বীণাও একদিন নীরব হইবে এবং আমিও একদিন নীরব হইব সত্য। নিত্য বিশেষ সম্পন্ন ভগবান্ এবং জীবের বিশেষত্ব ধ্বংসকারী সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি অবস্থান শাস্ত্রে আছে কিনা বলতে পারি না। থাকলে, তদ্রূপ-অবস্থাকে (বর্ত্তমান সাযুজ্য ঘোর বিরোধী) বেজ বরুয়ায়, "যুকুত সকলে গায়ে রাম নাম রসত অধিক জানি।"—এই সিদ্ধান্তের সহিত কিরূপে সামঞ্জস্য করিতে চাহিয়াছেন বলিতে পারি না। মুক্ত যদি নিজ বিশেষত্ব বা সেবক ভাব না হারিয়ে কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে পারে তাহা হইলে কৃষ্ণ কেন নিজ বিশেষত্ব বা সেব্যভাব বজায় রাখিয়া তাহা শুনিতে পারে না, তাহা আমাকে বুঝিয়ে দিবে কি? অবশ্য তাহা শ্রীশঙ্করদেবকে ছাড়িয়া শুদ্ধরূপে সাযুজ্যবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংসের (?) স্তাবক হইয়া কালাতিপাত করিতে ইচ্ছা করিলে সাকার হইতে নিরাকার পর্য্যন্ত যাওয়ার আগ্রহ বজায় রাখিতে হইলে, তাহার এইরূপ উক্তির সামঞ্জস্য, শাস্ত্র-বাক্য সহিত না হইলেও রবিঠাকুর প্রভৃতি মনীষীগণের বাক্যের সহিত অবস্থিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নারদ সর্ব্বদা বীণা বাজিয়ে হরিনাম গাইয়া বেড়ান। সাধু-গুরু-শাস্ত্রমুখে আমি ইহাই শুনি। কেহ যদি নারদের আদর্শস্বরূপে চলে না, শাঙ্কর বৈদান্তিকের আদর্শ লইয়া বীণা বা বাঁশী (বাঁশী) নীরব করিয়া, অমর হইয়াও মরিয়া থাকিতে চায়, সেই ধরণের কীর্ত্তনকে সর্পে ধরা বেঙের কীর্ত্তনের সঙ্গে তুলাজ্ঞান করিতে পারা যায়। সর্পেধরা বেঙ্ যতক্ষণ পর্য্যন্ত চীৎকার করিবে ততক্ষণ সাপে তাহাকে গিলিয়া ফেলে নাই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু গিলিয়া ফেলিলে তাহার চিৎকার আর শোনা যায় না। তদ্রূপ হরিকীর্ত্তন করা বা করার প্রবৃত্তি বন্ধ হয় তাহার,—যাহাকে মায়ারূপ-সর্প সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে।

'কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হঞ্ছে ভোগ-সুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥'

কীর্ত্তন করার ইচ্ছা না থাকা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ও ভোগীর লক্ষণ। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী ও মায়াকীর্ত্তনকারীর মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৩ পৃষ্ঠার পর)

বিপ্রগৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য সহজেই লভ্য, কারণ তদানীন্তন বিপ্রগণ অধিকাংশই সদাচার-সম্পন্ন ও ঐকান্তিক বিষ্ণূপাসক ছিলেন। ব্রজবাসী বিপ্রগণ সকলেই কৃষ্ণোপাসক; ব্রজবাসী দূরে থাকুক, পশ্চিমের বিপ্রমাত্রেই কৃষ্ণোপাসক, রামোপাসক, নারায়ণোপাসক বা নৃসিংহোপাসক অর্থাৎ কোনও না কোন বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসক। পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশীয় বিপ্রগণ কেহই অমেধ্যাদি গ্রহণ করেন না, বিপ্রেতর জাতির মধ্যে অধিকাংশ স্থলে অমেধ্যাদি গৃহীত না হইলেও কোন কোন স্থলে পলাণ্ডু প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য গৃহীত হয়। কিন্তু বিপ্রগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুসেবা করেন বলিয়া সেই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনই গ্রহণ করেন না। তাঁহারা শঙ্খ-চক্র-ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ করেন। বিশেষতঃ শ্রীরূপ-সনাতন যে-সময়ে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে যবন-

সংসর্গে পশ্চিম প্রদেশের লোক সদাচার হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচরিতামৃতের লেখনী হইতে স্পষ্ট জানা যায়,—

"পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১০।৮৯)

শ্রীরূপ-সনাতন অন্য গৃহ অপেক্ষা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে বা বৈষ্ণব-দীক্ষায়-দীক্ষিত বিপ্রের গৃহে ভক্তি-সদাচারের সহিত পূজিত শ্রীহরির নৈবেদ্যের সম্ভাবনা জানিয়া এবং অন্যত্র তাহার অভাব জানিয়া বিপ্রগৃহেই স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এইরূপ বিচারে বঙ্গদেশের কয়টি বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করা যাইবে, তাহা বিশেষ সমস্যার কথা। অন্যান্য সদাচারের কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশের বিপ্র-গৃহসমূহ অনুসন্ধান করিলে এমন কয়টী বিপ্রগৃহ পাওয়া যাইবে. যেখানে কোনও না কোনপ্রকারে অমেধ্যাদি গৃহীত না হয়? যাঁহারা পশ্চিম দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, পশ্চিম দেশের শূদ্র জাতিও বঙ্গদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণের হস্তস্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিতে চান না। কারণ তাঁহাদের ধারণা যে, বঙ্গদেশীয় মাত্রেই অমেধ্যাদি ভোজন করেন। পশ্চিমদেশ-ভ্রমণকালে আমরা কোন কোন ধর্ম্মশালায় এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছি,—"আপনারা কি বঙ্গদেশীয় গোস্বামী?" তাঁহাদের এরূপ প্রশ্নের কারণ কি জিজ্ঞাসার ফলে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশীয় গোস্বামিগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা উহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যক্ষিত বিষয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। সকল স্থানেই আমরা বলিয়াছি যে, যে-সকল ব্যক্তি বা যে-সকল বিপ্র কোন প্রকার অমেধ্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদের হস্ত পৃষ্ট জল পর্য্যন্তও আমরা কখন গ্রহণ করি না; কিন্তু বঙ্গদেশীয় সর্ব্বোচ্চজাতি-প্রভৃতির খাদ্যাদি বিষয়ে অনাচার প্রত্যক্ষ করিয়া কিংবা পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া পশ্চিম দেশবাসীর অনেকের এরূপ বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা তদ্বিরুদ্ধে কোন কথায় কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন নাই। অতএব পারমার্থিক-সদাচার-বিষয়ে হৃদ্দৌর্ব্বল্যবশতঃ আমাদের অদৈব সমাজের অধীন হইতে হইবে, ইহা কখনও আচার্য্যগণের অনুমোদিত পন্থা নহে। শ্রীল গোপাল ভট্ট ও শ্রীল সনাতন প্রভুর বিচার গ্রহণ করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়—"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেন শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ৩ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুযামলবাক্য)

—কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা —শূদ্রসদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত তন্ত্রসাগরবচন)

—যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষা-বিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই **বিপ্রতা** সাধিত হয়।

পারমার্থিক-বিপ্রের প্রদত্ত অন্নই পারমার্থিকের গ্রহণীয়—ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র ও মহাজনের আচরণ সমর্থন করিয়া থাকে।

২। তারক-ব্রহ্মনাম ও অন্যান্য কৃষ্ণনামে কোন ভেদ নাই। নামী-কৃষ্ণ যেরূপ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত অদ্বয় বস্তু, তদ্রূপ শ্রীনামও স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত অদ্বয় বস্তু। তবে অচিন্ত্য শক্তিবলে সেই অদ্বয় বস্তুতে ভেদ-ব্যপদেশ আছে। সেই ভেদ-প্রতীতি ভেদ-প্রতিনিধি-**"বিশেষের"** দ্বারা সাধিত হয়। স্বয়ংই প্রভু-কৃষ্ণ, বলিয়া শ্রীনাম—ইতরকর্ম্ম-নিরপেক্ষ। মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা (হঃ ভঃ বিঃ ১৭ বিঃ দ্রষ্টব্য)। শ্রীনাম-মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরশ্চরণ-বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণ-ফলেই তখন পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই। কিন্তু শুদ্ধনাম অনর্থযুক্ত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না: এই জন্যই নারদাদি-ঋষিগণ এবং শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ (ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায়) দেহাদি-সম্বন্ধে কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের দেহাভিনিবেশ সঙ্কোচ-করণার্থ নারদপঞ্চরাত্রাদি-প্রোক্ত পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"**কৃষ্ণমন্ত্র** হৈতে হবে **সংসার-মোচন**।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে **কৃষ্ণের চরণ**॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩)

কৃষ্ণনাম অসীম শক্তিসম্পন্ন, ভগবান্ স্বীয় সর্ব্বশক্তি কৃষ্ণনামে নিহিত রাখিয়াছেন: আবার মন্ত্রও নামাত্মক বটে। কিন্তু 'মন্ত্র' ও 'মহামন্ত্র' শ্রীনামে যে **লীলা-বৈচিত্র্য** আছে, তাহা আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রোক্ত উপরি-উক্ত বাক্য হইতেই জানিতে পারি অর্থাৎ শ্রীমন্ত্রে যে সম্প্রদানবাচক এবং প্রাকৃত-

অহঙ্কার-নিষেধক 'চতুর্থী বিভক্তি' ও 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই মন্ত্র জপ-প্রভাবে জীব সংসারমুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণচরণে শরণাগতি-প্রভাবে অনর্থমুক্ত হন; তখন মুক্তকুলের উপাস্যমান স্বয়ংপ্রকাশ শুদ্ধনাম সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে সেই সমর্পিতাত্মা অনর্থমুক্ত পুরুষের সেবোন্মুখ জিহ্বায় স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন। তিনি তখন নাম-প্রভুর কৃপায় নামী-কৃষ্ণের চরণ-কল্পবৃক্ষ হইতে প্রেমফল প্রাপ্ত হন। নাম স্বয়ংই পরিপূর্ণশক্তিসম্পন্ন সুতরাং নামের শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুরশ্চরণের অপেক্ষা করে না; তবে অনর্থযুক্ত জীব যে-মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই মন্ত্রের উচ্চারণাদির মধ্যে যে-সমস্ত ব্যবধান থাকে, সেই সকল ব্যবধান দূর করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। পুরশ্চরণাদি অনুষ্ঠান 'ফলদায়ক' বা 'বীর্য্যদায়ক' প্রভৃতি বাক্য সাধকনিষ্ঠ অর্থাৎ উহা সাধক ও মন্ত্র-স্বরূপের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা দূর করিয়া সাধককে মন্ত্রের দ্বারা নামের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা প্রদান করেন; এই জন্যই পুরশ্চরণসম্পন্ন মন্ত্র 'ফলদায়ক' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।* শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু কৃষ্ণ-

---

* পুরশ্চরণের প্রকার বহুবিধ। মন্ত্রজপাদি সুষ্ঠুভাবে হইবার জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। গুরু-সেবাই পুরশ্চরণ; কেবলমাত্র গুরু-প্রসাদের দ্বারাই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়, যথা—

'অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য চ্ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধেন্নসংশয়ঃ॥
যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৩০)

অর্থাৎ পুরশ্চরণের প্রকারান্তর বলিতেছেন,— গুরুদেবকে কৃষ্ণাভিন্নদেবতা জ্ঞানে চিন্তনপূর্ব্বক তাঁহার সন্তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিযুক্তচিত্তে শ্রীগুরুদেবের ছায়ানুগামী হইয়া অবস্থান করিবে। পুরশ্চরণাদি যাবতীয় কৃত্যই গুরুমূলক; সুতরাং নিত্য শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে। পুরশ্চরণাদি-হীন হইলেও গুরুসেবাতৎপর মন্ত্রী সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। যেরূপ সিদ্ধরসসংস্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিষ্যও গুরুসমীপে অবস্থান করিলে বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

নামের পুরশ্চরণ করান নাই, পরন্তু **কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণ** করাইয়াছেন অর্থাৎ স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইলেও জীবশিক্ষার্থ নীচসঙ্গী, নীচজাতি, বিষয়-মগ্ন অনর্থযুক্ত জীবের অভিনয় করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণাদি দ্বারা শ্রীচৈতন্য-চরণে আত্মসমর্পণই মন্ত্রসিদ্ধি—ইহা জানাইয়াছেন। 'কৃষ্ণ নামে' স্থানে 'কৃষ্ণমন্ত্রে'—এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়। 'কৃষ্ণমন্ত্রের'—এইরূপ ষষ্ঠ্যন্তপদ প্রয়োগ না থাকিয়া 'কৃষ্ণমন্ত্রে'—এই সপ্তম্যন্তপদ প্রয়োগ থাকায় কৃষ্ণমন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির কথা না বুঝাইয়া বাক্যটীর সাধকনিষ্ঠতাই স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিতেছে।

৩। শ্রীরাধিকা নিখিল শক্তির অংশিনী। তিনি সর্ব্বারাধ্যা—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সেই সর্ব্বাংশিনীস্বরূপা, আশ্রয়-শিরোমণি মহালক্ষ্মীর পাদ-পদ্মসেবা তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপা সর্ব্ব-সখীগণের মনোবৃত্তি সন্দেহ নাই। শ্রীতুলসীদেবী সর্ব্বকান্তাশিরোমণি অংশিনী শ্রীরাধিকার অংশস্বরূপা; শ্রীবৃন্দা-দেবী নিরন্তর শ্রীরাধার পাদপদ্মসেবাই বাঞ্ছা করেন, তাঁহার অন্য কোন দ্বিতীয় অভিলাষ নাই। কিন্তু শ্রীতুলসীদেবী আমাদের গুরুস্বরূপা—আমাদেরও পরমারাধ্যা। যেমন আমাদের পরমগুরুদেবের চরণসেবা আমাদের গুরুদেব বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, আমাদের পরমগুরুদেবের চরণ-সেবাই তাঁহার মনো-ভীষ্ট, আমাদের গুরুদেব আমাদের পরম গুরুদেবকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে পারেন, তাঁহার চরণরেণু শিরে ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু আমি গুরুদেবের শিষ্যসূত্রে 'গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিব' বলিয়া আমার 'গুরুদেবকে ঘাড়ে ধরিয়া যদি তাঁহার গুরুদেবের চরণে নত করাইতে যাই কিম্বা আমার পরমগুরুদেবের মস্তকে তাহা মুক্ষণ করিতে যাই, তাহা হইলে ঐরূপ আচরণ দ্বারা আমার গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তিরূপা সেবা করা দূরে থাকুক, গুরুর চরণে ভীষণ অপরাধ করা হইল; গুরুকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া 'শিষ্য'-স্থানীয় অসিদ্ধ, মর্ত্ত্যজীববিশেষ জ্ঞান করা হইল অর্থাৎ আমার গুরুদেব তাঁহার গুরুর (আমার পরমগুরুর) সেবায় সতত নিযুক্ত নহেন, সতত তাঁহার চরণে প্রণত নহেন, আমি তাঁহাকে আমার শিষ্যের ন্যায় তাঁহার গুরুর চরণে ভক্তি শিক্ষা দিতে পারি, কাণে ধরিয়া তাঁহাকে তাঁহার গুরুর চরণে প্রণত করাইতে পারি, তাঁহাকে আমি সেবা শিখাইতে পারি—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ও দুরাচার প্রাকৃত সহজিয়াগণে বিদ্যমান থাকিলেও শুদ্ধভক্ত-গণের নিকট কখনও আদৃত হইতে পারে না, আর আমার শ্রীগুরুদেবেরও ইহাতে মনোঽভীষ্টপূর্ত্তি হয় না, কারণ শ্রীগুরুদেব মর্য্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করেন

না ; যেহেতু তিনি লোক-শিক্ষক আচার্য্য। এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে, আমার গুরুদেব তাঁহার শ্রীগুরুদেবকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম, সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারেন; কিন্তু আমি আমার গুরুকে তাঁহার গুরু-সেবার জন্য উপদেশ বা শিক্ষা দিতে পারি না। আমার গুরুদেবকে তাঁহার গুরু-দেবের চরণে স্থাপন করিতে পারি না, কারণ ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির মধ্যে গুরুতে মর্ত্ত্য-বুদ্ধিরূপ অপরাধ নিহিত থাকে। আমার গুরু তাঁহার গুরুর চরণে নিত্যকাল অবস্থিত নহেন—তাঁহার চরণ হইতে বদ্ধ জীবের ন্যায় বিচ্যুত—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে গ্রাস করিয়া আমাকে অনন্ত নরকের পথে পথিক করে। শুদ্ধ প্রেমিক বৈষ্ণবের স্বভাব এই যে, তিনি নিরন্তর হরিদাস্যে নিযুক্ত থাকিয়াও নিজকে প্রেমগন্ধহীন বলিয়া জানেন, কারণ,—

"প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্য-ভক্তি দান।
আপনারে করে সংসারী জীব অভিমান॥
তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া॥" (ক্রমশঃ)

দক্ষিণ ভারত-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭৩ পৃষ্ঠার পর)

মূলমন্দির প্রদক্ষিণ করার সময় দেখিলাম উক্ত মন্দিরের সোমাসকান্তি মূর্ত্তি অর্থাৎ হরপার্ব্বতী মধ্যে গণেশ মূর্ত্তি খোদিত রয়েছে। দক্ষিণ প্রাচীরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তন্নিম্নে মার্কণ্ডেয় ঋষির মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরের বহির্গাত্রে যোগিনী দক্ষিণামূর্ত্তি খোদিত আছেন। এখানকার সম্পর্কে কথিত আছে যে, দেবাদিদেব মহাদেব কোন সময়ে এইস্থানে তপস্যা করিতে ছিলেন এবং তাঁহার ভক্ত নন্দী পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন; সেই সময় শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড় প্রভু-আজ্ঞায় মহাদেবের সাক্ষাৎ করিতে আসেন। গরুড় বিষ্ণুর আজ্ঞা জানান সত্ত্বেও নন্দী তাঁহাকে দর্শনে বাধা প্রদান করেন। নন্দী যখন একান্তই গরুড়কে অগ্রসর হইতে দিলেন না তখন গরুড় অগত্যা আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া উচ্চস্বরে মহাদেবকে ডাকিতে

লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে শ্রীমহাদেব মন্দিরের বাহিরে আসিয়া প্রভুর বাক্য অবমাননা করার জন্য ক্রোধিত হইয়া নন্দীকে অভিশাপ প্রদান করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করেন। নন্দী ব্যাকুলিত হইয়া উগ্র তপস্যা করায় দীর্ঘকাল পর তিনি শাপবিমুক্ত হন। তদবধি এই স্থানকে **বেদগিরি** বলে। আরও কথিত আছে যে, বেদ মূর্ত্তিমান হইয়া এইস্থানে পরম বৈষ্ণবপ্রবর শিবজীর উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অমরাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র একবার এইস্থানে শিবোপাসনা করিয়াছিলেন।

এর পর পক্ষীতীর্থের বহু আকাঙ্ক্ষীত 'পক্ষী' দর্শনের আশায় প্রায় ২৬টি সিঁড়ী অবতরণ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ঘরের পার্শ্ব দিয়া আরো ১২/১৪টি ধাপ নামিয়া একটি সমতল পর্ব্বত-উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। উক্ত স্থানে একটি বেদীযুক্ত চালাঘর আছে। এর অনতিদূরে একটি অল্প উচ্চ গিরিশৃঙ্গ ঢালুভাবে যেন দক্ষিণ গগণে উঠিয়াছে। সেখানকার পূজারীপাণ্ডা ভোগের হাঁড়ী ও পূজার উপকরণাদি লইয়া ঐ গিরোপরি উঠিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে দুইটি শকুনিপ্রায় পক্ষী শূন্যে কয়েকবার ঘুরিয়া ঐস্থানে আসিয়া বসিল। পাণ্ডাজী পক্ষীকে প্রণাম করতঃ এবং নানাপ্রকার স্তবস্তুতি-দ্বারা আহ্বানপূর্ব্বক ঘৃতপূর্ণ বাটী সম্মুখে রাখিলেন এবং ঘৃতপাকান্ন অন্ন থালায় করিয়া দিলেন। তখন নির্ভয়ে ও সানন্দে ঐ পক্ষীদ্বয় আহার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। গলিত শবাশী শকুনপ্রায় সেই পক্ষীযুগল তাহার আহার শেষ করিয়া পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক সুদূর নীলাকাশে মিলাইয়া গেল।

এই পক্ষীতীর্থের পক্ষীর ইতিবৃত্ত সম্পর্কে প্রাচীন ইতিহাসে কথিত আছে যে, কোন দুইজন যোগীপুরুষ ভগবৎ সমীপে গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া গলিত শবভূক পক্ষীর দেহ প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে জ্ঞান ও স্মৃতি উহাদিগকে ঘৃণিত শকুনের আহার হইতে বিরত রাখিয়াছে। শুধু কর্ম্মফল বা অভিশাপ ভোগ করিবার জন্যই এই শকুন-দেহরূপ ধারণ করিয়া আছেন; তাই প্রত্যহ শুধু পাপক্ষয়ের জন্য বেদগিরির দেবমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রসাদ ভক্ষণ করেন। উহাদের সম্পর্কে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, উহারা প্রাতে বারাণসীতে গঙ্গাস্নান, মধ্যাহ্নে বেদগিরির দেবমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রাত্রে রামেশ্বরে রাত্রি যাপন করেন। আমরা সুষ্টুভাবে দর্শনাদি সমাপ্ত করতঃ পর্ব্বত হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক চিঙ্গলপুটে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

১৫ই নভেম্বর, মঙ্গলবার সকাল সকাল প্রসাদ পাইয়া আমরা বাসযোগে মহাবলীপুরম্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা যে-রাস্তা দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম উহা দর্শনে মনে হইল সমুদ্রের মধ্য দিয়া যেন পথটি সর্পাকৃতি-রূপ ধারণ করিয়া আঁকাবাঁকাভাবে গন্তব্যস্থলের সহিত সংযোগ করিয়া আছে। এইরূপ পথকে অতিক্রম করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরগণের কীর্ত্তি-কলাপের পুণ্যভূমি যাহা ভগ্নাবস্থায় আজও গৌরব বহন করিয়া আছে সেই মহাবলীপুরমে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বে এখানে হিন্দুগণের সাতটী পাশাপাশি সমুদ্রতটে মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মন্দির সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, মন্দিরের ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত স্বর্ণাবৃত তাম্রপাত-দ্বারা মণ্ডিত ছিল। ইহার উপর জ্যোতির সৃষ্টি করিত; সেই জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য বঙ্গোপসাগরে ভাসমান পোতের নাবিকেরা দেখিয়া বিস্মিত হইত। তজ্জন্যই ওলন্দাজগণ এই স্থানটিকে Seven Pagodas বা সপ্ত স্বর্ণমন্দির নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কথিত আছে, দর্পহারী ভগবান্ নারায়ণ দানববীর দৈত্যকুলাধিপ বলিকে ছলনা করিয়া এই স্থানেই ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিপদে ভগবান্ স্বর্গ-মর্ত্ত্য অধিকার করিয়া লইয়া তৃতীয় পদে বলিকে পাতালে প্রেরণপূর্ব্বক 'দর্পহারী' নাম সার্থক করিয়াছেন। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ পাতালকে আমেরিকা নামে অভিহিত করেন। অবশ্য 'বলিভিয়া' নামে দেশ অদ্যাপিও আমেরিকায় বর্ত্তমান। এই বলিভিয়া নগরকে বলিরাজের নগর বলিয়া অনুমান করেন।

খ্রীষ্টীয় ৬০০ শত শতাব্দীতে বল্লভ বংশীয় রাজগণ কাঞ্চী হইতে মহাবলীপুরম্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহাবলীপুরমের দক্ষিণে সমুদ্রতটে পাঁচটী রথ বা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রচণ্ড কালের অব্যাহত গতিতে সকলই প্রায় এখন বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। মন্দিরগুলি সুবৃহৎ পাষাণখণ্ড খোদিত করিয়া নির্ম্মিত। কতকাল পূর্ব্বে কত পরিশ্রমে এই সকল পাহাড়-খুদিত মন্দির হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কথিত আছে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পর্ব্বতে মন্দির বা গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং যিনি যে-ঘরে বাস করিতেন তত্তৎ নামে সেই ঘর বা রথ অভিহিত হইয়াছে। উত্তর দিকের প্রথম

মন্দিরটিই দ্রৌপদীর ঘর নামে কথিত। পাণ্ডবগণের মন্দির ব্যতীতও জলায়তন নামক মন্দির আছে,—ইহা সমুদ্রের বেলাভূমিতে স্থাপিত। ইহার কতকাংশ সমুদ্র তাহার অতল গর্ভে গ্রাস করিয়াছে। সমুদ্র মহোদ্যমে তরঙ্গাবলীর দ্বারা মন্দিরগাত্রে আঘাত করিতেছে; কিন্তু শিল্পির অসাধারণ রচনাকৌশল এখনও সমুদ্রকে পরাহত করিয়া রাখিয়াছে। তামিল-গ্রন্থের মতে এই সংগ্রাম বোধহয় দুই হাজার বৎসর ব্যাপীয়া চলিতেছে; কিন্তু মন্দির আজও সগৌরবে প্রাচীনকীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া দণ্ডায়মান রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন পর্ব্বতখোদিত মন্দিরগাত্রে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা, বরাহমূর্ত্তি, বামন অবতার, অর্জ্জুন তপস্যারত অবস্থায় ধ্যানমগ্ন —কঠোর তপস্যায় তাঁহার শরীর যেন জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন শীতলা মন্দির, দোলস্তম্ভ মন্দির, গণেশের মন্দির, ধর্ম্মরাজের সিংহাসন প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহাবলীপুরম্ দর্শন শেষ করিয়া রাসযোগে চিঙ্গেলপুট ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

১৬ই নভেম্বর, আমাদের অনেকেই পণ্ডিচেরী দর্শন-কামনায় সকাল সকাল প্রসাদ পাইয়া বেড়িয়ে পরেন। উহা আমাদের দর্শনীয় তালিকায় না থাকিলেও যাত্রীগণের আকাঙ্ক্ষা হেতু উহার ব্যবস্থা করা হয়। ঋষি অরবিন্দের আশ্রম দর্শন করাই বাঙ্গালীগণের পণ্ডিচেরী দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রোগ্রামে আমার নাম সন্নিবেশীত না থাকায় যথাযথ বর্ণনা করা হইতে বিরত হইলাম।

পরবর্ত্তি গন্তব্যস্থল হইল **শ্রীরামেশ্বর**। প্রায় সপ্তাধিককাল চিঙ্গেলপুটে অবস্থান করার পর শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র প্রভু সোজা মাদ্রাজ চলিয়া যান। মাদ্রাজে রেলওয়ের C.O.P.S. অফিস হইতে সোজা রামেশ্বর যাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসেন। এখান হইতে Main line-এর পথ বন্ধ থাকায় ভিল্লপুরম্ হইতে সোজা ত্রিচিন্নাপল্লী হইয়া ডিণ্ডিগুলের পথে মাদুরাই ও তথা হইতে মানামাদুরাই এবং মানামাদুরাই হইতে সোজা রামেশ্বরে পৌঁছি। আমাদের গাড়ী যখন একের পর এক ষ্টেশন অতিক্রম করিতেছিল তখন লাইনের দুইধারে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়ঙ্করী ক্ষত-চিহ্ন তথা বন্যার ধ্বংসাবশেষ দেখে দেখে আমাদের গা সিউরে উঠিতেছিল। গাড়ী মন্থর গতিতে এগুতেছিল। অবশ্য মানামাদুরাইর পর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই।

আমরা প্রাতঃকালিন অনেক আকাঙ্ক্ষীত রামেশ্বরক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে উপনীত হইতে পারিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে সুযোগ পাইলাম। সেখানে

পৌঁছা মাত্র আমরা সকলেই পুণ্যতোয়া অসীম সলীলরাশি সমন্বিত নীলাম্বু-ধিতে স্নান করার মানসে সকলেই বেড়িয়ে পরিলাম। ঘোটক-যানে সোজা সমুদ্র-সৈকতে উপনীত হইয়া দেখিলাম এখানে শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় হিরণাগর্ভ তরঙ্গমালায় উদ্বেলীত নহেন। আমরা বেশ আরামে স্নানাদি করিয়া বহু আকাঙ্ক্ষীত শ্রীরামেশ্বর-মন্দির অভিমুখে রওনা হইলাম।

শ্রীরামেশ্বর হিন্দুগণের পবিত্র পীঠস্থান। কিন্তু শ্রীরামেশ্বর সম্পর্কে দ্বৈত মত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা— 'রাম ঈশ্বরো যস্য সঃ' ইতি রামেশ্বরঃ —বহুব্রীহি সমাস অর্থাৎ রাম যাঁহার ঈশ্বর। আবার 'রামস্য ঈশ্বরঃ যস্য সঃ' ইতি রামেশ্বরঃ— ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস অর্থাৎ রামের যিনি ঈশ্বর। এই প্রসঙ্গে পৃথক্ মতবাদ দৃষ্ট হইলেও বৈষ্ণব তথা শৈবগণ উভয়েই এই স্থানে উপনীত হইতে দেখা যায় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীপূর্ব্বক দর্শনাদি করিয়া আশুতোষ বৈষ্ণবপ্রবর শিবজীর নিকট কৃপা ভিক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহার সম্পর্কে দ্বিমত দেখা দিলেও উক্ত প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, কোন্ যুক্তিযুক্ত সে-বিষয় পাঠকবর্গকে সুক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাই। তবে মন-কল্পিত চিন্তাধারা লইয়া ইহা বিচার্য্য হইতে পারে না। বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি শ্রীশিবজী দেবাদিদেব আখ্যায় আখ্যায়ীত। বিষ্ণুর অপতার্থে 'বৈষ্ণব' পদবাচ্য। 'বিষ্ণু' ঈশ্বরতত্ত্ব—কৃষ্ণের উপাসককে বৈষ্ণব বলা হয়; কিন্তু কাষ্ণ বলা হয় না। কারণ তত্ত্বতঃ একই বস্তু তবে রসবৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাই রস বিচারে কৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বেদ উপনিষদ পুরাণাদিতে বর্ণীত হইয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু বা কৃষ্ণ দেবতার অন্তর্গত নহেন পরন্তু অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব। শ্রীশিবজী দেবতা-গণেরও দেবতা অর্থাৎ দেবতাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ যিনি, সুতরাং তাঁহাকেও কিন্তু অসমোর্দ্ধরূপে দেখা যায় না। কারণ তাঁহারও একজন উপাস্য-তত্ত্ব আছেন। আমরা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মা। ব্রহ্মসংহিতায় তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,— ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

এখানে পরম-ঈশ্বর আখ্যায় আখ্যায়ীত হইয়াছেন 'কৃষ্ণ'—তিনি কিরূপ? —সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ যিনি নিত্য আনন্দময়। আবার বলিয়াছেন, তিনি অনাদিরও আদি 'গোবিন্দ' অর্থাৎ যিনি সকল বিষয় জ্ঞাত বা

জানেন। এবং যিনি সর্ব্বকারণের কারণ। সুতরাং কৃষ্ণই যে মূলপুরুষ বা মূলাধার তাহাই প্রতিভাত রহিয়াছে। এই মূলাধারকে আশ্রয় করিয়াই শিবজী দিগম্বর হইয়াছেন। অর্থাৎ যিনি তাঁহার প্রভুর নামানন্দে মাতোয়ারা হইয়া বিবশপ্রায় অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি তাঁহার প্রভুকে কত ভালবাসেন তাহা বলবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন করে না। এই হেন যিনি, তিনি কি কখন তাঁহার প্রভুর 'প্রভু' হইবার ধৃষ্টতা করিতে পারেন? প্রভু কোন সময় কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার ভৃত্যকে বা আশ্রিতকে সম্মান প্রদর্শন করেন—ইহা বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছা সাপেক্ষ। কিন্তু তাই বলে তিনি (বিশ্বনিয়ন্তা) বাধ্য থাকেন উহা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। ভগবান্ করুণাময় স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষ। তবে ভক্তের মর্য্যাদা বর্দ্ধনের জন্য তিনি ভক্তকে সম্মান প্রদানপূর্ব্বক জগতে ভক্তবাৎসল্যতা বিঘোষণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাই তিনি কখন কখন ভক্ততন্ত্র হইয়া যান—ইহা তাঁহার অপরিসীম করুণারই নিদর্শন।

"পঞ্চমুখে 'রাম-নাম' গান ত্রিপুরারী।" ত্রিপুরাসুরের যিনি 'অরি' অর্থাৎ পঞ্চানন শম্ভু—তিনি কি স্বরাট্ স্বতন্ত্র? যদি তাই হইবেন তবে কেন তিনি রাম নামে মাতোয়ারা? কাঁহার আজ্ঞাবাহী হইয়া তমোগুণের কর্ণধাররূপে ধ্বংশের অধীশ্বর হইয়াছেন? এখানে বিচার করিলে দেখা যায় তাঁহারও একজন নিয়ন্তা আছেন,—সুতরাং তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন, পরন্তু আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। যিনি ভৃত্য, তিনি কি করিয়া ঈশ্বর হন? অতএব, **রাম যাঁহার ঈশ্বর, তিনিই রামেশ্বর** প্রযোজ্য। বৈষ্ণব-কুলশেখর—রামগত প্রাণ হইয়া যিনি কালজয়ী হইয়াছেন, সেই দেব-ঋষি-বন্দিত মৃত্যুঞ্জয় পরম ভাগবত শিবজীর কৃপাভিক্ষা করার মানসে রামেশ্বরের মূল-মন্দিরে উপনীত হই। সৌভাগ্যক্রমে এই দিন ছিল শ্রীহরিবাসর তিথি অর্থাৎ উত্থানৈকাদশী। পরমপবিত্র হরিবাসরে শ্রীহরির আপনজন, যিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়ত্ব হেতু হরি-হর একাত্মা নামে সুবিদিত,—সেই কালজয়ী কারুণিকের শ্রীচরণ-সরোজে প্রণত হইয়া কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করি,—"হে বরদ! তুমি আশুতোষ, কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ের ধন—কৃষ্ণভক্তি কৃপাপূর্ব্বক দান করুন!

(ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী

আদর্শ ভ্রাতার পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ.
পোঃ তুরা, পিন্-৭৯৪০০১
জিলা—গারোপাহাড (মেঘালয়)।

ইং ১৩।৯।১৯৭৮

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

স্নেহের * * *! স্নেহাশীষ জানিবে। আশা করি শ্রীগুরুকৃপায় ভজনকুশলে আছ। শিলিগুড়ি হইতে তারিখবিহীন একখানা Inland letter-এর পত্র পাইয়াছি, তাহাতে ঠাকুরমার পরলোকগমন ও বাবার দীনবেশ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছ এবং তজ্জন্য তুমি সান্ত্বনা বাণী প্রার্থনা করিয়া যে পত্র চাহিয়াছ তাহার উত্তর নানা ঝামেলায় সময়মত দিতে পারি নাই।

আজ শ্রীএকাদশীর কিছু অবকাশে পত্র লেখিতেছি। এ জগতে আমি, তুমি, পিতাঠাকুর মহাশয় আমরা মায়াবদ্ধ জীব। শ্রীভগবানকে ভুলিয়া "কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্তে নরকে বা কভু। কভু রাজা, কভু প্রজা কভু দাস প্রভু॥" অতএব ভগবৎ বিস্মৃতি বশতঃ পিতার জীবনে রাজাহারা কাঙাল বেশধারী রাজার ন্যায় অবস্থা এ জগতে আশ্চর্য্য বা দুঃখের বিষয় নহে। বাবা ইতিপূর্ব্বে যে অর্থের অপব্যবহার করিয়াছেন, মা লক্ষ্মী কেন তাহার কাছে থাকিবেন? থাকা উচিত নহে। অপব্যয়ী পিতার জীবনে সে-দুঃখের প্রয়োজন আছে। দুঃখই মানুষকে আগুনে পোড়া খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত করে। দুঃখ বিনা এ মহিতে কেহ সুখী হইতে পারে না। জীবনে দুঃখ না পাইয়াই যিনি অর্থাদি লাভ করেন, অর্থের সদ্ব্যবহার তাহারা করিতে শেখে না। তাহারা বাবার মত ঐরূপ বেপরোয়া হন। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তাহীন ব্যক্তিগণ জীবনে ধনজন, সহায়-সম্পদ হারাইয়া অশেষ দুঃখ পাইয়া থাকেন। এটা যে কেবল বাবার বেলায়ই তাহা নয়। সবার ক্ষেত্রেই সে-কথা প্রযোজ্য। পিতার দৈন্য-দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার শোক করা আদৌ উচিত নহে। 'স কর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্' একথা স্মরণ করিলে দুঃখের অবসান হইবে। তুমি, আমি, রাজা, প্রজা, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সবাই যখন একই নিয়ম মানিতে বাধ্য তখন তোমার, আমার বা বাবার বেলায়ই বা ব্যতীক্রম হবে কেন? আমি দূরে থাকিলেও তাঁহারা আজ যে শোচ্য অবস্থা ভোগ করিতেছেন তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি কিন্তু তাঁহাদের অপব্যয় ও সময়ের ক্ষতি সাধন তাঁহাদিগকে যথার্থ সাজা দান করিবে।

ভগবৎ সাধন ভজন-পরায়ণ সাধকের বিচার থাকিবে—পুত্র মরে মরুক, সহায়-সম্পদ বন্যার জলে ভেসে যায় যাক্। সাধক থাকবে নিশ্চল। কোন প্রকার ঝড়-ঝঞ্ঝা তাহাকে বিচলিত করিয়া শ্রীহরির সেবা হইতে দূরে নিতে সমর্থ হইবে না। তুমি এ অনিবার্য্য বিষয় লইয়া চিত্ত বিভ্রান্ত করিবে না। সর্ব্বদা হরিসেবোন্মুখ ও আমি 'বৈষ্ণবদাস' অভিমান দৃঢ় হইলে জাগতিক পিতামাতার দুঃখ-দুর্দ্দশা মোহাচ্ছন্ন করিতে পারে না।

ঠাকুমার বিষয় হয়তো তুমি বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছ তাহা হওয়া স্বাভাবিক। যাঁহাদের কোলে-পিঠে মানুষ হওয়া যায়, স্বভাবতই তাঁহাদের জন্য নানাপ্রকার দুঃখাদি আসিয়া চিত্তকে ব্যথিত করে বটে। কিন্তু ঠাকুরমা পরলোকগমনের সময় হইয়াছিল। এ অবস্থায় বার্দ্ধক্যের দুঃখ-যন্ত্রণা পাওয়ার পরিবর্ত্তে দেহান্তরই শ্রেয়স্কর। আত্মার চিন্ময়ত্বহেতু নশ্বরদেহ পরিত্যাগ-বিধি জীবের সমীচীন। জীবাত্মার যদি এ দেহান্তর বিধি না থাকিত তবে দুঃখের আর অবধি থাকিত না। সুতরাং দেহের জন্ম, বর্দ্ধন, ক্ষুধা, জড়া ও মৃত্যু—জীবেরই হিতের নিমিত্ত ঈশ্বরের বিধান। তাহার বিপরীত ইচ্ছা করা উচিত নহে।

জাতস্য ধ্রুব মৃত্যু জন্ম ধ্রুবমতস্য চ।
তস্মাৎ অপরিহার্য্যার্থে নানোশোচতি পণ্ডিতঃ॥

সুতরাং মৃতব্যক্তির জন্য শোক করা উচিত নহে—ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। ঠাকুরমা যথাযথ ভাবে কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া তোমাকে মঠে আসিবার অনুমতি দিয়া তাঁহার মানবধর্ম্মের যথার্থ কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার উন্নতি অনিবার্য্য।

আমরা এখানে ১২ জন মঠবাসী আছি। মহা ধুমধামে প্রদর্শনী ইত্যাদি করিয়া শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্মসভারও আয়োজন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীল বৈষ্ণব মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আমরা বক্তৃতা দিয়াছি। A. D. M. মহাশয় ছিলেন প্রধান অতিথি। বক্তারূপে ছিলেন প্রফেসার, শিক্ষক এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজকে এবং অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দকেও আমার দণ্ডবৎ-প্রণতি জানাইবে। অধিক কি—অত্রস্থ কুশল জানিবে।

শ্রীবৈষ্ণব-দাসাভিলাষী—
শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

কবলগ্রাসী বন্যায়

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের

সেবকবৃন্দের ত্রাণকার্য্য

শরণাতীত কালের স্রোতে বহু স্মৃতি ইতিহাসের পাতায় বিস্মৃতির রেখা রচনা করিয়া যায়। এই বিস্মৃতির মধ্যে কখন কখন কালের তাণ্ডব-গতি সমাজ-জীবন তথা মানব-জীবনে এক একটা প্রবাহের সৃষ্টি করে। তখন আমরা অতীতের প্রতিচ্ছবির অনুসন্ধান করি। এই অনুসন্ধানে যদি উহার নজির খুজিয়া পাই, তখন বেদনার মধ্যে একটা শান্তনার সুর বেজে উঠে। কিন্তু অতীতে যদি সেইরূপ কোন ঘটনার অবকাশ ঘটে নাই বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন সমাজ-জীবনে একটা বড় রকমের আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গের বুকে যেরূপ প্রলয়ঙ্করী বন্যা জনজীবনকে বিধ্বস্ত করিল, ইহা প্রকৃতির এক রোষিত ঘোষণার দিগ্‌দর্শনেরই নিদর্শন। জীব-জগৎ প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিলেও আবাহমান কাল হইতেই—এই প্রকৃতির সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহার হেরফের হইবারও কোন লক্ষণ নাই। প্রবল প্রতাপ-শালিনী প্রকৃতি কখন কখন কোমলপ্রাণা করুণার প্রতিক অনুকূলা লাস্যময়ীরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কিন্তু অনাচারে পরিপূরিত অথচ ঔর্দ্ধত্বের পরিসীমাকে অতিক্রম করিয়া জন-জীবন যখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রকৃতির বিরুদ্ধে অশনি সঙ্কেত করিতে থাকেন—তখন মনে হয় তিনি রোষলোচনা হইয়া অনায়াসে পর্য্যুদস্ত করেন অপরিণামদর্শীগণকে। কিন্তু জন-জীবন বাঁচার তাগিদ ছাড়িতে পারে কি? তজ্জন্যই আত্মপক্ষ রক্ষার্থে মানুষের এত প্রচেষ্টা—তাই সমাজ-জীবনে প্রবল সঙ্ঘাত।

এই সঙ্ঘাতের মধ্যেও নিরাশ হইলে চলিবে না। জীবনাভিযানে প্রবল বিপত্তির মধ্যেও দূরদর্শীতার সূক্ষ্মানুধারা প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রকৃতিকে অনুকূল পন্থায় নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে। অভিজ্ঞানের গরিমায় যাঁহারা দীপ্তিমান—সেই প্রথিতযশাঃ সমাজকল্যাণীগণের লব্ধ-জ্ঞানের পরিমাপে উদ্ভাসীত চিন্তাস্রোতকে বাস্তবরূপায়নে ব্রতী হওয়াই সমীচীন। নচেৎ যদি গণগড্ডলীকার অমূলক প্রচেষ্টার ধারক-বাহক হইবার

দূরাকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রতী হইবার অপধারা রূপায়ীত হয় তবে বর্ত্তমানে তো কল্যাণপ্রদ হইবেই না পরন্তু অদূর ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহরূপ ধারণ করিবে। সুতরাং রক্ষকের ভূমিকায় ভক্ষকরূপী জীঘাংসীরই ভূমিকা রচিত হইবে। তাই কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা গণ্ডীবদ্ধ অংশবিশেষের ভাবনাকে প্রতিহত করিয়া সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অগ্রগামী হইলে ইহার ফল নিশ্চয়ই কল্যাণপ্রদ হইবে। ইহা না হইলে যে-তিমিরে—সেই তিমিরেই সমাজ-জীবন নিপতিত থাকতে বাধ্য। অতএব নিরপেক্ষ পদক্ষেপ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

পাঠক-পাঠিকাগণ! এখন নবদ্বীপের ভয়াবহ বন্যাকালিন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সদস্যবৃন্দের বন্যা-কবলিত জনগণের প্রতি উদার ও নিরলস সহায় সহানুভূতির কথা ক্ষুদ্র লেখনীতে কিছু ব্যক্ত করিবার আশা করিতেছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মুখ্যত আধ্যাত্মিকবাদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবজগতের আত্মিক-কল্যাণে ব্রতী। জগতের কল্যাণকামীগণের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্ন কার্য্য-কৌশল পরিলক্ষিত দেখা যায়। এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পৃথক্ বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। সমাজ-কল্যাণকামীগণ নিশ্চয়ই সকলেই জন-জীবন বা সমাজ-জীবন এমনকি জীব-জগতের মঙ্গলচিন্তায় সেবাব্রতী। কিন্তু এর ধারা এবং ফল উভয়ের মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব বজায় রাখে। জগতে প্রত্যেকেই অন্যে অন্যের নিকট হইতে সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এই সহানুভূতির অবস্থাও পৃথকাকারে যেমন আসিবে ফলেরও (Result) যে হেরফের ঘটিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই যে পরিণতি (Result) এখানেই বিচার্য্য থাকবে, কে কি ধরণের মঙ্গলকামী; কাহাদের সহানুভূতি দীর্ঘ-প্রসারী। জগৎ বিনিময়-কেন্দ্রীক। এক একটার বিনিময়ের আশা মানুষ ছাড়তে পারেন না। এই যে প্রতি-বিনিময়ের আশা—ইহার মধ্যে নিজব্যক্তিকেন্দ্রীক অথবা আর কিছু কিনা তাহা যথার্থভাবে বিচার করিলে তবেই আমরা প্রকৃততে বুঝতে পারব, কে—কাহারা প্রকৃত মঙ্গলকামী। আর এই মঙ্গলের গতিই বা কতদূর—কত দিনের! না কালাতীত?

আমরা যখন কাল বা কালাতীত নিয়ে বিচার করিতে এগিয়ে আসবার প্রেরণা পাই, তখনই ভারতীয় চিন্তাধারায় আধ্যাত্মিকবাদের কথা অজ্ঞাত-

সারে এসে পরে। সনাতনী ধর্ম্মাবলম্বিগণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এই জন্মান্তরবাদ দিব্যপ্রজ্ঞায় প্রজ্ঞানী ত্রিকালজ্ঞ আর্ষনিচয় যে-চিন্তাস্রোতের বীজবপন করেছিলেন এই ভারতাত্মার বুকে—তাহাকে কালের কুটীল গ্রাসে উৎপাটন করিতে পারে নাই। সেই কালজয়ী চিন্তাস্রোত আবাহমান কাল হইতেই সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা যদি সেই প্রজ্ঞায় অবগাহন করিতে পারি, তবে ইহ এবং পারলৌকিক উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র রচিত হইলে এক অনাবিল স্রোতের প্রবাহমানা রচিত হইতে পারে। মানুষ আত্মকেন্দ্রীক হওয়ার জন্য শুধু বাচার তাগিদেই ব্যস্ত—কিন্তু সেই বাচা কতক্ষণ বা কতদিনের জন্য—উহা ভাব্‌বার অবকাশ কতজনের? আমাদের যতদিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবনার অবকাশ আসিবে না ততদিন পর্য্যন্ত মানুষ শান্তির প্রচেষ্টার কথা যতই মুখে বলুক না কেন প্রকৃতপে মানুষের আন্তরিক উন্মেষণার কথা ভাব্‌তে পারিবে না। এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা আসিবে না ততদিন পর্য্যন্ত সমবণ্টনের সহানুভূতির কথা শুধু মুখেই কপ্‌চান ছাড়া বাস্তবরূপ রূপায়ীত হওয়া অসম্ভব। অন্তর্নিহিত ভাব যতদিন পর্য্যন্ত হৃদয়কে আন্দোলিত করিতে পারিবে না—ততদিন পর্য্যন্তই ঈর্ষা-পাশে কবলীত হওয়ায় জিঘাংসার সমীরণই প্রবাহমান হইতে থাকিবে। এই যে অন্তর্নিহিত অবস্থা—এর জন্যই সত্যদ্রষ্টাগণের অবদান সমাজ-জীবনে অপরিহার্য্য। তাই তাঁহারা ক্ষণিকের সুখ সাচ্ছন্দে বাচার তাগিদে অথবা প্রতিষ্ঠার বা ক্ষমতা লুলুপতার জন্য কর্ম্মে ব্রতী হন না। তাঁহাদের জীবনটিই হইল সেবাময়—সেবাব্রতী। সেই ব্রতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জীব-জগতের আত্যান্তিক (নিত্য) মঙ্গল বিধানের স্বপ্নেই তাঁহারা বিভোর হইয়া নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়াও তাঁহাদের সাধনায় রত থাকেন। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে একটা লক্ষ্য করার বিয়ষ এই যে, তাঁহারা নিয়তই মনে করেন,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুর্ভিনরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষাং অধিকো বিশেষো,
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

আহার-নিদ্রা-ভয়-কামক্রিয়া যখন সমস্ত জীবনিচয়ের মধ্যে বর্ত্তমানা, তখন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? সুতরাং জগতে বাচিবার তাগিদে

কার্য্যানুষ্ঠান করিলেও নিত্যমঙ্গলের জন্য মানুষকে অবশ্যই ধর্ম্ম-যাজন করিতে হইবেই। কেননা ধর্ম্মধারাটীই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ এবং অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অতএব তাঁহারা মরণের যুগেও অমৃতের বাণী শুনাইতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের দুর্দ্দৈব এই যে, ধর্ম্মের কথা শুনিলেই আমরা আতকাইয়া উঠি। ইহা নিশ্চয়ই আমাদের সৌভাগ্য উদয়-কারক নহে—পরন্তু আত্ম-হননকারক; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা কখন কোন বিপদাপন্ন বা আশু কষ্টের সম্মুখীন হইলে—বা-বা-রে, মা-রে বলি। কিন্তু কই তখন নির্ব্বাক থাকিলেই বা দোষ কি? অথবা নির্ব্বাকই বা থাকিতে পারা যায় না কেন? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে স্বভাবগত বা জন্মগত একটা কিছু হেতু আছে। এবং ঐ শব্দ উচ্চারণ করিয়া আমরা শান্তনা বা দৃঢ়তাও অনেকখানি ধারণ করি। এবং তৎসহ প্রতিকারে এগিয়ে মোকাবিলা করিতে পিছু হই কি?

ধর্ম্মজগতে বিচরণশীল মহানুভবগণ তাই ঈশ্বর সাধনায় নিমগ্ন থাকিলেও জগতের বিভীষিকাময় কোন অবস্থায় জগদ্বাসীগণকে শান্তনা দিবার জন্যই সাধারণ কর্ম্মীর ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে এসে সহায় হন। কিন্তু এই সহায়কের উদ্দেশ্য, মানুষ ভ্রান্তি-বিজড়িত অবস্থায় না থেকে শরীরের চিন্তার পরেও যেন এমন একটা বস্তুর চিন্তা করেন—যাহা অবশ্যই উপলব্ধীর বিষয়। কেননা, যে শরীরের জন্য এত দরদ, কিন্তু ঐ শরীর পরিচালিত হওয়ার হেতু কোথায়—এই দরদী শরীর থাকলেও তো কোন সময় এমন 'কী' একটা জিনিষের যেন অভাব ঘটে যার জন্য এই শরীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর থাকলেও অচল হইয়া পরে। অথচ সেই যে অচলের হেতু, উহার সম্পর্কে আমরা কেন ওয়াকিবহাল হইতে এগিয়ে যাব না? সুতরাং ধারক এবং বাহক দুইয়েরই অনুসন্ধানী যাঁহারা তাহারা প্রকৃতিতে আমাদের কল্যাণ-কামী। এই কল্যাণকামীগণের সঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য বর্ত্তমান বর্ষের প্রলঙ্করূপ বন্যায় আমার ঘটিয়াছিল। খবরের কাগজ আকাশবাণী তথা লোকমুখে যখন বিভিন্নস্থানের বন্যার কথা কর্ণগোচর হইতেছিল—তখন নবদ্বীপের উপকণ্ঠগুলির অনেক অংশই জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং সহরও প্রায় ডুবুডুবু। এরই এক সন্ধিক্ষণে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমৎ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহারাজের সহিত আমার দেখা হয়—তিনি আহ্বান করেন আমাকে। শ্রীস্বপনকুমার সরকার ও আমি যখন তাঁহাদের মঠে উপনীত

হই—তখন দেখি মঠের অনেকেই তাঁহাদের সমিতির অফিসে বসে জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন, কি করিয়া এই ভয়াবহ বন্যায় জনসাধারণকে সহায় সহানুভূতি করা যায়। সেদিন ছিল ৯ই আশ্বিন, ১৩৮৫ (ইং ২৬।৯।৭৮) মঙ্গলবার এবং কিয়ৎদিন পূর্ব্বে সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মহারাজ কিছু ব্রহ্মচারীবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া বিভিন্ন বন্যাকবলিত স্থানে বেড়িয়ে গিয়েছেন। বন্যার জল-বর্দ্ধনের ক্ষীপ্রতা দেখে আশঙ্কা আরও ঘনিভূত হইতেছিল। বর্ষণমুখী আকাশের গতিও মোটেই ভাল মনে হইতেছিল না। নৌকার সমস্যাই তখন একটা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এর মধ্যে আমার উপরেই তাঁহারা নৌকার দায়ীত্ব আরোপ করেন। বন্যাকবলীত স্থান হইতে জলমগ্ন ব্যক্তি তথা গবাদি পশু ত্রাণের জন্য। এই কার্য্যে জলযানের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। তাঁহাদের উদার প্রচেষ্টা সাফল্যের সহায়কস্বরূপ নৌকার গুরুদায়ীত্ব আমি অকাতরেই লইতে স্বীকৃতি দিলাম। তাই শ্রীস্বপন সরকার, শ্রীগুণেন্দ্র মুখার্জ্জী প্রভৃতি আরও কিছু যুবকগণের সহায়তায় নৌকা লইয়া মঠের স্বামী বি, ভি, সন্ন্যাসী মহারাজ, সর্ব্বশ্রী নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, যদুবর ব্রহ্মচারী, অদ্বয়গোবিন্দ ব্রজবাসী, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও আরও অনেকের সহায়তায় বন্যাকবলীত লোকজনদের উদ্ধার-কার্য্যে এগিয়ে যাই। ১০ ও ১১ আশ্বিনের প্রবল বর্ষণে যদিও আমাদের অনেক কষ্টস্বীকার করিতে হইযাছিল তবুও একটি শান্তনার বিষয় এই যে, দুর্গত সহস্র সহস্র ব্যক্তির সেই দুর্দ্দিনকালে তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পেরে নিজকে সৌভাগ্যবান মনে হইতেছিল। অবশ্য এর মূলতঃ প্রেরণার উৎস শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালনাধীন শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের কিছু সেবকবৃন্দের।

প্রায় দেড় সহস্রাধিক বন্যাক্রান্ত জনসাধারণ তথা কিছু গবাদি পশু উক্ত গৌড়ীয় মঠে আশ্রয় লাভের সুযোগ পাইয়াছিল। আশ্রমের ভক্ত-বৃন্দের আন্তরিক তথা সৌজন্যমূলক ব্যবহারে এই দুর্দ্দিনের মধ্যে শান্তনার নিবির খুজে পেয়েছেন অনেকে—ইহা সত্যিই প্রাণকে আন্দোলিত করে। এই ত্রাণ-কার্য্যের সময় মঠ হইতে ১১৮ কুইন্টাল চাউল, ৩ কুইন্টাল আলু, দুইশতাধীক বাচ্চাদের জন্য জামা-প্যান্ট এবং সমিতির নিজস্ব বাগানের প্রায় পঁচিশ মণ ওল, দুই মণ চীনা বাদাম প্রভৃতিও বিতরণ করেন। তদুপরি নগদ প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা দীন-দরিদ্রদেরকে দান

করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ডাঃ অবনীজীবন ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং সমিতির ডাঃ বসুদেব ব্রজবাসী (হোমিও) প্রমুখ চিকিৎসকগণের সহায়তায় প্রায় ৩॥০ হাজার টাকার ঔষধ-পথ্যাদিও জনসেবায় নিয়োগ করেন।

বিগত ১৯৭১ সনের প্রবল বন্যায় যদিও উক্ত মঠে জল প্রবেশ করিয়াছিল তথাপিও বাসগৃহগুলি জলমগ্ন হয় নাই। কিন্তু এই বৎসরের বন্যায় মঠের একতলার বেশীর ভাগ ঘরই জলমগ্ন হইয়াছে। তাই দ্বিতল ঘরগুলিতে বন্যাকবলিত ব্যক্তিগণকে আশ্রয় দেওয়া বাদেও সমস্ত ছাদে ত্রিপল, তাঁবু প্রভৃতি-দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক শরণাশ্রয়ী ব্যক্তিগণের বাসপোযোগী ব্যবস্থা করিয়া দিতে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বন্যার জল যখন কমিতেছিল তখন সমিতির খরচেই মঠে একটা নঙ্গরখানা খুলিবার জন্য শ্রীমৎ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারীজী স্থানীয় প্রশাসক-বিভাগের সহিত কয়েকবার যোগাযোগ করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ উহা করতে দিতে অস্বীকৃত হন। কারণ এর ফলে মহামারীর প্রকোপ হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কিন্তু বহিরাগত বন্যাপীড়িত জনসাধারণ ব্যাপকভাবে ঐ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইলেও মঠ-সংলগ্ন-প্রাঙ্গনস্থিত লোকজনদের প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা মঠ কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছিলেন।

বন্যাকালীন প্রশাসন-অধিকর্ত্তা শ্রীডি, কে, চৌধুরী (S.D.O., Flood-in-Charge, Nabadwip), শ্রীএন, কে, মুখার্জ্জী (B.D.O. Flood-in-Charge, Nabadwip), শ্রীজে, সি, ঘোষ (প্রশাসক, নবদ্বীপ পৌর-সংস্থা) তথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সর্ব্বদলীয় নেতা ও কর্ম্মীবৃন্দের অকুণ্ঠ সহায়-সহানুভূতি পেয়েছেন বলিয়া মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় মঠের এইরূপ সেবা-প্রচেষ্টা দর্শনে জনসাধারণ যেমন প্রীতিলাভ করিয়াছেন—তাহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠান নবদ্বীপের অন্যতম গৌরবের সম্পদ, উপরন্তু ভারত তথা বিশ্বের কল্যাণে বরণীয়, এতে কোন সন্দেহ নাই।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

বন্যা

বিগত 'বন্যায়' দেশে ঘটিল বিপন্ন।
ধ্বংস, গৃহ-পশু-পাখী আর ধন-জন॥

হায়! ক'ত দুঃখ জীবের করে হাহাকার।
কে কোথায় গেল চলে নাহিক বিচার॥

'বন্যায়' ভেসে করে হাবুডুবু যখন।
ব্যাকুলিত সবে কি করে বাচি' জীবন॥

কোথায় রহিল বাস্তু দালান কোঠা।
কোথায় গেল বিত্ত-দার আপ্তজন যথা॥

ক্ষুদ্র বৃহৎ কত আশা সবার মন।
সবই ব্যর্থ তাহা বন্যায় বিসর্জ্জন॥

(যেমন) নদীর-তীরে যাহার নিরবধি বাস।
কবে লবে ভাঙ্গিয়া ভাবনা বারমাস॥

নদীর 'স্বভাব' সদা ভাঙ্গা আর গড়া।
যেদিকে ভাঙ্গে সেদিকে করে সর্ব্বহারা॥

নদীর 'স্বভাব' ইহা জানে চিরন্তন।
জেনেও করিয়াছে তীরে 'বাস-ভবন'॥

তাহাতে নদী যদি করে উৎপীড়ন।
আরোপ করে তখন বিধির লিখন॥

কর্ম্ম করেছে যাহা—লিখেছে 'বিধি' তাহা।
বৃথা 'বিধির' আরোপ করেন ইহা॥

'স্বতন্ত্রতা' ঈশ্বরের করুণার দান।
কৃষ্ণোন্মুখে নিষ্ক্রিয় বিধির বিধান॥

(তদ্রূপ) ভব-সমুদ্র মাঝে করিয়াছে বাস।
তাহার অধিষ্ঠাত্রীদেবী মায়ার নিবাস॥

এ ভবে ভরা জীবের অশেষ যাতনা।
উদ্ধারিতে পথ নাই 'কৃষ্ণ-ভক্তি' বিনা॥

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি শোক-তাপে পূর্ণ।
দুর্ভিক্ষ-ভূমিকম্প আর বন্যা অনুক্ষণ॥

চলিয়াছে, চলিবে তাহা আব্রহ্মকাল।
'মায়া-মুগ্ধ' জীব ভুঞ্জিবে চিরকাল॥

এই সব লইয়া জগতের সৃজন।
যাহা হইতে জীবের তাড়ন ভৎর্সন॥

মায়ার রচিত এই জগত সংসার।
'কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ'-জীব (তাতে) করেন বিহার॥

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় 'সংসারাদি-দুঃখ'॥"

'মায়ার' উৎপীড়ন ভৎর্সন তাড়নে।
নির্লজ্জ হইয়া তবু ভ্রমে অকারণে॥

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
ভোগ-বাঞ্ছা হেতু শৃঙ্খলিত মায়াপাশ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—অর্জ্জুনের প্রতি
'শ্রদ্ধাহীন' জনার নাহি আমাতে রতি॥

কোনকালে আমাকে না পাইবে সে'জন।
বরং মৃত্যুরূপ সংসারে পুনরাবর্ত্তন॥

নানা যোনি ভ্রমি জীব সংসার-কাননে।
'সাধু-সঙ্গ' মিলে যদি কোন ভাগ্যবানে॥

সাধু-সঙ্গে হয় 'শুদ্ধভক্তির' উদয়।
'ভক্তি'-প্রভাবে তাহার সংসার হয় ক্ষয়॥

তবে তাহার গমন 'শান্তি-নিকেতন'।
যেথা নাই মায়ার দৃঢ় উৎপীড়ন॥

জড়া-ব্যাধি-জন্ম-মৃত্যু কালের বিক্রম।
প্রলয়-বন্যা হইতে হ'বে উন্মোচন॥

সেথা আছে শুধু 'ভালবাসাবাসি'।
নিত্যানন্দ রসার্ণবে প্রেমের বিলাসী॥

সেই 'প্রেম-বন্যা' বহে নিত্য ধরাধামে।
তাহাতে ডুবিয়া যায় 'গোলোক-বৃন্দাবনে'॥

এ হেন 'বন্যায়' ডুবিতে ছিল বড় সাধ।
কর্ম্ম-দোষে 'রমাপতি' পড়ে গেল বাদ॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন;
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩০শ বর্ষ | কাটোদিশাখী, ২ কেশব, ৪৯২ গৌরাব্দ | ৯ম সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ২৯ কার্ত্তিক, ১৩৮৫ : ইং ১৬ ১১।১৯৭৮

সানুবাদং পাণ্ডবাদিকৃতম্
শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

নমো নমঃ কারণবামনায়, নারায়ণায়ামিত-বিক্রমায়।
শ্রীশঙ্খ-চক্রাব্জ-গদাধরায়, নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥১৭॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে অসীম তেজঃশালিন্ নারায়ণ! তুমি বামনদেবের ও কারণস্বরূপ, তোমায় বার বার প্রণাম জানাই। হে শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধারিন্, পুরুষোত্তম! তোমার চরণে প্রণত হই ॥১৭॥

গান্ধার্য্যুবাচ—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ॥১৮॥

গান্ধারী বলিলেন,— হে দেবদেব ! তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমি বন্ধু তুমিই সখা, তুমি বিদ্যা, তুমিই ধন, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব ॥২৮॥

দ্রৌপদ্যুবাচ—

যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব ।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তুতে ॥২৯॥

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে যজ্ঞেশ্বর, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, হে কৃষ্ণ, বিষ্ণো, হৃষীকেশ, বাসুদেব ! তোমায় প্রণাম করি ॥২৯॥

জয়দ্রথ উবাচ—

নমঃ কৃষ্ণায় দেবায় ব্রহ্মণেঽনন্তমূর্ত্তয়ে ।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণংগতঃ ॥৩০॥

জয়দ্রথ বলিলেন,— হে দেব, কৃষ্ণ, অনন্তমূর্ত্তে, ব্রহ্ম ! তোমাকে প্রণাম করি । হে যোগস্বরূপ, যোগেশ্বর ! আমি তোমার শরণাগত হইলাম ॥৩০॥

বিকর্ণ উবাচ—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ ।
নন্দগোপকুমার গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩১॥

বিকর্ণ বলিলেন,—হে কৃষ্ণ, বাসুদেব, দেবকীনন্দন, নন্দগোপকুমার, গোবিন্দ ! তোমায় বার বার প্রণাম জানাই ॥৩১॥

সোমদত্ত উবাচ—

নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বভাবন ।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাংপতয়ে নমঃ ॥৩২॥

সোমদত্ত বলিলেন—হে পরমকল্যাণ, বিশ্বপালক, শান্তমূর্ত্তে বাসুদেব, যদুপতে ! তোমায় প্রণাম করি ॥৩২॥

বিরাট উবাচ—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩৩॥

বিরাট বলিলেন,—হে ব্রহ্মণ্যদেব, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারিন্, জগতের কল্যাণকারিন্, কৃষ্ণ, গোবিন্দ ! তোমায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম জানাই ॥৩৩॥

শল্য উবাচ—

অতসীপুষ্প-সঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্ ।
যে নমস্যন্তি গোবিন্দং ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্ ॥৩৪॥

অতসীপুষ্প-সদৃশ রূপবান ও পীতবসন-পরিধানকারী অচ্যুত—গোবিন্দকে যাহারা প্রণাম করে, সংসারে তাহাদের কোন ভয় থাকে না ॥৩৪॥

বলভদ্র উবাচ—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্ত্বমগতীনাং গতির্ভব।
সংসারার্ণব-মগ্নানাং প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥৩৫॥

বলভদ্র বলিলেন,—হে কৃষ্ণ, হে কৃপালু-কৃষ্ণ! তুমি অগতির গতি হও। হে পুরুষোত্তম! সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন জনগণের প্রতি প্রসন্ন হও ॥৩৫॥

সূত উবাচ—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী, গোদাবরী সিন্ধুঃ সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র, যত্রাচ্যুতোদার-কথা-প্রসঙ্গঃ ॥৩৬॥

সূত বলিলেন,—যেখানে ভগবান্ অচ্যুতের উদার-কথা-প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ যেখানে মহাবদান্য ভগবান্ অচ্যুতের বীর্য্যবতী কথা আলোচিত হয়, সেখানেই গঙ্গা, যমুনা, বেণী, গোদাবরী, সিন্ধু, সরস্বতী প্রভৃতি নদী এবং সমস্ত তীর্থ বাস করে ॥৩৬॥

যম উবাচ—

নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ।
কিং ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥৩৭॥

যম বলিলেন,—নরকে পচ্যমান অর্থাৎ নরক-ভোগ করিতেছে এমন ব্যক্তিকে যমদেব বলিতেছেন, "তুমি কি কখনও ক্লেশবিনাশকারী কেশব-দেবকে অর্চ্চনা কর নাই?" ॥৩৭॥

নারদ উবাচ—

জন্মান্তর-সহস্রেষু তপোধ্যান সমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥৩৮॥

নারদ বলিলেন,—সহস্র সহস্র জন্মব্যাপী তপস্যা-ধ্যান ও সমাধিদ্বারা ক্ষীণ-পাপ হইলে মনুষ্যের কৃষ্ণের প্রতি প্রকৃষ্টরূপে ভক্তি জন্মে ॥৩৮॥

প্রহ্লাদ উবাচ—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥৩৯॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥৪০॥

প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে নাথ, হে অচ্যুত! যে-যে সহস্রযোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, সেই সেই জন্মে তোমার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে ॥৩৯॥

অবিবেকীগণের বিষয়ে যেরূপ অবিনশ্বরা গাঢ়প্রীতি থাকে, তোমার স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেরূপ প্রীতি অপসারিত না হয় ॥৪০॥

বিশ্বামিত্র উবাচ—

কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ, কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং, নরাণাং মনসি স্থিতম্ ॥৪১॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—মানবগণের হৃদয়স্থিত যে দেবতা, তাঁহাকে যে নিত্য ধ্যান করে, তাহার দান, তীর্থ, তপস্যা ও যজ্ঞের কি প্রয়োজন? ॥৪১॥

জমদগ্নিরুবাচ—

নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥৪২॥

জমদগ্নি বলিলেন,—যাঁহার হৃদয়ে ভগবান্ মঙ্গলময় হরি ধৃত বা আরাধিত হন, তাঁহার গৃহে আনন্দ, শ্রী ও মঙ্গল নিত্য বিরাজমান ॥৪২॥

ভরদ্বাজ উবাচ—

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং তেষাং নিত্যং চ মঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥৪৩॥

ভরদ্বাজ বলিলেন,—যিনি ভগবান্ মঙ্গলময় হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার জয়, লাভ ও মঙ্গল নিত্যই প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥৪৩॥

গৌতম উবাচ—

গো-কোটিদানং গ্রহণেষু কাশী-প্রয়াগ-গঙ্গাযুত-কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু-সুবর্ণদানং, গোবিন্দনাম্না ন কদাপি তুল্যম্ ॥৪৪॥

গৌতম বলিলেন,—গোবিন্দ নাম উচ্চারণ করিলে যে-ফল লাভ হয়, গ্রহণের সময় কোটি গোভিদান, কাশী-প্রয়াগ-গঙ্গায় অযুতকল্পবাস, অযুত যজ্ঞানুষ্ঠান ও মেরু-পরিমাণে সুবর্ণ দান করিলেও তাহার সহিত কখনও তুলনা হয় না ॥৪৪॥ (ক্রমশঃ)

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্গের জীবনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৫ পৃষ্ঠার পর)

(৫) শ্রীকুলশেখর

শ্রীকুলশেখরের জন্ম, স্বরূপ ও কুল-পরিচয়

কলাব্দ ২৭ বর্ষে কুলশেখর আল্‌বর্‌ পরাভব বৎসরে **পুনর্ব্বসু** নক্ষত্রে কল্লিভূমিতে **শেররাজ-বংশে** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দৃঢ়ব্রত বহুকাল অপুত্রক থাকিয়া তপস্যা-ফলে কুলশেখরকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের **কৌস্তুভমণির অবতার** বলিয়া কুলশেখর 'শ্রী'-বৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত। কল্লিনগর, মলয়ালাম বা মালাবার প্রদেশের অন্তর্গত। শেররাজ বা কেররাজগণ কেরলদেশে বহুকাল হইতে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন কেরলদেশ বর্ত্তমান সময়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যান্তর্গত হইয়াছে।

শ্রীকুলশেখরের পরাক্রম ও কেরল, পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যের অধীশ্বর

কুলশেখর কেবল যে কেরলাধিপতি ছিলেন, এরূপ নয়; তাঁহার উপাধি হইতে জানা যায় যে, তিনি কেরল, পাণ্ড্য ও চোল-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঐ তিনটী রাজ্যই অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়-রাজন্যোচিত সকল গুণে বিভূষিত হইয়া কুলশেখর নিকটস্থ রাজগণের উপর নিজ-প্রভুত্ব-স্থাপনে বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। পার্থিব-রাজবলে সমধিক বলী হইয়া অবশেষে তিনি মানব-বলের ক্ষুদ্রতা, ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই সর্ব্বোত্তম বল-লাভ সিদ্ধান্ত করিলেন।

তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাস, পাণ্ডিত্য ও ভগবৎসেবার আগ্রহ ও চেষ্টা

সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে কুলশেখর শ্রীনারায়ণের দাস্যই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীরামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ ও প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ আলোচনাপূর্ব্বক সংস্কৃত-ভাষায় তাঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্য হইল। ভগবানের জন্য ক্রমশঃই হৃদয় মহাব্যাকুল হওয়ায় শ্রীরঙ্গ, শ্রীবেঙ্কট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভগবৎক্ষেত্রসমূহ দর্শনে অভিলাষ হইল। ভক্তোচিত চেষ্টা-সমূহ ক্রমশঃই তাঁহাতে সুব্যক্ত হইতে দেখা গেল।

কুলশেখর বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও উন্মত্তপ্রায়

শ্রীরামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে তিনি অনেক সময় রাবণকে দণ্ড দিবার সঙ্কল্পে সৈন্যাদি সংগ্রহ-পূর্ব্বক সমুদ্রকূলে গমন করিতেন। পার্থিব জ্ঞান-বিরহিত হইয়া রামচন্দ্রের সাহায্য-দ্বারা সেতুাভিলাষী হইতেন। তাঁহার মন্ত্রী ও পরিষৎবর্গ নিজ প্রভুর উন্মত্তোচিত ব্যবহার সন্দর্শনে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল দেখিয়া রাজনীতিদক্ষ পার্ষদ-নিচয় রাজা কুলশেখরের নিকট ভক্তগণের সম্মিলন বন্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন। নানা ছলে ভক্তগণের উপর রাজার যাহাতে প্রীতির অভাব হয়, তদ্বিষয়ে যত্নের কোন ত্রুটী করিলেন না।

শ্রীরামচন্দ্রের সেবা ও মন্ত্রীগণের কুচক্র ও বৈষ্ণবমর্য্যাদা স্থাপন

কুলশেখর শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করিতেন এবং অর্চ্চা-বিভূষণ-কল্পে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। এইসকল বিষয় বৈষ্ণবগণের উপরে রক্ষা করিবার ভার থাকিত। মন্ত্রিবর্গের কুচক্রের ফলে ঐ দেবালঙ্কার হইতে একটী হার অপহৃত হইল। তাঁহারা রাজ-সমক্ষে এই অপহরণ-কার্য্য বৈষ্ণব-দিগের অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিল।

কুলশেখর তাহাদিগের নিকট ভক্তবল দেখাইবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি তীব্র গরল-বিশিষ্ট-ভুজঙ্গ আনয়নের আদেশ করিলেন। সর্প-সমূহ আনীত হইলে তিনি স্বয়ং নিজহস্ত সর্প-বিবরাভ্যন্তরগত করিয়া মন্ত্রিবর্গকে বলিলেন যে, "যদি মদীয় বন্ধু ভাগবতভক্তগণের দ্বারা এই পাপকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই আমার হস্ত এই ফণীবৃন্দ কর্ত্তৃক দষ্ট হইবে, নতুবা ইহারা আমার হিংসা করিবে না।" রাজহস্ত দষ্ট হইল না দেখিয়া মন্ত্রিসমূহ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কুলশেখরের পাদপদ্মে পতিত হইয়া নিজ দোষ স্বীকার করিলেন।

শ্রীকুলশেখরের বিষয়ীর সঙ্গ-ত্যাগের পরিকল্পনা ও শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় পথ-নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ

তদবধি কুলশেখর মনে মনে করিলেন,—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসম্॥ (কাত্যায়ন-সংহিতা)

[প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ উপস্থিত না হয়।]

বিষয়ী জনসঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাওয়া ভজনোন্মুখ ব্যক্তিমাত্রের অবশ্যই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থির করিয়া কুলশেখর পুত্র দৃঢ়ব্রতকে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক

স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথের পদাশ্রিত হইলেন। শ্রীরঙ্গে বাসকালে তিনি শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের তৃতীয় প্রাকারের চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ত্ম ও কতিপয় গৃহ-মণ্ডপাদি নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাবধিও শ্রীরঙ্গম্ নগরের পথসমূহের প্রাচীন নাম অনুসন্ধান করিলে শ্রীকুলশেখরের পথ বলিয়া জানপদগণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

মুকুন্দমালা-স্তোত্র ও পেরুমাল তিরুমালি গ্রন্থদ্বয়

শ্রীকুলশেখর তামিল-ভাষায় 'পেরুমাল তিরুমলি' নামক গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ভাষায় "মুকুন্দমালা-স্তোত্র" নামক একখানি প্রাঞ্জল ভক্ত্যুদ্দীপক ভাব-গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দমালার রচয়িতা বলিয়া কুলশেখর আর্য্যাবর্ত্তে সকল বৈষ্ণবের নিকট বিশেষ পরিচিত। ঐ গ্রন্থের সুবহুল প্রচার হইয়াছে।

কুলশেখরের অবস্থিতি-কাল বিচার

কুলশেখরের কাল-সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণাদ্বারা স্থির করেন যে, শকাব্দের দশম শতাব্দীতে কুলশেখর বর্ত্তমান ছিলেন। যামুনাচার্য্যের শ্রীরঙ্গে বাসকালে তাঁহারাও নিজ-নিজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কুলশেখর নিজকন্যার বিবাহ শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদাদেবীর উদ্বাহের অনুকরণে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কুলশেখর যামুনের কিছু পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গে আগমন করেন এবং তৎপূর্ব্বে বিষ্ণুচিত্ত ও গোদা প্রভৃতি দিব্যসূরি-সমূহ রঙ্গনাথের আশ্রয়ে ছিলেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ

'বসুমতী' পত্রিকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের শ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক অভিমত

বসুমতী-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়টী অবগত হওয়া যায়,—

"ভগীরথ পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করিয়া পিতৃকুল উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদবধি নানাশাস্ত্রে গঙ্গা-মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। যাঁহারা গঙ্গা মানেন না, মহিমায় তাঁহারা উপহাস করেন। সম্প্রতি রসায়ন-বিজ্ঞানবিৎ একজন সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত আমাদের ভাগীরথীকে উচ্চ সম্পদ প্রদান করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। প্রকৃতরূপে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা

করিয়া তিনি জানিয়াছেন, গঙ্গাজল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল, তাহাতে কোনপ্রকার অপবিত্রতা অথবা দূষিত কীটানুসত্তা কিছুমাত্র নাই। পৃথিবীর যাবতীয় নদ-নদীতে প্রচুর পরিমাণে অপবিত্র পদার্থ বিদ্যমান আছে, ভারতের গঙ্গা সর্ব্বাংশে সে-দোষবর্জ্জিত এবং সর্ব্বতোভাবে পবিত্র। * * * একপাত্র গঙ্গাজল তিনি সূক্ষ্মরূপে রূপভাগ (Analysis) করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত গঙ্গা-মাহাত্ম্য সমস্ত সত্য। স্বদেশে পৌঁছিয়া তিনি এই মহৎ আবিষ্ক্রিয়ার বিষয় তথাকার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন,—গঙ্গা কেবল একাকিনীই পবিত্র নহেন, গঙ্গার সহিত যে-সকল নদ-নদীর যোগ থাকে, সে-সকল স্রোতের জলও পবিত্র হয়। বিশেষ পরীক্ষা-দ্বারা ইহা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উক্ত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বসুমতী-সম্পাদকের অশোভন মন্তব্য

শাস্ত্রে গঙ্গার মহিমা যে-প্রকারে লিপিবদ্ধ, তাহা যদি সেরূপ না হইয়া ঐরূপ বৈজ্ঞানিক মতানুসারে লিখিত থাকিত, অজ্ঞলোকে তাহা হইলে গঙ্গাকে এতদূর আদর করিত না। ধর্ম্মের গৌরব করিয়া আমাদের শাস্ত্রকার মহাশয়েরা সকল বিষয়েই যে-প্রকার পবিত্র ধর্ম্মভাব আনিয়া দিয়াছেন, তাহাতে যে-পরিমাণ উপকার হইতেছে, নীরস বিজ্ঞানের প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহারা যদি সেই প্রমাণের উপর সাধারণ বিধি-ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, আমাদের বোধ হয় তাহা হইলে ভারতের ধর্ম্মভাব কখনই এতদূর বিশ্বজনীন হইতে পারিত না।"

শ্রীল ঠাকুরের প্রতিবাদ

অপ্রাকৃত জীব সাঙ্খ্যের ২৪ তত্ত্বের অতীত ; পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতেই শ্রীগঙ্গার উৎপত্তি

প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে গঙ্গার এরূপ মহিমা যথেষ্ট নয়। প্রাকৃত জগতে চব্বিশটী তত্ত্ব আছে। জীব পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। জীবের স্থূলদেহে চব্বিশটী প্রাকৃত তত্ত্ব আছে। জীবের আত্মা ঐ চব্বিশ তত্ত্বের অতিরিক্ত। তাহা প্রকৃতির অতীত বলিয়া 'প্রাকৃত' শব্দে অভিহিত। পরব্রহ্মও সম্পূর্ণ 'অপ্রাকৃত-তত্ত্ব'। **পরব্রহ্মের নামান্তর বিষ্ণু**। 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'—এই কথাগুলি বেদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। সেই বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গাদেবী উৎপন্না হইয়াছেন। সুতরাং গঙ্গার জল-সত্তায় যে-কিছু প্রাকৃত মহিমা থাকুক, তাঁহার চিৎসত্তায় অনন্ত প্রাকৃত মহিমা আছে—ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত।

শ্রীগঙ্গার প্রাকৃত মহিমা অপেক্ষা অপ্রাকৃত মহিমা প্রচুর, এবং গঙ্গাস্নানে ভক্তি লাভ

মাকিণ পণ্ডিত মহাশয় এবং বসুমতী-পত্রিকার লেখক মহোদয় গঙ্গার প্রাকৃত মহিমাতে মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সে-মহিমা অপেক্ষা অনন্ত মহিমা গঙ্গাদেবীতে বিরাজমান। শুদ্ধ-ভক্তমণ্ডলী একথা প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, গঙ্গার নিকট বাস করিলে এবং গঙ্গাজল পান করিলে হরিভক্তির উদয় হয়। যে-জল পরম-কারুণিক পরমেশ্বরের চিন্ময় পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত, সে-জলে যে হরি-পাদপদ্মে ভক্তি উদয় করাইবার শক্তি আছে, তাহা শ্রীব্যাসাদি মহর্ষিগণ সর্ব্বত্র গান করিয়াছেন। জীবাত্মা কলুষিত হইয়া জড়জগতে হরি-বিস্মৃতি-দুঃখে মগ্ন আছেন। গঙ্গাজলে অবগাহন করতঃ যখন তিনি হরিগুণ গান করেন, তখন তাঁহার চিত্তে ভক্তি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। গঙ্গার এই পরম গুণ কেবল ভাগ্যবান্ লোকেই অনুভব করিতে পারেন। যাহারা ভাগ্যহীন, তাহারা কেবল প্রাকৃত গুণেই আবদ্ধ থাকেন।

অপরাধী ব্যক্তির গঙ্গাস্নানেও ভক্তিফলের বাধা

যদি বল, অনেকেই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাজল পান করেন, কিন্তু কখনই হরি-ভজন করেন না, তাহাতে কথা এই, যে-বস্তুতে যে-গুণ আছে, তাহা প্রতি-বন্ধকশূন্য বস্তুতেই ব্যাপ্ত হয়। Electricity (তড়িৎ) নামক বস্তুগুণ, Good conductor (উত্তম চালক) বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়। যে-বস্তু bad conductor (মন্দ চালক), তাহাতে সে-গুণ ব্যাপ্ত হয় না। তদ্রূপ জীব-গণের মধ্যে যাহারা বিশেষ বিশেষ অপরাধ করিয়াছেন, তাহারা Electri-city (তড়িৎ) সম্বন্ধে bad conductor (হীন চালক)। হরিনাম-বলে যাহারা পাপ করেন, তাহারা নামাপরাধী। গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যের ভরসায় যাহারা পাপ করেন, তাহারা গঙ্গাদেবীর প্রতি বিষম অপরাধী। অন্য সমস্ত পাপ গঙ্গাস্নানে দূর হয়, কিন্তু উক্ত অপরাধ গঙ্গাস্নানে দূর হয় না। যাহাদের এই অপরাধ আছে, তাহারা তদ্রূপ bad conductor (মন্দ চালক) যে, গঙ্গার অনন্ত মহিমা অনুভবে সমর্থ হন না। এই কারণেই আজকাল গঙ্গার চিন্ময়ী শক্তি অনেকের উপলব্ধিতে আসে না, কেবল প্রাকৃত জল-ধর্ম্ম-সকলই তাঁহাদের বুদ্ধি-গোচর হয়।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, ৩০১ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু বৈষ্ণব বা গুরুর ঐরূপ দৈন্যবোধক বাক্য শ্রবণ করিয়া—রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় গুরুকে উপদেশ বা গুরুকে 'মায়াবদ্ধ সংসারী জীব' মনে করিয়া—তাঁহার উদ্ধার চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট সেবার ছলে তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া না বসি এবং তৎফলে চিরতরে কৃষ্ণভজন হইতে বিচ্যুত না হই।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ অপরাধ-নিবন্ধন এই সকল শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের কথা ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না; আমরা একটী বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিয়া এবিষয়টী আরও বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের পরমেষ্ঠিগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীযুক্ত শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু গোস্বামী মহারাজ তাঁহার প্রকটাবস্থায় অনেক সময়েই অপক্ক তণ্ডুল, গঙ্গামৃত্তিকা, লঙ্কামরিচ প্রভৃতি খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতেন, মৃতব্যক্তির কন্থাদি সংগ্রহ করিয়া পরিধান করিতেন; এক সময়ে সাধারণের মল-মূত্র পরিত্যাগের স্থানে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'আমি যখন দেহরক্ষা করিব, তখন যেন আমার গলায় একটী দড়ি বাঁধিয়া কুকুরের ন্যায় কোন ডোমের দ্বারা সমস্ত নবদ্বীপের রাস্তায় আমার দেহকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়; তাহা হইলে আমার শরীরে সমস্ত নবদ্বীপের রজঃস্পর্শ হইবে। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু গোস্বামী মহারাজের নির্য্যাণের দিন অনেক ব্যক্তি সেখানে স্ব-স্ব উদ্দেশ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের এই সকল উক্তি শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, বাবাজী মহারাজকে সমাধি দিবার পূর্ব্বে বাবাজী মহারাজের প্রকটকালে মনোঽভীষ্টটী পূরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য অর্থাৎ বাবাজী মহারাজের গলায় দড়ি বাঁধিয়া (!) তাঁহাকে সমস্ত নবদ্বীপের রাস্তায় ধূলির মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া উচিত! সেই সময়ে আমাদের পরমগুরুদেব প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—

"আমার গুরুদেবের চিদানন্দময় কলেবর কোন ভৌতিক স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি নিত্যসিদ্ধ গৌরজন, তিনি নিত্যকাল গৌরপার্ষদরূপে

গৌরলীলাস্থলী নবদ্বীপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যভরে অত্যন্ত প্রেমের স্বভাব নিবন্ধন যে-সকল কথা বলিয়াছেন, যাহারা বঞ্চিত, তাহারা সে-সকল কথা বুঝিতে পারে নাই। নিত্যসিদ্ধ গৌরজন আমার শ্রীগুরুদেবের চিদানন্দময় দেহের কুকুর, শৃগাল বা মর্ত্ত্য শবদেহের ন্যায় গলায় দড়ি দিয়া পদধূলির মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইবার বস্তু নহে—তাহা ডোম, চণ্ডাল দূরে থাকুক, অত্যন্ত সদাচারী স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণও স্পর্শ করিতে পারেন না; একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবেরই সেই চিদানন্দময় দেহের সেবাধিকার আছে, তাহার সাক্ষ্য স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের চিদানন্দময় দেহ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন ও নিজহস্তে সমাধি দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ ঠাকুর হরিদাসের পাদোদক পান করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কোন অপবিত্র ব্যক্তিকে সেই দেহ স্পর্শ করিতে না দিয়া স্বীয় প্রভুর সমাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সমাধি প্রদত্ত হইলে কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া বলিলেন যে, যখন বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রকট-লীলায় অনিকেত থাকিতেন, কখনও বা অপক্ক তণ্ডুল, কখনও বা কাদা প্রভৃতি ভোজন করিতেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার প্রকট-কালীয় অবধূতাবস্থার ন্যায় অনিকেত রাখা হউক এবং অপক্ক তণ্ডুলাদিই ভোগ দেওয়া হউক, তাহা হইলে তাঁহার মনোঽভীষ্ট-সেবা হইবে। আমাদের প্রভুপাদ এই কথারও তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'এইরূপ কার্য্যের দ্বারা আমার প্রভুর মনোঽভীষ্ট-সেবা দূরে থাকুক, ইহার দ্বারা তাঁহার চরণে ভীষণ অপরাধ-ফলে পাষণ্ডতার পথই প্রশস্ত হইবে। আমার প্রভু নৈসর্গিকতঃ যে অভিনয় করিয়াছেন, আমরা শিষ্যসূত্রে কখনও আমাদের প্রভুকে সেইরূপ মর্ত্ত্য বা সাধক জীবের ন্যায় বিবেচনা করিব না; পরন্তু তাঁহার জন্য অতি উৎকৃষ্ট স্থান রচিত হইবে ও অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য তাঁহাকে ভোগ দিতে হইবে।'

যদি কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীতুলসীদেবী ও কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীর পাদপদ্মে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমাদের আরাধ্যা পূজনীয়া তুলসীদেবীকে—আমাদের এক গুরুকে অন্য গুরুর চরণে—এক শক্তিকে অন্য শক্তির চরণে আমি স্বয়ং প্রণোদিত হইয়া প্রদান করিতে পারি না, তাহাতে শ্রীরাধারাণীরও সুখ হইবে না, আর মর্য্যাদা লঙ্ঘন-জনিত অপরাধ দেখিয়া শ্রীতুলসীদেবীরও তাহাতে মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তি হইবে

না। গুরু বা বৈষ্ণব কখনও সিদ্ধান্তবিরোধ সহ্য করিতে পারেন না; সিদ্ধান্তবিরোধ করিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তি হয় না। আমরা পরাশক্তি শ্রীরাধারাণী বা কৃষ্ণশক্তিবর্গ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবাদির শ্রীহস্তে শ্রীতুলসী স্থাপন করিতে পারি। আর শক্তিমত্তত্ত্বের চরণকমলে তুলসী প্রদান করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনারায়ণ, পঞ্চতত্ত্বমধ্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর চরণে তুলসী দেওয়া যায়, কিন্তু গদাধরাদি শক্তিবর্গের বা শ্রীগুরুর চরণে তুলসী প্রদান করা যায় না। শ্রীতুলসী-প্রণাম ও প্রাচীন পদাদিতেও এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। ইহার বিপরীত আচরণ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ—অভক্তিমার্গ।

৪। দ্বাদশ-তিলকের দেবতা—কৃষ্ণেরই তদেকাত্মরূপ-বৈভববিলাস; ইঁহারা দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রকাশ-বিগ্রহ। সুতরাং কৃষ্ণ হইতে ইঁহারা ভিন্ন নহেন। সাধক জীব নিরন্তর বিষ্ণু-স্মরণ ও দেহকে সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সেবোপযোগী করিবার জন্য অর্চ্চনাদিকালে তিলকাদিদ্বারা হরি-মন্দিরসমূহ রচনা করিয়া তত্তৎস্থানে বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তির অধিষ্ঠান চিন্তা করেন, ইহাতে তাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতি-সংরক্ষণের সহায়তা হয়। নবকিশোর দ্বিভুজ-মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দনই জীবের একমাত্র আরাধ্য ও ধ্যেয়; কিন্তু অনর্থযুক্ত জীবের কৃষ্ণ-রূপ ধ্যানের যোগ্যতা নাই। কারণ লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই; অনর্থমুক্ত—অনর্থমুক্তের মধ্যে আবার রাগানুগীয় ব্রজবাসিগণের অনুগত জাতরতি পুরুষগণেরই কিশোর-বংশীবদন-শ্যামরূপ-ধ্যান-যোগ্যতা। অনর্থ-যুক্ত জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব; অনর্থমুক্তাবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে কিশোর-রূপ ধ্যানের চেষ্টা পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ। অনর্থযুক্তাবস্থায় নামাত্মকমন্ত্রদ্বারা অর্চ্চনাদি, অর্চ্চনাদিকালে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি অনুষ্ঠান, সর্ব্বত্র বিষ্ণুচিন্তা এবং ক্রমশঃ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাদ্বারা অনর্থ-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায় নামাপরাধ বর্জ্জিত নামাভাস এবং শুদ্ধ নামের মধ্যে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-সন্দর্শনই সিদ্ধির ক্রমপন্থা। শুদ্ধ নামই নামীর কিশোর-শেখর-দ্বিভুজ-মুরলীবদন শ্যাম-সুন্দর-রূপ প্রদর্শন করান; ক্রমে তাঁহার গুণ লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করেন। তখনই প্রকৃত কিশোররূপ ধ্যান হয়, তখন আর পৃথক্ ভাবে বিষ্ণুরূপ বা দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ তিলকের চিন্তার অবসর থাকে না, যেমন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়—

"স্নানং মানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়া সন্ধ্যাচ বন্ধ্যাভব-
দ্বেদঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী সংপূটিতান্তঃ স্ফুটা।
ধর্ম্মো মর্ম্মহতো হ্যধর্ম্মনিচয়ঃ প্রায়ঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্
চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণাম্ভোজে মমাহনিশম্ ॥"

কিন্তু যাঁহারা সেই প্রকার গাঢ়রতি বা সহজকৃষ্ণস্মরণানুস্মৃতি-পর হইতে পারেন নাই, যাঁহাদের নিরন্তর ঐকান্তিক কৃষ্ণ-স্মৃতির ব্যবধান রহিয়াছে, তাঁহারা অর্চ্চনাদি-কালে কেশবাদি দ্বাদশ নামোচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধানে অঙ্গের দ্বাদশ স্থানে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-রচনা করিবেন, তাঁহারা সায়ং ও প্রাতঃ-কালে ভগবদর্চ্চনার সময় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত ও নিজ কল্যাণার্থ স্বীয় অঙ্গে হরিমন্দির রচনা করিবেন (হঃ ভঃ বিঃ ৪।৬৬ ও ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্ব্বজীবের আরাধ্য হইলেও তাঁহার বৈভব-প্রকাশ বিষ্ণু-মূর্ত্তি সমূহই অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এই জন্যই শাস্ত্র বলিলেন,—"তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" অর্থাৎ পুরুষাদি বিষ্ণ্ববতার-সমূহকে জানিলেই জীব অনর্থ হইতে মুক্ত হইতে পারে, নিবৃত্তানর্থ পুরুষই কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণধ্যানের অধিকারী। (খ) একই সাধকের পক্ষে এক অদ্বয়তত্ত্ব বিষ্ণুরই প্রকাশবিগ্রহ-সমূহ-চিন্তনে চিত্ত-বিক্ষেপের সম্ভাবনা নাই। অদ্বয়-বস্তুর স্মৃতিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ আসিতে পারে না। (গ) বিষ্ণুমূর্ত্তি-সমূহ বৈকুণ্ঠে স্বীয়ধামে বিরাজিত থাকিলেও জীবকুলে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য অচিন্ত্য-শক্তি-বলে ব্রহ্মাণ্ডে স্ব-স্ব-ধামসহ অধিষ্ঠিত আছেন, আবার সাধককে কৃপা করিবার জন্য সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিত। বিশ্বের নিমিত্ত-উপাদানকারণ সমস্তই যখন বিষ্ণু, তখন প্রতি জীবের দেহের সর্ব্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জীবের এই জ্ঞানটী উদ্বুদ্ধ থাকিলে জীব এই দেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারাই তত্তদধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বিষ্ণুর সেবা ব্যতীত ইতর বস্তুর সেবা করিতে পারে না। সর্ব্বদেহে ও সর্ব্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান ভুলিয়া গেলেই আমাদের ইতরকার্য্যে অভিনিবেশ আসিয়া থাকে। এই দ্বিতীয় অভিনিবেশ দূর করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্বোধন করিবার জন্যই জীবের বিভিন্ন অঙ্গে তত্তদঙ্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা-স্বরূপে বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তির চিন্তার প্রণালী পরম-কারুণিক ঋষিগণের দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়াছে।

———

জড়ভোগাগার

বর্ত্তমানে একদিকে যেমন নানাবিধ উপধর্ম্ম, ব্যভিচারযুক্ত অপধর্ম্ম, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ প্রভৃতি নানাবিধ মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্ম নির্ম্মল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া শুদ্ধভক্তি সূর্য্যদর্শনের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, তদ্রূপ চিজ্জড়সমন্বয়বাদের ও নানাবিধ অসৎ মনোধর্ম্মের তামসী ছায়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মকে বিপন্ন করিয়াছে। আজকাল অনেকে বিদেশীয় ধর্ম্মের অনুকরণে শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মকে একটী পোষাকী ব্যাপার বা ক্লান্তি ও অবসাদের বিশ্রামাগারের ন্যায় ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু মনে করিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্মের নামে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিতেছেন। ইহাদের সর্ব্বপ্রথমেই জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, শ্রীগৌরনিত্যানন্দপ্রচারিত ধর্ম্ম পোষাকী ধর্ম্ম বা আত্মেন্দ্রিয় তোষণের জন্য মনুষ্য সৃষ্ট মনোধর্ম্ম নহে, উহা আত্মধর্ম্ম। ঐ আত্মধর্ম্মে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাঞ্ছার অবকাশ নাই। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতীচ্ছা বা কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিতোষণই এই আত্ম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং উহাই সর্ব্বজীবের সর্ব্বসময়ে স্বরূপ ধর্ম্ম। পোষাকী ধর্ম্মসমূহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়তর্পণ। আজকাল অনেকে মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে 'পোষাকী ধর্ম্ম' মনে করিয়াছেন অর্থাৎ জগতের নানাবিষয় কার্য্যে, ছল জুয়াচুরী, ব্যভিচারে অথবা উহা হইতে বিরত থাকিয়া নৈতিক আচারে আবদ্ধ, বিশিষ্ট সামাজিক বা নৈতিকরূপে অবস্থান করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভুর—

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
কৃষ্ণ-ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে ঘুচে ভবরোগ॥"

—এই উক্তির উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া অর্থাৎ নানাভাবে বিষয়-সেবা, জাগতিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অর্জ্জনেচ্ছা লইয়া সারাদিনের ক্লান্তি ও অবসাদের পর সন্ধ্যাকালে থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখিয়া ক্লান্তি অপনোদন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করার ন্যায় যদি ধর্ম্মের নাম করিয়া এবং ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইয়া ও নামাপরাধকেই 'নাম' বলিয়া চালাইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ ও তৎসঙ্গে একাধারে ধার্ম্মিক ও প্রেমিক প্রতিষ্ঠাটী পাওয়া যায়, তাহা হইলে এমন সুযোগ কে ছাড়ে? এইরূপ কপটতা বা কুটি-নাটী হইতেই আজকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের নাম করিয়া সম্মিলন গৃহ প্রভৃতি রচিত হইয়াছে ও হইবার চেষ্টা চলিতেছে।

আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য শিক্ষিত বঙ্গদেশীয় মনীষী তাঁহাদের মনোধর্ম্মের নানাবিধ আকাশকুসুম-সদৃশ স্বপ্নময় চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইয়া এবং উহাকেই 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণা' মনে করিয়া বিদেশীয় পোষাকী ধর্ম্ম-মন্দিরের অনুকরণে কোন কোন নগরীতে শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের মন্দির ও প্রঙ্গল্পের উদ্দেশে সম্মিলনের স্থান খুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এই সকল মনীষিগণ আরও ভাবিয়াছেন যে, ইহাতে সর্ব্ব ধর্ম্মের লোক তাহাদের স্ব-স্ব অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়াও কোন একটী অবসর সময়ে আসিয়া নামাপরাধ-কীর্ত্তনে যোগদান দিয়া পিত্তবৃদ্ধি, নাচা কোঁদা ও পিত্তবৃদ্ধিকার্য্য এবং ইন্দ্রিয় তর্পণ ত' আজকাল প্রাকৃত সহজিয়াগণের প্রতি ঘরে ঘরেই চলিতেছে এবং দশায় পড়া ও পিত্তবৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা শরীর উত্তেজিত করার দরুণ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তি, গাঁজা, ধূম্রপান প্রভৃতির কলিস্থান পঙ্কের প্রাবল্য মহানগরীগুলিতে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐ সকল কলিস্থানগুলি পৃথক্ পৃথক্ গৃহে থাকিলেই ত' সমাজের বিশেষ ক্ষতিকর হইত না। এক জায়গায় আড্ডা বাঁধিয়া ঐরূপ চেষ্টা করার সার্থকতা কি?

দ্বিতীয়তঃ আমরা শ্রীগৌরভক্তগণের আচরণে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা যে মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মকে এক সঙ্গে সমন্বয় করিতে যান নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে কিছু যবন রাখিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনে অধিকার দেন নাই। যবনত্ব ঘুচাইয়াই অর্থাৎ স্বরূপ তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াই তাঁহাকে শ্রীহরিনামের আচার্য্যরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি হরিদাসকে এরূপ বলেন নাই যে,—তুমি তোমার জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ধর্ম্ম লইয়া থাক ও তৎসঙ্গে সঙ্গে কিছু সময় তোমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য হরিনাম করিও। পরন্তু তিনি শ্রীহরিদাসকে প্রকৃত পক্ষে হরিদাস বা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন-পর একনিষ্ঠ কৃষ্ণদাসের আদর্শরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আবার হরিদাসের আচরণে আমরা কি দেখিতে পাই? ঠাকুর হরিদাস বারবনিতার স্বধর্ম্ম ব্যভিচার বা 'বেশ্যাবৃত্তি রাখিয়া' বেশ্যাকে হরিনাম সংকীর্ত্তনে অধিকার দেন নাই। হরিদাসের ন্যায় মহাভাগবতের দর্শন ও নমস্কারাদি রূপ সেবাদ্বারা বৈষ্ণবাপরাধশূন্য পাপীয়সী বেশ্যার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হইয়াছিল এবং তাহার উপর আবার হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় শুদ্ধ মহাভাগবতের শ্রীমুখে

অপরাধশূন্য শুদ্ধনাম শ্রবণ করাতে ঐ বেশ্যার নির্ব্বেদ ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সেই বেশ্যা তাহার পূর্ব্ববৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুর হরিদাসের চরণে আত্মনিবেদন করায় এবং সর্ব্বতোভাবে অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিচিত্তে হরিনাম গ্রহণ করায় তাঁহার মঙ্গলোদয় হইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের মঙ্গলের অন্তরূপ। আমরা মনে করি, আমরা পূর্ণ-মাত্রায় অসৎসঙ্গ ও বিষয় সেবা করিব, যে-সকল বিষয়ী ব্যক্তি 'গুরু' বলিয়া পরিচিত সেই সকল গুরুব্রুবকে গুরুব্রুবরূপে গ্রহণ করিয়া যাহাতে বিষয় ও অসৎসঙ্গ হইতে ছুটী না পাওয়া যায়, তজ্জন্য চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার অসৎসঙ্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া রাখিব, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ করিব, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিব এবং অপরাধময় ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়-দ্বারা হরিনামের ভান দেখাইয়া লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করিয়া অবৈষ্ণবো-পদিষ্ট মন্ত্র জপ করিতে করিতে নরকপথের পথিক হইব!

পৃথিবীর—পৃথিবীর কেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত চেতন আছে সকলেই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের অধিকারী। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম শুধু কোন দেশবিশেষে বা জাতিবিশেষে আবদ্ধ নহে। কিন্তু ইহাতে তৎসঙ্গে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, শ্রীচৈতন্যে অচৈতন্য—নাই, আলোতে অন্ধকার নাই, প্রেমে প্রাকৃত কাম নাই। অচেতনত্ব রাখিয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না। অচেতনত্ব ত্যাগ করিলে অর্থাৎ চেতনতা বা দিব্যজ্ঞানদাতা চৈতন্য-সেবা-রত সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় ও সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত 'শ্রীনাম'-কীর্ত্তনে অধিকার জন্মে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু সমস্বরে বলিয়াছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো-ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ। (ভাঃ ১১।২৬।২৬)
অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেব "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সংবিদঃ"—এই শ্লোকে নিষ্কিঞ্চন সাধুজনের মুখোদ্গীর্ণা বীর্য্যবতী হরিকথা-সেবনকেই শ্রদ্ধা রতি উদয়ের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অসতের সমাজে, অন্য-

ভিলাষী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ত্যাসী, যোগিসম্প্রদায়ে যে-সকল মিছা হরিকীর্ত্তনের বাহ্যাকার ও বাহ্যাড়ম্বর দৃষ্ট হয় তাহা দ্বারা শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। শ্রীগৌর-ভক্তগণের আচরণ ও শাস্ত্রে এই বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। উদার-ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারী ও অন্যাভিলাষিগণ মহাবদান্য গৌরসুন্দর ও গৌরভক্তগণের এই অসৎসঙ্গ গর্হণ ও সৎসঙ্গনিষ্ঠা ও সৎসঙ্গে শ্রীহরিতোষণকে অনুদারতা বলিয়া দোষারোপ করিতে পারেন, কিন্তু ইহাই পরদুঃখদুঃখী ঐ-সকল মহাত্মাগণের পরম কৃপা ও উদারতা। বালক যেরূপ পিতার শাসনকে অথবা বিকারগ্রস্ত রোগী যেরূপ সদ্বৈদ্যের উপদেশকে অনুদারতা মনে করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ইহাও অন্যাভিলাষিগণের বাক্‌চাপল্য ও বিকার প্রলাপ মাত্র।

শ্রীগৌরভক্তগণ জগতে যত মনোধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকত্ব ও অসাধুর মনোভাবী সাধুত্ব পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অচেতনের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া চেতনের বৃত্তি-দ্বারা পরিপূর্ণ চেতনবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের সেবা করিবার জন্য জগতে সর্ব্বজীবকে আহ্বান করিয়াছেন—

হে সাধবঃ, সকলমেব বিহায় দূরাৎ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রসঙ্গে

গৌরাঙ্গ এসেছেন যে-মে গোলোক হ'তে।
উদ্ধারিয়া জীবে সুখসাগরে ভাসাতে॥
এক ফাল্গুনী পূর্ণ শশী তিথিতে,
বৎসর গণনায় চতুর্দ্দশশত-সপ্ত শকেতে;
নবদ্বীপ ধামে নদীয়া-নগর মায়াপুরে,
হয়েছিলেন উদয় জগন্নাথ মিশ্র ঘরে॥
লালিত হ'য়েছিলেন শচীমাতার কোলে,
স্তন্যপান ক'রেছিলেন শিশুকালে;

শৈশবে কাটায়েছেন কাল হাসিতে খেলাতে,
কাটায়েছেন কাল বাল্যে অতীব চঞ্চলাতে ;
কৈশোরে সাথীসনে সুরধুনী-জলে,
ক'রেছেন স্নান, সন্তরণ অতি অবহেলে ;
শুষ্ক বসন দিয়াছেন ভিজায়ে নীরে,
রেখেছিল যাহা স্নানার্থীরা গঙ্গাতীরে ;
যৌবনে কীর্ত্তনধারা বরষিয়াছেন পথে গাহিয়ে,
সবারে আনন্দমুখরসাগরে ভাসায়ে ;
যারা ছিল দূরে দাঁড়ায়ে তীরে,
ভাসায়েছে বক্ষ আনন্দে নয়ন-নীরে ;
তারা কেহ যায় নাই ফিরে,
শূন্য হৃদয়ে নিজ নিজ ঘরে ;
জগাই মাধাইকে আপন মহিমায় করুণাতে,
দিয়াছেন বাধা বিপথে নামিয়া যেতে ;
দাম্ভিক পণ্ডিতে দিয়া দিব্যজ্ঞান,
দম্ভ করেছেন চূর্ণ তাদের হতমানে ;
ক্ষমা ক'রেছেন তাদের সব অপরাধ,
অপরাধীজনের যত মনের বিষাদ ;
বলিতে ভাষা নাহি জুয়ায় আমার,
করুণা-গাথা হৃদয়-ভাব তোমার ;
লহ প্রভু, মোর অসংখ্য নমস্কার ।
দীন মাগে চরণে আশ্রয় তোমার ॥

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতা—৫৩

সেবাবিচার ও সাম্যবাদ

কর্ম্মকাণ্ডীর বিশ্বে 'সাম্যবাদ' কথাটীর সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্যবাদ জড়-সুবিধাবাদের অনিষ্ট সামগ্রীবিশেষ। বিভুচৈতন্যের নিখিল-সুখতাৎপর্য্যকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যে চেতনপরা বৃত্তির স্বাভাবিকী গতির উল্লাস, তাহাই 'সেবা'। জড়ব্যষ্টি বা সমষ্টি-জগতের সুখ-সুবিধাকে কেন্দ্র করিয়া যে যুক্তি বা নীতির উদয় হয়, তাহাই 'সাম্যবাদ'।

সাম্যবাদের প্রস্তাব এই,—সকলকেই সমানচক্ষে দেখিতে হইবে। কাহারও প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা কাহারও অধিকতর অভ্যুদয় সহ্য করা হইবে না। কারণ, উহা সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্নকর। সাম্যবাদের প্রস্তাবকারিগণ বলেন, একজনকে কেন ভাল খাইতে দেওয়া হইবে, আর একজন কেন খারাপ খাইবেন? একজন কেন শ্রমিক, আর একজন কেন ধনিক হইবেন? একজন কেন দাস, আর একজন কেন প্রভু হইবেন?

সাম্যবাদী যাহাই প্রস্তাব করুন না কেন এবং তাহা ভোগময় জগতের লোকের চক্ষে আপাততঃ যতই যুক্তিযুক্ত ও নীতিপুষ্ট বলিয়া প্রতীত হউক না কেন, এই কর্ম্মময় জগতের ধর্ম্মই এই, অথবা কর্ম্মের ধর্ম্মই এই, এখানে উচ্চ নীচস্তরের অধিষ্ঠান থাকিবেই। এখানে একজন মনোরম পরিচ্ছদে বিভূষিত এবং বর্ষা ও আতপ-তাপ হইতে সংরক্ষিত হইয়া নর-যানে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, আর এক বেচারা—যদিও উক্ত আরোহীর ন্যায়ই দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, তথাপি তাহাকে রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, নগ্নপদে, জীর্ণবসনে বিলাসী আরোহীর বোঝা টানিতে হইতেছে। এই কর্ম্মময় জগতে ধাত্রীর লালা-পালা-স্নেহময় বালক ভূমধ্যগত অসহ্য দুর্গন্ধ ক্লেদপরিপূর্ণ পয়ঃপ্রণালীতে জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, আর ঐরূপই সমস্নেহনিদান ও সমবয়স্ক সন্তানগণের পিতা ভাগ্যক্রমে কতকগুলি অর্থের অধিপতি হওয়ায় দ্বি-ত্রিতল প্রাসাদের সুরম্য গৃহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ঐ মেথর-বালকের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিবার জন্য মহা-আরামে মল-মূত্রাদি উৎসর্গ করিতেছে। ইহারই নাম 'কর্ম্মরাজ্য'। কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে কতকগুলি আরোহী কিছুক্ষণের জন্য উপরের দিকে থাকে, আর কতকগুলি কিছুক্ষণের জন্য নিম্ন-দিকে যায়। আবার দোলা ঘুরিয়া নীচের দিকের আরোহীদিগকে উপরে

উঠায়, উপরের আরোহীদিগকে নীচের দিকে নামায়। যে-মুহূর্ত্তে আমরা যাহাদিগকে উপরের দিকে দেখি সেই মুহূর্ত্তটুকুর জন্য তাহাদিগকে 'উচ্চ' 'বড়', 'ভাগ্যবান্', 'পুণ্যবান' প্রভৃতি বলি, আবার যে-মুহূর্ত্তে যাহাদিগকে নিম্নদিকে দেখি, সেই মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদিগকে 'নীচ', 'ছোট', 'দুর্ভাগা', 'পাপী' প্রভৃতি বলিয়া থাকি। যিনি যতই প্রস্তাব করুন না কেন, এই কর্ম্ম-দোলার আরোহীর কতকগুলি লোক এক সময়ে উর্দ্ধদিকে এবং কতকগুলি নিম্নদিকে থাকিবেই থাকিবে।

কর্ম্মরাজ্যের এইরূপ উচ্চাবচ ভাব দেখিয়া কর্ম্মফলদাতা বিষ্ণুর শক্তি অপেক্ষা—স্ব-স্ব-অস্তিত্বের মূল পুরুষ বিষ্ণুর বল অপেক্ষা যাঁহারা তাৎকালিক প্রত্যক্ষলব্ধ দৈহিক বলকেই অধিকতর বিবেচনা করেন, সেই সম্প্রদায় 'সাম্যবাদ' নামে একপ্রকার ভোগময় মতবাদের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্যজগতের প্রায় সর্ব্বস্থানেই ন্যূনাধিক বিভিন্ন আকার-প্রকারে এই মতবাদের আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে।

এই সাম্যবাদি-সম্প্রদায়ের প্রস্তাবিত সৌধ বিষ্ণুর অস্তিত্ব অস্বীকাররূপ সিকতাস্তূপের উপর কল্পিত হইয়াছে। বিষ্ণুর নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছা এবং কর্ম্ম-ফলের প্রযোজক-কর্ত্তা বিষ্ণুর ব্যবস্থাকে বলযুদ্ধের দ্বারা বিপর্য্যস্ত করিবার বুদ্ধি হইতে এইরূপ সাম্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি আধ্যক্ষিক সাম্যবাদী যেখানে প্রযোজক-কর্ত্তা বিষ্ণুর ব্যবস্থায় পক্ষপাত-দোষ দর্শন করিয়া বিষ্ণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত এবং তাহার প্রতিশোধ-গ্রহণ-কল্পে সাম্যবাদের প্রস্তাব লইয়া আবির্ভূত, সেই স্থানে সেবার বিচারকগণ,—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত
যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

—শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে সত্ত্বস্থ বিষ্ণুর—স্বরাট্ কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা-কামাগ্নির ইন্ধনরূপে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত বলিয়াই কর্ম্মের উচ্চাবচ-বিচার-রূপ বৈষম্য-ভাব হইতে মুক্তি তাঁহাদের করতলগত। তাঁহারাই প্রকৃত সাম্যবাদের ভূমিকায় আরোহণ করিয়া পরা শান্তির অধিকারী। তাঁহাদের পরা শান্তি জড়সাম্যবাদের প্রস্তাবিত সাম্য বা শান্তির আকাশকুসুম মাত্র নহে।

জগতে সাম্যবাদ সম্ভব নহে, জড়ের ধর্ম্মে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। চেতনের ধর্ম্মে তাহা নাই। চেতন-রাজ্যে জড়ের হেয়তা নাই, কিন্তু তথায় কেবল জড়-বৈষম্যনিষেধক সাম্যভাব ব্যতীত নিত্য সেবাবিচিত্রতা ও সেবা-তারতম্য আছে। চেতনরাজ্যের উপাদেয় ও অখণ্ড বাস্তবতার প্রতিফলনই জড়রাজ্যে হেয় ও খণ্ডভাবে লক্ষিত হয়। সেবালতা বিরজার ত্রিগুণ-সাম্যভাব —ব্রহ্ম-লোকান্তর্গত নির্ব্বিশেষভাব অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে ও বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধ গোলোকে স্বরাটের স্বতন্ত্রেচ্ছাময় পক্ষপাতিত্বের রাজ্য আবিষ্কার করে। জড়-সাম্যবাদী কোন দিন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না।

বিষ্ণুর অস্তিত্ব অস্বীকারে যে সাম্যবাদের ভূমিকাপত্তন হইয়াছে, সেই সাম্যবাদ উহার অধিকার-বহির্ভূত সেবারাজ্যে কখনও কখনও হস্তপ্রসারণের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। সকলেরই সমাবস্থা হইবে, একজনকে কেন উৎকৃষ্ট আসন, উৎকৃষ্ট বসন, উৎকৃষ্ট ভোজন প্রদান করা হইবে, আর একজন কেনই বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন; সকলেরই সমান অধিকার, সকল জিনিষই সমষ্টির মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দাও—এই জাগতিক নীতি ধর্ম্মরাজ্যেও প্রবর্ত্তিত করিবার যত্ন সাম্যবাদী অদৈবগণের দ্বারা ন্যূনাধিক সকল যুগেই সাধিত হইয়াছে।

ভগবান ভক্তের পক্ষপাতিত্ব করিবেন কেন? যিনি পক্ষপাতিত্ব করেন, তাঁহাকে 'ভগবান্' বলা যাইবে কেন? ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-বিচার থাকিবে কেন? আমরা তাঁহাকেই আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের কারখানায় 'ভগবান্' বলিয়া গড়িয়া তুলিব—যিনি সাম্যবাদের সমর্থক হইবেন—যিনি ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—সকলই সমান বলিবেন—যিনি ভক্ত ও কর্ম্মীকে সমচক্ষে দেখিবেন।

সাম্যবাদী ধর্ম্মরাজ্যে হস্তপ্রসারণের ধৃষ্টতা দেখাইয়া জীবের প্রাপ্য-স্থান-সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভোগময় মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য, (কর্ম্মফলদাতা) বিষ্ণু, স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে যিনি যাঁহারই ভজন করুন না কেন, সকলেই একস্থানে যাইবেন। সাম্যবাদের বলসেবীয় বিচারে সমতা প্রাপ্ত করাইতে হইলে কল্পিত শক্তি, শিব, গণেশ, সূর্য্য, কল্পিত বিষ্ণু—সকলকেই চরমে চূরমার করিয়া না ভাঙ্গিলে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং বিকৃত সাম্যবাদের অবশ্যম্ভাবী বিপদ—নির্ব্বিশেষবাদ; অথবা নির্ব্বিশেষবাদেই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা।

সাম্যবাদী এইরূপ সাম্যবাদ-ধর্ম্মের ধ্বজা প্রদর্শন করিয়া অনেক সময় শাস্ত্রের যথার্থ সিদ্ধান্তকে বিকৃত করিয়া থাকেন। সাম্যবাদী,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

—শ্লোকে কৃষ্ণের স্বতন্ত্র-পুরুষোত্তমত্ব না দেখিয়া সাম্যবাদের আদর্শ দেখিতে পান। সাম্যবাদী বলেন,—যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অন্য দেবতার ভজন করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণেরই ভজন করেন, সুতরাং অন্যান্য দেবতার ভজন এবং কৃষ্ণের ভজন—সমান। তাঁহারা 'অবিধি' কথাটী ছাড়িয়া দেন; কারণ সাম্যবাদীর বিচারে "বিধি', 'অবিধি'—সবই সমান। 'অবিধিপূর্ব্বক' কথাটী দ্বারা যে কৃষ্ণেরই স্বতন্ত্র পুরুষোত্তমত্ব প্রমাণিত হইতেছে, কৃষ্ণ-ব্যতীত যে অপর দেবতার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই এবং স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ভজনই যে একমাত্র বিধিপূর্ব্বক ভজন,—ইহা সাম্যবাদী বুঝিতে পারেন না।

সাম্যবাদী অনেক সময় বলেন, যখন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

অর্থাৎ যাঁহারা দেবব্রত, তাঁহারা দেবলোক, যাঁহারা পিতৃপূজক, তাঁহারা পিতৃলোক, যাঁহারা ভূতপূজক, তাঁহারা ভূতলোক, আর যাঁহারা ভগবৎসেবক, তাঁহারা ভগবল্লোক লাভ করেন, তখন সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট প্রাপ্ত হওয়ায় সকলেই সমভাবে সুখী। সুতরাং সকল পূজাই সমান। জীবপূজা (?) ও পরমেশ্বর-পূজা, উভয়ই—সমান।

সাম্যবাদী,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বলেন, যিনি ভগবান্‌কে যে ভাবেই উপাসনা করুন না কেন, ভগবান্ সমান ফলই দেন। যত মত, তত পথ। প্রাপ্য স্থান সকলেরই এক।

সাম্যবাদীর এইরূপ ভ্রান্ত বিচার ও বিকৃত ব্যাখ্যা তাহাকে সাম্যবাদের অবশ্যম্ভাবী বিপদ নির্ব্বিশেষ-প্রহেলিকায় পাতিত করে। কিন্তু সেবার বিচারে ঐ সকল শ্লোকের যথার্থ ব্যাখ্যা নিরূপিত হইলে সাম্যবাদ সম্পূর্ণভাবে বিপর্য্যস্ত হয়। ভগবান্ "যান্তি দেবব্রতা" শ্লোকে দেবপূজক, পিতৃপূজক ও ভূতপূজকগণের সহিত নিজ-সেবকগণের প্রাপ্য লোকের অসাম্য বা বৈষম্যই

প্রদর্শন করিয়াছেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকেও ভগবান্ আধাক্ষিকের সাম্যবাদ নিরাস করিয়াছেন। যিনি যেরূপভাবে ভগবানে প্রপন্ন হন, ভগবান্ সেইরূপভাবেই প্রপন্নব্যক্তিকে ফল প্রদান করেন। যিনি ভোগের জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে তাঁহার ভোগ-প্রদাত্রী জড়শক্তির দ্বারা জড়ভোগ প্রদান করেন, যিনি আত্মবিনাশের জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে নির্ব্বিশেষপ্রাপ্তিরূপ আত্মবিনাশ প্রদান করেন, আর যিনি তাঁহার সেবার জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে সেবাসুখ প্রদান করেন। ন্যায়পরায়ণ বিচারক চৌর্য্যাপরাধীকে যেরূপ ফল প্রদান করেন, সাধুকে সেরূপভাবে ফল প্রদান করেন না। সাম্যবাদীর বিচারে 'চোর' ও 'সাধু', 'ধার্ম্মিক' ও 'অধার্ম্মিক', 'কর্ম্মী' ও 'ভক্ত'—সকলেই সমান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহারা ধর্ম্মের ধ্বজা হস্তে লইয়া নাস্তিকতার নির্ব্বিশেষ-সাগরে আত্মহত্যা করেন।

আধুনিক তথা-কথিত সমন্বয়বাদ একটা প্রবাহ-বিশেষ। আধুনিক তথা-কথিত সমন্বয়বাদী মুখে যতই 'সমন্বয়' 'সমন্বয়' বলিয়া চীৎকার করুন না কেন, এদিকে তাঁহারা তাঁহাদের কল্পিত ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর (!), তাঁহাদের মতকে সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও উদার, সেই মত প্রচারকারীকে সকল অবতারের সেরা-অবতার (!!), প্রভৃতি বলিয়া অবৈধ গোঁড়ামীর এভারেষ্টে আরোহণের যে দুঃসাহসিকতা দেখাইতেছেন, তাহা সাম্যবাদের ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় প্রতারিত-নেত্র আ-নখ-কেশাগ্র বিষ্ণুবিরোধী দুনিয়ার লোক বুঝিতে পারে না।

সাম্যবাদী নাস্তিকতার নীতিপুষ্ট মাৎসর্য্য-দাবদগ্ধ হৃদয়ে বিচার করেন, কেন বৈষ্ণব বা গুরু 'প্রভু' হইবেন, আর আমরা তাঁহাদের 'দাস' হইতে যাইব? একজনকে বা এক সম্প্রদায়কে কেন উচ্চ আসন দেওয়া হইবে, আর একজন বা এক সম্প্রদায় কেনই বা নিম্ন আসনে আসীন থাকিবেন? জাগতিক নীতি-পরিপুষ্ট বিচারে সাম্যবাদিগণ সেবকসম্প্রদায়ের এইরূপ বৈষম্যবাদকে প্রাচীন রোমের পেট্রেসিয়ান্ ও প্লিবিয়ান্গণের অত্যাচারের ন্যায় বিচার বা 'অটোক্রেসি'র স্বেচ্ছাচারিতা মনে করিয়া 'ডেমোক্রেটিক্' বা সংখ্যাধিক্যের বিচারকেই সমীচীন মনে করেন। কেহ কেহ আবার ধর্ম্মধ্বজী সাজিয়া বলেন, সকলেই যখন ভগবানের সন্তান, অভক্তও সেইরূপই সন্তান, সুতরাং ভক্ত-সম্প্রদায় 'প্রভু' হইবেন, আর অভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাদের অধীন হইবেন—ইহা কিরূপ বিচার? কৃষ্ণকে একমাত্র প্রভু স্বীকার-পূর্ব্বক বাদবাকী

সকলেই কৃষ্ণের দাস —এই নিত্য-স্বরূপ-সিদ্ধ বিচারের আবাহন করা সাম্যবাদীর মতে অযৌক্তিক ও অন্যায় হওয়ায় তাঁহারা সকলেই 'ব্রহ্ম' মনে করিয়া সাম্যবাদের নীতিপুষ্ট বিচারে প্রবিষ্ট হওয়াই সমীচীন বোধ করেন।

সাম্যবাদী মনে করেন,—ঈশ্বরও ত' কম তোষামদপ্রিয় নন্। যাঁহারা অধিক 'ধামাধরা', তাঁহাদের জন্য তিনি নীতি-লঙ্ঘন করেন—'দিনকে রাত করেন'; এইরূপ তোষামদপ্রিয় ব্যক্তিকে কেন পরমেশ্বর বলিব? এইরূপ বিচার করিয়া সাম্যবাদী পরমেশ্বরকে একেবারে 'নাকচ' করিয়া দেন, 'কৃষ্ণ-ভক্তের আনুগত্য' কথাটীকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, কখনও কপটতা করিয়া মুখে না হাসিলেও আন্তরিক অস্বীকার করেন, কৃষ্ণভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত অনাবশ্যক মনে করেন, কখনও বা সাম্যবাদি-মতের কৃষ্টি-সাধক কর্ম্মবাদকেই ভক্তি-ভানের অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে ভ্রমণ করেন। সাম্যবাদের জন্ম—নাস্তিকতায়, স্থিতি—নাস্তিকতায় ও ভঙ্গ—নাস্তিকতায়। জড়-সুবিধাবাদ বা ভোগবাদরূপ নাস্তিকতা হইতে সাম্যবাদের জন্ম; সত্ত্বতনু বিষ্ণুর নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা, বিষ্ণুভক্তগণের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা অস্বীকার-রূপ নাস্তিকতায়—সাম্যবাদের সাময়িক স্থিতি; আর নির্ব্বিশেষবাদে—সাম্যবাদের লয়।

প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়েও সাম্যবাদের ন্যূনাধিক আদর লক্ষিত হয়। আচার্য্যের পৃথক্ আসন—আচার্য্যের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—আচার্য্যের অভিনন্দন—আচার্য্য-পূজা প্রভৃতি দর্শন প্রাকৃত-সাহজিকগণ মাৎসর্য্য-দাবদগ্ধহৃদয় হইয়া সাম্যবাদের নীতি উদ্ধার করেন। এইরূপ প্রকৃতির কোন প্রাকৃত-সহজিয়া একবার সমাজে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সাম্যবাদ-উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাপ্রভুতে প্রীতির গাঢ়তার পরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার স্ত্রীর জন্য যতটা বুকভরা প্রীতি, মহাপ্রভুর জন্য সেইরূপই প্রীতি, আমার স্ত্রীর জন্য যতটা চোখে জল আসে, মহাপ্রভুর জন্যও ততটাই চোখের জল ঝরে।" স্ত্রী ও মহাপ্রভুতে এইরূপ সাম্যভাবের আদর্শ প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ে অভিনন্দিত হইলেও উহাকে 'মহাপ্রভুর প্রীতি' বলিবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত গৌরভক্তগণ কামোচ্ছ্বাসই বলিবেন। প্রাকৃত-সহজিয়ার ঐ সাম্যবাদে ভক্তির লেশ ত' নাই-ই, কেবল তাহাতে কামাচারেরই পরিচয় পূর্ণ-মাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। (ক্রমশঃ)

মোহনিদ্রাভিভূত জীবের ভাবনা

যখন আমরা গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় বহির্ম্মুখতার স্রোতমধ্যে সংসার-সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ-ভঙ্গে নানাবিধ উত্থান ও পতনের বিচিত্রতার মধ্য দিয়া আমাদের কর্ণধার-বিহীন জীবনতরণীখানিকে ভাসাইয়া দেই, যখন আমরা বঞ্চনাপর ছায়াছবিকে—অধ্রুব, চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল অবাস্তব-বস্তুকে—'ধ্রুব-নক্ষত্র' মনে করিয়া পথহারা ভ্রান্ত পথিকের মত বিভীষিকাময়ী তামসী যামিনীতে কণ্টকাকীর্ণ সংসারাবর্ত্তের মধ্য দিয়া চলিতে থাকি, যখন আমরা নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, চিন্তা, গবেষণা, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, স্বাধ্যায়, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বস্তুকে সম্বল করিয়া ও ঐসকল বস্তুতে নিজকে সু-প্রতিষ্ঠিত মনে করিয়া দম্ভভরে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-ধৃষ্টা-কামিনীর বাহুল্যতায় আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি, যখন আমরা কর্ম্মবীরত্ব, ধর্ম্মবীরত্ব দেশ-হিতৈষিতা, ফল্গু ত্যাগ, কৃত্রিম তিতিক্ষা প্রভৃতির ছলগর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হইয়া প্রমত্ত হই এবং নিজদিগকে পরম-সুবিবেচক মনে করিয়া শ্রৌতবাণীর নির্ম্মলা প্রভাকে উপাধিরহিত সেবোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তে ধারণ করিতে বিরত হইয়া অন্যাভিলাষ-যুক্ত সোপাধিক মলিন মনে স্বরূপ বস্তুর ছায়াকেই বাস্তব বস্তু ভ্রমে গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত হই, যখন আমরা ভ্রম, প্রমাদ, করণা-পাটব, বিপ্রলিপ্সা দোষদুষ্ট মনুষ্যনির্ব্বাচিত ও নির্দ্দিষ্ট পুরুষগণকে 'মহাপুরুষ' মনে করিয়া অন্যায় গোঁড়ামি বা উচ্ছৃঙ্খলতাকেই উদারতা মনে করি, তখন আমাদের সাধুশাস্ত্রের শ্রৌতবাণী ভাবিবার অবসর হয় না। আমরা নিজদিগকে যতই কেন না 'ভাবুক', 'চিন্তাশীল', 'বুদ্ধিমান', 'জ্ঞানবান্', 'প্রাজ্ঞ', 'সুবিবেচক', 'বিবেক', 'ধর্ম্মপরায়ণ', 'সত্তাপিপাসু', মনে করি না কেন আমাদের 'গোড়ায় গলদের' কথা আমরা প্রমত্ত—উন্মত্ত—ক্ষিপ্ত, কিন্তু কেন বা কাহার জন্য আমাদের এইরূপ প্রমত্ততা, উন্মত্ততা, ক্ষিপ্ততা তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার আমাদের অবসর হয়? আমরা মনে করি, 'আমরা ভাবি', 'আমরা চিন্তা করি', 'আমরা গবেষণা-করি', কিন্তু আমাদের ঐ চিন্তা, ঐ ভাবুকতাও যে, একটা রোগলক্ষণ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অসুস্থব্যক্তি, উন্মত্তব্যক্তি যাহা ভাবেন, যাহা স্থির-সিদ্ধান্ত বলিয়া চিন্তা করেন, যাহাকে তাঁহার গবেষণার ফল বলিয়া মনে করেন, তাহাও যে তাঁহার পরিবর্ত্তনশীল মনেরই ধর্ম্ম—তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। আমাদের অবস্থাও তাই। আমরা

আজ যাহাকে ভাল মনে করি, কাল তাহাকে মন্দ বলি, আজ যাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বা 'মহাত্মা' বলি, কাল তাঁহাকেই আবার আমা অপেক্ষাও নির্ব্বোধ বলিয়া সাব্যস্ত করি। ইহাই মনোধর্ম্মের স্বভাব। বর্ত্তমান মনোধর্ম্মী জগতের ব্যক্তিগণ এই সকল কথা বুঝিতে না পারিলেও আমরা শ্রৌতবাণী মধ্যে এই সকল কথা শুনিতে পাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহারাজকে একদিন মনোধর্ম্মের পরিবর্ত্তনশীলতা ও আত্মধর্ম্মের নিত্যত্ব বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১১।২৮।৪)—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥

প্রায় পঞ্চশতাব্দি পূর্ব্বে একদিন বাঙ্গালীর ঠাকুর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্‌গুরু বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগতকে সেই শ্রৌতবাণী শিক্ষা দিয়াছিলেন—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)।

আধুনিক বিশ্বে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ পরমারাধ্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে জগতে দুই প্রকার প্রতীতিবিশিষ্ট লোকের কথা বলিয়াছেন—(১) অবিদ্বৎ প্রতীতিযুক্ত ও (২) বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত। অবিদ্বৎপ্রতিতীযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায়ই অদূরদর্শী, তন্মধ্যে কেহ কিঞ্চিদ্দূরদর্শী। কিন্তু বিদ্বৎপ্রতীতিসম্পন্ন ব্যক্তি সুদূরদর্শী। অবিদ্বৎপ্রতিতী-সম্পন্ন ব্যক্তি বর্ত্তমানে সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগ-সুবিধাকে বহুমানন করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে বিরত হইয়াও ভবিষ্যতে অধিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কল্পনায় নিজদিগকে পোষণ করিতে যত্নবান হইয়া জগতে নিকট মহাত্মা, মহাপুরুষ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য উদ্যোগী হন। ইহাদের ধারণা পরিবর্ত্তনশীল সমাজ বা দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য বিমোচন করাই মানবজীবনের মহান্ উদ্দেশ্য। জগতে সবল হইয়া বাস করা, স্বাবলম্বী হওয়া, অপরের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য লাভ করা, স্বচ্ছন্দে, সুস্থশরীরে, মনের স্ফূর্ত্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, "আমি স্বাধীনদেশের লোক, আমার দেশে মানবের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সকল দেশ আমার দেশের নিকট ঋণী," ইত্যাদি গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া

জগতে বাস করাই মানব-জীবনের পরাশান্তি। এইরূপ সুখস্বপ্ন—এইরূপ আকাশকুসুম কল্পনা, মোহনিদ্রাগ্রস্ত--মায়াতন্দ্রাগ্রস্ত আমাদের অনেককেই অভিভূত করিয়াছে—এতদূর অভিভূত করিয়াছে যে, আমরা 'স্বপ্নকে' বাস্তবসত্য মনে করিয়া, 'আকাশকুসুমকে' পরম সত্য জ্ঞান করিয়া আল্-স্কারের ন্যায় তন্দ্রা মধ্যে এক মিনিটেই একজন সামান্য বণিক হইতে ক্রোড়পতি শেঠ হইয়া পড়িতেছি। আবার অতিগর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হইয়া আমাদের নগণ্য ভঙ্গুর বাণিজ্যোপকরণগুলিকে তন্দ্রার ঘোরে এক পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি! ভঙ্গুর কাঁচ পাত্রগুলি আমারই পদাঘাতে আহত হইয়া যখন উহাদের অন্তিমদশার চীৎকার আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করায়, তখন কিছুকালের জন্য আমার মোহতন্দ্রাটী ভাঙ্গিলেও, নিদ্রার আবেশ আমাকে তখনও পরিত্যাগ করে না। আমি অবশেষে পুনরায় তন্দ্রা-দেবীর বাহু-লতায় আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি। তাই মহামায়া আমাকে সত্যকথা শুনিবার বা ভাবিবার অবসর দেন না।

বর্ত্তমান সময়ে এটী একটী বিশেষ ভাবিবার কথা। আমাদের পরিচালকগণ আমাদিগকে এই সকল কথা ভাবিবার অবসর দেন না। তাঁহারা বলেন, 'সর্ব্বাগ্রে অভাব অসুবিধা বিদূরিত কর। পরে ধর্ম্ম করিও। কেহ বা বলেন, জগতের অভাব অসুবিধা দূর করা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের ধারণা চিত্ত-দৌর্ব্বল্য বা দুর্ব্বল-সম্প্রদায়বিশেষের গোঁড়ামী।

মোহনিদ্রাকামিনীর বাহু-লতাশ্রিত জীবের এইরূপ উক্তি কিছু অস্বাভাবিক নহে। শ্রীগীতোপনিষদ্ জীবের এইরূপ চিত্তবৃত্তির একটী চিত্র অতি সুন্দর শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (গীঃ ২।৬৯)—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

সর্ব্বভূতের চিত্তবৃত্তি একদিকে প্রধাবিত আর সমস্ত জীবের চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধে একটী সংযমী অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির চিত্তবৃত্তির অন্য দিকে উন্মুখী। জগতের নিখিল প্রাণীর নিকট যেটী মহানিশা, ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট সেইটী জাগরণের কাল। আবার যেটী জগতের সমস্ত প্রাণীর জাগ্রদবস্থা অর্থাৎ ব্যস্ততার সময়, দিব্যসূরির তাহাতেই উদাসীনতা। আত্মপ্রবণাবুদ্ধি—জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবকুলের পক্ষে রাত্রিবিশেষ। কিন্তু

স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতেই জাগরিত থাকিয়া অধোক্ষজানন্দ অনুভব করেন। বিষয়-প্রবণাবুদ্ধিতে জড়-মুগ্ধ-জীব জাগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠবিষয় শোকমোহাদির অনুভব করেন। কিন্তু ইহা স্থিতপ্রজ্ঞ-মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ।

মোহনিদ্রাভিভূত জীব কিছুতেই এই সকল কথা ভাবিতে পারেন না। তাঁহারা ব্যবহার-রসে এতদূর প্রমত্ত যে নিজের দুর্দ্দশার কথা অপরে দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিলেও, উহা আদর করা দূরে থাকুক তাহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়েন।

বর্ত্তমান জগতের উচ্চহৃদয়, দেশহিতৈষী, সমাজনেতা, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীরগণ অকিঞ্চন গৌড়ীয়ের এই সকল কথা ভাবিবার অবসর পাইবেন কি? বহির্ম্মুখ সমাজের যেরূপ চিন্তাস্রোত চলিতেছিল ও চলিতেছে তাহাতে বাস্তব সত্য-নিষ্ঠার কথা গৌড়ীয়কে অতি সতর্কতার সহিত বলিতে হয়। কারণ গৌড়ীয়ের আদি-কবি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।"

* * * *

বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার।

* * * *

জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে।

* * * *

দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।

এবং গৌড়ীয়ের শ্রীল কবিরাজ—

"কেহ পাপ, কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
কৃষ্ণ-ভক্তি-গন্ধ নাহি যাতে খণ্ডে বিষয়-রোগ॥"

—প্রভৃতি যে-সকল পরমহিতকারিণী শৌতবাণী অমরোজ্জ্বল-স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান চিন্তাশীল আত্মসম্ভাবিত সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট আদরের সহিত গৃহীত হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে, অকিঞ্চন গৌড়ীয় বর্ত্তমান আত্মসম্ভাবিত সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট এরূপ উক্তিও শুনিতে পাইয়াছেন যে, বৈষ্ণবগণ যতক্ষণ হরিকথা-প্রচারে ব্যস্ত থাকেন, সেই সময়টী কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করিলে ত' দেশের উপকার সাধিত হয়! কেহ বা বলিয়াছেন, যতক্ষণ ভক্তিগ্রন্থরচনাদি কার্য্যে সময় নিযুক্ত সেই সময়টী চরকার সুতা কাটিলে দেশের বস্ত্রাভাব বিদূরিত হইতে পারে! কেহ বা বলিয়াছেন, শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে

চরকার পূজা করিলেই ত' ঈশ্বরপূজা হয়। কেহ বা বলিয়াছেন, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনে বা ভজনাদিতে, কিম্বা হরিকথা-প্রচারে সময় নষ্ট না করিয়া সেই সময়টী রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় ব্যয়িত হইলে ত' সত্য সত্য কাজ হয়! ঠাকুরকে নৈবেদ্য না দিয়া উহা ভোগী রোগীর ভোগে দিলেই ত' যথার্থ ঈশ্বরপূজা হয়! কেহ বা বলিয়াছেন, তুলসীতে জল প্রদান না করিয়া ঐ জলটুকু বেগুন বা কুমড়াগাছের গোড়ায় দিলেত' জলের ও সময়ের অপব্যবহার হয় না! মানুষ ঐ সকল লতাগুল্মের ফল খাইয়া বাঁচিতে পারে। অর্থাৎ নাস্তিক হইয়া বাঁচাই যেন মানব-জীবনের প্রয়োজন!

বর্ত্তমানে যে গৌড়ভূমি—যে 'ধর্ম্মক্ষেত্র' ভারতবর্ষ—যে পুণ্যভূমির বাল-বৃদ্ধবনিতার অধিকাংশ সংখ্যা এইরূপ চিন্তাস্রোতে ভাসমান্, যে দেশের বর্ত্তমান সাহিত্য সুকুমার শিশুগণে—মাতৃজাতিতে এই সকল ধারণাই বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে, যে দেশের বর্ত্তমান কর্ম্মবীর ধর্ম্মবীরগণ এই নীতিরই প্রচারক—সেই দেশ—সেই পৃথিবী—সেই "ব্যবহাররস-মত্ত জগৎ" কি সুদূরদর্শী বিদ্বৎপ্রতীতি-সম্পন্ন পুরুষগণের শ্রৌতবাণী একবার ভাবিয়া দেখিবেন!

বর্ত্তমানে ভগবান্ আমাদিগকে এই সকল কথা ভাবিবার অবসর ও সুযোগ প্রদান করিলেও আমরা আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ সুযোগটী ধরিতে পারিতেছি না। অতীত এবং বর্ত্তমান ইতিহাস আমাদিগকে প্রতি পদে পদে শিক্ষা দিয়াছে ও দিতেছে যে, বহির্ম্মুখতার চরম ভূমিকা প্রাপ্ত হইলেই জীব ভগবদ্ভজন ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্যের কল্পনা করে। বহির্ম্মুখ স্বরূপবিস্মৃত জীব কিছুতেই স্বরূপ অবস্থান করিতে চায় না। স্বরূপের কর্ত্তব্য—স্বরূপের নিত্যবৃত্তি—একমাত্র শুদ্ধভগবদ্দাস্য। স্বরূপবিস্মৃত জীব উপাধির কর্ত্তব্যগুলিকেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-জাত ধারণায় 'পরম সত্য' মনে করিয়া থাকে। হরিভজনকে কেহ কেহ একটা গৌণ কার্য্য, কেহ কেহ বা ইন্দ্রিয়তর্পণেরই একটী প্রকার-বিশেষ বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ বা তাহার প্রয়োজনীয়তা আদৌ স্বীকার করেন না। কেহ কেহ বা স্কুল-পালান-ছেলের মত ভগবৎসেবায় গা'ঢাকা দিবার জন্য 'সর্ব্বাগ্রে আহার সংস্থান, দেশ ও সমাজের উন্নতি করিয়া পরে হরিভজন করিব' এরূপ ছলনা প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলের চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন

যে, উহা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐরূপ বৃত্তি হরিবিমুখতা-জাত।

বিদ্বৎপ্রতীতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তারস্বরে ইহাই কীর্ত্তন করেন যে, সর্ব্বাগ্রে হরিভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। জগতের অভাব-অসুবিধা ত্রিতাপের অন্তর্গত ব্যাপার। জগৎ হইতে উহা কখনও কেহ কোন কালেই বিতাড়িত করিতে পারিবেন না। কেহ কোন দিন পারেন নাই —ইতিহাসে এরূপ সাক্ষ্য নাই; বরং অভাব, অসুবিধা, বিপৎপাত প্রভৃতি অবস্থাগুলি আমাদের ভগবদ্ভজনের সহায়ক।—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

—ভাঃ ১০।১৪।৮

লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবানকে এই কথা বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন যে, যিনি আপনার অনুকম্পালাভের আশায় স্বকর্ম্মের মন্দ ফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্যে ও শরীরের দ্বারা আপনাতে ভক্তি বিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব-অনর্থ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিত্য-ভগবৎসেবানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

লোক-পিতামহ আদিগুরু-ব্রহ্মা কি সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন? আমরা মানব; সকলেই ব্রহ্মার সন্তান বলিয়া পরিচয় দেই। কিন্তু পিতামহের এই উক্তি কি আমাদের ভাবিবার বিষয় নহে? সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক একদিন এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমরা কি তাঁহার অপেক্ষাও অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া নিজেকে ধারণা করিয়া এই সকল কথা ভাবিবার অবসর পাই না? শ্রৌতবাণী বলেন, আরোহবাদী, অক্ষজজ্ঞানমুগ্ধ জগৎ যে স্রোতে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় গা' ঢালিয়া দিয়াছে, সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিলে তাহার অভাব, অসুবিধা, চির-অশান্তি, ঘাত-প্রতিঘাত, পুরাণের পর নূতন বিপৎপাত আরও বাড়িয়া চলিবে। বিদ্বৎপ্রতীতি-সম্পন্ন, কৃষ্ণৈকশরণ, নিষ্কিঞ্চন মহাজনের আনুগত্যে আত্মবৃত্তি—ভক্তি-যাজনের প্রযত্ন ব্যতীত অপর চেষ্টায় আমাদের কোন দিন মঙ্গল হইবে না। ইহাই বিশেষ আত্মস্থ হইয়া পুনঃ পুনঃ ভাবিবার কথা।

প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব

নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটির শাস্ত্রযুক্তি-মূলে মীমাংসা করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়,—

১। ঔষধ-সেবন করা বিধি কি না?

২। মৎস্য প্রভৃতি জলজ প্রাণীর 'জীবাত্মা' আছে কি?

৩। "ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ", তবে পথ্যার্থে অমেধ্য-সেবন করা যাইতে পারে কি না?

নিবেদক—

শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষাল

উত্তর—১। পারমার্থিকগণ হরিসেবার অনুকূল সমস্ত বস্তুই স্বীকার করেন; আর্থিকের ন্যায় তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কোন বস্তু স্বীকার বা অস্বীকার করেন না। 'বিলাস' বা 'বিরাগ' পারমার্থিকগণের লক্ষীভূত বস্তু নহে; কিন্তু কৃষ্ণেতর বিলাস ও কৃষ্ণেতে বিশিষ্ট-রাগ তাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন। যদি দেহ-দ্বারা হরিসেবা না হয়, তাহা হইলে ঔষধাদি সেবন, এমন কি এক-কণা আহার্য্য বস্তু গ্রহণেরও জীবের অধিকার নাই। হরি-ভজনের জন্যই কায়-মনোবাক্য নিযুক্ত হওয়া উচিত। হরি-ভজনের আনুকূল্যের জন্যই দেহাদি-সংস্কার এবং দেহরক্ষা আবশ্যক; কিন্তু তন্মধ্যে যদি নিজের ভোগাশারূপ-কপটতা থাকে তাহা হইলে জীব হরি-ভজনের জন্য দেহ সুস্থ রাখিবার নামে 'দেহারামী' হইয়া পড়ে। মধ্যম-অধিকারে বৈষ্ণব, "কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু, পালক ও রক্ষাকর্ত্তা" এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত অভিধেয়-ভক্তি-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিলাভের জন্যই নিরন্তর ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা গৌণভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপ কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অনুকূল। যুক্ত-বৈরাগ্যই তাঁহাদের জীবন-লক্ষণ। ভজন-পরিপাকের জন্যই তাঁহাদের জীবনের আশা। ইহ জগতে জীবিত থাকা, সুস্থ থাকা, বলবান হওয়া বা মুক্তিলাভ করার বাসনা তাঁহাদের নাই। অশান্ত ভুক্তি-মুক্তিকামীরই ঐ সকল মনোধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই যদি হরিভজনের অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ভগবৎপ্রেরিত বস্তুজ্ঞানে ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকেন। দেহরামিগণের ন্যায় কেবল শরীর-চিন্তায় অস্থির হইয়া শরীর-পুষ্টিকারক ঔষধের বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া

বেড়ান না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় শ্রীমুরারী গুপ্ত এইরূপ ভাবেরই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন হইয়া কেবল খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাসের সুবিধার জন্য বা গুণ্ডামী করিবার জন্য মুহূর্ত্তমাত্র বাঁচিয়া থাকা বা তাহাতে প্রশ্রয় দেওয়া কখনই মঙ্গলপ্রদ কার্য্য নহে; তাই তিনি যাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাকেই দেহ-রোগ ও ভব-রোগ উভয় ব্যাধির হস্ত হইতেই নির্ম্মুক্ত করিতেন। তিনি লোক সমূহকে কেবল দেহ-রোগ হইতে মুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

"চিকিৎসা করেন যা'রে হইয়া সদয়।
দেহ রোগ, ভব-রোগ—দুই তার ক্ষয়॥"

২। মৎস্য প্রভৃতি জলজ-প্রাণীর 'জীবাত্মা' না থাকিবার কোন কারণ নাই। অনাদি-হরিবিমুখতা-নিবন্ধন জীবাত্মা মায়িক জগতে বদ্ধ হইয়া বিভিন্ন যোনিতে তদনুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া থাকে। কখনও জলজ জন্তু, কখনও স্থাবর, কখনও কৃমি, কখনও পক্ষী, কখনও পশু, কখনও মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই সকল দেহ স্বরূপ-বিস্মৃত জীবাত্মার বিভিন্ন আবরণ মাত্র। মহাপ্রভু শ্রীরূপ-শিক্ষায় ইহাই বলিয়াছেন,—

"এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশীলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম' দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১৯শ)

সমগ্র সনাতন-শাস্ত্রে ইহার প্রমাণের অসদ্ভাব নাই; শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

৩। এই প্রশ্নের উত্তরদানের পূর্ব্বেই জিজ্ঞাস্য—ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিবেন কে? চিকিৎসক,—না রোগী? যদি রোগী স্বয়ংই আপনার ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিতে যান, তাহা হইলে তিনি তাঁহার 'শ্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহাদ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রোগ বিনষ্ট হইবে, সেইরূপ ঔষধ ও পথ্য স্বীকার না করিয়া 'প্রেয়ঃ' অর্থাৎ আপাত-রমণীয় পরিণামে সর্ব্বনাশকর কোন বস্তু ঔষধ ও পথ্যের নামে গ্রহণ করিতে ধাবিত হইবেন। বিকারগ্রস্থ-রোগি-সম্প্রদায় যদি নিজে নিজেই ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার গ্রহণ

করেন, কিম্বা তাঁহাদের সম-জাতীয় রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির উপর তাঁহাদের ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচনের ভার প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঔষধের পরিবর্ত্তে 'সুরা' অর্থাৎ 'আপাত প্রেয়োবস্তু' ও সুপথ্যের পরিবর্ত্তে কু-পথ্যকেই 'ঔষধ' ও 'পথ্য' বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এরূপ বিশুদ্ধ-কপটতা ও আত্মবঞ্চনা রোগি-সম্প্রদায় বুঝিতে না পারিলেও অথবা বুঝিয়া না বুঝিলেও কিংবা অপরকে বুঝিতে না দিলেও সদ্‌বৈদ্য-সম্প্রদায় তাহা ধরিয়া ফেলেন। অ-সংযমিগণ যেরূপ ধর্ম্মের আবরণ লইয়া ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ লোভী-ব্যক্তিগণও কখনও পেট-ফাঁপা-রোগ সারাইবার নাম করিয়া তাম্রকূটকে 'ঔষধ' 'পথ্য' বলিয়া লোক-ভোগা দেয়, কখনও বা উদরাময় সারাইবার নাম করিয়া অহিফেন-সেবনের পক্ষপাতী হয়, কখনও বা সর্দ্দি-জ্বর সারাইবার নাম করিয়া 'চা' ও তাম্বুলাদি সেবা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, কখনও বা শরীর পুষ্ট করিবার নাম করিয়া 'ব্রাণ্ডি' ও অপর জন্তুর রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা প্রভৃতি গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। রোগীর কুপথ্যের প্রতিই অধিক লোভ; কাজেই রোগী-সম্প্রদায় স্বয়ং বা অপর রোগীর দ্বারা কখনও আপন আপন ঔষধ বা পথ্যাদি নিরূপণ করিতে বা করাইতে পারে না। পারমার্থিক সদ্-বৈদ্যগণ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাকেই যাবতীয়-ব্যাধির কারণের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই আমাদের যাবতীয়-ব্যাধির নিদান; সেই মূল-ব্যাধির ঔষধ—শুদ্ধ শ্রীনাম ও পথ্য—শ্রীনামানুশীলনের অনুকূল ভক্ত্যঙ্গসমূহ। ইহা ব্যতীত আর অন্য ঔষধ বা পথ্য নাই। ঔষধ ও পথ্যের নামে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার বস্তু গ্রহণ করিলে উহা ঔষধ ও পথ্যরূপ কার্য্য করিবে অর্থাৎ তাহা-দ্বারা বিষয়-প্রমত্ততা ও পূঁয়-রক্তাদি-ভোজন-লালসারূপ বিষয়-বিকার বর্দ্ধিত হইবে। আর যদি কেহ প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের যাবতীয় ব্যাধির নিদান দূর করিয়া পরম স্বাস্থ্য-লাভরূপ ভগবৎপ্রীতি অর্জ্জন করিতে চান, তাহা হইলে একান্তনামাশ্রিত সদ্-বৈদ্যের নিকট হইতে শ্রীনামরূপ মহৌষধি প্রাপ্ত হইয়া অনুক্ষণ তাহা সেবন এবং তদনুকূল জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থাৎ ভজন-পরিপাকের জন্য জীবন-ধারণ-কল্পে একমাত্র শুদ্ধ-মহাপ্রসাদ পথ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা ভজনের জন্য জীবন-রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা শুদ্ধ-মহাপ্রসাদ-ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করেন না; আর যেরূপ প্রসাদ-গ্রহণে তাঁহাদের যোগ্যতা নাই অর্থাৎ যাহাতে তাঁহাদের ভোগ-বুদ্ধির উদয় হইতে পারে, প্রসাদের

নামে সেইরূপ বস্তুও গ্রহণ করেন না। তাম্বুলাদি বিলাস-সহচর বস্তু বা উত্তমোত্তম-দ্রব্য একমাত্র ভগবানেরই গ্রহণের যোগ্য-বস্তু হইলেও আত্ম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী-দাস ভোক্তৃতত্ত্বের বিলাস-সহচর-দ্রব্য আপনার অধিকারে গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃষ্ণ বা গুরুর সহিত সমান প্রতিপন্ন করিবার দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত হন না। যদি হরিভজনই না হইল, তাহা হইলে বৃথা শরীরের উপর পাঁচসের কি দশসের পরিমাণ একটা মুণ্ডের বোঝা বহিয়া লাভ কি? শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় অযথা দুইটা পদ-ধারণ করিবারই বা প্রয়োজন কি? যদি কর্ণে সাধুগণের মুখ-বিগলিত হরিকথাই না প্রবিষ্ট হইল, তাহা হইলে ছিদ্রযুক্ত-কাণাকড়ির ন্যায় দুইটা কর্ণকে সতেজ রাখিয়াই বা লাভ কি? যদি নাসা শুদ্ধভক্তগণের চরণকমলের সুরভির আঘ্রাণ না করিল, তাহা হইলে কেবল ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য নাসা রক্ষা করিবারই বা প্রয়োজন কি? আর সমগ্র শরীর যদি মহাভাগবত গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মের রজে অভিষিক্ত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বিক্রীত না হইল, তাহা হইলে গুণ্ডামী বা লাম্পট্যের জন্য কিংবা সংসারের দাবানলের অসহনীয় উত্তাপ জন্ম-জন্মান্তর সহ্য করিবার জন্য উহা অপর জীবদেহের পূঁয-রক্ত-মাংসে বিবর্দ্ধিত করিয়াই বা লাভ কি? যাঁহারা আত্ম-বঞ্চনা ও পর-বঞ্চনা করিতে চান, সেই সকল কপট-সম্প্রদায়ই বলিয়া থাকেন, হরি-ভজনের জন্য শরীর-রক্ষাকল্পে যথেচ্ছ আহার-বিহার করিতে আপত্তি নাই। কার্য্যকালে দেখা যায়, এই সকল কপটগণের হরিভজনটী ছাড়া আর বাদ-বাকী বস্তুগুলিই লাভ হয়। কনিষ্ঠা-ধিকারে অর্চ্চন-পর্ব্বে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা আছে, তাহা দ্বারা আমাদের ভগবৎ-সেবানুকূল শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। মধ্যমাধিকারে সাধক তাঁহার ভজন-পরিপাকের জন্য দেহ-রক্ষাকল্পে যথাযোগ্য কৃষ্ণসেবানুকূল-বিষয় গ্রহণ করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। আর উত্তম-অধিকারে কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদাবস্থায় কোন প্রকার দেহ-স্মৃতি থাকে না। যেমন মহাপ্রভু কখনও গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ-ঘর্ষণ করিতেছেন, কখনও জগন্নাথের মন্দিরে আছাড় খাইতেছেন, কখনও সমুদ্রে ঝম্প-প্রদান করিতেছেন, কখনও বা কূর্ম্মাকারে তৈলঙ্গী গাভীগণের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন, কোন বাহ্য-স্মৃতি নাই। মধ্যম অধিকারে কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস থাকে। সুতরাং কৃষ্ণ যে বস্তু গ্রহণ করেন না, সেইরূপ কোন ত্যজ্য-বস্তু অর্থাৎ যাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা নহে, তাহা তিনি কখনও গ্রহণ করেন না। তিনি

জানেন, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ বা কৃপা না পাইলে মরিয়া যাওয়াই সহস্র গুণে ভাল। ভগদ্ভক্ত ঔষধাদিকেও অপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯।১০৭) শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধম্।
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্॥"

—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন-পানাদি বা **ঔষধ** যে কিছু দ্রব্য নিজের গ্রহণের জন্য স্থিরীকৃত হয়, সমস্তই ভগবানকে নিবেদন না করিয়া গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। অমেধ্যাদি কখনও ভগবানকে নিবেদন করা যায় না, সুতরাং তাহা পথ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর পরমহংসকুলমুকুটমণি

চিদ্বিলাস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১০ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক চিদ্বিলাস আচার্য্যার্ক বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ ও গৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীরূপানুগবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্যতম পরম প্রিয়পার্ষদ শ্রীচৈতন্যাম্নায় দশম অধস্তন আচার্য্যসিংহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** দশম বর্ষপূর্ত্তি তিরোভাব-মহোৎসব বিগত ৩০ পদ্মনাভ, ২৯ আশ্বিন (ইং ১৬।১০।৭৮) সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উদ্‌যাপন করা হয়।

এই বৎসর বঙ্গের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় যদিও উক্ত উৎসব আড়ম্বরহীনভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিরহের স্মৃতি যেন আরও দেদীপ্যমান হইতেছিল। অনেক বন্যাক্রান্ত মানুষ তখনও মঠের শিবির হইতে গৃহে

প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সুতরাং তখন যেন চারদিকেই একটা বিষাদের ছায়া আরও মূর্ত্তিমন্তরূপে দেখা দিতেছিল। অবশ্য ভক্তগণের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিরহের রূপ এবং আত্মবিস্মৃত জীবগণের চক্ষে বেদনারূপ এক পর্য্যায়ভুক্ত নয়। জড়দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যথিতের বেদন নিরয় পথযাত্রীর একটা প্রবাহমাত্র; কিন্তু অপ্রাকৃত-লীলাস্মরণের যে-বিরহ সঞ্জিবীত হইয়া উঠে উহা বৈশিষ্ট্যবহ এবং আত্যন্তিক মঙ্গলের এক স্মরণীবিশেষ। ভজন-বিমুখ জনগণের জড়াকাঙ্ক্ষা অপূরণে বিষাদগ্রস্তের অবস্থা এবং স্বরূপপোলব্ধ ভগবদ্ভক্তগণের বিরহ-চিন্তা—এই দু'য়ের বাহ্যদর্শন দেখতে যদিও প্রায় এক ধরণের বলিয়া প্রতিপন্ন হয়—কিন্তু কার্য্যত চিন্তাস্রোতের আকাশ-পাতালের ব্যবধানের ন্যায়। কারণ বিরহে জীবকে ভগবদ্ সান্নিধ্যে আকর্ষণ করে—কিন্তু জড়-বিষাদ জীবকে অমানুষ করিয়া তোলে। সুতরাং উভয়ের পরিণতি কখনই একবস্তু নহে। উক্ত দুয়ের অন্তর্নিহিত অবস্থা অনুধাবন করিলে তবেই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব—নচেৎ অজ্ঞতার মাপ-কাঠিতে একই বলিয়া মনে হয়। বিরহ ইষ্টবস্তুর প্রতি ঐকান্তিকতা আনয়নপূর্ব্বক সেবাময় জীবন দান করে; কিন্তু বিষাদযুক্ত হইলে অবসাদ এনে দেয়—উহা জড়তারই একটা আকরবিশেষ। 'বিরহ' ভক্তহৃদয়ে আন্দোলিত হইলে সেবোন্মুখতা নিধির হইতে নিধিরতার দিকে ধাবমান হয়, কিন্তু অনর্থনিপীড়িত জীব-হৃদয়ে ভোগপোকরণ অন্তর্নিহিত হইলে বিষাদের কালো ছায়া তাহাকে মূহ্যমান করিয়া তোলে। বিরহের গতি আলোকের দিকে, কিন্তু বিষাদের গতি তমিস্রার ঘনান্ধকারমুখী। বিরহে চৈতন্যের স্ফূরণ এনে দেয়—কিন্তু বিষাদ হইল জীবের মোহাচ্ছন্ন অবস্থা। সুতরাং আত্মতত্ত্বদর্শিগণ বিরহ ও বিষাদের তত্ত্ব অবগত থাকায় সেখানে সাম্যভাব দর্শন করেন না। এই নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি ও পরিণতির সন্ধান দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গৌরজনগণ চৈতন্যবাণী বিঘোষণপূর্ব্বক দৃশ্যমান জগতে মরণের যুগে অমৃতের বাণী পরিবেশনে নিযুক্ত। সুমেধগণই একমাত্র ইহার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাই এই দুর্দ্দিনের মাঝেও জাগরণের মাঙ্গলিকি বিতরণে ব্যস্ত।

উক্ত দিবসে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে বিশ্বে ভগবদ্ভক্তের দান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ সমবেত বন্যাকবলিত জনগণের নিকট ভাষণ দান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

বেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অবদান সম্পর্কে, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী প্রভু গৌড়ীয়ধারায় বিরহ এবং শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে বিরহতত্ত্ব ও সমাজ-জীবনে ধর্ম্মের অবদান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাবলীল গতিতে ভাষণ প্রদান করেন।

মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে নিবেদিত বিবিধ প্রসাদাদি সহস্র সহস্র বন্যাকবলিত জনগণকে বিতরণ

নবদ্বীপে উর্জ্জব্রতকালে শ্রীবেদান্ত-ব্যাখ্যারত

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম

করেন। "এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত"—ন্যায়ের অনুরূপ বৈষ্ণবগণের এই মহদনুষ্ঠান জগতের অভূত মঙ্গলকারণ-দায়ক। বৈষ্ণবগণের অমন্দোদয়-দয়ারই নিদর্শন—যাহা আজও প্রাণকে উদ্বেলিত করে।

—শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী

পরলোকে শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী

অত্যন্ত বিরহ-সন্তপ্তহৃদয়ে জানাইতেছি যে, আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম দানবীর শ্রীরামপুর (হুগলী) নিবাসী স্বধামগত শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, ভক্তবান্ধব প্রভুর ধর্ম্মপত্নী **শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী** বিগত ১১ই কার্ত্তিক (ইং ২৯।১০।৭৮) রবিবার সমিতির মুখ্যকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উর্জ্জব্রতকালে দিবা ১২টা ২৫ মিনিটে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার নির্য্যাণকালে মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীহরিনাম উচ্চ কীর্ত্তন

করিতেছিলেন এবং অপরাহ্ণকালে কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে সুরধুনীর তটে শ্মশানে নিয়ে দাহকার্য্য সমাধা করা হয়। সমিতির স্থানীয় অনেক গৃহস্থ ভক্তও ইহাতে যোগদান করেছিলেন। প্রায় ৯২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

শ্রীপাদ হরিপদপ্রভু তাঁহার শ্রীরামপুরস্থ নিজ বাসগৃহে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করার পর বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই আমাদের পূজনীয়া

সতীর্থা জ্ঞানদা দিদি তাঁহার ছেলে-নাতি প্রভৃতির স্নেহকেও উপেক্ষা করিয়া সুরধুনী-তটে শ্রীগৌরভূমিতে বাস করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় হঠাৎ একদিন শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন। বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যে থাকিয়া শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন, শ্রীহরিনাম ও গৌরকথা শ্রবণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, "আমার শেষ জীবনের হরি-ভজনের যে প্রয়াস উহা তাঁহারা অকাতরে আমাকে সুযোগ দান করিবেন।" তাঁহার ঐকান্তিক ও নিষ্কপট সেবাপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়াই সমিতির সেবকবৃন্দ তাঁহাকে মঠেরই পরিচালিত সন্নিকটস্থ তাঁহাদেরই দানে রচিত গৃহে অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়েছিলেন।

ইঁনি বল্লভপুরস্থ স্বধামগত রাখাল ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। শ্রীরামপুর নিবাসী পরলোকগত দুঃখীরাম ঘোষের পুত্র হরিপদ ঘোষের সহিত ১৩০৭ বঙ্গাব্দে বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদবধি স্বামীর সাহচর্য্যে বহু দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন হইতেই তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন আসে। বিভিন্ন সময়ে ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থই তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী ভ্রমণ করে-ছিলেন। স্বামীর জীবনের সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রেই তিনি যথার্থ সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীকে সহযোগীতা করে এসেছেন। একসময় শ্রীপাদ হরিপদ প্রভু তাঁহার নিজস্ব বাসভবন (যাহার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা) সম্পূর্ণ সমিতির আনুকূল্যে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এই পরম ধর্ম্মপ্রাণা মহীয়সী নারী স্বামীকে আরও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। কিন্তু সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেব উহা লইতে অস্বীকৃত হন। কারণ তাঁহাদের নিজ বাসভবন দান করিলে তাহার পুত্রাদি পৌত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইহাতে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের অশ্রদ্ধা মনভাব দেখা দিলে সন্তানের অকল্যাণই হইবে। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও ঐ বাড়ী গ্রহণ না করিয়া তিনি শুধু বলেছিলেন, "হরিবাবু—আপনারা দৃঢ়ভাবে হরিভজন করুন—ইহাই গুরু-দক্ষিণা জানিবেন। আমি প্রকৃত মানুষ চাই—যাঁহারা হরিভজন করিবেন তাঁহারাই আমার সকল সম্পদ। সেই সম্পদের জন্যই এই প্রতিষ্ঠানের

প্রতিষ্ঠা। শ্রীগৌরগত প্রাণ যাঁহারা তাঁহারাই আমার প্রাণস্বরূপ। শ্রীল প্রভুপাদ মঠ-মন্দির বলিলে, চৈতন্যবাণীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। জীবের স্বরূপ-চৈতন্য লাভ ঘটাইতে পারিলে—তবেই আমাদের সেবা-প্রচেষ্টা লাভবান হইবে। হরিজনগণের পদরেণু শিরে ধারণ করতঃ অপ্রাকৃত জগতের সংবাদ বিতরণই আমাদের মুখ্য কাজ। 'ঘরের ছেলে ঘরে ফের'। মায়া-প্রহেলিকার মাঝে জাগরণ চাই—এ জাগরণ—আত্ম- জাগরণের। ইহাও এক বিপ্লব-বিশেষ—যে-বিপ্লবস্বরূপ বিভ্রান্তির পথে প্রবল করাঘাত আনে।"

পূজনীয়া জ্ঞানদা দিদি শ্রীবেদান্ত সমিতির কত যে সেবা করিয়াছেন—তাহা সমিতির স্মৃতিফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে ও থাকিবে। তদুপরি যে কোন সময়ে সমিতির যেকেহ তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে নিষ্কপটে যেরূপ সেবা-যত্ন করিয়াছিলেন—তাহা আদর্শস্থানীয়। তাঁহার সেবাভিমানী দীর্ঘ জীবন অস্তমিত হওয়ায় গুণমুগ্ধ মিশনবাসী আজ তীব্র বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছেন।

গত ২৭ কার্ত্তিক (ইং ১৪।১১।৭৮) মঙ্গলবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমিতির পক্ষ হইতে বিরাটভাবে বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন করেন। ঐ দিন ছিল উর্জ্জব্রতের-সমাপ্তি-দিবস। তিনি পবিত্র উর্জ্জব্রতকালে দেহরক্ষা করায় উহার সমাপ্তি দিবসেই তাঁহার বিরহ-মহোৎসবেরও অনুষ্ঠান করা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীগুরুপাদপদ্মে ও শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউকে নানাবিধ চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোগসামগ্রী নিবেদিত হইলে বিগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ উৎসর্গ করেন। তদনন্তর নিমন্ত্রিত ও আগত সকল ভক্তগণকেই মহা-প্রসাদ বিতরণ কর হয়। শ্রীবেদান্ত সমিতির সেবকগণকে তিনি যেরূপ সেবা-যত্ন-স্নেহ করিতেন তাহা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। তিনি পরজগৎ হইতে আমাদিগকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবৈকনিষ্ঠায় ব্রতী থাকিবার জন্য প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন।

—জনৈক বিরহী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে দক্ষিণভারত-তীর্থদর্শনের সুবর্ণ-সুযোগ

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

তীর্থদর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থ-যাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজন-বাক্যে দেখিতে পাই—"যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ!"

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-সঙ্ঘ নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থদর্শনের যথার্থ ফল লাভ হয় না।

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

১। মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক তীর্থদর্শন-পরিক্রমাদির যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ।

২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ।

৩। চলন্ত ট্রেণেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন ও ভোগরাগ-আরাত্রিকাদি দর্শনের সৌভাগ্য।

৪। প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।

৫। সঙ্কীর্ত্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা।

৬। রিজার্ভড্ গাড়ী-যোগে স্বচ্ছন্দ রেলভ্রমণ।

পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দকে এই পারমার্থিক সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

অল্পসংখ্যক সংরক্ষিত আসন, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বর আসন সংরক্ষণ করিবেন।

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—

১। শ্রীজিওড় নৃসিংহ (সিংহাচলম্), ২। মাদ্রাজ, ৩। শ্রীনটরাজ শিব (চিদাম্বরম্), ৪। কুম্ভকোণম্, ৫। শ্রীবৃহদীশ্বর (তাঞ্জোর), ৬। শ্রীরামেশ্বর, ৭। শ্রীমিনাক্ষী-দেবী (মাদুরা), ৮। কন্যাকুমারী, ৯। শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ (ত্রিভেন্দ্রাম্), ১০। শ্রীরঙ্গনাথ (শ্রীরঙ্গম্. ত্রিচিনাপল্লী), ১১। পক্ষীতীর্থ, ১২। শ্রীশিবকাঞ্চী, ১৩। শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চী (কাঞ্চীপুরম্), ১৪। শ্রীতিরুপতি বালাজী (ভেঙ্কটাচলম্), ১৫। শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্র (পুরী) প্রভৃতি।

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

আগামী ১২ই চৈত্র (ইং ২৬।৩।৭৯) সোমবার, রাত্র ৮টার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনের ১৪নং প্লাট্‌ফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রিগণ ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে উক্ত প্লাট্‌ফর্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক ২৩/২৪ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৭৫৫'০০ (সাতশত পঞ্চান্ন) টাকা ভিক্ষা স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের নিম্নে) জন্য ৫৫৫'০০ (পাঁচশত পঞ্চান্ন) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা ২৫শে মাঘ (ইং ৬।২।৭৯) মধ্যে অগ্রিম ৩৫০'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা ২২শে ফাল্গুন (ইং ৭।৩।৭৯) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রিগণ একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটি ও ঘটি সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১০/১২ কিলোর অধিক না হয়; বড় সুটকেশ ও ট্রাঙ্ক সঙ্গে লইবেন না। শ্রীমন্দিরের পূজার্চ্চনাদির খরচ যাত্রিগণ নিজে ব্যয় করিবেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জিলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ অথবা পত্রালাপ করিবেন। ইতি—২৯শে কার্ত্তিক, ইং ১৬।১১।৭৮।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অনিবার্য্য কারণ ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্ত্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয় স্থানে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩০শ বর্ষ | বাসুদেব, ৩ নারায়ণ, ৪৯২ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ; ইং ১৭।১২।১৯৭৮ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং পাণ্ডবার্জিকৃতম্

শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

অত্রিরুবাচ—

গোবিন্দেতি সদা স্নানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ।
গোবিন্দেতি সদা ধ্যানং সদা গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥৪৫॥

অক্ষরং হি পরং ব্রহ্ম গোবিন্দেত্যক্ষরত্রয়ম্।
তস্মাদুচ্চরিতং যেন ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৪৬॥

অত্রি বলিলেন,—'গোবিন্দ'-এই নামোচ্চারণদ্বারা সর্ব্বদা মন্ত্রস্নান, জপ, ধ্যান ও কীর্ত্তন মানবমাত্রেই কর্ত্তব্য। কারণ 'গোবিন্দ'-এই অক্ষরত্রয়বিশিষ্ট তত্ত্বই পরব্রহ্ম। অতএব যিনি গোবিন্দ-নাম উচ্চারণ করেন, তিনি চিদাত্ম-বোধে সমর্থ হন বা চিৎস্বরূপসিদ্ধিপ্রাপ্তির যোগ্য হন ॥৪৫-৪৬॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

অচ্যুতঃ কল্পবৃক্ষোঽসাবনন্তঃ কামধেনবঃ।
চিন্তামণিশ্চ গোবিন্দস্মাত্তন্নাম চিন্তয়েৎ ॥৪৭॥

শ্রীবাদরায়ণি বলিলেন,—অচ্যুত-অনন্ত-গোবিন্দ কামধেনু, কল্পবৃক্ষ ও চিন্তামণিস্বরূপ। অতএব গোবিন্দের নাম চিন্তা করা কর্ত্তব্য ॥৪৭॥

হবিরুবাচ—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥৪৮॥

হবি বলিলেন,—দেবকীনন্দন দেব, যদুবংশোজ্জ্বলকারী কোমলাঙ্গ মেঘশ্যামল কৃষ্ণ ও পৃথিবীর ভারনাশন মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন ॥৪৮॥

পিপ্পলায়ন উবাচ—

শ্রীমন্নৃসিংহবিভবে গরুড়ধ্বজায়
তাপত্রয়োপশমনায় ভবৌষধায়।
কৃষ্ণায় বৃশ্চিকজলাগ্নিভুজঙ্গরোগ
ক্লেশব্যয়ায় হরয়ে গুরুবে নমস্তে ॥৪৯॥

পিপ্পলায়ন বলিলেন,—শ্রীমন্নৃসিংহবিভু ও গরুড়ধ্বজকে প্রণাম করি। তাপত্রয় নাশকারী ও ভবরোগের ঔষধস্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার করি। বিছা-জল-অগ্নি-সর্প ও রোগের ক্লেশহারী হরি-গুরুকে প্রণাম জানাই ॥৪৯॥

আবিহোত্র উবাচ—

কৃষ্ণ! ত্বদীয়-পদপঙ্কজ-পঞ্জরান্ত—
মদ্যৈব মে বিশতু মানস-রাজহংসঃ।
প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধন-বিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥৫০॥

আবিহোত্র বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তোমার পাদপদ্মমধ্যে আমার মানস-রাজহংস অদ্যই প্রবেশ করুক্। কারণ প্রাণাবসানকালে কফবাতপিত্তদ্বারা কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইলে তোমার স্মরণের সম্ভাবনা কোথায়? ॥৫০॥

বিদুর উবাচ—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৫১॥

বিদুর বলিলেন,—হরিনাম-হরিনাম-হরিনামই আমার একমাত্র জীবন-স্বরূপ। কলিকালে এই হরিনাম বিনা অন্য গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই ॥৫১॥

বশিষ্ট উবাচ—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি তস্যাশু মহাপাতক-কোটয়ঃ ॥৫২॥

বশিষ্ট বলিলেন,—'কৃষ্ণ'-এই মঙ্গলময় নাম যাহার বাক্যে বিদ্যমান থাকে, তাহার কোটি-মহাপাতক শীঘ্রই ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥৫২॥

অরুন্ধত্যুবাচ—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৫৩॥

অরুন্ধতি বলিলেন,—পরমাত্মারূপী কৃষ্ণ, বাসুদেব, হরিকে প্রণাম। ক্লেশ-নাশকারী গোবিন্দকে বার বার প্রণতি করি ॥৫৩॥

কশ্যপ উবাচ—

কৃষ্ণানুস্মরণাদেব পাপ-সংঘাত-পঞ্জর।
শতধা ভেদমাপ্নোতি গিরির্বজ্রাহতো যথা ॥৫৪॥

কশ্যপ বলিলেন,—পর্ব্বতের উপর বজ্রপাত হইলে যেমন পর্ব্বত শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণনাম অনুস্মরণ করিলেই পাপহত দেহ শতধা ভিন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ দেহ হইতে পাপ দূরীভূত হইয়া যায় ॥৫৪॥

দুর্য্যোধন উবাচ—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥৫৫॥

যন্ত্রস্য গুণদোষো হি ক্ষম্যতাং মধুসূদনঃ।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে ॥৫৬॥

দুর্য্যোধন বলিলেন,—ধর্ম্মবিষয়ে অবগত হইয়াও উহার আচরণে প্রবৃত্ত হই না এবং অধর্ম্ম যে কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করিয়াও উহার আচরণ হইতে

নিবৃত্ত হই না। হে হৃদিস্থিত হৃষীকেশ! তুমি আমাকে যাহা করাইবে, আমি তাহাই করিতে বাধ্য হইব ॥৫৫॥

হে ভগবান্, আপনি মধুসূদন, আপনি যন্ত্রী, আর আমি যন্ত্র; আমার কোন দোষ নাই। যন্ত্রের গুণ-দোষ আপনি ক্ষমা করুন ॥৫৬॥

ভৃগুরুবাচ—

নামৈব তব গোবিন্দ কলৌদ্বত্তঃ শতাধিকম্।
দদাত্যুচ্চারণান্মুক্তিং বিনাপ্যষ্টাযোগতঃ ॥৫৭॥

ভৃগু বলিলেন,—হে গোবিন্দ! তোমার বাচ্যস্বরূপ হইতে তোমার বাচকস্বরূপ যে নাম, উহা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ অষ্টাঙ্গযোগসাধন ব্যতীত তোমার নামোচ্চারণ উচ্চারককে মুক্তি দিতে পারেন ॥৫৭॥ **(ক্রমশঃ)**

দিব্যসূরি বা আল্‌বর্‌বর্গের জীবনী

(৬) শ্রীশঠকোপ সূরি

(শ্রীশঠকোপ সূরির তামিল নাম নম্মাল্‌বর্)

কর্ম্ম ও জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির প্রাচীনত্ব

অনেকে মনে করেন যে, কলির প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অবনতির সহিত বৈদিক-বৈষ্ণবধর্ম্মও বৌদ্ধ-বিপ্লবে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ বৈদিক কর্ম্মের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সামাজিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা সাধনে সমর্থ হইলেও বৈষ্ণবধর্ম্ম চিরকাল অপ্রতিহত-প্রভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কর্ম্মী কুমারিল ভট্ট ও জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মের অমিয় গাথাসকল ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। বেদের পারমার্থিক অংশগুলির মর্য্যাদা কখনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিষ্ণুচিত্ত, যোগীন্দ্র প্রভৃতি কয়েক মহাত্মা বৈদিক-গ্রন্থের বহুল প্রচারের জন্য দ্রাবিড়-ভাষায় মন্ত্রগুলি অন্তরিত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসার

আর্য্যাবর্ত্ত-গগনে বৌদ্ধ-মেঘমালা পরিব্যাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিন্ধ্যের দক্ষিণগামী হইল। দক্ষিণাবর্ত্ত অবলম্বনপূর্ব্বক সুদূর দক্ষিণ-প্রান্তে উপনীত হইয়াও অন্তর্হিত হইল না। দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করতঃ সমুদ্রের পরপারে সিংহল-দ্বীপ বৌদ্ধ-বারিতে নিষিক্ত হইল।

শ্রীশঠকোপ সূরির কৃপা-কণায় শ্রীরামানুজ-কর্ত্তৃক বৌদ্ধ, কর্ম্ম ও মায়াবাদ প্রতিহত

ভারতের এই বিষম দুর্দ্দিনে ভগবান্ কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া ভগবদ্ভক্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। জীবের সৌভাগ্যাতিশয্যে সেই সূত্র বৌদ্ধ-মত, সিদ্ধান্ত ও মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মতের গুরুভারে বিচ্ছিন্ন হইবার পরিবর্ত্তে সমগ্র ভারতে বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন প্রদেশে লম্বমান হইল। এই অসময়ে বৌদ্ধজলদাবৃত তমিস্রাপিহিত নিশিতে দাক্ষিণাত্যের যাম্য-কোণে একটী তারকা উদিত হইল। উহারই ক্ষীণ ময়ূখে দাক্ষিণাত্য-শশাঙ্ক রামানুজাচার্য্য বৈষ্ণব-জগতে প্রভূত উপকারে সমর্থ হইলেন। আমরা এক্ষণে এই অজ্ঞাত তারকার অনুসরণ করি।

শ্রীশঠকোপ সূরির কুল-পরিচয়

কাবেরীর দক্ষিণে তাম্রপর্ণী নাম্নীপূত-সলিলা স্রোতস্বিনী পাণ্ড্যদেশের কল্মষ বিধৌত করতঃ সাগরে নিক্ষেপ করে। তাম্রপর্ণীর তটে কুরকা-নাম্নী পুরী। তথায় **বিভূতিনাথেন্দ্র** নামক এক সৌভাগ্যবান্ **শূদ্র** বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মধনু। ধর্ম্মধনুর তনয় চক্রপাণি ও পৌত্র অচ্যুত। অচ্যুতের পুত্র সুমতি ও পৌত্র ফুৎকার। ফুৎকারের কারি-নামক তনয়ই শঠকোপ দাসের পিতা।

শ্রীশঠকোপ সূরির জন্মস্থান ও জন্ম

পাণ্ড্যের পশ্চিমে সমুদ্রোপকূল-স্থান কেরল-দেশ। বর্ত্তমান কালে কেরল-দেশ 'ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য' বলিয়া পরিচিত। কেরল ও পাণ্ড্যদেশের অন্তরালে মহেন্দ্র-পর্ব্বত। জমদগ্নি-তনয় পরশুরাম মহেন্দ্র-পর্ব্বতে কিছুকাল বাস করেন। এই কাল হইতে এখানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বাস দেখা যায়। কেরল-দেশে কোন বৈষ্ণব-গৃহে নাথ-নায়িকা জন্মগ্রহণ করেন। ফুৎকার স্বীয় পুত্রের সহিত বৈষ্ণব-কন্যা নাথ-নায়িকার উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। **নাথ-নায়িকার গর্ভে মহানুভব শঠকোপ জন্মগ্রহণ করেন।** শঠকোপ দাস শঠারি, কারিমার, বকুলাভরণ প্রভৃতি নামে পরিচিত হন।

আশৈশব মূক ও অন্ধ

শঠকোপ বাল্যকাল হইতে বাক্‌শক্তি-রহিত ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি-শক্তিরও বিকাশ ছিল না। আশৈশব মূকান্ধতা-নিবন্ধন চিঞ্চা-বৃক্ষের (তেঁতুল) নিম্নে ষোড়শবর্ষ-কাল স্থাণুর ন্যায় অতিবাহিত করিলেন। পিতা-

মাতা পুত্রের ঈদৃশ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। সাধারণ লোকে শঠকোপকে জড়দ্রব্য জ্ঞান করিত।

বিশ্বক্‌সেনের অবতার শঠকোপের অনির্ব্বচনীয় তেজ

শঠকোপের চেতন-ধর্ম্ম সঙ্কুচিত থাকিলেও তাঁহার এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি ছিল। সেই তেজ সামান্য প্রাকৃত-তেজের সহিত তুলনীয় নহে। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-সীমায় বাস করিয়াও জড়প্রায় শঠকোপের তেজোরাশি বিন্ধ্য ভেদ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে পরিদৃষ্ট হইত। কথিত আছে, বিশ্বক্‌সেন শঠকোপ হইয়া জন্মগ্রহণ করায় অপ্রাকৃত জ্যোতি তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। প্রাকৃত জীবে এইপ্রকার জ্যোতি সম্ভবপর নয়।

মধুর নামক ব্রাহ্মণের জ্যোতি-দর্শন ও তাহার অনুসরণে শঠকোপ সূরির প্রাপ্তি

মধুর নামক এক দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ-তনয় আর্য্য-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন সমাপনানন্তর তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন। একদা তিনি অযোধ্যানাথ-দর্শনে সাকেতপুরে উপস্থিত হন। তথায় অবস্থান-কালে দক্ষিণ-দিকে তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করতঃ পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ের অনুসন্ধানে দক্ষিণ-দিকে অগ্রসর হন। মধুর যতই দক্ষিণাভিমুখে গমন করুন না কেন, তেজও তাঁহার সহিত ক্রমশঃই দক্ষিণ-দিকে যাইতে থাকে। অবশেষে তিনি তাম্রপর্ণী-তটাবলম্বিনী কুরকা-নগরীতে উপনীত হইলেন। তথায় তেজের আকর চিঞ্চা-মূলাবস্থিত শঠকোপকে দর্শন করিলেন।

মধুর ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক মুকান্ধতার পরীক্ষা ও শঠকোপের শিষ্যত্ব স্বীকার

শঠকোপকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার আশা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি শঠকোপের মুকান্ধতা পরীক্ষা করিবার জন্য এক দৃঢ় প্রস্তর-খণ্ড তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। প্রস্তর-পতন-শব্দ শ্রবণ করতঃ শঠকোপ সহসা **দুইটী নেত্র** প্রসারণপূর্ব্বক গ্রাম্য প্রস্তর-খণ্ড দেখিতে পাইলেন। মধুর কবি এতদ্দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

তাঁহার **প্রজ্ঞা পরিমাণ** করিবার মানসে মধুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেব! যদি জীব প্রকৃতির উদরে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কোথায় পুরুষ অবস্থান করেন?" শঠকোপ তাঁহার

বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "জীব তদ্বস্তু ভক্ষণ করিয়া তথায় বাস করে।" এই প্রশ্নের মীমাংসা অবগত হইয়া **'বকুলাভরণকে'** সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি বুঝিতে পারিলেন এবং **'কারিমারের'** চরণাশ্রয় করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। কিছুকাল গুরুর নিকট অবস্থান-কালে একদা গরুড়বাহন ভগবান্ হরি প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তিতে বকুলাভরণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শঠকোপের দ্রাবিড়-ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-রাশি

বিষ্ণুচিত্ত যোগীন্দ্র **'দ্রাবিড়-আম্নায়'** রচনা করিয়া দাক্ষিণাত্যে বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ সহায়তা করেন। এক্ষণে শঠকোপ বেদের উত্তরভাগ দ্রাবিড় ভাষায় প্রকটিত করিলেন। মধুর কবি কারিমার-রচিত বেদার্থ অবগত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে বেদ-চতুষ্টয়ে পারঙ্গত হইলেন। শঠকোপ-রচিত গাথার আদর ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। কারিমার দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব-সমাজের প্রভূত উপকার করতঃ **পঞ্চত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমে ঐহিক-লীলা সমাপ্ত করেন।**

শ্রীশঠকোপের শ্রীমূর্ত্তি-পূজা ও তিনি 'শ্রী' সম্প্রদায়ের আদিগুরু

শঠকোপের দেহাবসানের পর তদীয় শিষ্য 'মধুর' গুরুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন ও যথাবিধি পূজার ব্যবস্থা করিলেন। শঠকোপের পাণ্ডিত্য অচিরেই দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। অনেকে ঈর্ষা-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া শঠকোপ-স্তুতি নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। শঠকোপ দাস শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আদি গুরু বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীশঠকোপ-কৃত বেদার্থ-চতুষ্টয় ও অর্থপঞ্চক 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক আদর্শ

শঠকোপ-দাস-প্রণীত **ঋগ্বেদার্থ**—'শ্রীবৃত্তাখ্য'-নামে অভিহিত হইল। উহাতে একশত গাথার সন্নিবেশ ছিল। **যজুর্ব্বেদার্থ**—সাতটী গাথায় সম্পূর্ণ ও 'অশির্ষাখ্য' নাম ধারণ করিল। **অথর্ব্বার্থ**—৮৭টী গাথা ও **সামার্থ**—সহস্র গাথায় সম্পূর্ণ। এই বেদার্থ-চতুষ্টয় দ্বারা শ্রীশঠকোপ দাস অর্থপঞ্চক উদাহৃত করিয়াছিলেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা-গ্রন্থের বিচার সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তর

কৃষ্ণলীলার কোন্‌টী ঐতিহাসিক ও কোন্‌টী সমাধিলব্ধ ?

কোন জিজ্ঞাসুপ্রবর নিম্নলিখিত প্রশ্নটী আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। অনেকের এরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে, বিবেচনা করিয়া সাধারণের সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে এই প্রশ্নটীর উত্তর আমরা পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।

'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'-পাঠ করিয়া আমরা জানিয়াছি যে, কৃষ্ণ-লীলা জড়ীয় বা ঐতিহাসিক নয়। ভাগবতে যে কৃষ্ণ-কথা আছে তাহা কি ঐতিহাসিক নয়? মানবরূপধারী কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বের উপদেশদানে পূজনীয় ব্যাসদেব কি কোমলশ্রদ্ধগণকে তুষ্ট করিয়াছেন? ভাগবতের বর্ণন-মধ্যে কোন্ কোন্‌টী সমাধিলব্ধ-জ্ঞান ও কোন্ কোন্‌টী ঐতিহাসিক-বার্ত্তা তাহা জানিতে বাসনা করি।

শ্রীকৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত ও সমাধিলব্ধ—ঐতিহাসিক নহে

উত্তর—সমস্ত বেদ-সাররূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা যত কিছু বর্ণিত হইয়াছে সে-সমুদায়ই অপ্রাকৃত এবং সমাধিলব্ধ। তাহা কিছুই জড়ীয় বা ঐতিহাসিক নয়। শ্রীকৃষ্ণলীলায়, জন্ম, কর্ম্ম, রূপ ও গুণ সমস্তই অপ্রাকৃত, ইহাতে কিছুমাত্র কল্পনার কার্য্য নাই। ইহা নিত্যসত্য ও চিন্ময়। দ্বাপরযুগে সেই পরমতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা-ক্রমে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবলে সেই নিত্যলীলা প্রপঞ্চমধ্যে প্রকটিত হয়। **প্রপঞ্চে চিন্ময়তত্ত্বের বিচিত্র ব্যাপার উদয়ের কোন প্রাকৃত বিধি নাই।** কিন্তু পরমতত্ত্বের অচিন্ত্য শক্তি কোন বিধির অধীন নয় এবং সর্ব্বদা স্বতন্ত্র। অতএব প্রকৃতির নিয়মসকলকে অতিক্রম করত সেই নিত্যলীলা জড়জগতে উদিত হয়।

কৃষ্ণলীলাসম্বন্ধে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত-ভেদে ত্রিবিধ প্রতীতি

উদিত হইলেও সেই প্রকটিত তত্ত্ব জীবগণের ত্রিবিধ অধিকার-ভেদে ত্রিবিধ প্রতীতি বিস্তার করে। জীবের **ত্রিবিধাধিকার** এই,—(১) কর্ম্মাধিকার অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত জড়াচ্ছন্নতা, (২) জ্ঞানাধিকার অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-লক্ষণ জড়শূন্যতা ও (৩) ভক্তাধিকার অর্থাৎ অপ্রাকৃত তত্ত্বানুভব-যোগ্যতা।

ত্রিবিধ প্রতীতি এই,—(১) জড়প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও তল্লীলাকে জড়বৎ উপলব্ধি হয়), (২) আধ্যাত্মিক প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মূলতত্ত্ব-বিচারে দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতা ও প্রকটলীলায় মায়া ও মায়িক বিষয়-রূপ দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা লক্ষিত হয়) এবং (৩) অপ্রাকৃত প্রতীতি (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবত্তা স্বীকার ও অচিন্ত্য-শক্তি-ক্রমে সমস্ত চিন্ময়-তত্ত্বের প্রপঞ্চ-বিজয় পরিলক্ষিত হয়)। লীলাতত্ত্বকে ঐতিহাসিক বলিলে তাহা দেশ-কালাধীন মায়িক-তত্ত্ব হইয়া পড়ে। কাল্পনিক বলিলে তাহা আধ্যাত্মিক হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তগণ তদুভয়ের কোনটীই স্বীকার করেন না।

লীলাতত্ত্ব 'আধ্যাত্মিক' ও 'সাক্ষাৎ'-ভেদে দ্বিবিধ সমাধি-লব্ধ

লীলাতত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব সমাধিদ্বারা উপলব্ধি হয়। সমাধি দুই প্রকার—(১) আধ্যাত্মিক ও (২) সাক্ষাৎ। **আধ্যাত্মিক সমাধি** দ্বারা চিন্ময় বৈচিত্র্য লক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু তাহাতে নির্ব্বিশেষ-প্রতিজ্ঞা প্রথম হইতেই চিন্ময়তার স্ফূর্ত্তিকে খর্ব্ব করে। **সাক্ষাৎ-সমাধি** জীবের চিচ্চক্ষুর সাক্ষাৎ-ক্রিয়াবিশেষ। তাহা কেবল শুদ্ধভক্তদিগের শুদ্ধচিদ্বিশেষ-দর্শন-প্রতিজ্ঞা হইতে লব্ধ হয়। ব্যাসদেব সাক্ষাৎ-সমাধিদ্বারা নিত্যধামগত এবং প্রপঞ্চ-প্রকটিত লীলাতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব এবং নিত্যবৈচিত্র্য দর্শন করত তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা॥ (ভাঃ ১।৭।৪-৭)

[ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন॥৪॥ সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সত্ত্ব, রজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত

হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনবুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্তৃত্বাদিমূলে সংসার-বাসনা লাভ করে ॥৫॥ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহতি ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-ভোগদুঃখ নিবৃত্ত হয় দর্শন করিলেন। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এবিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন ॥ ৬ ॥ যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে-সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয় ॥ ৭ ॥]

কর্ম্মী-জ্ঞানীর অবিদ্বৎ-প্রতীতিতে 'লীলার' অযথা মায়িক কল্পনা এবং বিদ্বৎ-প্রতীতিতে 'লীলার' অপ্রাকৃতত্ব অনুভব

এবম্বিধ অপ্রাকৃত লীলাস্ফূর্ত্তি কর্ম্মীদিগের বিষয়-বিদূষিত অন্তঃকরণে অথবা জ্ঞানীদিগের নির্ব্বিশেষ-প্রতিজ্ঞাহত চিত্তে কখনই সংগঠন হয় না। অবিদ্বৎ-প্রতীতিই তাহাদের উপলব্ধ হয়। চিন্ময়তত্ত্বে বিশেষ বৈচিত্র্য-জিজ্ঞাসু ভক্তদিগের মায়া-বিমুক্ত নির্ম্মলচিত্ত-দর্পণেই কেবল বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হয়। কৃষ্ণলীলা প্রপঞ্চে উদিত হইলেও ভক্তিহীন ব্যক্তিদের নিকট মায়িক লীলারূপে প্রতীত হয়। সূর্য্য উদিত হইলেও জন্মান্ধ, তথা পীড়াচ্ছন্ন-চক্ষুবিশিষ্ট এবং মেঘাবৃত গগনতলস্থ পুরুষদিগের নিকট তাহা পরিদৃশ্য হয় না অথবা বিপর্য্যয়রূপে লক্ষিত হয়। জগতের চক্ষে প্রপঞ্চে প্রকট-কৃষ্ণলীলাও তদ্রূপ।

স্বরূপ-সমাধির ক্রম

কর্ম্মজড়দিগের 'ত কথাই নাই, কেবল জ্ঞান-অন্বেষণকারীদিগের সম্বন্ধেও অপ্রাকৃতলীলা দুর্দ্দৃশ্য। জীব যখন কর্ম্ম-জ্ঞানকে অপার্থ জানিয়া ভক্তি-বিষয়িণী শ্রদ্ধা লাভ করেন, তখন সাধু-গুরু-পদাশ্রয় করত তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হন। সেই উপদিষ্ট তত্ত্বের অনবরত অনুশীলনকে ভজন-ক্রিয়া বলা যায়। সাধন-দশায় যে-পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত-তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভজন কেবল ভজনাভাসরূপে থাকে। কিন্তু ফলভূতে চিদ্রসতত্ত্বে যখন গাঢ় আসক্তি সহকারে ভজন হয়, তখনই ভগবৎ-কৃপালব্ধ শক্তিসঞ্চারক্রমে স্বরূপানুভূতিরূপ সাক্ষাৎ-সমাধি উদিত হয়। তাহা হইলে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

এই প্রথাক্রমে জিজ্ঞাসুগণ সংশয়হীন হন। অতএব ভজনারম্ভের পূর্ব্বে প্রশ্নজিজ্ঞাসা এবং প্রশ্নোত্তর-প্রাপ্তিতে কখনই স্বরূপানুভব উদিত হয় না। স্বরূপপ্রাপ্তির ক্রম অবলম্বন করিলেই প্রাপ্য বিষয় লব্ধ হয়।

কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারীর উপযোগী শ্রীমদ্ভাগবতের লীলা

শ্রীমদ্ভাগবতে যে-সব লীলা বর্ণিত আছে সে-সমুদায়ই কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারীর উপযোগী। অধিকারভেদে সেই সমস্ত লীলার স্ফূর্ত্তি-তারতম্য আছে, এইমাত্র। **কৃষ্ণলীলা ব্যতীত অন্যান্য রাজাদিগের যত চরিত্র বর্ণিত আছে সে-সমুদায় ঐতিহাসিক বার্ত্তা বটে, কিন্তু কৃষ্ণলীলা সমুদায় অপ্রাকৃত;** কখনই জ্ঞানীদিগের আধ্যাত্মিক কল্পনা বা কর্ম্মীদিগের জড়ীয় বর্ণনারূপ ইতিহাস নয়। প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াও কৃষ্ণলীলা স্বীয় অপ্রাকৃত-ধর্ম্ম কিছুমাত্র ছাড়ে নাই অর্থাৎ দেশ-কালাদির অধীন হয় নাই। তবে যে জড়ীয় দেশ-কালাদির অধীনরূপে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল তল্লীলা-দর্শক জীবগণের অধিকার-ভেদে সমল আবিদ্ধিক প্রতিভীমাত্র।

অনেকে 'কৃষ্ণসংহিতা'র অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে আধ্যাত্মিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। তাহা নিরর্থক। অপ্রাকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য জানিতে পারিবেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সেবাবিচার ও সাম্যবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪০ পৃষ্ঠার পর)

যাঁহারা সাম্যবাদের বিদ্যালয় হইতে সেবাপীঠের দ্বারে উপনীত হন, এইরূপ অনেক প্রাথমিক প্রবেশার্থী অনেক সময় মনে করেন, ভগবানের সর্ব্বোত্তম সেবক ভগবান্ শ্রীগুরুদেব এবং সেই গুরুদেবের নিষ্কপট সেবক বৈষ্ণবগণকে কেনই বা তাঁহাদের (সমালোচনাকারিগণ) অপেক্ষা বা অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ, সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করা হইবে? গুরুদেবের ভোগ কেন সর্ব্বাগ্রে বা শ্রেষ্ঠ উপচারে হইবে? বৈষ্ণবগণের জন্য কেনই বা পৃথক্ আসন, পৃথক্ ভোজ্যের বন্দোবস্ত হইবে? আর

তাঁহাদের জন্যই বা কেন অন্যরূপ ব্যবস্থা হইবে? কোন উৎকৃষ্ট জিনিষের অগ্রভাগ কেন গুরু-বৈষ্ণবকে অধিক পরিমাণে দেওয়া হইবে? আর অপরকে কেনই বা তদ্রূপভাবে প্রদত্ত হইবে না? সকল জিনিষই সমষ্টির মধ্যে সমভাবে বিতরিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা পক্ষপাতিত্ব-দোষ উপস্থিত হয়। ঐরূপ সাম্যবাদের বিদ্যালয়ের লোক সেবাপীঠের দ্বারে উপনীত হইবার অভিনয় দেখাইয়াও বলিবেন, যখন আমরা সকলেই হরিসেবা করিতে আসিয়াছি—সকলেই যখন মঠের সেবা করিতেছি, তখন একজন অধিক সেবা করিতে পারেন বলিয়া বা একজনের সেবার পরিমাণ অধিক-রূপে গুরুদেবের দ্বারা আদৃত হয় বলিয়া তাঁহাকে ভাল আসন, ভাল ভোজন প্রদান বা তাঁহার অধিক পরিচর্য্যা করা হইবে, আমাকে কেন তদ্রূপ করা হইবে না? তাঁহাকে বহুলোক কেন পরিচর্য্যা করিবে, আর আমার পরিচর্য্যার সময় কোন লোক পাওয়া যাইবে না কেন? এইরূপ আত্ম-ভোগোন্মুখ ব্যক্তি নিজের ভোগ-বৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত হইতেছে না দেখিয়া তাঁহার সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবার ছলে নিজের বুকভরা ভোগময় মাৎসর্য্যভাবটীর প্রতিশোধ লইবার জন্য—ব্যষ্টিগত ভোগ-প্রবৃত্তি সমষ্টিগত সংখ্যাধিক্যের বলে চরিতার্থ করিবার উত্তেজনায় সাম্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সেবা-পীঠের দ্বারে আসিবার সুযোগ পাইয়াও যাঁহাদের কপাল খারাপ, তাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভক্তাধীন ভগবানের ভক্তির রাজ্যেও এইরূপ সাম্য-বাদের প্রচার ও প্রচলন করিতে চাহেন এবং তথায় সাম্যবাদের অভাব দেখিলে তথা হইতে সরিয়া পড়েন অর্থাৎ নিরয়ের পথই পুনরায় লোভনীয় বলিয়া বরণ করেন। ঐরূপ কপালপোড়া সাম্যবাদী মনে করেন,—বৈষ্ণবেরা একচোখো; কেহ বা বলেন—(কখনও মুখে কখনও বা অন্তরে বলিয়া থাকেন) ইঁহাদিগকে যিনি অধিক টাকা দেন, তাঁহাকেই ইঁহারা অধিক আদর করেন—যিনি ইঁহাদের অধিক কার্য্য করেন, ইঁহারা তাঁহাকেই অধিক সম্মান করেন। কেহ বা বলেন বা মনে করেন,—যখন আমি ইঁহাদিগকে অর্থ দিতে পারিতাম, ইঁহাদের অধিক কার্য্য করিতে পারিতাম, তখন ইঁহারা আমাকে অধিক আদর করিতেন, এখন সেইরূপ অর্থ দেই না বলিয়া বা সেইরূপ কার্য্য করি না বলিয়া ইঁহারা আমাকে আর আদর করেন না।

প্রথমেই বলা হইয়াছে, সাম্যবাদের ভিত্তি—ভোগমুখতা ও নাস্তিকতা। সাম্যবাদীর ভক্তিমঠাদিতে প্রবেশের ছলনা বা সেবাপীঠের কোনপ্রকার আনুকূল্য করিবার ভান শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নহে। অধিক সম্মান পাইব—আদর পাইব—দাতা বলিয়া প্রচারিত হইব কিম্বা কোন প্রকার সামাজিক ও সাংসারিক অপবাদ ঢাকা পড়িবার সুযোগ হইবে অথবা কোনপ্রকার দেহমনোগত সুখ-সুবিধা লাভ হইবে—এইরূপ ভোগোন্মুখ চিত্তবৃত্তি বা অন্যাভিলাষ লইয়া ভোগ-রাজ্যের ব্যক্তি সেবা-রাজ্যের দ্বারে আসিবার অভিনয় করেন। তাঁহারা ঐরূপ ভোগমুখতা বা অন্যাভিলাষ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে, যদি তিনি মনোযোগের সহিত—সেবা করিবার বুদ্ধির সহিত গুরু-বৈষ্ণবের মুখে সেবা-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। কিন্তু সাম্যবাদের বিচার তাঁহার হৃদয় অধিকার করিলে সেখানে গুরু-বৈষ্ণবে জাতিসামান্য-বাদ অর্থাৎ ইতরমনুষ্য-সামান্যবাদরূপ একটী ভীষণ অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অপরাধের ফলে ভক্তিমঠাদির দ্বারে উপনীত ব্যক্তিও সেবা-বিচার হইতে বিচ্যুত হন, নির্ম্মৎসর সাধুগণে তাঁহার মৎসরতা, অতিমর্ত্ত্য শ্রীগুরুদেবে তাঁহার মর্ত্তবুদ্ধি প্রভৃতি অপরাধ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তিনি সাম্যবাদীর অসৎসঙ্গকেই অধিকতর নীতিপুষ্ট মনে করিয়া দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হন এবং নাস্তিকতার অতল গহ্বরে প্রবেশ করেন। যেখানে সাম্যবাদী সেবা-ধর্ম্মকে কর্ম্ম-রাজ্যের নীতি বা দুর্নীতির ন্যায়ই বৃত্তি-বিশেষ এবং ভগবৎসেবককে কর্ম্মকাণ্ডী নৈতিক বা অনৈতিক ব্যক্তির ন্যায় কল্পনা করেন, সেখানে কর্ম্মরাজ্যের বিচার ভক্তিরাজ্যে চালনা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। সাম্যবাদী যেখানে মনে করেন,—সেবা, সেবাপীঠ বা সেবকগণের বিচার কর্ম্মরাজ্যের নৈতিক বিচারের অনুগমন করিয়া তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবে, সেবাপীঠে সেবকগণের অধিক আদর, অপরের তদ্রূপ অভিনন্দন-অপ্রাপ্তি—নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য, একান্ত আস্তিক ভগবৎসেবক বা সেবোন্মুখগণের বিচার সেখানে অন্যরূপ। সেবোন্মুখগণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই মূলমন্ত্র হওয়ায় তাঁহারা জানেন, যিনি ভগবৎসেবার জন্য অধিক আনুকূল্য করেন—ভগবদ্ভক্তের অধিক কার্য্য করেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণসেবার অধিকতর সহায়কারী বলিয়া অধিকতর আদর-অভ্যর্থনা করিতে হইবে, ইহাতে কৃষ্ণানুরক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্যবাদী যাহাকে

প্রাকৃত নীতিবিরুদ্ধ মনে করেন—পক্ষপাত-দোষপুষ্ট মনে করেন, তাহা প্রকৃত সুসূক্ষ্ম বিচারকের নিকট কৃষ্ণানুরক্তিরই পরিচায়ক বলিয়া প্রমাণিত হয়। কৃষ্ণসেবক কর্ম্মীর ন্যায় তাঁহার ভোগের (?) ইন্ধন প্রদানকারী বা তাঁহার ভোগ-নিরপেক্ষ কোন জীববিশেষের ইন্দ্রিয়সেবা করিবার জন্য কাহারও আদর-অভ্যর্থনা বা সম্মান করেন না; যে-সকল জীব তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বৃত্তি বর্দ্ধন করিবার জন্যই তাঁহাদিগের অধিক আদর-অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। কর্ম্মী তাঁহার ভোগের ইন্ধনপ্রদানকারীকে যেরূপ আদর-অভ্যর্থনা করেন, কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি যেরূপ তাহাদের ভোগ বা ত্যাগময় কর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনপ্রদানকারিগণের ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া জীবসেবার (?) নাস্তিকতা প্রদর্শন করেন, ভগবৎসেবকগণ, বিশেষতঃ একমাত্র পার-মার্থিক-প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেইপ্রকার নাস্তিকতার চিন্তাস্রোতে ধাবিত হন না। শ্রীভগবৎসেবার আনুকূল্যকারিগণকেই অধিকতর আদর-অভ্যর্থনা ও সেবা করায় এই পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানের কৃষ্ণ সেবানুরক্তির পরাকাষ্ঠাই প্রমাণিত হয়। ইহারই নাম প্রকৃত-প্রস্তাবে আস্তিকতা—ইষ্টে আত্মবুদ্ধি! আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতির বস্তুকে যাঁহারা সেবা করিবেন বা কোন প্রকারে সেবার সহায়তা করিবেন, আমি তাঁহাদেরই আদর অভ্যর্থনা, সম্মান ও সেবা করিব।

সেবোন্মুখ ব্যক্তি সাম্যবাদীর আদর্শ-গ্রহণকারীর ন্যায় কখনই মনে করেন না,—"আমি যখন ভগবৎসেবকগণকে অর্থ দিতে পারিতাম বা সেবা করিতে পারিতাম, তখন ইঁহারা আমার অধিক আদর-যত্ন করিতেন, এখন তদ্রূপ করিতে পারি না বলিয়া তাঁহারা আমাকে পূর্ব্ববৎ আদর-সম্মান করেন না; সুতরাং এইরূপ পক্ষপাতযুক্ত-ব্যক্তিগণের দল হইতে অপস্বার্থপর নীতি বা দুর্নীতিপুষ্ট কর্ম্মীর দলে প্রবেশ বা নাস্তিকতায় প্রবেশই ভাল।' সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি সাধুগণের নিকট হইতে ঐরূপ প্রতিষ্ঠা বা ভোগমাত্র-প্রয়োজনপ্রার্থী ব্যক্তির আদর্শানুসরণের পরিবর্ত্তে নিজ দুর্দ্দৈবই স্মরণ করেন। তিনি বিচার করেন,—"আমার কি দুর্দ্দৈব! আমি সেবা হইতে পতিত ও ভ্রষ্ট হইয়াছি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ভগবৎসেবায় যতটুকু অধিকার পাইয়াছিলাম, বর্ত্তমানে সেটুকু হইতেও বিচ্যুত হইয়াছি। বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া এখনও যে আমার ন্যায় ভোগমাত্র-প্রয়োজন-প্রার্থী

ব্যক্তিকে তাঁহাদের সেবামন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন না, ইহাই তাঁহাদের যথেষ্ট কৃপা। সেবা-শিথিল হইয়া আমি কেনই বা প্রাণধারণ করিতেছি? আমি কি তাঁহাদের সম্ভাষণেরও যোগ্য? আমার ন্যায় সেবা-বিমুখকে উপেক্ষা দেখাইয়া তাঁহারা আমার হৃদয়ে যে গ্লানি আনিয়া দিতেছেন, ইহাতে আমার অনুতপ্ত হইয়া ভগবৎসেবায় অধিকতর যত্ন করাই উচিত। ইহা তাঁহাদের অমন্দোদয়-দয়ারই নিদর্শন। আমার ভোগোন্মুখতা বা সেবাশিথিলতাকে কখনই তাঁহারা আদর করিতে পারেন না; কেন না, তাঁহারা সেবাগতপ্রাণ। আমার সেবা-শিথিলতাকে আদর করিলে (আমার আপাতরুচিতে তাহা প্রেয়ঃ মনে হইলেও) উহা দ্বারা আমার প্রতি হিংসাই করা হইবে। নির্ম্মৎসর সাধুগণ সাম্যবাদী কর্ম্মীর ন্যায় কখনই সেরূপ হিংসক হইতে পারেন না।"—এইরূপ বিচার করিয়া সেবোন্মুখ ব্যক্তি সর্ব্বদাই গুরুবৈষ্ণবের কৃপার সৌন্দর্য্য দেখিতে পান এবং এইরূপ বিচার থাকিলে দুর্দ্দৈবক্রমে কাহারও সাময়িক সেবা-শিথিলতা আসিলেও তিনি আবার সেবারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাম্যবাদের নীতি নাস্তিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে যত আস্তিকতা, সেখানে তত অধিকতর পক্ষপাতিত্ব। স্বরাট্ পুরুষোত্তম তাঁহার সেবকের পক্ষপাতিত্ব নিত্যকালই করেন। ইহা ভগবানের পক্ষে দূষণ না হইয়া ভূষণস্বরূপই হইয়াছে। সেবকও তাঁহার অদ্বিতীয় সেব্য কৃষ্ণের সেবার জন্য জগতের সাম্যবাদিগণের নিকট হইতে পক্ষপাত-দোষের কলঙ্ক সাদরে বরণ করিয়া থাকেন। এই কলঙ্কের অলঙ্কার সেবক-সম্প্রদায়ের অধিকতর সেবাসৌন্দর্য্যই প্রকাশ করে। সাম্যবাদীর জন্য শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

—আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি। আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয়ও নাই। কিন্তু যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং তাহাতেও আমি অত্যাসক্ত থাকি।

[ক্রমশঃ]

পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের

১০ম বর্ষ-পূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

জয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ;
তব অপ্রকট-লীলা স্মরি' আজি কাঁদি মোরা অনুক্ষণ।
দশ বছর আগে এ হেন তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ-যোগে,
হরিনাম-নীরে ভাসায়ে ধরণী, চলে গেছ ব্রজলোকে।
সেদিন শ্রীমঠে রাধিকা তোমারে প্রসাদী মালিকা দানি',
জানালো ইঙ্গিতে···ব্রজে যেতে হবে ত্যজি' এ ধরণী-ভূমি।
প্রসাদী-মালিকা লইয়া তখনি পশিলে হরির রাসে,
শ্যাম-সঙ্গিনী হ'য়ে আজও তুমি রাজিছ শ্যামের পাশে।
আজি সেই তিথি সমাগত হেরি' হর্ষ নাহি কারো মনে,
বাতাস ভরেছে বেদনার শ্বাসে, শশী ম্লান নভ-কোণে।
বিষাদ-আঁধার ঘনায় আজিকে বনে-পথে-মাঠে-ঘাটে,
ডাকে না বিহগ সুস্বরে আজি নদীয়ার তরু-শাখে।
ময়ূর-ময়ূরী পাখা দুলাইয়া নাচে না তেমন আর,
ভ্রমর-ভ্রমরী নাহি গুঞ্জরে, নীরব আজি চারিধার।
এবার তোমার দশম বর্ষ-পূর্ত্তি অপ্রকট-দিনে,
নদীয়া-সৌন্দর্য্য হয়েছে বিকৃত গঙ্গার ভরা বানে।
প্লাবনে ডুবেও নদীয়াবাসীরা ভোলেনি তোমার বাণী,
অলক্ষ্যে যেন শুনিতেছি আজও তোমার 'মাভৈঃ' ধ্বনি।
এ জগতে হায়, তোমার বিহনে সকলি শূন্য দেখি,
নিতান্ত দুর্দ্দিন আসিল ভাবিয়া হৃদয়ে জাগিছে ভীতি।
এসেছিলে তুমি আমাদের লাগি' গুরুরূপে ধরা-মাঝে,
বহু পাতকীর চিত্ত শোধিয়া আশ্রয় দিলে তব কাছে।
জানাইলে মোদেরে শাস্ত্র-প্রমাণে গৌর স্বয়ং ভগবান্,
গৌর-সকাশে পেয়েছে জগৎ সুনিত্য ধর্ম্মের সন্ধান।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত-ধারা বেদ-শাস্ত্র-সম্মত,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিমূল ভাগবতধর্ম্ম নিত্যমঙ্গলপ্রদ।
নিরন্তকুহক পরতত্ত্ব-সন্ধান প্রতি মানবের কৃত্য,
শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ বাস্তববস্তু শ্রুতি-শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য।
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-তত্ত্ব যে-ধর্ম্মে নাহি ভায়,
সেই ধর্ম্ম-পালনে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি মিলে না কভুও হায়।
দারিদ্র্যতা ঘুচি' ধনী হ'লে সবে, দেশে কি শান্তি আসে ?
ধনী-রাজারাও অশান্তি-অনলে দহিছে সর্ব্বদেশে !
ত্রিগুণাবদ্ধ মানুষের মনে চৈতন্য-প্রেমালোক জ্বেলে,
শ্রীনাম-ভজনে হৃদয় শোধিলে শাশ্বত শান্তি মিলে।
এই পৃথ্বিতে সবই হয় লয়, থাকে শুধু হরি-পদ ;—
তাইতো শ্রীহরি-ভজনের লাগি' কহে বেদ-ভাগবত।
বহুদের প্রতি ভক্ত ভরতের উপদেশ ব্যাখ্যা করি',—
বুঝালে মোদেরে গুরু-কৃপা ছাড়া মিলে না কভুও হরি।
গুরুদেব কভু অবতার নহে ;—শ্রীহরির প্রতিনিধি,
পরমভক্ত শ্রীগুরুর প্রেমে বাঁধা হরি নিরবধি।
অবতার কেহ সাজিতে পারে না, ...লক্ষণে চেনা যায়,
—না জানিয়া তাহা, সাধারণ নরে ভেল্কির পিছু ধায়।
"গৌর-প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্ম কভু ক্লীবের ধর্ম্ম নহে,
আত্মবল লাভের প্রকৃত পন্থা এই ধর্ম্মমতেই রহে।"
আরো কত তব উপদেশ-বাণী মনে জাগে ধীরে ধীরে,
লিখিতে সে' কথা ভাষা নাহি ফোটে, আঁখি ওঠে জলে ভরে।
মায়াবাদীদের মতবাদ খণ্ডি' গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত স্থাপি',
'বৈষ্ণব-বিজয়'-গ্রন্থ রচিলে শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখি'।
শ্রীপ্রভুপাদেরে রক্ষিলে একদা তুচ্ছ করি' নিজপ্রাণ,—
সানন্দে সহিলে কুচক্রীদের কাছে লাঞ্ছনা-অপমান।
যুক্তবৈরাগ্য আচরিলে তুমি শ্রীগুরুর সেবা-ব্রতে,
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে প্রভুপাদ-শিক্ষা প্রচারিলে দিকে দিকে।

গুরুসেবা-বলে সেকালে শবরী পেল শ্রীরাম-লক্ষ্মণেরে,
আরুণি ও উপমন্যু শ্রীগুরুরে সেবি' কৃতার্থ অন্তরে।
একালে তুমিই দেখালে জগতে শ্রীগুরু-সেবা কত বড়,
তোমার মতন গুরৈকনিষ্ঠা দেখিনি এ'-চক্ষে আর।
চিদ্‌বিলাসভূমির সুগোপ্য-কথা ব্যক্ত করেছ কত,
স্মৃতি হ'য়ে আজ সে'সকল কথা জাগে মনে অবিরত।
তুমি যে মোদের সেব্যবস্তু, আমরা তোমারই দাস ;
দেখা দিয়া এবে মোদের হৃদয়ে পূরাও সকল আশ।
বুঝি আমাদের হরি-ভজনের শৈথিল্য দর্শন করি'
ভজনে উন্মুখ করিতে মোদেরে গিয়াছ এ'-ধরা ছাড়ি' !
হেথা নির্দ্ধারিত লীলা শেষ করি' চলে গেছ ব্রজলোকে,
জানি না আবার কতকাল প'রে দেখা দিবে আমাদিগে !
মৃত্যু তোমার হয়নি কভুও,—এ মৃত্যু-লীলা-অভিনয় ;
মোদের প্রাকৃত চক্ষুর আড়ালে আজো তব লীলা হয় !
সব আছে তব, শুধু তুমি নাই,--এ' কি কভু হ'তে পারে ?
সমাধি-দেউলে বিগ্রহরূপ ধরি' আজো আছ কৃপা ক'রে।
সমাধি-দেউল সদা জীবন্ত, ··হরি-কথায় মুখরিত,
সেথায় মায়ার স্থান নাই কভু,—সে' ভূমি অপ্রাকৃত।
ভক্তের হৃদি-দেউলেও তব আসন রয়েছে পাতা,
ভক্ত-হৃদয়ে হেরি' তব লীলা অভিভূত আজো সদা।
মো সম অধম বঞ্চিত হয়নি তব কৃপা-বারি পে'তে,
তবু হায় মোর ভক্তি-লতাকে পারি নাই সিঞ্চিতে !
তোমার অভাব নেহারি' আজিকে ভেঙ্গে যায় মোর মন,
শক্তি দাও মোরে তোমার সেবায় মাতি যেন আজীবন।
কুসুমাঞ্জলি সহ আজি লহ ব্যথিত হিয়ার নতি,
মোরে কৃতার্থ কর চিরতরে তব পদ-পাশে রাখি'।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-পত্রিকা সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

নিত্য ত্রিসন্ধ্যা শতকোটিদণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক-নিবেদনমিদম্—

শ্রীশ্রীচরণ-কমলেষু, আমি গৌড়ীয়-পত্রের গ্রাহক নই, কিন্তু একজন গৌড়ীয়-পাঠিকা। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল অর্থকর ও মনোধর্ম্মের সহায়ক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে কেবল ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে নামিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কোন সঞ্চিত সুকৃতি ছিল, তাই আমার এক আত্মীয়-বন্ধুর অনুকম্পায় আপনাদের অমৃত-পত্র "গৌড়ীয়-পত্রিকা" খানা পাঠ করিতে অধিকারিণী হইলাম! জানি না, এ রত্ন এতকাল কোন্ মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল! শ্রীপত্রের এক একটী অক্ষর এক একটী উপদেশামৃত। প্রতি প্রশ্নোত্তরের প্রতি সিদ্ধান্ত-বাক্যই ধ্রুব-সত্য এবং প্রত্যেক বাক্যেই আপনাদের মহানুভবতার পরিচয় প্রকৃষ্টরূপে দেখা যাইতেছে; তাহা আপনাদের অহৈতুকী-কৃপা ব্যতীত অন্য আর কি হইতে পারে? নিম্নলিখিত প্রশ্ন-কয়টীর উত্তর শ্রীপত্রিকায় স্থান পাইলে চিরানুগৃহীতা হইব। ইতি—

পদরজঃপ্রার্থিনী—

কুমারী ঊষারাণী

প্রশ্ন

১। জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি?

২। এই যে সংসার-চক্র, ইহাতে কি সুখ আছে?

৩। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে ভোগ্য পদার্থ কি?

৪। এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চে মরীচিকা জলের ন্যায় বিনিষ্ট হয় কেন?

উত্তর

১। জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বস্তুর নাম—জীব। জীবের চেতনতা আছে। চেতন-বস্তু-মাত্রই ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিবিশিষ্ট। জড়বস্তুর চেতনতা নাই, কাজেই তাহার ইচ্ছাশক্তি ও স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তিও নাই। দেহ ও মন অচেতন বস্তু; তবে দেহ ও মনে যে কখনও কখনও ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ সূক্ষ্ম-দেহের উপর যখন চেতনের আভাস পতিত হয়, তখনই তাহা মনাকারে ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট হয় এবং যখন স্থূল-দেহের উপর চেতনাভাসের ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়, তখনই তাহা ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীতি হয়। আত্মাই একমাত্র অবিমিশ্র চেতন; এই আত্মা পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মা পূর্ণ ও বিভুচেতন, তাঁহারই অংশ

আত্মা খণ্ড বা অণু-চেতন,—যেমন একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড ও তৎস্ফূলিঙ্গরাশি। পরমাত্মা অগ্নিকুণ্ড-স্থলীয়, জীবাত্মা—স্ফূলিঙ্গ-কণস্থলীয়। যাহা কোন বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে বা যাহা ধারণ করিয়া কোন বস্তু অবহিত থাকে, তাহাই সেই বস্তুর 'ধর্ম্ম'। ধর্ম্ম দ্বিবিধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক; নিত্যধর্ম্ম তাহাই—যাহা সকল-সময়, সকল-স্থানে কোন বিশেষ-জাতীয় সকল বস্তুকে ধরিয়া বা আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন লৌহ-খণ্ডের নিত্যধর্ম্ম—কঠিনতা জলের নিত্যধর্ম্ম—তরলতা। কঠিনতা ও তরলতা-ধর্ম্মদ্বয় যথাক্রমে সকল লৌহপিণ্ড ও সমস্ত জলরাশিকে সকল সময়, সকল-স্থানে ধরিয়া রহিয়াছে; আর নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম তাহাই—যাহা কিছু-সময়ের জন্য কোন বিশেষ-স্থানে, কোন বিশেষ-পাত্রকে অবলম্বন করিয়া বিরাজিত থাকে। যেমন লৌহখণ্ড যখন অগ্নিতে উত্তপ্ত হয়, বা জল যখন অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া বরফ হয়, তখন লৌহখণ্ডের কোমলতা ও জলের কঠিনতারূপ যে ধর্ম্ম, তাহা অনিত্য বা নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া সেই আগন্তুক-ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং উহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বপাত্রে অবস্থান করে না। উত্তপ্ত কোমল লৌহখণ্ড কিছুক্ষণ পরেই আবার কঠিন হইয়া যায়, আর বরফও কিছুক্ষণ পরেই গলিয়া গিয়া তাহার নিত্য স্বাভাবিক তারল্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হয়। অতএব যে-স্বভাব সর্ব্বকালে, সর্ব্ব-স্থানে, বিশেষ-জাতীয় সর্ব্ব-পাত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহাই সেই বস্তুর নিত্য-ধর্ম্ম। "জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" বলিতে অণু-চৈতন্যের যাহা নিত্যধর্ম্ম ও নিত্য কর্ম্ম, তাহাই বুঝায়। জীব যখন অণুচেতন-বস্তু তখন পূর্ণ-চেতন বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই সে নিত্যকাল অবস্থান করে,—ইহাই তাহার নিত্য-স্বভাব বা ধর্ম্ম;—অর্থাৎ অণুচেতন-জীব, আশ্রিত আর বিভু-চেতন পরমেশ্বর—আশ্রয়। অণুচেতন—আকৃষ্ট, বিভুচেতন—আকর্ষক বা কৃষ্ণ। জীব—অণুচৈতন্য, আর পরমেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ। এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত পদার্থদ্বয়ের যাহা নিত্য-স্বভাব, তাহাই তাহাদের "প্রকৃত অর্থাৎ নিত্যশুদ্ধধর্ম্ম ও কর্ম্ম।" বড় ছোটকে আকর্ষণ করে, আর ছোট আকৃষ্ট হয়; সুতরাং আকৃষ্টি, প্রীতি, অনুরাগ, ভক্তি, সেবা বা প্রেম—ইহাই জীবের প্রকৃত-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। কাণের গহনা পায়ে পরার মত বর্ত্তমানকালে বিভু-চৈতন্যের প্রতি আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম যে প্রীতি বা অনুরাগ, তাহা অযথা স্থানে অর্থাৎ অচেতন-প্রকৃতিজাত

খণ্ডবস্তুতে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কানের গহনা কানে পরিতে শিখিলেই অর্থাৎ যেখানকার জিনিষ সেখানে নিযুক্ত করিতে পারিলেই আমাদের যাহা নিত্য-স্বভাব বা সহজাবস্থা, তাহা প্রকাশিত হইল। সুতরাং "জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম"—ভগবৎপ্রীতি বা অনুরাগ; আর তদ্ব্যতীত দেহ-প্রীতি, গেহ-প্রীতি বা তাহা আরও বিস্তৃত হইয়া অপর জীবের দেহ বা বহু জীবের দেহ, একটী ক্ষুদ্র গৃহের পরিবর্ত্তে অনেকগুলি গৃহ অর্থাৎ বিরাট সমাজ বা দেশের প্রতি প্রীতি কিংবা বিরাট্ প্রকৃতির প্রতি যে-সকল প্রীতির দৃষ্টান্ত জগতে উদারতা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লোক-হিতৈষিতা বা বিশ্বপ্রেমিকতা প্রভৃতির নামে পরিচিত হয়, তাহা কানের গহনা পায়ে পরারই বিভিন্ন উদাহরণ। ঐ সকল কর্ম্ম—জীবের অনিত্য বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম মাত্র। যাঁহারা ভগবানে অহৈতুকী, নির্ম্মলা প্রীতি করেন, সেইসকল প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ যে জগতের সর্ব্বলোক, সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বস্থানের প্রতি অহৈতুকী প্রীতির আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা ভগবদ্-বহির্ম্মুখগণের জড়লোক, জড়দেশ বা জড়স্থানের প্রতি হৈতুকী প্রীতির ন্যায় নহে; তাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধে সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি করেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়,—যেমন পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধেই স্বামীর পিতা, স্বামীর মাতা, স্বামীর ভ্রাতা, স্বামীর ভগিনী, স্বামীর বন্ধু, স্বামীর দেশ, স্বামীর গৃহ, স্বামীর বসন-ভূষণ, এমন কি স্বামীর গৃহের কুক্কুর, তৃণ, মৃত্তিকা প্রভৃতির প্রতিও আন্তরিক প্রীতি করিয়া থাকেন এবং সকল-বস্তুকেই স্বামীর বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত করাইতে চাহেন। পক্ষান্তরে, ব্যভীচারিণী স্ত্রীতে সেরূপ পতি-প্রীতির অকৃত্রিম নিদর্শন নাই। জগতে কৃষ্ণ-প্রীতি রহিত যে-সকল ধার্ম্মিক ও কর্ম্মী শতজনের মধ্যে প্রায় শতজনই দৃষ্ট হয়, তাহাদের বাহ্য-জগতের প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-নিষ্ঠাময়ী। বিভিন্নপ্রকারে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাই—জীবের বিরূপের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম; আর জীবের স্বরূপের প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্মই—অব্যভিচারিণী ভগবৎপ্রীতি।

২। এই সংসার-চক্রে সুখের ছায়া আছে, কিন্তু সুখের বাস্তবতা নাই। যেমন মরুভূমিতে পরিশ্রান্ত পথিক মরীচিকা দেখিয়া মনে করিলেন,—'নিকটেই স্বচ্ছ জলরাশি বিরাজিত, সুতরাং এইস্থানেই স্নান-পান করিয়া এখনই পরমতৃপ্তি লাভ করিব।' কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে থাকিলেন,

ততই দেখেন,—তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সুখের ভাণ্ডার তাঁহাকে ধরা দিতেছে না—কেবল তাঁহার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলিয়া তাঁহাকে অধিকতর পরিশ্রান্ত করিতেছে। জগতে সুখের ছবিও সেইরূপ! জগতে যে সুখ আছে, তাহা দুঃখেরই প্রস্তাবনা, উপোদ্ঘাত বা মুখবন্ধ, কিংবা দস্যু বা গুণ্ডার দলের চরের ন্যায় বিষকুম্ভ-পয়োমুখযুক্ত। গুণ্ডার বা দস্যুর-দলের চর যেরূপ অনেক আদর-আপ্যায়ন-দ্বারা পথিককে ভুলাইয়া তাহাকে বিপৎসঙ্কুলস্থানে লইয়া যায়, পরে তাহার সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি, তাহাকে প্রাণে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে, এ-জগতে দুঃখ-দস্যুর সুখরূপী চরও সেইরূপ গুণ্ডার দলের দালালের মত আমাদিগকে প্রথমমুখে আদর-আপ্যায়ন ও নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া স্ব-স্থানে লইয়া যায়, পরে আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও চিরদুঃখ-রাজ্যে পাতিত করিয়া থাকে। শ্রীসনাতন-গোস্বামী প্রভু যেরূপ পাণ্ডুয়া-পর্ব্বতের দস্যুদলপতির অত্যধিক আদর যত্ন দেখিয়া দস্যুর অন্তরের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, সেই শিক্ষানুসারে শ্রীসনাতন-গোস্বামীপ্রভুর দাসের সুবুদ্ধিমান্ দাসগণও তদ্রূপ দুঃখ-দস্যুর দূতরূপী সুখের প্রলোভনে পড়িয়া আত্মবিনাশ বরণ করেন না। শ্রীসনাতন-শিক্ষা হইতে জানা যায়, পূর্ব্বকালে দণ্ডদাতা দণ্ডযোগ্য অপরাধি-ব্যক্তিগণকে পুনঃপুনঃ নদীগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া শাস্তি প্রদান করিতেন—একবার ডুবাইতেন, আর একবার উঠাইতেন,—ক্লেশের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বহুক্ষণ ব্যাপী করিবার জন্যই অপরাধীকে এক একবার করিয়া উঠাইতেন, আবার অপরাধী দম (প্রশ্বাস-বায়ু) লইতে না লইতেই তাহাকে জলের ভিতর পুনরায় চাপিয়া ধরিতেন। সংসার-চক্রে যে সুখ আছে, তাহাও ঐরূপ মুহূর্ত্তকাল দম লইবার মত। সংসার-কারা-রক্ষয়িত্রী মহামায়া দুর্গা-দেবী ভগবদ্বহির্ম্মুখ আমাদিগকে দুঃখ-সাগরে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত করিয়া ক্লেশের পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত ও বহুকাল-স্থায়ী করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদিগকে যে দম লইবার একটুকু সময় দিতেছেন, সেই সময়-টুকুকেই আমরা সুখের সময় বলিয়া মনে করি, কিন্তু তখন বুঝি না যে, ঐ দম লইবার সময়টুকু বা সুখের সময়টুকু আমাদিগকে দুঃখের অনুভূতি অধিকতর-গাঢ়-তীব্র-ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এই সংসার-চক্রের সুখও দুঃখেরই অগ্রদূত বা দুঃখেরই দালাল। এই সুখ প্রচ্ছন্ন-মূর্ত্তিতে দুঃখের দূত;—দুঃখ হইতেও লোকের

অধিকতর অনিষ্টকারী। দুঃখ অনেকটা স্পষ্ট বলিয়া তাহাকে দেখিয়া বরং আমাদের অনেক সময় আর্ত্ত বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচ্ছন্ন-শক্র সুখের (জগতে যাহাকে 'মহা-সৌভাগ্য' বলা হয়) মোহন-বেশে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ম্ম-ভোগ যে কত বেশী, তাহা সাধুগণই দিব্য-চক্ষে দেখিতে পারেন।

৩। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে জীবের কোন ভোগ্য পদার্থ নাই। কারণ জীবের স্বরূপ-গঠনেই ভোক্তৃ-ধর্ম্ম নাই। জীব স্বয়ংই ভোগ্য—ভোক্তা নহেন। ভোক্তা একমাত্র ভগবান্। সমস্ত বস্তুই ভগবানের ভোগ্য, জীবও ভগবানের ভোগ্য—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"। (গীঃ ৯।২৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—একমাত্র আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। বেদ বলিয়াছেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে যাহা কিছু ভোগ্য পদার্থ (জগৎ) তাহা সমস্তই লক্ষ্মী-পতি বিষ্ণুর (ঈ—লক্ষ্মী, তাঁহার শাসন-কর্ত্তা, পালক বা পতির) আবাস-যোগ্য অর্থাৎ তাঁহারই ভোগ্য। অতএব বিষ্ণুর পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াই বিষ্ণু-সেবার্থে অর্থাৎ বিষ্ণুর ভোগ্যপদার্থরূপে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত জীবের জীবনধারণ করা উচিত। যখন এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে জীবের কোন বস্তুই ভোগ্য নহে, তখন বিষ্ণুর ধনে কাহারও ভোগ-বুদ্ধি-সহকারে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ভোক্তাভিমান করা উচিত নহে।

এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে জীবের ভোগ্য পদার্থ কিছুই থাকিতে পারে না বলিয়া অর্থাৎ ভোগ্যতত্ত্ব জীবের স্বতন্ত্র ভোক্তৃত্ব-ধর্ম্মের অভাব-নিবন্ধন এই বিশ্বে জীব যে কিছু ভোগ করিবার আশা করে, কার্য্যতঃ তাহা ভোগ করিতে না পারিয়া স্বয়ংই আপন ভোগার্থে অভিলষিত বস্তুর ভোগ্য হইয়া পড়ে। এ জগতে মাতা-পিতা পুত্রকে ভোগ অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা সেবা করিয়া লইবার আশা পোষণ করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা স্বয়ংই পুত্র-কন্যার ভোগ্য হইয়া পড়েন অর্থাৎ পুত্র-কন্যার লালন-পালনাদি সেবা ও তাহাদের সুখ-দুঃখাদির চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পুত্র-কন্যাও

আবার পিতা-মাতার দ্বারা সুখ-শান্তি পাইবার আশা পোষণ করিয়া তাঁহাদের ভোগ্য হইয়া পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধেও তাহাই। মহারাজ-চক্রবর্ত্তী রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার আশা করিয়া রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের গোলাম হইয়া পড়েন। বিলাসী স্রক্-চন্দন-বনিতা ভোগ করিবার অভিলাষ করিয়া উহাদের ক্রীতদাস হইয়া পড়েন। নেশাখোর-ব্যক্তি মদ্য, অহিফেন প্রভৃতি নেশা ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐসকল নেশার গোলাম হইয়া পড়েন। কারণ, অবিকৃত-বিম্বে যাহা, বিকৃত প্রতিফলনেও তাহাই থাকে। জীবের এই স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ "আমি কৃষ্ণদাস, আমি ভগবানের ভোগ্য পদার্থ, আমি ভোক্তা নহি, সকলেরই ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ"—এই দিব্য-জ্ঞান উপস্থিত হইলেই জীব বিশ্ব-প্রপঞ্চে নিজ-ভোগ্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না, সর্ব্বত্রই "ঈশাবাস্য" অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু দর্শন করেন—সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের বিচরণ-ভূমিকা অর্থাৎ বৃন্দাবন দর্শন করেন। এইরূপ দর্শনই মহাভাগবতের দর্শন—শুদ্ধ ব্রহ্ম বা প্রকৃত বিদ্বৎ দর্শন।

৪। এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ জীবের ভোগ্য পদার্থ নহে বলিয়াই মায়া জীবকুলকে মরীচিকার দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত করে। ধীবর যেরূপ মৎস্যকে 'টোপ' ফেলিয়া প্রলুব্ধ ও তৎপরে বড়িশবিদ্ধ-করিয়া থাকে এবং কিছুকাল জলমধ্যে খেলিতে দিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলে, মৎস্য অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া অনন্যোপায়-হেতু উক্ত ধীবরের নিকট অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ-জীবও নানাবিধ অভিমানে আবৃত হইয়া যখন কিছুতেই ভগবানের শরণাগত হইতে চাহে না, তখন বদ্ধজীবের কারা-রক্ষয়িত্রী মহা-মায়াদেবী বিমুখ জীবকুলকে এই জগৎ-প্রপঞ্চের নানাবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া এবং এই প্রপঞ্চ-মধ্যে কিছুকাল যথেচ্ছ খেলিতে দিয়া জীবকুলকে পরিশ্রান্ত করে; অবশেষে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জীব অনন্যগতি হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন। এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ মরীচিকার জলের ন্যায় বিনষ্ট না হইলে আমরা এই জগৎকেই 'নিত্য' বলিয়া বিচার করিতাম। পরম-করুণাময় ভগবান্ আমাদের মোহ-মত্ততা বিনষ্ট করিবার জন্যই এইরূপ বিধান করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার অত্যন্ত করুণার পরিচয়।

শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণবিধি

পারায়ণের বিধি ২টী পুরাণে ২টী ধারা প্রচলিত

১। প্রথমদিনে হিরণ্যাক্ষবধ (ভাঃ ৩।১৯) পর্য্যন্ত পঠনীয়। ভরতের চরিত্র (৫।১৪) পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দিনে, সমুদ্রমন্থন (৮।৭) পর্য্যন্ত তৃতীয় দিনে, দশমের হরিজন্ম (১০।৩) পর্য্যন্ত চতুর্থ দিনে, রুক্মিণীহরণ (১০।৫৩) পর্য্যন্ত পঞ্চমদিনে, উদ্ধব-সংবাদ (১১।৬) পর্য্যন্ত ষষ্ঠদিনে, আর সমাপ্তি (১২।১৩) পর্য্যন্ত সপ্তম দিনে পাঠ করিবেন। ইহাতে ১ম দিবসে—৪৮টি, ২য়—৫৯, ৩য়—৫৩, ৪র্থ—৪৪, ৫ম—৫০, ৬ষ্ঠ—৪৩, ৭ম দিবসে—৩৮টি অধ্যায় হয়।

১ম দিবসের মধ্যাহ্নে বিরাম দিবেন—

১ম দিন	পূর্ব্বাহ্নে	১।১	হইতে	২য় স্কন্ধ	শেষ,	মধ্যাহ্নে	৩।১	হইতে ৩।১৯ পর্য্যন্ত
২য় „	„	—৩।২০	„	৪।১৯	„	„	—৪।২০	„ ৫।১৪ „
৩য় „	„	—৫।১৫	„	৬।১৯	„	„	—৭।১	„ ৮।৭ „
৪র্থ „	„	—৮।৮	„	৯।১৩	„	„	—৯।১৪	„ ১০।৩ „
৫ম „	„	—১০।৪	„	১০।৩৭	„	„	—১০।৩৮	„ ১০।৫৩ „
৬ষ্ঠ „	„	—১০।৫৪	„	১০।৮২	„	„	—১০।৮৩	„ ১১।৬ „
৭ম „	„	—১১।৭	„	১১।৩১	„	„	—১২।১	„ ১২।১৩ „

২। মনু-কর্দ্দম-সংবাদ পর্য্যন্ত (৩।২২) প্রথমদিনে, ঋষভাখ্যান পর্য্যন্ত (৫।৬) দ্বিতীয়দিনে, সপ্তমস্কন্ধ পর্য্যন্ত তৃতীয়দিনে, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব পর্য্যন্ত (১০।৩) চতুর্থ দিনে, রুক্মিণীবিবাহ পর্য্যন্ত (১০।৫৪) পঞ্চমদিনে, হংসাখ্যান পর্য্যন্ত (১১।১৩) ষষ্ঠদিনে, শ্রীভাগবতপুরণ (১২।১৩) সপ্তমদিনে করিবেন।

১ম স্কন্ধ—৫১ শ্লোকে, ২য়—৪৮, ৩য়—৫৪, ৪র্থ—৫১, ৫ম—৫১, ৬ষ্ঠ—৪৯, ৭ম—৩১ অধ্যায়।

২য় টীর মধ্যাহ্নেও বিরাম দিবেন।

১।১—২।০—৩।১—৩।২২ = ২৯ + ২২

৩।২৩—৪।১৯—৪।২০—৫।৬ = ৩০ + ১৮

৫।৭—৬।১৪—৬।১৫—৭।০ = ৩৪ + ২০

৮।১—৯।১২—৯।১৩—১০।৩ = ৩৪ + ১৭

১০।৪—১০।৩৭—১০।৩৮—১০।৫৪ = ৩৪ + ১৭

১০।৫৫—১০।৮৫—১০।৮৬—১১।১৩ = ৩১ + ১৮

১১।১৪—১১।০—১২।১—১২।০ = ১৮ + ১৩

উক্ত দুইটী মত প্রচলিত আছে।

শ্রীভাগবতপাঠ-বিধি

স্নানান্তে শুচি হইয়া প্রাণায়াম, আচমন, মঙ্গলাচরণপাঠপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ষোড়শোপচারে বা মানসোপচারে শ্রীব্যাস-শুক-বাসুদেব ও গ্রন্থকে সাদরে পূজা করিয়া পাঠের পূর্ব্বে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ও গোপালমন্ত্র ১০৮বার জপ করিবেন। তারপর শান্তিপাঠ ও স্থাপন—

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু-বাংসস্তনূভির্ব্যাশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥" ততো ভাগবতং স্থাপয়েৎ—ওঁ তদস্তু মিত্রাবরুণাঃ তদগ্নে, শংযোরস্মভ্যমিদমস্তু শস্তম্। অশীমহি গাধমুতপ্রতিষ্ঠাং, নমো দিবে বৃহতে সাদনায়॥ ইতি সংস্থাপ্য কামনানুরূপং সঙ্কল্পং কৃত্বা করাঙ্গ-ন্যাসৌ কুর্য্যাৎ।—করন্যাসঃ। ওঁ ওঁ ওঁ নমো দক্ষিণতর্জ্জন্যাম্, ওঁ নং ওঁ নমো-দক্ষিণ মধ্যমায়াম্, ওঁ মো ওঁ নমো দক্ষিণানামিকায়াম্, ওঁ ভং ওঁ নমো দক্ষিণ-কনিষ্ঠায়াম্, ওঁ গং ওঁ নমো বামকনিষ্ঠায়াম্, ওঁ বং ওঁ নমো বামানামিকায়াম্, ওঁ তে ওঁ নমো বামমধ্যমায়াম্, ওঁ বাং ওঁ নমো বামতর্জ্জন্যাম্, ওঁ সুং ওঁ নমঃ ওঁ দেওঁ নমো দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণোঃ, ওঁ বাং ওঁ নমঃ ওঁ য়ং ওঁ নমো বামাঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণোঃ॥

অঙ্গন্যাসঃ। ওঁ ওঁ নমো নমো হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভগবতে নমঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ বাসুদেবায় নমঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ওঁ নমো নমঃ কবচায় হুম্, ওঁ ভগবতে নমো নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ বাসুদেবায় নমোঽস্ত্রায়ফট্। ততো বিনিয়োগপাঠঃ—ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যস্য স্তোত্রমন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ বৃহতীচ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণপরমাত্মা দেবতা ব্রহ্মবীজং ভক্তিঃ শক্তিঃ জ্ঞানবৈরাগ্যে কীলকং মম শ্রীমদ্ভগবৎপ্রসাদ-সিদ্ধ্যর্থপাঠে (অথবা-অমুকস্যারোগ্যার্থং শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালপাদপদ্মে প্রার্থনাকর্ম্মণিপাঠে) বিনিয়োগঃ॥ শিরসি ওঁ নারদর্ষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি-ওঁ শ্রীকৃষ্ণপরমাত্মদেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ ব্রহ্মবীজায় নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ ভক্তিশক্তয়ে নমঃ, নাভৌ ওঁ জ্ঞানবৈরাগ্যকীলকায় নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ওঁ বিনিয়োগায় নমঃ॥ ততো ধ্যানম্,— ওঁ পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ, তৃতীয়তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ। নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠৌ, ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ॥ কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়োমুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্। একাদশো যস্য ললাটপট্টং, শিরোপি যদ্দ্বাদশ এব ভাতি॥ তমাদিদেবং করুণা-নিধানং, তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্। অপারসংসারসমুদ্রসেতুং, ভজামহে ভাগবতস্বরূপম্॥১) ওঁ কস্তুরীতিলকং ললাটপটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং, নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কনম্। সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং

সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী, গোপস্ত্রী পরিবেষ্টিতা বিজয়তে গোপালচূড়া-মণিঃ ॥২॥ ওঁ কিরীটকেয়ূরমহর্হনিষ্কৈর্মণ্যুত্তমালঙ্কৃতসর্ব্বগাত্রম্। পীতাম্বরং কাঞ্চনচিত্রনদ্ধং মালাধরং কেশবমভ্যুপৈমি ॥৩॥ ততঃ পুরুষসূক্ত ষোড়শমন্ত্রৈঃ ষোড়শোপচারং তদশক্তৌ 'ওঁ ক্লীং শ্রীমদ্ভাগবতায় নমঃ' ইত্যনেন যথাশক্ত্যুপচারং দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণ-ব্যাস-শুকদেবান্ সংপূজ্য প্রদক্ষিণ কুর্য্যাৎ। ওঁ ধাতা পুরস্তাদ্যমুদাজহার, শক্রঃপ্রবিদ্বান্ প্রদিশশ্চতস্রঃ। তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নানাঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে ॥

ততঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ।

ওঁ বন্দে শ্রীকৃষ্ণদেবংমুরনরকভিদং বেদ-বেদান্ত বেদ্যং,
লোকেভক্তিপ্রসিদ্ধং যদুকুলজলধৌ প্রাদুরাসীদপারে।
যস্যাসীদ্রূপমেবং ত্রিভুবনতরণে ভক্তিরচ্চ স্বতন্ত্রং,
শাস্ত্রং রূপঞ্চলোকে প্রকটয়তিমুদা যঃসনো ভূতিহেতুঃ ॥১॥

ওঁ নমঃ কৃষ্ণপদাব্জায় ভক্তাভীষ্ট প্রদায়িণে।
আরক্তং রোচয়েচ্ছশ্বন্মামকে হৃদয়াম্বুজে ॥২॥

ওঁ বন্দে বৃন্দাবনগুরু কৃষ্ণং কমললোচনম্।
পীতাম্বরং ঘনশ্যামং বনমালা-বিভূষিতম্।
শ্রীদামদামসুবলস্তোককৃষ্ণার্জ্জুনাবৃতম্।
গোপীমণ্ডলমধ্যস্থং রাধিকাপ্রাণবল্লভম্ ॥৩॥

ইতি প্রণম্য গ্রন্থমুন্মুচ্য গুর্ব্বাদীন্ প্রণম্য পাঠমারভেৎ—

১। ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য-জ্ঞানাঞ্জনেত্যাদি।
২। ওঁ বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলমিত্যাদি।
৩। ওঁ অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।
৪। অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ ইত্যাদি।
৫। বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্ত—
৬। জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী—
৭। দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার—
৮। শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ—
৯। ধ্যেয়ং সদাপরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং—
১০। তাক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজলক্ষ্মীং—
১১। যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি—

১২। বন্দে নন্দ-গোপস্ত্রীণাং পাদরেণুমভিক্ষ্ণশঃ—
১৩। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্—
১৪। মধুরং মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং—
১৫। যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক, মধ্যাত্ম—
১৬। নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে—
১৭। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্—
১৮। তুলসী কাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ—
১৯। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এ বচ—
২০। জয় রূপ-সনাতন- ভট্টরঘুনাথ—

ন্যাস—ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যস্তোত্রমন্ত্রস্য নারদঋষিঃ, বৃহতীচ্ছন্দ, শ্রীকৃষ্ণ-পরমাত্মা দেবতা, ব্রহ্মবীজম্ ভক্তি-শক্তিঃ জ্ঞানবৈরাগ্যোকীলকং মম শ্রীমদ্ভগবৎ-প্রসাদ সিদ্ধার্থং পাঠেবিনিয়োগঃ। পাঠ করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস—নারদর্ষয়ে নমঃ শিরসি, বৃহতীচ্ছন্দসে মুখে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মদেবতায় হৃদি, ব্রহ্মবীজায়—গুহ্যে — ভক্তিশক্তাদয়ে···পাদয়োঃ জ্ঞানবৈরাগ্য কীলকায় নাভৌ শ্রীমদ্ভাগবত··· বিনিয়োগায় সর্ব্বাঙ্গে নমঃ সহ পাঠ করিবেন। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে অঙ্গন্যাস, করন্যাস অথবা বীজমন্ত্রে অঙ্গন্যাস, করন্যাস করণান্তে ধ্যান করিবেন।

ততঃ পুরুষসূক্ত ষোড়শমন্ত্রৈঃ ষোড়শোপচারং তদশক্তৌ 'ওঁ ক্লীং শ্রীমদ্ভাগ-বতায় নমঃ' ইতি মন্ত্রেণ যথাশক্ত্যুপচারং দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণ-ব্যাস-শুকদেবান্ সংপূজ্য প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ। মন্ত্র—

ওঁ ধাতা পুরস্তাদ্যমুদাজহার, শকঃ প্রবিদ্বান্ প্রদিশশ্চতস্রঃ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থা অয়নয় বিদ্যতে ॥

প্রণামঃ—ওঁ বন্দে শ্রীকৃষ্ণংদেবং মুরলরকভিদং বেদবেদান্ত বেদ্যং
লোকে ভক্তিপ্রসিদ্ধং যদুকুলসিন্ধৌপ্রাদুরাসীদপারে।
যস্যাসীদ্রূপমেবং ত্রিভুবনতরণে ভক্তিরচ্চ স্বতন্ত্রং,
শাস্ত্রং রূপঞ্চ লোকে প্রকটয়তি মুদা যঃ স নো ভূতি হেতুঃ ॥
ওঁ নমঃ কৃষ্ণ পদাব্জায় ভক্তাভীষ্ঠ প্রদায়িনে।
আরক্তং রোচয়েচ্ছশ্বন্নামকে হৃদয়াম্বুজে ॥

প্রত্যহং পাঠাদৌ অন্তে চ ষষ্ঠস্কন্ধস্য (৬।৯।৩১-৪৫ শ্লোক) দেবস্তুতিঃ পাঠক্রমবস্তু করণীয়ম্।

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি, এ, (অনার্স)

জরুরী অবস্থাকালীন সরকারী পদস্থ কর্ম্মচারীর
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শন

তখন জরুরী অবস্থা, দেশের মানুষ যেমন একদিকে থম্‌থমে, তেমনি যেন কর্ম্মব্যস্ততাও কম নয়। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভয়ে বা জীবন-যাত্রার তাগিদেই যেন একটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জন-জীবনের কার্য্য এগিয়ে চলিতেছিল। সেইসময় বিভিন্ন সংস্থাদির প্রতিও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য না পড়ে থাকে নাই। এমন একসময়ের সন্ধিক্ষণে Deputy Magistrate বা Deputy Collector মহোদয় হঠাৎ কয়েকজনকে লইয়া নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন। তাঁহারা প্রথমতঃ সাধারণ দর্শকের ন্যায়ই মঠে প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও অন্যান্য কার্য্যাবলী সন্তর্পণে লক্ষ্য করেন। মঠের বিভিন্ন সাধু-সন্তগণ তখন নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। এমন সময় আমার পরিচিত শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দেখতে পেলাম। তিনি এগিয়ে এসে আমাদের Deputy Collector মহাশয়কে সৌজন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—হঠাৎ আপনাদের আগমন, কি ব্যাপার? তিনিও প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—দেখি, একবার আপনাদের মঠ ঘুরিয়া যাই। তখন আমরা মঠে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখিতেছিলাম এবং তার মধ্যেই আরও অনেকেই এসে সন্নিবেশিত হইতেছিলেন। Deputy সাহেব একে একে অনেক কিছুই খুটিনাটি জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছিলেন এবং ব্রহ্মচারীজীও সাবলীল গতিতে যথাযথ উত্তর দিয়া চলিতেছিলেন। এমন সময় এক হৃষ্টপুষ্ট দেহধারী সৌম্যমূর্ত্তি স্বামীজী এসে হাজির হন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই সেখানকার সকল মঠবাসীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সহিত Deputy Magistrate সাহেবকে নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহারাজ পরিচয় করাইয়া জানাইলেন যে, "ইঁনিই আমাদের সমিতির সাধারণ সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং Deputy Collector-কে দেখাইয়া তাঁহার পরিচয় জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ ইঁনিই মৈত্র সাহেব"—তিনি আমাদের মঠের বিভিন্ন activities জানতে চান। তখন পর্য্যন্ত আমাদের প্রায় বিভাগগুলিই ঘুরে দেখা হইয়াছে জানিতে পেরে তিনি Visitors' waiting Chamber-এ যাওয়ার জন্য আহ্বান করেন। তথায় উপনীত হইলে সকলের বসার ব্যবস্থা হয়।

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের যুগে ধর্ম্মীয় সংস্থাগুলি সমাজ-জীবনের প্রতি তাঁদের কতটুকু অবদান দিয়ে চল্‌ছেন এবং এই সংস্থার প্রয়োজনীয়তাই বা কতটুকু সেই সূত্র লইয়াই আলোচনা শুরু হয়।

মৈত্র সাহেব বলেন,—"স্বামীজী! আপনারা এখানে কতজন থাকেন?"

—তা, গড়ে এখানে প্রায় ৫০ জন।

আপনাদের এখানে বিভিন্ন বিভাগ দেখে মনে হয় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত। আচ্ছা, এনাদের পারিশ্রমিক হিসাবে কাহাকেও কিছু দিতে হয় কি?

—না, মঠবাসী সকলেই ত্যাগী জীবন যাপন করেন। অর্থের বিনিময় তাঁহারা সেবায় নিয়োজিত নহেন। অথচ প্রত্যেকের জীবনই সেবাময়। সাংসারিক গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া জীবকে আধ্যাত্মিক ধারায় শিক্ষিত করিবার প্রয়াসী হইয়াই এই প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে আছেন।

মৈত্র সাহেব একটু হাল্কা গলায় বলিলেন,—তবে বেশ তো, বিনা পয়সায় আপনারা অনেক কর্ম্মী পেয়েছেন বা পেয়ে থাকেন। হ্যাঁ, একে দাসত্ব প্রথার অনুরূপ কি বলা চলে?

স্বামীজী তখন একটু স্মিত হেসে গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"সেবা কাহাকে বলে এবং দাসত্বই বা কি" উহা সম্পর্কে আগে আমাদের ধারণাটা স্বচ্ছ (clear) হওয়া উচিত, তবেই তাৎপর্য্য ও পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করা সম্ভব, নচেৎ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিজকে বঞ্চিত করা হইবে।

আচ্ছা, এ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গী কী, তাহা আমাদের বলুন!

স্বামীজী মহারাজ বলতে গিয়ে যেন ধিক্কারের সুরে বলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের সমাজ-জীবনের কাঠামো যেভাবে এগিয়ে চল্‌ছে তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে দুর্দ্দিন আরও ঘনিয়ে আস্‌ছে। শিক্ষার কথা বল্‌তে গেলে তো আমরা যে আত্মবিলুপ্তির পথে এগিয়ে চল্‌ছি—উহাই প্রতিপন্ন হয়। যে-শিক্ষায় আদর্শের বালাই নেই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না—উহাদ্বারা জাতির জীবনে কিধরণের মহৎ সমাজ গড়ে উঠতে পারে তাহা অবশ্যই ভাব্‌বার বিষয়। ভারতের বহুমুখী কৃষ্টির মধ্যে সুমহান আত্মতত্ত্ব-বোধ আমরা আজ সত্যিই কি অনুধাবন করি? কেমন যেন একটা গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় আমাদের ভারতবাসীর একটা অবস্থা হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। আমরা যে স্বাধীন-স্বাধীন বলিয়া চীৎকার করিতে চাই—এই স্বাধীনের তাৎপর্য্য কি? উশৃঙ্খলতা রূপায়ণ বা যথেচ্ছাচারিতা নিশ্চয়ই স্বাধীনতার রূপ নহে। যে-স্বাধীনতার নামে আমরা মায়ার নফর সাজতে উদগ্রীব—উহা মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থা। আহার-নিদ্রা-ভয়-লোভ-মোহ-মাৎসর্য্য প্রভৃতির তো নিয়তই দাস হইয়া চলিতেছি। সুতরাং আমরা 'স্বাধীন'—ইহা বলা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বলার স্বার্থকতা হয় না। আমরাও স্বাধীনতার বিপ্লবী—কিন্তু কোন্ স্বাধীনতা? মায়ার নিষ্পেষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া স্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

অনেকের হয়তো ধারণা যে, আশ্রমে কতিপয় অল্পসংখ্যক ব্যক্তির সুবিধা ভোগ করিয়া কতকগুলি সরল-প্রাণ ব্যক্তিদিগকে মধ্যযুগীয় দাসপ্রথার ন্যায় বোকাধরণের লোকদিগকে দিয়া কার্য্য চালাইয়া নিজেদের সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া চলিয়াছে।

এই ধারণার অপনোদনের জন্য মূল লক্ষ্য বা ধর্ম্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী কি তা অনুধাবন করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। যে-স্থানে দাসপ্রথার (Slavery) বিদ্যমানত্ব দেখা যায় সে-স্থলে দাস-ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রভু-নামধারীদিগের স্বার্থই বিজড়িত থাকে। সেখানে 'দাস' চিরকালই দাস-পর্য্যায়ভুক্ত আর প্রভু বা মনিব চিরকালেই শোষক। অর্থাৎ শোষিত ও শোষণকারীর আদান-প্রদান মাত্র; কিন্তু আশ্রম-জীবনের পট প্রকৃত গণতন্ত্রমুখী। কেননা যোগ্যতানুসারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকেন এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে যতদূর সম্ভব উন্নত যোগ্যতায় কি করিয়া সমাসীন করা যায় তজ্জন্য প্রচেষ্টাও চলিয়া থাকে। এই পরিস্থিতিতে অধ্যবসায়ের গুণে প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাপ্য লাভ করিতে কোনও অসুবিধা হয় না—প্রয়োজন শুধু নিরলস প্রচেষ্টা ও আদর্শময় জীবন-মাধ্যমে। আজ হয়তো যাহাকে একটা সাধারণ সেবকরূপে দেখা যাইতেছে—তিনিই হয়তো অধ্যবসায়ের গুণে এরই পরিচালক বা কর্ণধাররূপে বৃত হইবেন বা হন। কিন্তু দাসপ্রথায় কি ঐরূপ নজির আছে? দ্বিতীয়তঃ এস্থানের সকলের সঙ্গে একটা সৌহার্দভাব বিরাজমান। যদি তাই না হইত তবে তো পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন এমনকি অনেকের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতিকেও পরিত্যাগ করিয়া সানন্দে এখানে অবস্থান করিতে কোন দ্বিধা আসে না। যখনই দ্বিধার আগমন ঘটে—তখনই স্বেচ্ছায় পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমনাগমন ঘটে। সে-

অবস্থায়েও প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকে। অর্থাৎ মৌলিক অধিকারে কখনই হস্তক্ষেপ ঘটে না বা ঘটিতে পারে না। এখানে এমনই শ্রদ্ধা, স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন যে—যাহাকে সহজে মানুষ উপেক্ষা করিতে পারে না। তাহা না হইলে বিভিন্ন জাতির, সমাজের, বিভিন্ন ভাষাভাষীর ব্যক্তিগণ এক আত্মকেন্দ্রিক হইয়া নিরলস সেবকসূত্রে জীবন-যাত্রী হইতে পারিতেন না। এই বৈচিত্র্যময় জগতে বিচিত্র মানুষের বিভিন্ন চিন্তাধারা থাকলেও মূলতঃ একই দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ আত্যন্তিক (নিত্য) মঙ্গল-প্রয়াসী। ইহা যেন Unity in diversity.

আধ্যাত্মিক ভারতের কথা বাদ দিয়া যদি আমরা ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিচার করি তখনও দেখতে পাই, এই ভারত উপমহাদেশ Disversity of unity. ভারতীয় চিন্তাধারার তাৎপর্য্যই অভিনব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুতরাং স্থূলচিন্তা গর্হণপূর্ব্বক সূক্ষ্মচিন্তা অনুধাবনই ভারতীয় চিন্তাধারার উৎকর্ষ সাধনা। Indian are philoshoper by birth, শুধু খাওয়া-থাকার চিন্তায় যথার্থ মনুষ্যগণ ব্যস্ত থাকেন না। যাহারা শুধু খাওয়া-থাকা নিয়াই ব্যস্ত তাহারা মনুষ্য-মধ্যে জন্তুবিশেষ বল্লেই বা অত্যুক্তি কোথায় ?

একের পর এক এক জিজ্ঞাস্য ও তৎসহ উত্তরও সঙ্গতি রেখে ক্ষিপ্রগতিতেই প্রত্যুত্তর হওয়ায় উপস্থিত সকলকেই চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। পরিশেষে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কে এবং তিনি বর্ত্তমানে এখানে আছেন কিনা জানার ইচ্ছা করিলে স্বাগত জানাইয়া সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের কক্ষে বৃত হন। তাঁহাদিগের আগমন দেখিয়া প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বাগত জানাইলে সম্পাদক মহারাজ তাঁহাকে পরিচয় করিয়া দিয়া বলেন, ইঁনিই আমাদের সমিতির অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ; এবং মৈত্র সাহেবকেও পরিচয় করাইয়া দেন।

সভাপতি মহারাজ বিনয় ও নম্রভাবে প্রতি-অভিনন্দন জানাইয়া বলেন,—"বেশ তো আপনারা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে আসিবেন। আমাদের খোঁজ-খবর লইবেন। জনসাধারণের অবসাদময় জীবন মাঝে আলোকবর্ত্তিকারূপে প্রতিয়মান করার জন্যই তো আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের প্রচেষ্টা—এই প্রতিষ্ঠান-মাধ্যমে। যাহা কিছু বৈভব সবই শ্রীগুরুপাদপদ্মের—আমরা ভৃত্যানুভৃত্যরূপে সেবকসূত্রে আছি মাত্র।

সরকার বহু টাকা-পয়সার ব্যয় স্বীকার করিয়া শিক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করিতেছেন। ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও এক-একটা শিক্ষাকেন্দ্র-বিশেষ। সরকারের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্র বা ছাত্রীগণ সরকারকে চাকরী বা কর্ম্মনিয়োগের জন্য ব্যতিব্যস্ত করেন—এমনকি বিভিন্ন সময় অপ্রীতিকর ঘটনার কথাও শুনা যায়। কিন্তু আমাদের এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীগণ সরকারকে তো ব্যতীব্যস্ত করেনই না—উপরন্তু অনেক সময় ঔর্দ্ধত্ব-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকেও পর্য্যন্ত শান্ত তথা সমাজের আদর্শস্থানীয়রূপে গড়িয়া তোলেন। সুতরাং এদিক দিয়া বিচার করিলে এইরূপ প্রতিষ্ঠান-গুলির সার্ব্বিক উন্নতি কামনা করা আপনাদের বা সরকারের অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। তবে ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেন কোন রাজনৈতিক ধান্দাবাজের লেজুর না হন—ইহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

দীর্ঘসময় আশ্রমে অতিবাহিত হওয়ায় Magistrate সাহেব আর বিলম্ব না করিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উপস্থিত সকলকেই পূজারী একটু একটু প্রসাদ দিলে তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করেন।

এই সমিতির তরফ্ হইতে দ্বারকা তথা পশ্চিম ভারতের তীর্থসমূহ দর্শনের জন্য ট্রেণের কামরা সংরক্ষিত করে ছিলেন; ঐ যাত্রার আর মাত্র মধ্যে একদিন বাকী, তাই বিভিন্ন প্রকার প্রস্তুতির জন্য কর্তৃপক্ষগণ ব্যস্ত পরে ৮ই নভেম্বর হাওড়া ষ্টেশন হইতে নির্দ্দিষ্ট ট্রেণে যাত্রা করিয়াছিলেন। Deputy Magistrate সাহেব উক্ত সমিতি পরিদর্শন করিয়া স্বেচ্ছায় যে মানপত্রখানি দিয়াছিলেন তাহা শেষ পর্য্যন্ত আমার নিকটেই ছিল। দুর্দ্দৈব-বশতঃ উহা পাইতেছিলাম না। কিন্তু আমার বাস-ঘরের সংস্কার-কার্য্য করিতে গিয়া দৈবাৎ ঐ কাগজটি পাইয়া সমিতির প্রকাশনী-বিভাগের অধিকর্ত্তাকে আমার নিজের লেখনিটির সহিত উহা প্রদান করি ও ইহা যাহাতে তাঁহাদের সমিতির মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়" প্রকাশিত হয় তজ্জন্য অনুরোধ জানাই। মানপত্রটি দিতে বিলম্বহেতু আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত। আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

—শ্রীনীলমণি মুখার্জ্জী
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ-রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ;

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ; ইং-১৬।১২।৭৮

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যালকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ ; ২রা ফাল্গুন, ১৩৮৫ সাল (ইং ১৫।২।৭৯) বৃহস্পতিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ৪ঠা ফাল্গুন (ইং ১৭।২।৭৯) শনিবার পর্য্যন্ত **দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা স্তব-পাঠ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্তানুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবা-কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসকানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য—২রা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমাসূচক-বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলি প্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

৩রা ফাল্গুন, শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

৪ঠা ফাল্গুন, শনিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব সম্বন্ধে আলোচনা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
COLLECTORATE OF NADIA
KRISHNAGAR

From :
Shri B. C. Maitra,
Deputy Magistrate &
Deputy Collector, Nadia.

Dated, Krishnagar
the 6th Nov., 1975

I visited **Shri Devananda Goudiya Math, Nabadwip** to-day. This is a religious organisation with a big temple of Shri Radha Krishna inside uuder the supervision of Swami B. V. Baman Maharaj. About fifty desciples from defferent States of India serve the duties everyday. Though this is a religious organisation, I find the organisation is also seriously engaged in social work and I am glad to see that this religious organisation is following the real philosophy of the Hindu Religion.

I feel myself very proud in mentioning the daily activities of the organisation.—

1) Dedication to God by the inmats.

2) Renders medical aid to about 4/500 patients through the Goudiya Charitable Dispensary (Annual expenditure about four thousand rupees).

3) Free Library facility to fifty local people through a library.

4) Free Sanskrit teaching to twenty two students coming from different places of India through a well organised Chatuspathi.

5) Free Primary training to 150 students through a Primary School under three qualified teachers (waiting for Govt. grants).

6) Free Hostel service to the students for higher studies.

7) Agricultural development by employing the desciples of the Math in agricultural work.

I am also glad in finding that this organisation is also interested in industrial work for the employment and engagement of the local peole and desciples which the organisation takes as part and percel of the religious work (যত্র জীব তত্র শিব, শিবজ্ঞানে জীবসেবা). My humble suggestion in this connection is that the organisation first approch Social Welfare Dept. for Govt. help and gradually proceed to different aspects as suggested by the Directorate.

Lastly, I express my heartfelt thanks to my friends Shri Nabajogendra Brahmachari Maharaj and Shri Nilmani Mukherjee who very kindly showed me the different activities of the organisation. I also expect my thanks to the President & the Secretary of the organisation under whose guidence and direction the organisation is running smothly with great prospect for imparting real philosophy of Hindu Religion to the people of India and abroad.

Sd./—Illegible, 06/11/75
(**Shri B. C. Maitra**)
Deputy Magistrate & Deputy Collector,
Krishnagar, Nadia.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরনন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩০শ বর্ষ | বাসুদেব, ১ মাধব, ৪৯২ গৌরাব্দ | ১১শ সংখ্যা
রবিবার, ২৯ পৌষ, ১৩৮৫; ইং ১৪।১।১৯৭৯

সানুলাকং পাণ্ডবাদিকৃতঞ্চ
শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

লোমশ উবাচ—

নমামি নারায়ণ-পাদপঙ্কজং, করোমি নারায়ণ-পূজনং সদা।
বদামি নারায়ণ-নাম নির্ম্মলং, স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্॥৫৮॥

লোমশ বলিলেন,—শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম আমি প্রণাম করি, সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করি, তাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করি এবং তাঁহার অব্যয় তত্ত্বের স্মরণও করিয়া থাকি॥৫৮॥

শৌনক উবাচ—

স্মৃতে সকল-কল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্॥৫৯॥

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে ॥৬০॥

এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভুম্ ॥৬১॥

শৌনক বলিলেন,—যাঁহার স্মরণে সকল কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়, সেই অজ, নিত্য পুরুষ হরির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥৫৯॥

বৈষ্ণবগণ খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্রের বৃথা চিন্তা করেন। যিনি বিশ্বম্ভর দেব, বিশ্বকে ভরণ-পোষণ করেন, তিনি কি তাঁহার ভক্তকে উপেক্ষা করিতে পারেন ?৬০॥

ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবতাগণ এবং তপোধন ঋষিবৃন্দ এইরূপভাবে বিভু, সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ দেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন ॥৬১॥

গর্গ উবাচ—

নারায়ণেতি মন্ত্রোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে ঘোরে পতন্তীত্যেতদদ্ভুতম্ ॥৬২॥

গর্গ বলিলেন,—'নারায়ণ' এই মন্ত্র বিদ্যমান আছে এবং বাক্যও মানবের বশীভূত, তথাপি মানব নরকে পতিত হইতেছে ইহা বড়ই অদ্ভুত বিষয় ॥৬২॥

দাল্‌ভ্য উবাচ—

কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈর্ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥৬৩॥

দাল্‌ভ্য বলিলেন,—ভগবান্ জনার্দ্দনে যাহার ভক্তি আছে, তাহার বহু-মন্ত্রের কি প্রয়োজন ? 'নমো নারায়ণায়'—এই মন্ত্র সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে ॥৬৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥৬৪॥

বৈশাম্পায়ন বলিলেন,—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ (অর্জ্জুন), সেইখানেই শ্রী (রাজলক্ষ্মী), বিজয়, ভূতি (সম্পদ্‌বৃদ্ধি) ও নীতি (ন্যায়) প্রতিষ্ঠিত—ইহাই আমার অভিমত ॥৬৪॥

অঙ্গিরা উবাচ—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ ॥৬৫॥

অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥৬৫॥

অঙ্গিরা বলিলেন,—হরি দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির হৃদয় হইতে পাপ হরণ করেন—ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি কেহ অগ্নিকে স্পর্শ করে, তবে সে অগ্নিদগ্ধ হইবেই ॥৬৫॥

পরাশর উবাচ—

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।

বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥৬৬॥

পরাশর বলিলেন,—যিনি নিরপরাধে 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় একবারও উচ্চারণ করেন, তিনি কখনও বিপথগামী হন না, বিমুক্তির পথানুসরণেই বদ্ধপরিকর ॥৬৬॥

পুলস্ত উবাচ—

রে জিহ্বে রসসারজ্ঞে সর্ব্বদা মধুরপ্রিয়ে।

নারাণাখ্যপীযূষং পিব জিহ্বে নিরন্তরম্ ॥৬৭॥

পুলস্ত বলিলেন,—ওহে রসসারগ্রাহিনি মধুরপ্রিয়ে জিহ্বে! তুমি নিরন্তর নারায়ণ-নামামৃত পান কর ॥৬৭॥

ব্যাস উবাচ—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ভুজমুথাপ্য চোচ্যতে।

ন বেদাচ্চ পরং শাস্ত্রং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥৬৮॥

ব্যাস বলিলেন,—বেদ হইতে আর কোন শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ নহে এবং কেশব হইতে অন্য কোন দেবতা শ্রেষ্ঠ নহে—ইহা সত্য-সত্য, পুনরায় বাহু ঊর্দ্ধে ধরিয়া সত্য বলিতেছি ॥৬৮॥

ধন্বন্তরিরুবাচ—

অচ্যুতানন্ত-গোবিন্দ-নামোচ্চারণ-ভেষজাৎ।

নশ্যান্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥৬৯॥

ধন্বন্তরি বলিলেন,—অচ্যুত-অনন্ত-গোবিন্দের নামরূপ ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নামোচ্চারণকারীর সকল রোগ বিনষ্ট হয়—ইহা সত্য আমি শপথ করিয়া বলিতেছি ॥৬৯॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীনাথমুনি

শ্রীনাথের জন্ম ও কাল, এবং শ্রীরাজগোপালদেবের কৃপাদেশ-লাভ

দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জোর ও চোল দেশের মধ্যে 'মধ্যদেশ' অবস্থিত। তথায় **'বীরনারায়ণ'**-নামক গ্রামে **ঈশ্বরভট্ট** নামক জনৈক দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তথায় অনন্তাচার্য্য-প্রণীত 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থের মতে ৪৫ শকাব্দায় **বিশ্বক্সেনের অংশে** জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় ঈশ্বরভট্টের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইনি **শ্রীমন্নাথ-মুনি** বলিয়া বিখ্যাত হন। বয়োবৃদ্ধির সহিত নাথ-মুনি অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া গ্রামস্থ **রাজগোপালদেবের সেবা** প্রাপ্ত হন। যথাবিহিত সংস্কারসকল সম্পন্ন করিয়া বহুকাল গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মথুরা প্রভৃতি উত্তর-দেশ-দর্শন ও সেবালাভ-বাসনায় শ্রীবিগ্রহের নিকট প্রার্থনা করিলে শ্রীরাজগোপাল-দেব তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন।

নাথমুনির বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ

নাথমুনি এবম্প্রকার অনুজ্ঞা লাভ করতঃ পরিবার ও কুটুম্ববর্গ সমভিব্যাহারে উত্তর-দেশে যাত্রা করিলেন। পথে নিত্য **পুষ্কর-ভটে** বরাহদেব দর্শনান্তর **গোপালপুর** পৌঁছিলেন। তথা হইতে **বামন-তীর্থে** অবগাহনপূর্ব্বক ত্রিবিক্রম দেখিয়া **ঘটিকাচল** গমন করিলেন। ঘটিকাচল হইতে **বেঙ্কটাচলে** রমাপতির পাদপদ্ম বন্দনা করতঃ **গরুড়-পর্ব্বতে** অহোবল-নৃসিংহ দর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে **পাণ্ডুরঙ্গ**-প্রদেশে বিঠল-দেব ও **কূর্ম্মক্ষেত্রে** কূর্ম্মদেবকে প্রণামপূর্ব্বক **মথুরায়** উপস্থিত হইলেন। অতঃপর **মায়াতীর্থে** মধুসূদন দেখিয়া **গোমন্ত** পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। **চিত্রকূট** পর্ব্বতে রামচন্দ্রের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক **গঙ্গাসাগর-তীর্থে** উপস্থিত হইলেন। **গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, অযোধ্যা** প্রভৃতি স্থান-দর্শনে নিতান্ত আনন্দ লাভ করিলেন। গোবর্দ্ধনের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণসেবায় অহর্নিশ যাপন করিতে লাগিলেন।

গোপালদেবের স্বপ্নাদেশে মুনির সগোষ্ঠী বীরনারায়ণ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন

এক দিবস রজনীতে নাথমুনি গোবর্দ্ধন-শিখরে কৃষ্ণসেবা-সুখে মগ্ন হইয়া নিদ্রিত হইলে সুষুপ্তি-কালে দেখিলেন যে, রাজগোপালদেব তাঁহাকে গোবর্দ্ধন ত্যাগ করতঃ বীরনারায়ণপুরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ

করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে গোপাল-কিঙ্কর নাথমুনি স্বদেশ যাইতে বাসনা করিয়া গোবর্দ্ধনাধিপতির অনুজ্ঞা লইয়া স্বজন-সহ স্বদেশাভিমুখে চলিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন-পথে বিভিন্ন তীর্থ দর্শন

পথিমধ্যে বেদান্তিগণের অধ্যুষিত **বারাণসী** ক্ষেত্র হইয়া **নীলাচলে** জগন্নাথ দর্শন করতঃ পুনরায় **সিংহাচলে** অহোবল-নৃসিংহ দর্শন করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের যথোচিত বন্দনা করিয়া **বেঙ্কটাচল**-পতিকে প্রণতিপূর্ব্বক **ঘটিকাচলে** পুনরায় শ্রীনৃসিংহের চরণার্চ্চন করিলেন। **গৃধ্র-সরোবরে** আগমনপূর্ব্বক যোগীরাটের অভিবাদনপূর্ব্বক **কাঞ্চী**-নগরে উপনীত হইলেন। তথায় বরদরাজের স্তুতি করিয়া নানা তীর্থ ও দেব-প্রণতিপূর্ব্বক **মহীসার** দেখিতে ইচ্ছা প্রবল হইলে, মহীসারে জগন্নাথ দর্শন করিয়া **গজস্থলে** উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে **কৈরবিনী**-তীরে পার্থ-সারথি, রঙ্গেশ, রাঘব প্রভৃতি দেবতা নমস্কার করতঃ **ময়ূরনগরে** পৌঁছিলেন। ময়ূরনগরে কেশব দর্শন করতঃ **তোয়-পর্ব্বত, পুণ্ডরীক-সরোবর, মহাবলীপুর, চোলদেশ** ও **কুম্ভকোণ** প্রভৃতি স্থানের শ্রীমূর্ত্তি-নিচয়ের যথাযথ অভিবাদনপূর্ব্বক বীরনারায়ণ-নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এইরূপ তীর্থযাত্রা সমাপনপূর্ব্বক নাথমুনি বীরনারায়ণপুরে পুরোগত বৈষ্ণবগণকে নানা তীর্থ হইতে আনিত প্রসাদাদি প্রদান করিয়া পরম আপ্যায়িত করিলেন।

নাথমুনি কর্ত্তৃক কারিসার-কৃত গ্রন্থের অন্বেষণ ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্তি

কিয়ৎকাল গত হইলে একদা শ্রীমন্নাথমুনি, কয়েকজন বৈষ্ণবকে 'কারিসার'-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গাথা' পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। গাথাটী সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিবার বাসনা হইল। তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া স্বয়ং গ্রন্থান্বেষণে কুম্ভকোণ যাত্রা করিলেন।

কুম্ভকোণে পৌঁছিয়া অষ্টাঙ্গ-যোগানুশীলনে নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল যোগসাধন করিয়া ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া নাথমুনিকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি সত্বর **তাম্রপর্ণী নদীতীরে কুরকা-নগরীতে** গমন কর। তথায় আমার পরম ভক্ত **শঠকোপ** দিব্য-শরীরে

বাস করিতেছে। সেই শঠকোপ-দাসই এই গাথা রচনা করিয়াছিল। তথা হইতে অভীপ্সিত গ্রন্থ গ্রহণ কর।”

কারিসাসের (শঠকোপের) গ্রন্থ ধ্বংসের পর পুনরুদ্ধারের ইতিহাস

ভগবানের আদেশ-মত নাথমুনি কুরকা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় আদিনাথের চরণ-বন্দনপূর্ব্বক **চিঞ্চামূলে শঠকোপ** এবং তদীয় শিষ্যাগ্রগণ্য **মধুর কবির** মূর্ত্তি ও তাঁহার শিষ্য **শ্রীপরাঙ্কুশ দাসকে** দেখিতে পাইলেন। শ্রীনাথমুনি পরাঙ্কুশ দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! আপনি কি শঠকোপ-দাসের বিরচিত ‘সূক্তি’ দেখিয়াছেন? ঐ সূক্তি কি এক্ষণে গ্রন্থাগারে আছে? যদি থাকে, তাহা হইলে কোথায় উহা পাওয়া যাইবে?” উত্তরে পরাঙ্কুশদাস বলিলেন,—“কারিসার পূর্ব্বে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই মহা-প্রবন্ধ এক্ষণে কোথাও নাই। যেহেতু পুরাকালে ভগবান্ শঠকোপ বেদসকলের সার সংগ্রহ করতঃ দ্রাবিড়-ভাষায় **চারিটী প্রবন্ধ** রচনা করিয়াছিলেন। শঠকোপ **‘সহস্র-গীতি’** নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাঁহার শিষ্য মধুর কবিকে উপদেশ করতঃ নিত্যধামে গমন করেন। সেই সময়ে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে পাপ-বিমুক্ত হইয়া পরলোক গমন করিতে লাগিল। এইজন্য এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মৃত্যু হয়,—অজ্ঞলোক এইরূপ বিশ্বাস করিত। তদবধি দ্রাবিড়-আম্নায়-পাঠ জগতে দুর্লভ হইয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া একদিন তাম্রপর্ণী নদীগর্ভে পুস্তকখানি নিক্ষেপ করে। এই পুস্তকের **একখানি মাত্র পত্র** রক্ষা পাইয়াছিল। এই পত্রে **দশটী মাত্র শ্লোক** পুনরুদ্ধার হয়। শঠকোপের রচনার মধ্যে উহাই এক্ষণে আছে। **শঠকোপের শিষ্য মধুর কবি ঐ গ্রন্থ পুনর্ব্বার রচনা করিয়াছেন,** তাঁহার নিকট হইতে ঐ প্রবন্ধ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক **দ্বাদশ সহস্র সংখ্যা স্তব** পাঠ কর। তাহা হইলে শঠকোপের তোমার প্রতি কৃপা হইবে।”

শ্রীনাথের অভিষ্ট গ্রন্থ-প্রাপ্তি ও অপ্রাকৃত বিগ্রহ-প্রাপ্তির ইতিহাস

পরাঙ্কুশের উপদেশ-মতে শ্রীনাথ স্তব-পাঠে ব্রতী হইলেন। পাঠের ফলে অচিরেই অভিষ্ট-গ্রন্থ **“তত্ত্বত্রয়”** ও **“রহস্যত্রয়”** পাইলেন। কুরকা-নগরে

অবস্থান-সময়ে ভট্টাচার্য্যের নিকট **অপ্রাকৃত বিগ্রহ-প্রাপ্তির ইতিহাস** ও ভবিষ্যদাচার্য্যের বিবরণ জানিবার বাসনা হয়। তদুত্তরে শ্রীনাথ জানিতে পারিলেন যে,—ভগবান্ কোন **শিল্পীর নিকট স্বপ্নে প্রাদুর্ভূত** হইয়া নিজ-রূপানুসারে বিগ্রহ-গঠনের আদেশ করেন এবং শ্রীমূর্ত্তি গঠন সমাপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে শ্রীনাথকে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে ভাস্কর প্রাতঃকালে শয্যোত্থান করিয়া আদেশ-মত শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্রীমন্নাথ-মুনিকে প্রদান করিল।

অপ্রাকৃত সিদ্ধ-মূর্ত্তি অন্বয়-ক্রমে পূজিত এবং রামানুজের নিকট অদৃশ্য

শ্রীনাথ দেহাবসানে **পদ্মাক্ষ**-নামক তদীয় শিষ্যকে অর্পণ করেন। পদ্মাক্ষ সিদ্ধমূর্ত্তি **রামমিশ্রকে** দিলেন। রামমিশ্র হইতে **যামুনাচার্য্য** বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। যামুন-মুনি তদীয় শিষ্য **গোষ্ঠীপূর্ণকে** অর্চ্চামূর্ত্তি প্রদান করেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তদীয় **কন্যাকে** শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রদান করিলে **রামানুজের মন্ত্র-গ্রহণকালে ঐ বিগ্রহ অদৃশ্য** হইয়াছিলেন।

গোস্বামী-গ্রন্থে শ্রীনাথের গ্রন্থের প্রশংসা

শ্রীনাথ কুরকা-নগরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পরে গোপাল-দেবের ইচ্ছাক্রমে পুনরায় বীরনারায়ণপুরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীনাথের শিষ্য-সংখ্যা দশটী, তন্মধ্যে পদ্মাক্ষই প্রধান। **গোস্বামী-গ্রন্থেও শ্রীনাথের গ্রন্থের প্রশংসা** দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনাথ রামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রাচীন গুরুগণের মধ্যে একজন অতি প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রশ্ন ও উত্তর

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি ?

শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয় আমাদিগকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সেই প্রশ্নটী উত্তর-সহিত প্রকাশ করিতেছি—

প্রশ্ন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা নির্গুণ ও ভগবান্ সগুণ অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ভগবান্ নির্গুণ, ব্রহ্ম তাঁহার 'অঙ্গকান্তি' ও পরমাত্মা 'অংশ' বলিয়া উক্তি করেন। ইহার বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত কি, আপনার পরা পত্রী সজ্জন-তোষণীতে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলে চিরবাধিত হইব।

শাঙ্কর-বেদান্তই বেদান্ত নহে

উত্তর—প্রশ্নকর্ত্তা উক্ত প্রশ্নের বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বেদান্ত-সম্মত সিদ্ধান্তের নাম 'বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত'। 'বেদান্ত' কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে লোকের অনেক সন্দেহ আছে। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, বৈষ্ণবদিগের মত ও বেদান্ত-মত পরস্পর পৃথক্। সাধারণে এইরূপ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ ভাগবতাদি পুরাণ অবলম্বন করিয়া চলেন। পুরাণসকল বেদান্ত হইতে পৃথক্ শাস্ত্রবিশেষ। তাঁহাদের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যে-মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই 'বৈদান্তিক মত'। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক। আমরা প্রথমেই সেই ভ্রম দূর করিতে যত্ন পাইব।

উপনিষদ্ বা বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই বেদান্ত, তাহা জানা সাধারণের দুঃসাধ্য

বেদের শিরোভাগকে 'উপনিষৎ' বলে। উপনিষৎ অনেক। তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য প্রভৃতি দশটী 'উপনিষদ্' বলিয়া সর্ব্বকালে স্বীকৃত আছে। সেই 'উপনিষদ্'-বাক্যের নামই 'বেদান্ত' 'বেদান্ত' শব্দে বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বুঝায়।

'উপনিষদ্'-বাক্যসকল প্রায় পরস্পর সংযুক্ত নয়। 'উপনিষদ্'-গ্রন্থে বিষয় বিভাগপূর্ব্বক কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নাই। প্রত্যেক বাক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন অল্প মেধাবী ব্যক্তির পক্ষে 'উপনিষদ্'-বাক্যে বেদান্ত-জ্ঞান লাভ করা দুঃসাধ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-বাক্য

পরম-দয়ালু সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস জীবের সুবিধার জন্য যেমত বেদ-সকলকে বিভাগ করিলেন, সেইরূপ 'উপনিষদ্'-বাক্যের তাৎপর্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্ত-বাক্যার্থ সংগ্রহ করতঃ **প্রায় সাড়ে পাঁচশত সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া 'বেদান্ত-সূত্র' বা 'ব্রহ্মসূত্র' বলিয়া নামকরণ করিলেন।** তাঁহার শিষ্যগণ এই সূত্রসকলের যথার্থ অর্থ-সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে তিনি নারদের আজ্ঞাক্রমে পারমহংস্য-সংহিতারূপ 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ' নির্ম্মাণ করেন। **শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্য।** শ্রীমদ্ভাগবতে যে-সকল সিদ্ধান্ত আছে, সে সমুদায়ই যথার্থ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। **শ্রীশ্রীমহাপ্রভু** বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং

ভাষ্যকার হন. তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবত-রূপ 'ভাষ্যই' জীবের পক্ষে 'বেদান্ত-বাক্য' বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সমস্তই নির্গুণ

আমাদের প্রশ্নকর্ত্তার জিজ্ঞাস্য বিষয়ে বেদান্তসূত্র-ভাষ্য-স্বরূপ ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

[যাহা—অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব-বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই 'পরমার্থ' বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ সজ্ঞায় সঞ্চিত অর্থাৎ কথিত হন।]

অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ 'তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়-জ্ঞানই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' বলিয়া শব্দিত হন। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, অদ্বয়-তত্ত্বই সমস্ত সিদ্ধান্তের চরম বিশ্রামস্থল। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ যখন সেই অদ্বয়-তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, তখন উক্ত প্রকাশত্রয়ের মধ্যে কেহ সগুণ ন'ন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সমস্তই 'নির্গুণ'।

অদ্বয়-জ্ঞান বলিতে অভেদ-বাদ নহে; অভেদবাদ বেদবিরুদ্ধ

'অদ্বয়জ্ঞান' কাহাকে বলে, তাহা বিচার করা উচিত। অনেকে মনে করেন যে, 'কেবল অভেদ-বাদ'কে 'অদ্বয়জ্ঞান' বলে। তাহা নয়। **'কেবল অভেদ-বাদ' সমস্ত বেদবিরুদ্ধ।** বেদ অনেকস্থলে অভেদবাদ এবং অনেকস্থলে 'নিত্যভেদ' উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ, অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই।

অদ্বয়-তত্ত্বের অর্থ—যুগপৎ ভেদ ও অভেদ এবং তাহা অচিন্ত্য

বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীবসকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাঁহা হইতে অভেদ। 'দ্বৈত' ও 'অদ্বৈত' একই কালে সত্য, অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্ম-তত্ত্বের পার্থক্য আছে। এই 'ভেদা-ভেদ-তত্ত্ব' যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞান-সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অদ্বয়জ্ঞানের ১ম 'ব্রহ্ম', ২য় 'পরমাত্মা' এবং ৩য় বিকাশ নির্গুণ 'ভগবান্'

দ্রষ্টৃস্বরূপ জীব সেই পরম-তত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত দৃষ্টির বশীভূত, তখনই তাঁহার 'কেবল ভেদ' দৃষ্টি হয়। জড় একটি নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্‌রূপে ভাসমান হয়। **ইহারই নাম "দ্বৈতজ্ঞান"**। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইতে হইতেই প্রথমে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে। প্রাকৃত দৃষ্টি আর থাকে না। ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া প্রকৃতিকে আর বোধ হয় না। এই অবস্থায় অদ্বয়জ্ঞান **ব্রহ্মজ্ঞানময়**। ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া বিচারক জীব যখন আত্মাকে পৃথক্ করিয়া লয়, তখনই ঐ অদ্বয়-জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন আর অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকে না। পরা প্রকৃতিরূপ জীব-চৈতন্যই তখন প্রতীত হয়। **ইহাই অদ্বয়জ্ঞানের 'দ্বিতীয় প্রতীতি'**। পরমাত্ম-তত্ত্বে দৃঢ়ীভূত হইয়া বিচারক জীব যখন পরম-চৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া দৃষ্টি করেন, তখনই সেই অদ্বয়তত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রতীত হয়। তখন **অদ্বয়জ্ঞানের নাম 'ভগবান্'**। ভগবদ্-দর্শনই জীবের অদ্বয়জ্ঞানের চরমাবস্থা। তখন পরম বস্তু আর পরা আর অপরা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না থাকায়, তাহার স্বরূপ প্রকৃতিময় হইয়া পড়ে। অতএব **ভগবানই অদ্বয়তত্ত্বের চরম প্রকাশ**, পরম নির্গুণ ও বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। যাঁহারা ভগবানকে 'সগুণ' ও ব্রহ্ম-পরমাত্মাকে 'নির্গুণ' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ বেদান্ত-বিচারে পটু ন'ন, অদ্বয়তত্ত্বের যাথার্থ্য লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্র (১২।২।৩) সূত্রের শঙ্করভাষ্য অসার এবং ভাগবত-সিদ্ধান্তই সার

পাঠক মহাশয় যদি 'ব্রহ্মসূত্রের' তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, দ্বাদশ সূত্রটী বিচার করিয়া দেখেন, তবে আমাদের সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। সূত্রটি এই,—'ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেক-মতদ্বচনাৎ।'

—এই সূত্রের 'কেবল অদ্বৈতভাষ্যে' কোন প্রকার ভাল সিদ্ধান্ত নাই। রামানুজাদি পরমপণ্ডিতগণ এই সূত্রটীর ভাষ্যবিচারে যে সূত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমুদায় বিচার করিলে স্থানাভাব হয়। অতএব আমরা কেবল এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়া সন্তুষ্ট হইবে।—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥ (শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচন)

[বৈদূর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধ-স্থিতিভেদে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্ত-ভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়]

সেই অদ্বয়-জ্ঞানরূপ অচ্যুত-তত্ত্ব স্বরূপতঃ একমাত্র ভগবান্। জীব দৃষ্টি-ভেদক্রমে তাঁহার ভিন্ন প্রকাশ দর্শন করেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে একই 'বৈদূর্য্যমণি' ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রকাশ করে। তদ্রূপ সেই ভগবদ্রূপ 'তত্ত্বমণি' জীবের অধিকারভেদে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে ভাসমান হয়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের অধিকার ভেদ কত প্রকার?

জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিভেদে জীবের ত্রিবিধ অধিকার

জীবের বুদ্ধি, দক্ষতাভেদে অধিকার নানাপ্রকার। সেই অধিকারসমূহ স্থূলবিচার দ্বারা তিনপ্রকারে বিভক্ত হয়। সেই তিনটী অধিকারের নাম—**'জ্ঞান', 'যোগ' ও 'ভক্তি'**। **জ্ঞানাধিকারে** অবস্থিত পুরুষ সেই 'তত্ত্ব-মণি'কে **'ব্রহ্মস্বরূপে'** দৃষ্টি করেন। **যোগাধিকারে** অবস্থিত ব্যক্তি তাঁহাকে 'পরমাত্মাস্বরূপে' দৃষ্টি করেন। **ভক্ত্যধিকারে** অবস্থিত জীব সেই তত্ত্বমণির 'ভগবৎস্বরূপ' দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিল না; সৃষ্টির পর 'ব্রহ্ম' অঙ্গকান্তি এবং 'পরমাত্মা' অংশবিশেষ-রূপে প্রতিভাত

ভগবৎস্বরূপই 'পূর্ণস্বরূপ', যেহেতু তাহাই 'বিশেষ্য তত্ত্ব'। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই 'বিশেষ্যে'র 'বিশেষণদ্বয়'। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না। **তখন ব্রহ্ম ছিল না।** জগৎ সৃষ্টি হইলে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এইভাবে ভগবানের একটী বিশ্বসম্বন্ধীয় আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। একটী "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। দ্বিতীয়টী সমস্ত সৃষ্ট বা স্বগুণ বস্তুর ব্যতিরেক চিন্তাবিশেষ। উভয় ভাবই বিশ্বসম্বন্ধীয় ভাব। অতএব 'ব্রহ্ম'ই ভগবানের "জ্যোতিঃ-স্বরূপ" বিশ্ব-সম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে **'ব্রহ্ম'কে ভগবানের 'অঙ্গকান্তি'** বলিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থতাই হইয়া থাকে। **'পরমাত্মাকে' ভগবানের 'অংশ'** বলিলে কোন দোষ হইতে পারে না। জীব-সৃষ্টির সহিত ভগবানের যে অংশাবির্ভাব, তাহা ভগবদ্গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে।—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৫)

[এতদ্ব্যতীত আমার একটি তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে 'পরা-প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত এই জড়জগৎ, —উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা শক্তি' বলা হয়।

বোধ হয়, অমৃত বাবুর আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। যদি কোন সন্দেহ হয়, তবে লিখিবেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

লয় ও বিক্ষেপ

শ্রীহরিকথা-শ্রবণের সময় লয় ও বিক্ষেপ—এই দুইটী হরিভজনের—মঙ্গল-বরণের প্রধান বাধা। হরিকথার প্রতি, হরিজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি, হরিক্ষেত্র শ্রীধামের প্রতি ও শ্রীহরিনামের প্রতি অন্তরে অত্যন্ত পরবুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনতা বা অপরাধ হইতেই এইরূপ মহাভয়ঙ্কর ব্যাধিস্বরূপ লয় ও বিক্ষেপ অনর্থযুক্ত জীবকে আক্রমণ করে। আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্ঘা-রামের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক, সঙ্ঘপতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিষ্যাভিমানে শ্রীনাম, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী ও শ্রীহরিকথা—এই সদ্বস্তুগুলির সুদুর্ল্লভ সঙ্গ ও কৃপালাভের সৌভাগ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকর্ত্তৃক অর্পিত হইয়াছি। কিন্তু হায়! আমার কি দুর্দ্দৈব যে, সেই বস্তুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াও এত বড় সৌভাগ্যের মূল্য না জানিয়া হেলায়, নিশ্চিন্তে সেই সৌভাগ্যের অপব্যবহার করিতেছি; আমার মস্তকোপরি সন্নিহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাহস্তকে স্বেচ্ছায় সজোরে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবক ভগবান্। তিনি পরম কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার অরুচি-সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেবক-বাৎসল্যগুণে আমার নিকট নিত্যমঙ্গলের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী, শ্রীনাম কৃপাপূর্ব্বক আমার সম্মুখে সবিগ্রহে বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রতি কত বড় অমর্য্যাদা দেখাইতেছি, তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া নিদ্রাভিভূত অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরে কতবড় বেয়াদপি করিতেছি, তাহা আমি একবারও চিন্তা

করি কি? শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীতুলসী, শ্রীবিগ্রহ—সকলেই প্রভুবস্তু। কিন্তু আমার হৃদয় এত কঠিন, নির্ম্মম হইয়া গিয়াছে যে, সেই সাক্ষাৎ প্রভু-বস্তুসমূহের সংস্পর্শে আসিয়াও তাঁহাদের প্রভুত্ব উপলব্ধি করিতেছি না। তাঁহারা অচেতনকেও চেতনবিশিষ্ট করিয়া তাহার উপর নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন—তাহাকে নিজ প্রভুত্ব উপলব্ধি করাইয়া তাহার সমস্ত জড়তা স্তব্ধ করাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু আমি অন্তরে তাঁহাদিগের প্রতি এত অমর্য্যাদা—পরবুদ্ধি পোষণ করিয়া রাখিয়াছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের সম্মুখে আমার নিদ্রাভিভূততা, অন্যমনস্কতা ইত্যাদি দেখিয়া বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিতেছেন; জোর করিয়া আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন না। তবুও শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার অমায়ায় কৃপা করিয়া আমার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার ও মৃদু শাসন, আবার কখনও বা কঠোর বাণীবাণ-প্রয়োগ-দ্বারা আমাকে নিজ দুরাবস্থা-সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সেই জীবদুঃখকাতরতার কথা আমি ত' একবারও চিন্তা করিলাম না! তাঁহাদের প্রতি অন্তরে অমর্য্যাদাভাবরূপ ভীষণ পাষণ্ডতা পোষণ করিয়াও তদ্বিষয়ে এক-মুহূর্ত্তের জন্যও সাবহিত হইতেছি না! শ্রীগুরুবর্গ বলেন,- যাহারা হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সময় বা শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীতুলসীর সম্মুখে অন্যমনস্ক বা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাদের মহতের প্রতি কঠিন অপরাধ সঞ্চিত আছে। তাহাদের মঙ্গল লাভ হওয়া সুদূরপরাহত। কৈ, আমি গুরুবর্গের এই সতর্ক-বাণী মঠবাস করার প্রথম হইতে অসংখ্যবার শ্রবণ করিলেও তজ্জন্য একটুকুও সাবধান ত' হইতেছি না, নিজের দুর্দ্দৈবের জন্য মুহূর্ত্তের জন্যও আমার নিজেকে ধিক্কার দিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না? একথা আদৌ চিন্তা করি কি? কিজন্য মঠে আসিয়াছিলাম, এতগুলি বৎসর কিভাবেই বা কাটিয়া গেল, এই মুহূর্ত্তটী কিভাবে বা যাইতেছে এবং আমার ভবিষ্যতে কি হইবে? যাঁহার জন্য মঠে আসিলাম, তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধের লেশও হয় নাই, হরি-ভজনের কোন স্পন্দনই হৃদয়ে পাই নাই, অথচ এতগুলি বৎসর বা দিবস বৃথা কাটিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য এতটুকুও অনুশোচনা হয় না! শ্রীগুরু-বর্গ কোথায় হরিভজনের পরমচমৎকারিতাময় নিত্যনবনবায়মান সেবা-রহস্য, হৃৎকর্ণরসায়ন কথা কীর্ত্তন করিবেন, তাহা না হইয়া আমাদের লয় ও বিক্ষেপ দূরকরণের জন্য লগুড়াঘাত করিতে করিতেই তাঁহাদের সময়

অতিবাহিত হইয়া গেল। হরিভজন-বৈশিষ্ট্যময়ী কথা কীর্ত্তনের সুযোগ কি আমি তাঁহাদিগকে দিব না? তাঁহারা ত' চিরদিন এই জগতে বসিয়া থাকিবেন না, গোলোকের বস্তু গোলোকেই চলিয়া যাইবেন! আমি বা কি স্বর্ণসনন্দ পাইয়াছি যে, আমি এখানে অমর হইয়া থাকিব এবং তাঁহাদের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ-সুযোগের পুনঃ পুনঃ অপব্যবহার করিয়াও আবার তাহা পাইতে থাকিব? লয় ও বিক্ষেপ-দ্বারা অভিভূত হওয়া ত' আশ্রয়-হীনতার লক্ষণ। আমি এতদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-গ্রহণের অভিনয় করিতেছি, কিন্তু এখনও আমার মধ্যে যে অনাশ্রিতের লক্ষণগুলি পুরা-পুরি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে আমার আশ্রয়গ্রহণ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ কপটই প্রমাণিত হয়না কি? এসব কথা আমি একবারও চিন্তা করি কি? এইরূপ ভয়ানক চিন্তাহীনতা আমাকে নির্ম্মমভাবে গ্রাস করার দরুণ আমি হেলায় শুভমুহূর্ত্তগুলি কাটাইতেছি; প্রভু-বস্তুগণের সংস্পর্শে আসিয়াও তাঁহাদের প্রভুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না অথবা তাঁহাদের প্রতি অন্তরে এইরূপ পরভাব পোষণ করিয়াছি যে, রাজার নিকট দরিদ্র ব্যক্তি ধনাদি-প্রার্থনায় উপস্থিত হইলে তাহার কখনও ঘুম আসিতে পারে না অথবা কোন ব্যক্তির তাহার অপর প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, সেখানে কখনও তাহার নিদ্রাভিভূততা আসে না। এই উভয় ক্ষেত্রে যথাক্রমে অত্যন্ত সম্ভ্রম ও আপনবুদ্ধিই কার্য্যকরী হইয়া থাকে। কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুসমূহের প্রতি আপন-জ্ঞান ত' দূরের কথা, তাঁহারা যে কত বড়-বস্তু, কত মহান্—এই চিন্তা হইতে জাত যে সম্ভ্রমবুদ্ধি, সেটুকু পর্য্যন্ত হৃদয়ে নাই। কারণ এই সম্ভ্রমটুকুও যদি থাকিত, তাহা হইলেও আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীতুলসী বা শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কখনই লয় বা বিক্ষেপ আসিত না। এইরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দৈব আমার হৃদয়কে অভিভূত করিয়াছে। এখন উপায় হইতেছে ক্রন্দন। নিজের দুষ্ট মনকে প্রতি-মুহূর্ত্তে শত শত ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক শ্রীগুরুবর্গের কৃপা-প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় নাই। এইরূপ ভীষণতম দুরাবস্থা হইলেও তাঁহাদের কৃপা ছাড়া ত' অন্য আশ্রয় নাই; যত অপরাধী, দোষী, দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইলেও আমি তাঁহাদেরই অযোগ্য সেবকাধম। ভালমন্দ সকল অবস্থাতে তাঁহাদের কৃপাই একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র ভরসা।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মে

আমার কাতর প্রার্থনা

কাঁহা মোর গুরুদেব পতিত-পাবন।
তোমা লাগি সদা মোর কাঁদিতেছে মন॥
অশান্তির চিতাবহ্নি সদা ধূ ধূ জ্বলে।
গুরুদেব! শান্তি-বারি দাও তুমি ঢেলে॥
সংসার শ্মশান হয় পিশাচের স্থান।
তুমি এসে কর মোরে এবে পরিত্রাণ॥
সংসার-জ্বালায় আমি সদা প্রপীড়িত।
শান্তিবারি দিয়ে কর জ্বালা নির্ব্বাপিত॥
বিষয়ের বিষকীট সদা দংশে মোরে।
তোমা বিনা এ বিপদে কেবা রক্ষা করে?
আত্মীয়-স্বজন সব কালসর্প সম।
গ্রাসিবারে আসিতেছে হৃদি কাঁপে মম॥
ভবাটবী মধ্যে আমি পড়েছি ফাঁপরে।
তুমি বিনা এ সঙ্কটে কেবা রক্ষা করে॥
এ ভব-সমুদ্রে আমি হাবুডুবু খাই।
তব কৃপা বিনা মোর অন্য গতি নাই॥
ভবের কাণ্ডারী তুমি ওগো দয়াময়।
শ্রীচরণ-তরী দিয়ে উদ্ধার আমায়॥
দয়ালের শিরমণি হও তুমি প্রভু।
পাতকী বলিয়া ঘৃণা না করিবে কভু॥
যদি তুমি এ' অধমে না কর উদ্ধার।
দয়াল নামেতে হবে কলঙ্ক অপার॥
ত্রিতাপ জ্বালায় আমি পুড়িয়া মরিনু।
ভজন-পূজন সব ভুলিয়া যে গেনু॥
কেমনে করিব আমি গৌরাঙ্গ-ভজন।
কেমনে বা করি ওগো যুগলের সেবন॥

কেমনে পাইব আমি ভক্তসঙ্গে বাস।
কেমনে হইব আমি বৈষ্ণবের দাস ॥
মোহে অন্ধ হ'য়ে আছি পাগলের প্রায়।
ঘুরিতেছি সদা, প্রভু কি হবে উপায় ॥
তুমি যদি নাহি কর এ' অধমে দয়া।
অতল তলেতে তবে যাইব ডুবিয়া ॥
কৃপা-রজ্জু দিয়ে যদি বাঁধহ আমায়।
তবে ত হইতে পারে যেকোন উপায় ॥
আর কতদিনে প্রভু করুণা করিবে।
অভাগীর অশ্রুজল কবে মুছাইবে ॥
মোরে উদ্ধার করিবে তুমি ভরসা দিয়া।
আশা দিয়ে কেন তুমি গেলেগো চলিয়া ॥
পুনঃ এসে কর তুমি প্রতিজ্ঞা পালন।
তবে ত জানিব তুমি পতিত-পাবন ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি জানি সর্ব্বক্ষণ।
সদয় হইয়া তুমি দাও দরশন ॥
দেখা দিয়ে কর মোরে এবে কৃপা দান।
জনমের মত পাব তবে পরিত্রাণ ॥
জগাই মাধাই ছিল, শুনি যে পাতকী।
তাহ'তে অধিক আমি হই যে নারকী ॥
মোরে যদি উদ্ধারহ তুমি দয়াময়।
জগতে ঘুষিবে তব মহিমা নিশ্চয় ॥
এসব যাতনা আর সহিতে না পারি।
ত্বরা করি এসো প্রভু ভবের কাণ্ডারী ॥
কোথা আছ দয়াময়, সঙ্গে লও তুমি।
জনমে জনমে তব দাসী হব আমি ॥
তোমার প্রসাদে পাব গৌরাঙ্গ-ভজন।
তব কৃপাবলে পাব নিতাই-চরণ ॥

আর পাব সর্ব্বোত্তম যুগলের সেবা।
এ সবের অধিকার আর দিবে কেবা॥
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হও তুমি এবে।
নিত্যানন্দে মাতি তুমি ভুলিলে কি মোরে॥
ভুলিলে ত চলিবে না তুমি নিত্যপ্রভু।
তব পাদপদ্ম আমি ছাড়িব না কভু॥
আসিব যাইব আর চরণ সেবিব।
আজ্ঞাবাহী হয়ে আমি দাসী হয়ে রব॥
নাম গ্রহণের শক্তি দিবে মোরে তুমি।
অবিরত হরিনাম করি যেন আমি॥
নামের প্রভাবে মোর চিত্ত শুদ্ধ হবে।
হৃদয়ের মলসব দূরীভূত হবে॥
অপরাধ শূন্য হয়ে লব হরিনাম।
তবে ত পূরিবে মোর সব মনস্কাম॥
কৃপা কর মোরে প্রভু ওগো দয়াময়।
সেবা অপরাধ যেন মোর নাহি হয়॥
বিপথে কভু বা যদি মম মন যায়।
কৃপা-রজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখহ আমায়॥
গালে চড় মারি আর কেশগুচ্ছ ধরি।
ফিরাইয়া আন যদি তুমি কৃপা করি॥
তবে ত জানিব তুমি নিত্যপ্রভু মোর।
নিত্যদাসী হই তবে ভাগ্য সে প্রচুর॥
ওগো প্রভু দয়াময় লহ তব কাছে।
কভু যেন আমি নাহি যাই ভুলপথে॥
অন্তিমেতে যেন পাই ও রাঙ্গাচরণ।
অবশ্য আমার আশা করিও পূরণ॥
সেই আশাপথ চেয়ে আছিগো বসিয়া।
উদ্ধার করিও প্রভু কৃপা-বিন্দু দিয়া॥

—শ্রীমতী উষারাণী ভক্তিপ্রভা

মানহানি ও মানদান

পরম প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর পৈশুন্যব্রণপীড়িত মৎসর সমাজের কল্যাণোদ্দেশে তদাশ্রিত জনগণকে পাপ-প্রবৃত্তিতাড়িত আত্মবঞ্চিত জনগণেরও প্রতি সম্মান প্রদান করিবার আদেশ করিয়াছেন। আর আশ্রিত-জনগণকে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অমিত-সহিষ্ণুতা ও দৈন্যের পরাকাষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে বিচার এই যে, জগতের সকলকে সম্মান দিতে হইবে, এই কথার সুবিধা লইয়া সম্মান প্রদানকারী নিষ্কিঞ্চন পরোপকারব্রত মহাভাগবতের প্রতি অসূয়াপর জনগণ দৌরাত্ম্য এবং অত্যাচার উপস্থিত করিতে পারেন। ঐ প্রকার যুক্তিহীন পাপ প্রথাদ্বারা প্রতারকগণ সুবিধা করিয়া লইয়া পারমার্থিককে অশেষ ক্লেশ প্রদান করিবেন এবং এই দুই ক্লেশ প্রদান-ফলে মহাভাগবত অসীম সহ্য-গুণের দ্বারা তাঁহার অসমোর্দ্ধ মহত্ত্ব যতই স্থগিত করিবেন, ততই পাপ-প্রবৃত্তি-প্রভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করা এবং পাপপ্রবৃত্তিকেই 'ধর্ম্ম' নামে প্রচার করিয়া বিচাররহিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবেন। সুতরাং পাপচিত্ত জনগণ স্বীয় দুরভিসন্ধিমূলে 'বৈষ্ণবের মান নাই' এই উক্তিবশে মানবজাতির সর্ব্বোচ্চ গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসিবে। একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্ররূপী মহাভাগবত প্রহ্লাদের শ্রীচরণকমলে পিতৃত্বাভিমানে কতই না কদর্য্য ব্যবহার করিয়াছিল। রাবণ বিষ্ণুশক্তি সীতাকে পরমসহিষ্ণু অমানী জানিয়া তাঁহার প্রতি কতই না অত্যাচার করিয়াছিল! অম্বরীশ মহারাজের প্রতি দুর্ব্বাসার ব্যবহার, শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসের প্রতি জগাই-মাধাইর ব্যবহার অর্ব্বাচীন জনসাধারণের বিচারে বৈষ্ণবগণের 'সর্ব্বাধমতা' এবং 'সর্ব্বসহিষ্ণুতা' এই অপরিহার্য্য গুণদ্বয় ঐসকল অমানুষিক অত্যাচার সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু প্রহ্লাদের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে তাহার উদ্দাম চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সীতার উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সুদর্শন দুর্ব্বাসাকে বৈষ্ণব-সম্মান শিক্ষা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, শ্রীবাসাদির প্রার্থনায় শ্রীহরিদাসের নির্য্যাতনকারীকে শ্রীগৌরসুন্দর মানদধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ যদিও বৈষ্ণব-বিরোধীর চক্ষে প্রথম মুখে সমপক্ষীয় বিচারিত

হন, তথাপি বৈষ্ণব-গুরুবিদ্রোহী যখন বুঝিতে পারেন যে, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে প্রীতি-সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, তখন তাঁহার বিদ্রোহ ও কপটতা ছাড়িয়া দিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আনুগত্য প্রভাবেই তাঁহাদেও পরস্পরের মধ্যে ভেদাবস্থিতি লক্ষ্য করেন। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অভেদবাদীর দর্শনের হেয়তা নাই, পরন্তু উপাদেয়তা বর্ত্তমান। ইহারই নাম—'সম্বন্ধজ্ঞান' বা 'দিব্য-জ্ঞানলাভ' বা 'দীক্ষা'। যাঁহাদের সম্বন্ধজ্ঞান বা বৈষ্ণবী দীক্ষালাভ ঘটে নাই, তাঁহারাই জড়ভেদের হেয়ত্ব অপ্রাকৃত সমাজে ও উপাদেয় রাজ্যে বলপূর্ব্বক সংশ্লিষ্ট করিতে যত্ন করেন। তাঁহাদের বিষ্ণুভক্তির উদয় হইলেই পাপের সম্যক্‌রূপ ক্ষয় হয় এবং দিব্য-জ্ঞান ও জড়জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য নয়ন-পথে পতিত হয়। অর্ব্বাচীনের ন্যায় প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, মূর্খের অনুভূতিতে 'অমানী', 'মানদ', 'সহিষ্ণু' প্রভৃতি শব্দার্থ স্বীকার করেন না। তিনি লব্ধজ্ঞান হইয়া মূর্খের অর্ব্বাচীনা ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ। অনভিজ্ঞ মূর্খ জনসাধারণ শব্দের অর্থ যে-ভাবে গ্রহণ করেন, অভিজ্ঞ বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিত বৈষ্ণব সেইরূপ বিচার করেন না। সুতরাং অনভিজ্ঞ জনসাধারণ আপনাদিগকে 'অভিজ্ঞ' মনে করিয়া যেরূপ 'সহিষ্ণু', 'মানদ' প্রভৃতি শব্দের কদর্থ করেন, তাহা বিদ্বজ্জনানুমোদিত নহে।

ভগবদ্বিমুখ প্রাকৃত জ্ঞানমদোন্মত্ত জনগণ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উপলব্ধির অভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের 'সকলকে সম্মান প্রদান কর' এবং 'আপনি নিরভিমানী হও'—এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে গিয়া মনে করেন যে, অবৈষ্ণব ও গুরু-বৈষ্ণব বিদ্রোহীকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদান করাই বৈষ্ণব গুরু-বর্গের একমাত্র কার্য্য এবং বৈষ্ণবগুরুবর্গ এই সকল উদ্দাম বৈষ্ণববিদ্বেষী-দিগের দ্বারা অসম্মানিত হইয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বৈশ্চর্য্যে অনাস্থাবান্ হন, তাহা হইলেই তাঁহাদের ভগবদ্ ও ভক্তবিদ্বেষ সফলতা লাভ করিবে এবং পৈশুন্যব্রণপীড়িত হইয়া হিংসামূলে আনুষ্ঠানিক কণ্ডুয়নের দ্বারা সুখলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু দিব্যজ্ঞান-লব্ধ বৈষ্ণব স্বয়ং সহিষ্ণু হইয়া অবৈষ্ণবকে মানবোচিত বহু সম্মান প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের বৈষ্ণববিদ্বেষ-জনিত অনুষ্ঠানের আদর করিতে পারেন না। শাস্ত্র বলেন, সকল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব স্বীয় গুরু-দেবের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত শুদ্ধবৈষ্ণবের অসম্মান সহ্য করিবেন না। তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন, পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারেন, কর্ণে হস্ত

প্রদান করিতে পারেন, তথাপি গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না। শুদ্ধ বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করা। যদি কোন ব্যক্তির কল্পিত গুরুদেব বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করেন, তাহা হইলে লঘুজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্মবিস্মৃত গুরু অভিমানী কুযোগীকে কখনই কেহ 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ন্যায়রহিত আদেশকারীর গুরুর উৎপথ প্রতিপন্নতা, শুদ্ধবৈষ্ণববিদ্বেষকে শুদ্ধ বৈষ্ণব কখনই গুরুর আদেশ বলিয়া জানেন না। এতাদৃশ ব্যক্তিকে কখনই 'গুরু' বলেন না। প্রকৃত গুরুর চরণাশ্রয় ছাড়িয়া আমরা বলপূর্ব্বক আমাদের মনগড়া ব্যক্তিকে 'গুরু'পদে বরণ করিলে যথেচ্ছাচার আনয়ন করিব। প্রকৃত গুরুকে অসম্মান করা আর মনগড়া গুরুকে অসম্মান করা সমজাতীয় নহে। যাঁহারা মুড়ি-মিশ্রি, আসল-মেকী প্রভৃতি বিচার না করিয়া সমন্বয়বাদ প্রচার করেন, তাঁহারাই 'অমানী' ও 'সহিষ্ণু' শব্দের অর্থে গুরু ও বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। আমরা ইহাদের অধিক পাণ্ডিত্য দেখিতে পাই না। মানবোচিত মাত্সর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ও বৈষ্ণবোচিত মান্য সমজাতীয় নহে। যাঁহারা জ্ঞান করেন, তাঁহারা ভক্তি-পথাশ্রিত নহেন, জানিতে হইবে। বিষ্ণু অপ্রাকৃত বস্তু; দিব্যজ্ঞানলব্ধ অপ্রাকৃত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাকৃত অভিমানের জন্য ব্যস্ত নহেন বলিয়াই জড়-প্রতিষ্ঠাশাকেই 'শৌকরীবিষ্ঠা' বলিয়া জানেন। তিনি তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে শৌকরীবিষ্ঠার প্রাপ্তিলোভে ব্যস্ত নহেন বটে, কিন্তু জগতের সর্ব্বনাশ কামনা না করায় তাঁহার গুরুবর্গকে অর্থাৎ গুরুবর্গ বৈষ্ণবকে প্রাকৃত বিষ্ঠার বাহক না জানিলেও তাদৃশ বস্তু লইয়া কাড়াকাড়ি বন্ধ হওয়া আবশ্যক মনে করেন। প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জনের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাদৃশ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৈষ্ণবের নাই, কিন্তু প্রাকৃত জগতে বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া যে অজ্ঞান বালকের ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের অন্যের বাসনা এবং তদুদ্দেশে গৌণভাবে অপর গুরুবৈষ্ণবের অসম্মান চেষ্টাদ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি প্রভৃতি কামপরবশ হওয়া বুদ্ধি-মানের কার্য্য নহে, একথা জানেন। ব্রহ্মচারীকে ঈর্ষামূলে ব্রহ্মচর্য্যরহিত বলা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ঈর্ষামূলে মূর্খের ন্যায় ব্রাহ্মণেতর বলা, ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীরও 'গুরু' সাজিয়া তাঁহাকে ঈর্ষামূলে সন্ন্যাস ধর্ম্ম হইতে পতিত বলা মানদ ধর্ম্ম নহে।

দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও নিজেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য অর্থার্জ্জন পরমার্থ-জীবনের হানিকর। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি বা শ্রীগৌরসুন্দরের নিষ্কিঞ্চন ভজনকারীর বিষয় ও বিষয়ি-সঙ্গ পরিত্যাগের আদেশবাণী কখনই পরচর্চ্চা নহে, কিন্তু ঐ আদেশবাণীর বিরোধী জনগণ বৈষ্ণবগুরু হইতে পারেন না বলিলে ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া মৎসরতামূলে যে-সকল চেষ্টা দেখা যায়, তাহা স্তব্ধ করিবার জন্য ভাগবতগণের ও শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণের সাধু-চেষ্টাকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস ধর্ম্মসঙ্গত নহে। অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডাদিবিধান সাধুদিগের সাহায্য করে। সাধুগণ জীবের বিষয়-পিপাসা উক্তিদ্বারাই খণ্ডিত করেন। তাহাতে বাধা দেওয়া অসাধু চেষ্টা। তাহার লৌকিক প্রতীকার সাধুর উপলক্ষণে ভগবানই করাইয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধুত্বে দোষারোপ করিতে নাই। আমরা যদি জগৎ হইতে সাধুর চেষ্টা তুলিয়া দিবার যত্ন করি, তাহা হইলে আমাদের সমাজ ক্রমশঃই বিশৃঙ্খলতা-ময় অসাধুতায় পরিণত হইবে। সাধুদিগেরই প্রকৃত সম্মান আছে। অবৈধভাবে তাঁহাদের মৌনধর্ম্মের সুবিধা লইয়া তাঁহাদের কখনই বিপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে। অসাধুগণের মানহানি হইতে পারে না সত্য, যেহেতু অসাধুগণ অসাধু উপায়েই স্ব-স্ব মান স্থাপন করেন। অসাধুর তাদৃশ স্থাপিত মান পরমার্থ জগতের কোন উপকার করে না। কিন্তু সাধুকে অসাধু বলিলে দৌরাত্ম্য করা হয়। সাধুগণ অসাধু কর্ত্তৃক প্রহৃত হইবেন এবং প্রহৃত জনগণ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপ্রার্থী না হওয়ার অনেকে এরূপ ধারণা করেন যে, সাধুদেরই প্রকৃত দোষ থাকে বলিয়া তাঁহারা অসম্মানিত হইলেও রাজদ্বারে প্রতীকারের প্রার্থনা করেন না। বিশেষতঃ সাধুদিগের অনুগত দাসগণ স্ব-স্ব প্রভুর সম্মান নষ্ট করিবার জন্যই গৌণভাবে চেষ্টান্বিত হইয়া সেবার ভান করেন না। গুরুসেবা ও সাধুসেবা সাধুর একমাত্র কর্ত্তব্য। অসাধুর সঙ্গ পরিত্যাগ যত্নের সহিত কর্ত্তব্য। ইহা শাস্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন। দুর্নীতিপরায়ণ জনগণের বিচারপ্রণালীদ্বারা অসাধুতা-দ্বারা সাধুগণ চিরদিনই আক্রান্ত। এই প্রকার অসাধু চেষ্টা হইতেই জগতে ধর্ম্মের নামে পাপ ও অপরাধ বৃদ্ধি হইতেছে।

সাম্যবাদ ও সেবাবিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭১ পৃষ্ঠার পর)

সাম্যবাদী যাহাকে বৈষম্যভাব বা পক্ষপাত-দোষ মনে করেন, একান্ত আস্তিকগণের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতি বা ইষ্টানুরাগের বিচারে অবস্থিত জনগণের তাহাই বরণীয়। গীতায় যেরূপ সাম্যবাদ নিরস্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহাই অধিকতর বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্তের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্যবাদী দুর্ব্বাসা যখন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ-পূর্ব্বক ব্রহ্ম-শিবাদি-দেবতাগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া সর্ব্বশেষে ভগবান্ নারায়ণের নিকট আত্মরক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীহরি দুর্ব্বাসাকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন,—

অহং ভক্তপরাধিনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

হে দ্বিজ! হে মুনে! আমি ভক্তের অধীন (রুদ্রাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন, সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ) সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায়। মুক্তি-পর্য্যন্ত-বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে; ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্য জনসমূহও আমার প্রিয়।

যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥

যে-সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়-জন, ধন, প্রাণ, ইহপরলোকের যাবতীয় আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব?

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

সতী স্ত্রী যেরূপে সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তি-প্রভাবে আমাকে বশীভূত করে।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা-ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।

সাম্যবাদীর হৃদয়ে ভগবানের এইরূপ বৈষম্য-বিচার শেল বিদ্ধ করে বলিয়া সাম্যবাদী (তাহাদের মতানুযায়ী) এইরূপ অবিচারক ভগবানকে কখনও মুখে, কখনও বা অন্তরে অস্বীকার-পূর্ব্বক নাস্তিক হইয়া পড়েন। কিন্তু যেখানে আস্তিকতার চরম সীমা, সেখানে সাম্যবাদের নাস্তিকতা সম্পূর্ণভাবে তিরস্কৃত। যে-ধর্ম্মে আধ্যক্ষিক সাম্যবাদের প্রচার যতটা অধিক, সেই ধর্ম্ম ততটা নাস্তিকতাময়। আর যে-ধর্ম্মে সাম্যবাদ যতটা শিথিল, সেই ধর্ম্ম ততটা আস্তিকতার অভিমুখে অভিগামী। একান্ত আস্তিকতায় আধ্যক্ষিক সাম্যবাদ রহিত হইয়া প্রীতির পাত্রে পক্ষ-পাতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ কাহাদের প্রতি কিরূপ পক্ষ-পাতিত্বের বিচার করেন, তাহার একটি তালিকা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত ও উপদেশামৃতে প্রদান করিয়াছেন,—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

যথেচ্ছাচার-পরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়; কর্ম্মী অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞ-জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়; জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়; শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়; প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন।

পরম-মুক্ত সুধীগণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে যে সেবার বিচার রহিয়াছে, তাহাতে সাম্যবাদের পরিবর্ত্তে কিরূপ বৈষম্য-বিচারের আদর্শ দৃষ্ট হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, রাসলীলায় সাধ্বীমণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা গোপী-গণের সহিত একত্রে প্রিয়তমা রাধিকার নিরপেক্ষ প্রেম প্রকটিত হইতে পারে না—অন্যাপেক্ষা-বশতঃ প্রেমের গাঢ়তার স্ফূর্ত্তি হন না, তখন তিনি

রাধিকাকে রাসস্থলী হইতে চুরি করিয়া অন্য গোপীগণ হইতে পৃথক্ হইয়া গেলেন। শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেমসুলভ মমতা-দর্শনে কৌটিল্য-বামতা-প্রযুক্ত রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধিকার অভাবে শ্রীকৃষ্ণ খিন্নমনা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন,—

রাধা লাগি' গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি,—রাধায় কৃষ্ণের গাঢ়-অনুরাগ॥

* * * *

গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

* * * *

শতকোটী গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্ত্যে রহে রাধাপাশ॥

* * * *

সাধারণ প্রেমে দেখি সর্ব্বত্র 'সমতা'।
রাধার কুটীল-প্রেম হইল 'বামতা'॥
ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি'।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল হরি॥

* * * *

তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥ (—চৈঃ চঃ)

পরম মুক্তগণের সেবার বিচারে আমরা ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য বিচার দেখিতে পাই। সাম্যবাদের নীতি দেবীধামের নাস্তিকতার আবর্ত্তে পড়িয়া থাকে, আর এইরূপ সেবার বিচার—সেবক ও সেব্যের পক্ষপাতিত্বের বিচার দেবীধাম, সাম্যভাবের আদর্শ-লোক বিরজা, নির্ব্বিশেষধাম ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠ এবং তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত সাম্যের মধ্যে যুগপৎ অপ্রাকৃত বৈষম্যভাবের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করে।

আদর্শ

অসম্পূর্ণতা-পরিবেষ্টিত মনুষ্য আদর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে পারে না। আদর্শ অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার সোপানাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করে। অক্ষজ আদর্শানুশীলন অনেকটা এইরূপ অনুকরণ-প্রণালী ও আরোহ-পথে প্রতিষ্ঠিত হইলেও অধোক্ষজ আদর্শানুশীলন তদ্রূপ নহে। একলব্যের আদর্শানুশীলন ঐরূপ অক্ষজ অনুকরণ-প্রণালী ও আরোহ-চেষ্টার আদর্শ। দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে শিষ্যত্বের যোগ্যতা প্রকাশ না করিলেও একলব্য দ্রোণাচার্য্যের কৃত্রিম আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া সেই আদর্শের অনুকরণে আরোহ-পথে যে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে শ্রীগুরু বা শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি হয় নাই—একলব্যের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা তাহার মনগড়া কৃত্রিম আদর্শের অনুকরণ হইয়াছিল। একলব্যের এইরূপ আদর্শানুকরণ নিখিল অক্ষজ-আরোহপথের পথিকগণের অনুকরণীয় আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। সেবা-রাজ্যে এইরূপ আদর্শানুকরণ স্বীকৃত হয় না। শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য, শিক্ষক, উপদেষ্টা ইচ্ছা করুন, আর নাই করুন, আমরা জোর করিয়া—(বলপূর্ব্বক প্রহার-দ্বারা) তাঁহাকে আমাদের নিকট আদর্শ-প্রকাশ করিতে বাধ্য করাইব (?)— এইরূপ বিচার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বা ন্যূনাধিক জগতের যাবতীয় কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ সমাজের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে গুরু-গোস্বামীকে এইরূপভাবে "দোরস্ত" করিয়া কৃত্রিম আদর্শের পূজা (?) করিতে করিতে কৃত্রিম সিদ্ধির যে-সকল কথা শুনা যায়, তাহা একলব্য-মনোভাবের ন্যূনাধিক পুনরাবৃত্তি।

আদর্শ-প্রদর্শন বা প্রকটন—আদর্শ-প্রদর্শনকারী গুরু-বস্তুর অহৈতুক-কৃপা-সঞ্জাত ব্যাপার। যিনি আদর্শ প্রদর্শন করেন, তিনি গুরু; তাঁহার ওজন খুব বেশী, তাঁহাতে অসম্পূর্ণতা নাই, লঘুত্ব নাই; আর যাঁহার নিকট তাহা প্রদর্শিত হয় বা যিনি সেই আদর্শের অনুসরণ করেন, তিনি 'লঘু' অর্থাৎ তাঁহার ওজন কম, তিনি দুর্ব্বল, তিনি অসম্পূর্ণতায় আচ্ছন্ন, ভ্রম-প্রমাদাদিতে বশ-যোগ্য। লঘু গুরুকে নিয়মিত করিতে পারে না; যাঁহার ওজন কম তিনি যাহার ওজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাঁহাকে মাপিয়া লইতে পারেন না। কিন্তু ভারী জিনিষ পাতলা জিনিষকে মাপিতে পারে—নিয়মিত করিতে পারে। যেখানে লঘু গুরুকে মাপিতে যায়, লঘু গুরুকে লঘুর ইন্দ্রিয়তর্পনমূলে

আদর্শ প্রদর্শন করিতে বাধ্য করে বা গুরুর কৃত্রিম-আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলে, সেখানে জানিতে হইবে, সেই একলব্য-মনোভাব ন্যূনাধিক লঘুতে সংক্রামিত হইয়াছে। তবে যে-সকল গুরু দুর্ব্বল লঘুর নিকট আদর্শ-প্রদর্শন করেন, তাহা গুরুর সেই অহৈতুকী অসামান্যা কৃপা। এইরূপ অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। লঘু গুরুর সেই অহৈতুকী অযাচিত কৃপার জন্য নিষ্কপটে অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু গুরুকে বাধ্য করাইয়া বা গুরুর উপর যষ্টি প্রয়োগ করিয়া সেই কৃপা আদায় করিতে পারে না কিংবা "তুমি যদি কৃপা নাই কর, তাহাতেই বা কি? তোমাকে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আদর্শ করিয়া গড়িবার সামর্থ্য কি আমার নাই? আমি কৃত্রিম আদর্শ সৃষ্টি করিয়াও তোমাকে "দোরস্ত" করিব।" —ঐরূপ মনোভাবে গুরুর কৃপাদর্শানুসরণ নাই, নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসরণ মাত্র আছে; উহা গুরুসেবা—আচার্য্য-সেবা বা আদর্শানুসরণ নহে, উহা গুরু-বিরোধ, আচার্য্য-বিরোধ বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ। কিন্তু জগতে এইরূপ কপটতাই সর্ব্বাপেক্ষা অতীব গুরুভক্তি বা গুরুর আদর্শ-অনুকরণ-চেষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য পরম কারুণিক—জীবে অহৈতুক দয়াময়। তাই কৃপা-পূর্ব্বক লঘু ও দুর্ব্বলের জন্য সর্ব্বদাই আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন। আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবের জন্য নিখিল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরপার্ষদগণের নিখিল জীবন-চরিত্র দুর্ব্বল জীবের জন্য যাবতীয় মঙ্গলময় আদর্শের খনি। শ্রীগৌরসুন্দর ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলায় "ভজনোন্মুখ ব্যক্তির স্ত্রীসম্ভাষণাদি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য" এই উপদেশের কঠোর ও পূর্ণ-নিরপেক্ষ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, পুরুষোত্তমে প্রভু অর্দ্ধ বাহ্য দশায় প্রেমাবেশে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাবুদ্ধিতে দেবদাসীর গান শ্রবণে তৎসঙ্গ মিলনার্থ ধাবিত হইয়া গোবিন্দ কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং বাহ্য দশা প্রাপ্ত হইলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে আচার্য্যের আদর্শের বিষয়ে বলিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিখিল আচারে "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" —এই উপদেশ-আদর্শ প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন আবার ব্রহ্মচারী পণ্ডিত দামোদর (জীবকুলের শিক্ষার জন্য অর্থাৎ লঘু যেন কখনও গুরুকে লঘুর ইন্দ্রিয়-রোচক আচরণ বা আদর্শ প্রকাশ করিতে বাধ্য করাইয়া নিয়মিত করিতে

না চাহেন, এই শিক্ষা স্থাপন-কল্পে) শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কোন বিধবা ব্রাহ্মণীর একটী সুন্দর পুত্রের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া মহাপ্রভুর এই আচরণ বা আদর্শের সমালোচনাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—

অন্যোপদেশে পণ্ডিত (কহে) গোসাঞির ঠাঞি।
'গোসাঞি' 'গোসাঞি' এবে জানিমু গোসাঞি॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞি-প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে॥

*　　*　　*　　*　　*

স্বচ্ছন্দে আচার কর, কে পারে বলিতে?
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৩য় পঃ)

তখন মহাপ্রভু ব্রহ্মচারী দামোদরের ঐরূপ অতি নিরপেক্ষতা এবং আচার্য্যালীল মহাপ্রভুর নিকট হইতে পর্য্যন্ত আচরণের সুষ্ঠুতা দাবীরূপ আদর্শ পাছে জগতে বিস্তারিত হইলে জগতের অক্ষজ-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক আদর্শই আচার্য্যের আচরণ বা আদর্শ বলিয়া কল্পিত হয়, শিষ্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর আদর্শই পাছে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি পাছে নীতি-বিগর্হিত ব্যাপার বা আচারাভাব বলিয়া বিচারিত হয়, কিংবা মুখর জগতের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি নিয়মিত, মুখর জগতের মতামত বা উপদেশানুসারে আচার্য্যের আচরণের আদর্শ নিরূপিত করিতে হয়—এই বিপদ আশঙ্কা করিয়া পণ্ডিত দামোদরকে ব্যাজ-স্তুতি-মুখে শিক্ষাপ্রদান-পূর্ব্বক শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতার ছলে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন,—

প্রভু কহে,—"দামোদর, চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহাঁ যাঞা॥
তোমা-বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যা'তে তুমি কৈলা সাবধান॥
তোমা সম 'নিরপেক্ষ' নাহি মোর গণে।
'নিরপেক্ষ' নহিলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হইতে হয়।
আমারে করিলা দণ্ড, আন কেবা হয়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩য় পঃ)

আচার্য্য-লীল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের এই শিক্ষালীলা-দ্বারাও জানা যায় যে, আচার্য্যকৃপা-পূর্ব্বক দুর্ব্বল জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে দুর্ব্বল জীবের যোগ্যতার অনুসরণোপযোগী আচরণ প্রকাশ করেন বলিয়া সাধারণ জীব সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচার্য্য বা বৈষ্ণবকে কাহারও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়তর্পণানুযায়ী আচরণ বা কাহারও মনঃকল্পিত আদর্শ প্রকাশার্থ বাধ্য করিতে পারে না। গুরু কখনও লঘুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিচারের দ্বারা নিয়মিত হন না। ইহাই গুরুর গুরুত্ব।

আচার্য্য আচরণ-দ্বারা শিক্ষা দেন বলিয়া তিনি 'আচার্য্য' পদবাচ্য,—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারেস্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" (বায়ুপুরাণ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "অনুভাষ্যে" বলিয়াছেন,—"আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎ-প্রকাশত্বের পরিচায়ক। **ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন।**" (অনুভাষ্য, আদি ১ম পঃ ৪৬ সংখ্যা)

যদ্‌যদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গীঃ ৩।২১)

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতে উপদেশ দিয়াছেন,—শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও তাহাই আচরণ করেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-লীলার শিক্ষা হইতে আমরা জানিতে পাই, প্রচার-মুখে আচারই জগদাচার্য্যত্ব,—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার', নামে করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পঃ)

প্রচার জিনিষই—আচার। প্রচার ও আচার যেখানে পৃথক্, তাহা প্রচারও নহে, আচারেরও সুষ্ঠুতা নহে। আচারকে সুষ্ঠু, সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত করিবার জন্যই প্রচার। (ক্রমশঃ)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব ও
পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত
বামন মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ** ওঁহারই প্রতিষ্ঠিত তুরাসহরে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে বিগত ১লা পৌষ (ইং ১৭।১২।৭৮) রবিবার দিবসে সদলবলে শুভবিজয় করেন।

তৎপরদিবস জগদ্গুরু পরমহংসস্বামী প্রভুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী** ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত মঠে শুভবিজয় করায় আমরা যেন আরও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ-নির্দ্দেশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন বিপুল-ভাবে করা হয়।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, প্রভুপাদ-দশকম্, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব-বন্দনা ও "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি বিরহ-সূচক বিভিন্ন আর্ত্তি-কীর্ত্তনাদি করা হয়। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম পাঠমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র প্রাঞ্জল-ভাষায় বর্ণনা করেন। তদনন্তর মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে পরমগুরুদেব আচার্য্যকুলসিংহ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলোকচিত্রে শ্রীল আচার্য্যদেব পুষ্পমাল্য-চন্দনাদি অর্পণ করেন এবং তাঁহার সতীর্থ বৈষ্ণববৃন্দকেও মাল্যাদি-দ্বারা ভূষিত করেন। তদনন্তর বিবিধ উপকরণাদি কীর্ত্তনমুখে নিবেদিত হইলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঐদিন গোধূলি-লগ্নে সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথির স্মৃতি-উদ্দেশ্যে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায়

শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীপাদ সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সদাশিব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়দেব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ এই সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও তাঁহার অবদান সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় আধুনিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী শ্রীল প্রভুপাদের অবদান-বৈশিষ্ট্য প্রাঞ্জল-ভাষায় ব্যক্ত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করান। পরিশেষে কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

৭ই পৌষ (ইং ২৩।১২।৭৮) শনিবার দিন শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠরক্ষক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠরক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী প্রভু ও আরও উক্ত মঠদ্বয় হইতে কয়েক ব্রহ্মচারী প্রভুও এই দিন তুরাস্থ মঠে উপনীত হন। এতদ্ব্যতীত রায়গঞ্জ, বহরমপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, সাপটগ্রাম, ফকিরাগ্রাম, ধুবরী, গৌহাটী, শিলং, কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থান হইতে ভক্তগণ শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে আগমন করেন। এই দিন সন্ধ্যায় আরতি সমাপ্ত হইলে শ্রীমঠের উন্নতিকল্পে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দকে লইয়া এক আলোচনা সভার আয়োজন হয়। সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত মঠের সংলগ্নে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক ও ক্রমোন্নয় উহা উচ্চবিদ্যালয় পর্য্যায় উন্নিত করণের ব্যবস্থার জন্য আহ্বান জানান। এই বিদ্যালয় মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে—যার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীগণ বাল্যকাল হইতে আদর্শ-শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পায় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা থাকিবে। শিক্ষা-জগতে বর্ত্তমানে যেরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে—তাহা যাহাতে আবির্ভাব ঘটিতে না পারে উহার প্রতি-রোধের ব্যবস্থাও অবশ্যই রাখিতে হইবে। সুতরাং কোন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী না রেখে দল-মত নির্ব্বিশেষে আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে যাহাতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে এবং উহার সুব্যবস্থা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কর্ম্ম-সূচী এগিয়ে নিতে হইবে,—এই আবেদন জানান। উক্ত সভায় স্থানীয় এম, এল, এ, শ্রীমুকুল দাস, সর্ব্বশ্রী শঙ্করলাল ঝুনঝুনওয়ালা, আনন্দকিশোর ঘোষ (মেঘা বাবু), সুখবীর রাই, নিশিকান্ত দেব, নিমচাঁদ শর্ম্মা, নলী-গোপাল দে, অনিলচন্দ্র দে ও কিশোরীলাল জাজোউয়া প্রভৃতি মহাশয়গণ ও আর অনেক গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

তদুপরি এখানে বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির দ্বারা পরিচালিত **কৃত্তিরত্ন দাতব্য চিকিৎসালয়** চলিতেছে উহার আরও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কল্পে স্থানীয় জনসাধারণের সক্রীয় সহানুভূতি কামনা করেন। তৎসহ জনসাধারণের অবসর সময়ে বিভিন্নমুখী শিক্ষার জন্য যে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত রয়েছে তাহার প্রসারের ব্যবস্থাও যাহাতে লওয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিশেষে শ্রীল সভাপতি মহারাজ সজ্জনমণ্ডলীকে এই সভায় উপস্থিত হওয়া হেতু সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছাবাণী জ্ঞাপন করেন এবং একটি আবেদন করেন যে, "আগামীকল্য আমার জন্ম-তিথি উপলক্ষে আমি আমার ত্রাণকর্ত্তা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শ্রীচরণ সরোজে বিশেষভাবে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ উদ্দেশ্যে এক মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্রতী হইয়াছি। এই অনুষ্ঠানে আমি আমার প্রভুকে ভক্ত্যাঞ্জলি অর্পণ করা ব্যতীতও আমার পরমহিতাকাঙ্ক্ষী সতীর্থ পূজ্যপাদ বৈষ্ণববৃন্দকেও প্রভুবরের নির্ম্মাল্যদ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন করিব তজ্জন্য সকলকেই উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া আমাকে সেবার সুযোগ দান করিতে প্রার্থনা জানাইতেছি।"—প্রভৃতি ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে আবেদন জানাইয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

৮ই পৌষ (ইং ২৪।১২।৭৮), রবিবার ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে একদিকে শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজার আয়োজন এবং অন্যদিকে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব তথা বিভিন্ন আর্ত্তিসূচক মহাজনপদাবলী গীতিমালা কীর্ত্তন হইতে থাকে। শ্রীপূজা-পঞ্চকাদি সমাপ্ত হইলে শ্রীল আচার্যাদেব তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীল প্রভুপাদের সু-সজ্জিত আলোকচিত্রে পুষ্পাঞ্জলি তথা মাল্য-চন্দনাদি অর্পণ করেন এবং উপস্থিত তাঁহার গুরুভ্রাতাবর্গকেও পুষ্প-মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করেন। তদনন্তর বিশিষ্ট গণ্যমান্য সজ্জনগণকেও মালাদ্বারা আপ্যায়িত করেন। ইত্যবসরে তাঁহার আশ্রিত আমার গুরুভ্রাতাগণ শ্রীব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পুষ্প, চন্দন, মাল্যাদি অর্পণ করেন। উচ্চ-কীর্ত্তনরোলে তখন উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হওয়ায় সেবা-সেবকের অপরূপ মিলনতীর্থরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। মধ্যাহ্নে আলোকবর্ত্তিকায় কীর্ত্তনমুখে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি বিভিন্ন উপকরণাদি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউকে নিবেদিত হইলে

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তথা সজ্জন-সুধীবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণকাল পর্য্যন্ত আগত সকলকেই অকাতরে প্রসাদ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।

এই দিন সন্ধ্যায় আরতি-কীর্ত্তনাদি সমাপ্ত হইলে এক সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ., শ্রীপাদ শ্রীদামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সদাশিবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়দেবদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণবৃন্দ শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজা সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীব্যাসপূজা সম্পর্কে জানান যে, 'শ্রীগুরুপূজাই ব্যাসপূজা।' শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি অথবা নিজের জন্ম-তিথিতে বিশেষভাবে শ্রীগুরুপূজা করা কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুপূজার দিন—এক বৎসরের হিসাব-নিকাশ দেওয়ার দিন। জীবনকে কতটুকু সেবাময় করে গড়ে তোলা সম্ভব হইয়াছে তার হিসাব-নিকাশের সোপান। অনর্থ-নিপীড়িত জীবনে হিসাব না রাখিলে আমরা আরও অনর্থ-ক্লিষ্ট হইয়া পরিব। তাই আমাদের জীবনের সৎপথের অতন্দ্র প্রহরী যিনি—সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিত হইয়া জীবনের প্রতিপদক্ষেপেই এক একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া সেবায় ব্রতী থাকিতে হইবে। জীবনের কড়ায় গণ্ডায় হিসাব দেওয়ার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রস্তুতির মাধ্যমে জীবনকে উদ্দীপনাময় করিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজন। তাই প্রত্যহ শ্রীগুরুপূজার বিধান থাকিলেও বর্ষান্তে নিখুঁতভাবে উহাতে আরও দৃঢ়তা আনিবার জন্য বর্ষান্তে বিশেষভাবে ব্যাসপূজার আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়।—এতে নিষ্ঠা, ঐকান্তিক আর্ত্তি সঞ্চারিত হইবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা বা দম্ভ যেন স্থান করিয়া লইতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আত্মশোধন, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা এবং তাঁহাদের প্রীতি-বিধানই, এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য।"

পরিশেষে মহামন্ত্র কীর্ত্তন সহযোগে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাস

নবদ্বীপের রাসযাত্রাকালে
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠের জনসেবা

প্রায় পাঁচ-শতাব্দী ধরিয়া গঙ্গার বিগলীত ধারায় শ্রীগৌরসুন্দরের করুণারাশি নব নবায়মানরূপে আজও যেন কালের কুটীল-গ্রাসকে অবলীলা-ক্রমে প্রতিহত করিয়া বয়ে চল্‌ছে নবদ্বীপের বক্ষ দিয়ে। সময়ের ব্যবধানে অনেক উত্থান-পতনের ইতিহাসও রচিত হয়েছে এখানে। কিন্তু সারগ্রাহী ভক্তজন হৃদয়ে আজও শ্রীগৌর-গঙ্গা সমাদৃত।

প্রায় দুই শতাব্দীর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে নবদ্বীপের ইতিকথায় রাসোৎসব স্থান করে নিয়েছিল। কালের চলন্ত গতিতে উহা ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে আজকের দিনে জন-মানসে কম একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। তাই তো রাস-পূর্ণিমায় নবদ্বীপের এত জৌলস।

ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই ভারত বৈচিত্র্যময়। অথচ বৈচিত্র্যের মধ্যেও সাদৃশ্যতা দেখতে পাওয়া যায়—মিলন-তীর্থরূপে ভারতকে। লক্ষ্য মনে হয় ইহা যেন এক অভিনব—অলৌকিক। ভারতাত্মার অন্তঃসলিলার নৈতিক-প্রবাহ জগতকে যেমন বিস্মিত না করে থাকে নাই; তদ্রূপ আজ যেন সেই বিশ্ববিমোহনকারী ভারত সে নিজেই যেন বিস্মিত—নবদ্বীপের উদ্বেল-প্রবাহে। শাক্ত-স্মার্ত্ত-গণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমবন্যায় ভাসমান হইয়া নবদ্বীপ এক মিলন-তীর্থরূপে পরিণত হয়। এর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে বটে, কিন্তু সংঘাতের অবকাশ স্তিমিত। তাই প্রীতি-প্রেমের পুণ্যবাধনে নবদ্বীপ আজ এত প্রিয়—নমস্য। রাসোৎসবে বিভিন্ন প্রান্তর হইতে সকল-সম্প্রদায়ের মানব-গণ ছুটে আসেন এই পরম পবিত্রভূমি-সকাশে। শরতের আগমনে আর্য্য-ঋষিকুল যেমন সাধনায় বিভোর হইবার সুযোগ-লাভে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক হেমন্তের আগমনে নবদ্বীপে যেন বিপরীত একটা জাগরণ সৃষ্টি করে রাসোৎসবের নিনাদিত সমীরণে। বসন্তের আগমনে বৈষ্ণব-সমাজ নবদ্বীপকে কল্লোলিত করেন শ্রীগৌরবাণীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠমালায়; আর শাক্ত-স্মার্ত্তের বিঘোষিত নিনাদে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করেন হেমন্তের পূর্ণিমায়।

এই হৈমন্তিক-পূর্ণিমায় রাসরসিকশেখর লীলাময় স্বরাট-স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম বৃন্দাবন-বিহারী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সর্ব্বকারণের কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার অচিন্ত্য লীলামাধুরিমায় গোপীজনদ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিলেন ব্রজের নিধুবনে ও নিকুঞ্জকাননে। এই লীলা, অনর্থ-নিপীড়িত জীবনিচয় কোনপ্রকারেই ইহার তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারে না। তবুও অন্বয়মুখী সাধকগণ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইবার জন্য এই লীলা সন্তর্পণে স্মরণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যতিরেকপন্থী তথাকথিত সাধকব্রুব এই লীলার সূক্ষ্মধারা অনুধাবন করিতে না পারিয়া জড়ীয়-রসাস্বাদনে ব্যস্ত। তাই হেয়ত্ব দৃষ্টি-ভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত ঔদার্য্যমূরতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহা-বদান্যতা উপলব্ধির অবকাশ থাকবে না, ততদিন পর্য্যন্ত এর অনুষ্ঠানে হেয়তা দৃষ্টিগোচর হইবে। আর মাধুর্য্যতা সুপ্ত থেকে তামসিকতার প্রশ্রয় পাবে। এই তামসী গতি যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তবে নিশ্চয় ইহা পরিতাপের বিষয়।

যাহা হউক, নবদ্বীপের রাসযাত্রায় সকলশ্রেণী লোকের আগমন ঘটে। ধর্ম্মীয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীতও বানিজ্যিক, কৌতুহলপ্রিয়, ভ্রমণ-বিলাসী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের লোকজন ঐসময় নবদ্বীপকে আরও প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন। এর একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য যে, এতে কোন আহ্বায়ক নাই—সবই অনাহূত—জনশ্রুতিই আমন্ত্রক।

এই রাসের এক সন্ধিক্ষণে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বহু যাত্রী আসার মধ্যে **রেলওয়ে সার্ভিস কমিশন** হইতে উহার সচিব-সদস্য ও আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উক্ত মঠে থাকিবার সুযোগ লাভ করেন। রাস উপলক্ষেও বহু জনসাধারণকে মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই দুর্দ্দিনের বাজারেও উহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই—ইহা অবশ্যই সুখের ও আনন্দের বিষয়।

মাননীয় শ্রীঅনাদিরঞ্জন ঘোষ মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের সুযোগ্য সন্তান। কলিকাতার সুবিখ্যাত বেলভেডিয়ার পার্ক ক্লাবের সহিতও তিনি সংযুক্ত এবং উহার পরিচালকমণ্ডলীতে মুখ্য সচিবরূপে সমাসীন আছেন। তাঁহার সহধর্ম্মীও বিশেষ ধর্ম্মপ্রাণা। শ্রীঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে তাহার সহকারী সচিব শ্রীঅরীন্দ্রমোহন রায়ও এসেছিলেন। শ্রীরায় মহাশয় শান্তিপুরের দত্তপাড়ার বিখ্যাত রায় পরিবারের সুসন্তান।

শ্রীঘোষ মহাশয় মন্দির পরিদর্শন করিয়া বলেন, যে-ভাবে সাধক-কর্ম্মীগণ সেবা-শিক্ষা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তাহা শীঘ্রই বিশ্বে আরও প্রসার লাভ করিবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া তাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট প্রশ্ন করেন এবং তাহার যথাযথ উত্তর পাইয়া খুবই খুসী হন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারিত সর্ব্বদেশীয় তীর্থ তথা ভারতীয় দর্শন-চর্চ্চাস্থানগুলি ছায়াচিত্র দর্শন করিয়া বিশেষভাবে অভিভূত হন। ইনি ভারত সরকারের অধীনে রেলওয়ে বোর্ডে কাজ করিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা ভুলিতে পারেন নাই; যার জন্য নগ্নপদে পদব্রজে গৌড়ীয় মঠের কয়েকজন সাধুর সঙ্গে নবদ্বীপস্থ বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শন করেন এবং তিনি পুনঃ যেন এখানে আসিতে পারেন—উহাও কামনা করেন। তিনি একথাও মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই মহৎ প্রতিষ্ঠানকে সরকার পক্ষের সাহায্য করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একাধারে দরিদ্র জনসাধারণ যেমন বিভিন্ন দিক দিয়া উপকৃত হইতেছেন—ঠিক মানসিক ও আত্মিক উন্নতিও লাভ করার সুযোগ সুধীগণ পাইতেছেন; সমাজজীবন তাই যে বিভিন্নমুখী লাভবান হইতেছেন—এতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা এই প্রতিষ্ঠানটি শুদ্ধ (purely) ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার সংস্পর্শে মানুষের নৈতিক-চরিত্র বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। আমরা জানতে পাই—Wealth is lost—nothing is lost, Health is lost—something is lost, but character is lost—everything is lost." সুতরাং সমাজ-জীবনে এই প্রতিষ্ঠানের বহুল প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান।

পাঠক-পাঠিকাগণ! সচিব মহাশয়ের মানপত্রখানি পাঠ করিলে উক্ত মঠের সেবাদর্শ অবশ্যই অনুমান করিতে পারিবেন। তাই আমিও সর্ব্বান্তকরণে ঐ মহৎ প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বতোভাবে সাফল্য কামনা করি। সচিব-সদস্য মহাশয়ের পত্রখানি ইহার সহিত সন্নিবেশিত করিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশনী বিভাগের সেবা-সচিবকে অনুরোধ জানাইতেছি।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়

[পত্রের অনুলিপি]

GOVERNMENT OF INDIA

BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS
RAIL MANTRALAYA
Railway Board.

Telegrams : SERCOMON
Telephone : 22-9592
Mackinnon Mackenzie Building,
4th. Floor, 16, Strand Road,
Calcutta-1

Dated. 7th. Jan. 1979

গত বৎসর ২৫শে নভেম্বর রাসপূর্ণিমা উৎসবে সপরিবারে আমার শ্রীক্ষেত্র নবদ্বীপ পরিক্রমার সৌভাগ্য হ'য়েছিল। এই উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবাব্রতী কর্ম্মবৃন্দের ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের ভক্ত-সন্ন্যাসীদের অনুগ্রহ লাভ ক'রে আমরা বিশেষ কৃতার্থ। তাঁদের সাংগঠনিক শক্তি ও মানব-হিতৈষী কার্য্যের পরিচয় পেয়ে আমরা সকলে মোহিত হ'য়েছি। পরিচালনা-গুণে আশ্রমটি একটি অপার্থিব-রূপ গ্রহণ ক'রেছিল,—যাতে আমাদের পুরাণো ভক্তি-ভাবটি জেগে উঠেছিল মহাপ্রভুর কৃপায়।

(স্বাঃ) অনাদিরঞ্জন ঘোষ
সদস্য-সচিব,
রেলওয়ে সার্ভিস কমিশন, কল'কাতা
ও
সম্পাদক,
রেলভেডিয়ার পার্কক্লাব (সংলগ্ন),
কল'কাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩০শ বর্ষ | ২৬ মাধব, কারণোদশায়ী, ৪৯২ গৌরাব্দ
২৫ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৫; ইং ৮।২।১৯৭৯ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং পাণ্ডবাদিকৃতম্

শ্রীপ্রপন্নগীতা-স্তোত্রম্

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সা হানিস্তন্মহাচ্ছিদ্রং, সা চান্ধজড়মূঢ়তা।
যন্মুহূর্ত্তঃ ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ॥৭০॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যে-ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবকে এক নিমেষ বা এক-মুহূর্ত্তও চিন্তা না করে, সে অন্ধ, জড় ও মূর্খসদৃশ এবং তাহার জীবন ক্ষতিপূর্ণ ও শূন্য॥৭০॥

অগস্ত্য উবাচ—

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা প্রাণীনাং বিষ্ণুচিন্তনম্।
ক্রতু-কোটিসহস্রানাং ধ্যানমেকং বিশিষ্যতে॥৭১॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যে স্মরন্তি জনার্দ্দনম্।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো নৈমিষং বনম্॥৭২॥

অগস্ত্য বলিলেন,—প্রাণীদিগের পক্ষে সহস্র সহস্র কোটি যজ্ঞ করা অপেক্ষা এক নিমিষ বা অর্দ্ধ নিমিষকাল বিষ্ণুধ্যান শ্রেষ্ঠ॥৭১॥

যে-স্থানে যাঁহারা কায়-মনোবাক্যে জনার্দ্দনের নাম স্মরণ করেন, সেখানে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও নৈমিষারণ্য তীর্থের ফল প্রাপ্ত হন ॥৭২॥

শুক উবাচ—

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥৭৩॥

শুক বলিলেন,—সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিবার পর ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, নারায়ণই সর্ব্বদা ধ্যেয় অর্থাৎ নারায়ণকেই একমাত্র ধ্যান করিতে হইবে ॥৭৩॥

মহাদেব উবাচ—

শরীরং চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্তং নিরন্তরম্।
ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ ॥৭৪॥

মহাদেব বলিলেন,—নবছিদ্রযুক্ত শরীর সর্ব্বদাই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই রোগের ঔষধ একমাত্র গঙ্গাজল এবং চিকিৎসক নারায়ণ হরিই ॥৭৪॥

সনৎকুমার উবাচ—

যস্য হস্তে গদা-চক্রং গরুড়ো যস্য বাহনম্।
শঙ্খঃ করতলে যস্য স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥৭৫॥

সনৎকুমার বলিলেন,—যাঁহার হস্তে গদা ও করতলে শঙ্খ এবং গরুড় যাঁহার বাহন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৭৫॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥৭৬॥
সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু-
র্যো মাং মুকুন্দ-নরসিংহ-জনার্দ্দনেতি।
জীবো জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা
পাষাণকাষ্ঠসদৃশায় দদামাভীষ্টম্ ॥৭৭॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—যে ব্যক্তি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া নিত্য নিত্য আমাকে স্মরণ করে, জলকে ভেদ করিয়া যেমন পদ্মপুষ্প জলোপরি উত্থিত হয়, তদ্রূপ আমি তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করি ॥৭৬॥

হে মানবগণ! যে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আমার মুকুন্দ, নরসিংহ ও জনার্দ্দন নাম প্রত্যহ জপ করে, যুদ্ধে বা মৃত্যুসময়ে পাষাণকাষ্ঠসদৃশ জীবকেও তাহার অভীষ্ট প্রদান করি ॥৭৭॥

ফলশ্রুতিঃ—

ইদং পবিত্রমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশম্।
স্তোত্রং পাণ্ডবগীতাখ্যং ঋষিণা পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৭৮॥

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
তস্য পুণ্যফলং কিঞ্চিৎ বক্তুং কঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥৭৯॥

গয়ায়াং গোসহস্রাণি দানতঃ পিণ্ডদানতঃ।
যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥৮০॥

যৎফলং মথুরাং গত্বা দৃষ্ট্বা যোগেশ্বরং হরিম্।
তৎফলং সম্যগাপ্নোতি সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥৮১॥

আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্ব্বদেব-নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি ॥৮২॥

ফলশ্রুতি,—এই পবিত্র, আয়ুষ্কর, পাপবিনাশকারী পাণ্ডবগীতানামক স্তোত্র ঋষিকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥৭৮॥

যে-ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন বা যিনি উহা শ্রবণ করেন, তাহার পুণ্যফল কিঞ্চিন্মাত্র বলিতে কেহই সমর্থ নহেন ॥৭৯॥

মরণশীল মানব এই স্তোত্রপাঠে যে-ফল লাভ করেন, গয়ায় পিণ্ড বা সহস্র গোদান করিলেও ইহার ষোড়শাংশের সমান নহে ॥৮০॥

মথুরায় গমন করিয়া যোগেশ্বর হরিকে দর্শন করিলে যে-ফল লাভ হয়, এই স্তোত্র পাঠে সম্যগ্‌রূপে সেই ফলপ্রাপ্তি হয়, ইহা সত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥৮১॥

আকাশ হইতে পতিত জল যেমন সাগরে মিলিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বদেবের প্রতি নমস্কার শ্রীকেশবের নিকট যায় ॥৮২॥ (সমাপ্ত)

পারমার্থিক সাময়িকপত্রের আদর্শ ও নীতি

সাধুর-সন্তোষ-বিধানই পারমার্থিক পত্রের বৃত্তি ও জীবন

সাধুদিগের সন্তোষ বিধান করাই পারমার্থিক পত্রিকার বৃত্তি। যদি সাধুগণ তুষ্ট না হন, তাহা হইলে পারমার্থিক পত্রের সজীবতা লক্ষিত হইবে না। সাধুগণের তুষ্টি বিধান করিতে অসাধু-বৃত্তি ত্যাগ করিবার প্রার্থনা-সমূহে পারমার্থিক পত্রিকা অলঙ্কৃত থাকেন। অন্যাভিলাষ-দ্বারা কপটতা লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা সাধুপথ হইতে বিচ্যুত হন, তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারমার্থিক পত্র অসমর্থ। সাধুর বেশে অনেকে সাধু-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ হরি-বিমুখ বিষয়ের পুষ্টি সাধন করেন। এতাদৃশী নামধারী সাধুগণ শ্রীপত্রিকা-পাঠে পরানন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ সঞ্চয় করেন। প্রাকৃত গুণসমূহকে সহায় করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদন করেন। কৃষ্ণই একমাত্র পরম সত্য বস্তু। সেই সত্য বস্তুর সেবা হইতে বিমুখ হইলে জীবের অমঙ্গল হয়। যিনি নশ্বর প্রাকৃত যুক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে দূরে থাকেন এবং মিথ্যাযুক্তিদ্বারা বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করেন, তিনি সজ্জন-তোষণীর বৃত্তিকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার বিচার-প্রণালী ও অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে হরিবিমুখ করে। তাদৃশ ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে হইলে সাধুগণের তুষ্টি হয় না।

শুদ্ধভক্তি-প্রচারে আনন্দপ্রকাশই সাধুর লক্ষণ

শ্রীপত্রিকা শুদ্ধভক্তিপ্রচার লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবের আনন্দ বিধান করেন। ভক্ত-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হন। কপট-সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিতে ক্লেশ বোধ করেন। কপটতা ত্যাগ করা বা শুদ্ধ হরিসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। জগতে হরিভক্তি প্রচারিত হওয়া অপেক্ষা হরিবৈমুখ্য প্রচার হউক, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পারমার্থিক সাময়িক-পত্র এই শ্রেণীর নামধারী সাধুগণকে প্রশ্রয় দিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইতে পারেন। তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হইলেই যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে নিরস্ত হইবেন, এইরূপ নহে। প্রকৃত-প্রস্তাবে কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তির সেবা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। যাঁহারা রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী, তাঁহারা কৃষ্ণাশ্রিত জনকেও তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ নহেন। পারমার্থিকপত্র মহাজনবর্গের পথের অনুগমনই "পরমধর্ম্ম" বলিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী বলিয়াছেন,— 'কালঃ কলিঃ' অর্থাৎ মহাজনের পথকেও হরিবিমুখগণ

বিপদ্‌সঙ্কুল করেন। তাঁহাদের বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রবৃত্ত লোকসংগ্রহের জন্য বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগৌরসুন্দরের পরবর্ত্তীকালে অপসম্প্রদায়ের প্রভাব

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটকালের অব্যবহিত পর হইতে আমরা একটি প্রাকৃত বিষয়োন্মুখ ভক্ত সম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর এবং গোস্বামীগণের মতের বিরুদ্ধে অপ্রাকৃত হরিভজনকে প্রাকৃত-বিষয়-জ্ঞান করেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অবজ্ঞা করিয়া নামাপরাধ সঞ্চয়পূর্ব্বক অপরাধী হইয়া পড়েন।

সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বিশৃঙ্খলতা নিবারণকল্পে উপযুক্ত শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতিবাড়ী শ্রীমান্ রূপ কবিরাজের কথা, বাউলীয়া মুকুন্দ দাসের কথা এবং বঞ্চিত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কথা শুদ্ধভক্তগণ কখনই আদর করেন না।

বিষয়-মিশ্রিত চেষ্টা ভক্তি নহে, পরন্তু ভব-বন্ধের কারণ

অবান্তর লক্ষ্যসমূহ অন্তরে পোষণ করিলে কখনই শুদ্ধভক্তির স্বরূপোপলব্ধি ঘটে না। ভক্তির নামে অভক্তিমিশ্র ব্যাপারসমূহ পাঠকের ভক্তিবৃত্তির ন্যূনতা সাধন করে। আমরা বিষয়মিশ্রা চেষ্টাকে কখনই শুদ্ধভক্তি-প্রচারিণী চেষ্টা বলিতে পারিব না। অন্যাভিলাষিতা অন্তরে প্রবাহিত হইলে কখনই অবিমিশ্রা ভক্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা এসকল কথা বুঝিতে পারে না, অথবা জড়ভোগময় স্বার্থে আবৃত হইয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না, তাহারা ভক্তির নামে অন্য গৌণ চেষ্টার অবতারণা করিয়া ফেলে। যেখানে বিষয়-ব্যাপার, সেখানেই হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি ধর্ম্ম। কৃষ্ণেতর বিষয়ের স্বভাব এই যে, যাঁহারা কৃষ্ণেতর অসদ্‌বস্তু-সেবাকে কৃষ্ণসেবাসহ সাম্য জ্ঞান করিয়া অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ মনে করেন, তাঁহারা যতই কেননা আপনাকে ভক্তিতে অবস্থিত জানুন, স্বকর্ম্মবিপাকে কেবল বিষয়েই অবস্থিত হন। (চৈঃ চঃ অঃ ৬ষ্ঠ ১৯৯ সংখ্যা)

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ॥

প্রাকৃত অর্থ-লাভাদি চতুর্ব্বর্গের চেষ্টা আদরণীয়া নহে

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই মূল বস্তু। যাহারা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য ছাড়িয়া নিজে উন্নতিবাদী হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ ফলোদ্দেশে কৃষ্ণেতর বিষয়কে স্বীয় চেষ্টার উদ্দিষ্ট বস্তু জ্ঞান করে, তাহাদের মন্দ চেষ্টা আমরা আদর করিতে পারি না। প্রাকৃত-অর্থ-লাভ, ইন্দ্রিয়সুখেপ্সা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি শুদ্ধ কৃষ্ণসেবার ফল নহে—এই কথা সাধুদিগের মুখে, লেখনীতে ও উপদেশ-সমূহে অসংখ্য স্থলে কথিত হইয়াছে। আমরা তাহা ছাড়িয়া যদি ভববন্ধ-কারক প্রাকৃত দ্রবিণ, জাতরূপ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া হরিভজন সম্পাদিত হইল মনে করি, তাহা হইলে আমরা অন্ধ-শব্দবাচ্য বিষয়ী হইব।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের তালিকা

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী—এই তিন প্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজন-ভাবমাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে শুদ্ধভক্তগণ মিছাভক্ত বলেন। মিছাভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দ্দর্শনে এক হইলেও ভক্ত—আসল, মিছাভক্ত—মেকী। নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণেতর সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত; কেবল লোক-বঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। মুমুক্ষুর উদাহরণ-স্বরূপ রামদাস বিশ্বাস; বুভুক্ষু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অন্যা-ভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বল্লভভট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় সত্যভজন-পথাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা সেবক-প্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপদ-সঙ্কুল, তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈত-পূর্ব্বানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুচরগণ, অতিবাড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌরপূর্ব্বদাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামী অনুগাভিমানিগণ শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া তদিতর কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। যদি তাঁহারা তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে ভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ গুরুভক্তপদাসীন অভক্তগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত কথা-প্রচারই শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

শ্রীসজ্জনতোষণী বিচার-রস-বাহিনী সাময়িক-পত্রিকা নন। শ্রীগৌর-সুন্দরের দয়িতবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তাঁহার একমাত্র উপাস্য বস্তুর অপ্রাকৃত কথা মলিনচিত্ত জীবের সুকৃতিলাভের জন্য দয়াপরবশ হইয়া কীর্ত্তনোদ্দেশ্যে 'তোষণী' প্রকট করিয়াছিলেন। বচনসর্ব্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূল আচরণ করেন। সুতরাং তাঁহারা শ্রীনাম-ভজনের ব্যাজে নামাপরাধ করিয়া থাকেন। যাহাতে অপ্রাকৃত-চিত্ত সাধুদিগের একমাত্র সন্তোষ লাভ ঘটে, যাহাতে প্রাকৃত-চিত্ত কৃষ্ণোন্মুখগণের নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে, সেই শুদ্ধভক্তিকে কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত মিছাভক্তগণ নিজ নিজ বিষয়ের নিন্দা বলিয়া জানিয়া ব্যথিত হইয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন। শুদ্ধভক্তগণের প্রদত্ত কল্যাণ-মালাকে নিজ ক্ষুদ্র বিষয়সমূহের সর্ব্বনাশের হেতু বুঝিয়া সন্ত্রস্ত হন। শুদ্ধহরিকথা-প্রচার বন্ধ করিয়া প্রাকৃতশব্দ-তাৎপর্য্যপর হইয়া অপ্রাকৃত বিষয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন।

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ-গ্রহণের উপদেশই শ্রীপত্রিকার ধর্ম্ম

সজ্জনের ধর্ম্ম সজ্জনকেই তুষ্টি করিতে সমর্থ। কপট সাধুর কাপট্য সংরক্ষণের জন্য সজ্জনতোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) নহেন। "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকং" শ্লোক; "কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত কপটবৈষ্ণব-বেশে" প্রভৃতি পদ্য; "বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমং বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্"—এই মহাপ্রভু-বাক্য অবশ্যই কপটিগণের বজ্রসদৃশ, কিন্তু অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনে সাধুগণের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল এবং ভক্তিপ্রতিকূল-চেষ্টা-নিরসনে বজ্র হইতেও কঠিন। যাঁহারা বলেন, —শ্রীপত্রিকা কেবল হরিকথা বলুন, হরিবিমুখগণের সঙ্গকে বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিবেন না; কেননা তাহাতে পরচর্চ্চা হয়, তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

প্রতিকূল বা দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের পরামর্শ পরচর্চ্চা নহে

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীআচার্য্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামীকে উত্তমা ভক্তি বলিতে গিয়া যে প্রতিকূল-অনুশীলন এবং কৃষ্ণেতরাভিলাষ, অনুকূলজ্ঞানে কর্ম্মকাণ্ড

ও জ্ঞানকাণ্ডের আবরণ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন, তাহা অসাধুদিগের বিচারে "পরচর্চ্চা" বলিয়া স্থির হইলেও অসৎনিরসন না করিয়া কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শ্রদ্ধাহীন জনগণ ভক্তির স্বরূপ জানিতে পারিবে না। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে হরিভক্তি হয় না। সুতরাং শ্রীপত্রিকা অসৎনিরসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসেবার কথা বলেন, অনর্থময় মায়িক কথামাত্রকে কৃষ্ণকথা বলেন না। কপটি-দল কৃষ্ণসেবা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি মুখে স্বীকার করিয়া অনর্থে প্রবৃত্তি ব্যক্তির নিকট দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা আচ্ছাদন করেন। কপটি-দল বলেন,—অনর্থবিশিষ্ট মানব অনর্থ-ত্যাগের যত্ন না করিয়া অনর্থ-সমৃদ্ধি-কল্পে ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে কপটতার আশ্রয়ে লোক ঠকাইবার জন্য কৃত্রিম হরিভজন করিলেও বস্তুধর্ম্ম-প্রভাবে তাহার অনর্থ যাইবে; কিন্তু যাহার অর্থরূপ হরিভজন নাই, অনর্থকে হরিভজন-সংজ্ঞামাত্র দিয়াছে, সেই অনর্থময় চেষ্টাকে ভজন বলিয়া জাহির করিলে, কপটতা-আশ্রয়ে পিচ্ছিল-চক্ষু জাতভাব প্রভৃতি জানিলে কি-প্রকারে বস্তুধর্ম্ম প্রকাশ হইবে, বুঝা যায় না। ব্যবধানযুক্ত কপটতাময় ভজনে কোন ফল হয় না, ইহাই ত' শাস্ত্রের বা গোস্বামিগণের ও গৌরহরির বাণী।

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত-চিত্তবৃত্তি সহজিয়ার পোষিকা নহেন

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের রুচির অনুকূল না হওয়ায় তাঁহারা অপ্রাকৃত পত্রিকা-পাঠে বিরত আছেন। শ্রীপত্রিকাও তাঁহাদের প্রাকৃত-চিত্তবৃত্তির পোষিকা সাময়িক পত্রিকা হওয়া উচিত মনে করেন না। উহা তাঁহাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফল মাত্র। শুদ্ধভক্তগণ, অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণ এই শ্রীপত্রিকা অনুক্ষণ পাঠ করুন এবং প্রাকৃত-সহজিয়াদিগকে ভক্তিবিরোধী জানুন—ইহাই আমাদের প্রারম্ভিক প্রার্থনা। প্রাকৃত দুঃসঙ্গ না ছাড়িলে কৃষ্ণানুশীলন হয় না। সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত বিশ্বাস ছাড়িয়া প্রাকৃত সাময়িক পত্র প্রচার ও পাঠ করুন। বিষয়িগণ প্রাকৃত সহজিয়াগণকে মস্তকে লইয়া নৃত্য করুক, তথাপি শুদ্ধভক্ত শুদ্ধভক্তিপথ ভুলিয়াও কখনই ছাড়েন না।

বৈষ্ণবগুরুর অবমাননায় শ্রীপত্রিকার ক্রোধ ও তীব্র প্রতিবাদ

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—একথা পরম সত্য। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিত্তবৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণব-গুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া গৌড়ীয়-সম্পাদক যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রম্ভ-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়। ভাগবতমাত্রেই পরম সহিষ্ণু,

কিন্তু গুরুবর্গের অপসম্মান দেখিলে কোন ভগবদ্ভক্ত কখনই সেই দুঃসঙ্গকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না। এজন্য আমাদের নিত্যগুরুদেব ঠাকুর নরোত্তম তারস্বরে গান করিয়াছেন—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে।" ক্রোধের নিয়োগ ভক্ত-দ্বেষিজনেই কর্ত্তব্য। এই কৃত্য-বিমুখতাই বর্ত্তমান প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুদ্রোহ উৎপন্ন করিয়াছে। বৈষ্ণবের ভৃত্য-সূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে,—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ। ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।

—শ্রীল প্রভুপাদ

ভক্তির স্বরূপ-বিবেক

যুগপদ্রাজতে যস্মিন্ ভেদাভেদবিচিত্রতা।
বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং পঞ্চতত্ত্বান্বিতং স্বতঃ॥
প্রণম্য গৌরচন্দ্রস্য সেবকান্ শুদ্ধবৈষ্ণবান্।
ভক্তিতত্ত্ববিবেকাখ্যং শাস্ত্রং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥
বিশ্ববৈষ্ণবদাসস্য ক্ষুদ্রস্যাকিঞ্চনস্য মে।
এতস্মিন্নুত্তমে হ্যেকং বলং ভাগবতী ক্ষমা॥

হে অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবমহোদয়গণ!

বিশুদ্ধ-হরিভক্তি আস্বাদন ও বিশুদ্ধ-হরিভক্তি প্রচারই আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য। অতএব বিশুদ্ধ-হরিভক্তি যে কি, তাহা আমাদের সর্ব্বাগ্রেই আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই পবিত্র আলোচনার দ্বারা আমাদের দুইটী ফললাভ হইবে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ-হরিভক্তি বুঝিতে পারিলে আর আমাদের কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না; আমরা অমিশ্রভাবে তাহা আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইব। দ্বিতীয়তঃ জীবের দুর্ভাগ্যক্রমে নানাপ্রকার মিশ্র মত আসিয়া আমাদের বুদ্ধিকে এত দূষিত করে যে, পবিত্র হরিভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া আমরা মিশ্র মতকেই আদর করিতে থাকি। শুদ্ধা ভক্তি জানিলে সেইরূপ মিশ্র মত হইতে রক্ষা পাইব। মিশ্র মত অপেক্ষা আমাদের শত্রু আর নাই। যাঁহারা বলেন যে, ভক্তি কিছু নয়, ঈশ্বর

একটা ভাণমাত্র, কল্পনাশক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া আমরাই ভক্তিরূপ একটী চিত্তব্যাধিকে বরণ করিয়াছি, তাহারা আমাদের প্রতিপক্ষ হইলেও ততদূর অনিষ্ট করিতে সক্ষম হ'ন না, যেহেতু আমরা সহসা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি এবং আমাদের সহজ রুচিদ্বারা উচ্চালিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, ঈশভক্তির বিপরীত সিদ্ধান্ত ও আচারকে শিক্ষা দেন, তাঁহারা আমাদের অধিকতর অনিষ্ট করেন। ভক্তিচ্ছলে বিপরীত তত্ত্বে নীত করিয়া আমাদিগকে অবশেষে ঈশভক্তি হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এইজন্য আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ অনেক যত্নসহকারে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করতঃ আমাদিগকে মিশ্র মত হইতে ভূয়োভূয়ঃ সতর্ক করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উপদেশগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিতে থাকিব। শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিবার উদ্দেশে তাঁহারা ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থখানি অত্যন্ত উপাদেয়। উক্ত গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী শুদ্ধভক্তির সামান্য লক্ষণে এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলি। এই শ্লোকটীর এক একটি শব্দের বিশেষ আলোচনা না করিলে ভক্তির লক্ষণ বুঝা যাইবে না। এই শ্লোকে যে উত্তমা ভক্তি বলা হইয়াছে তাহার অর্থ কি? উত্তমা ভক্তি এই শব্দের দ্বারা কি আর একটী অধমা ভক্তি আছে ইহা বুঝিতে হইবে, কি আর কিছু? উত্তমা ভক্তির অর্থ এই যে, শুদ্ধা বা অমিশ্রা অবস্থায় যখন ভক্তি-লতিকা হন তখন তাঁহাকে উত্তমা ভক্তি বলি। উত্তম জল বলিলে যেরূপ নির্ম্মল জলকে বুঝিতে হয় অর্থাৎ জলে কোনপ্রকার অন্য দ্রব্য, ঘ্রাণ বা বর্ণ মিশ্রিত নাই, এরূপ বুঝিতে হয়; সেইরূপ উত্তমা ভক্তি-শব্দে নির্ম্মলা, নির্গুণা, অমিশ্রা, কেবলা ও অকিঞ্চনা ভক্তি বুঝিতে হইবে। এই সকল বিশেষণদ্বারা ভক্তির অন্যথা বুঝিতে হইবে না, বরং ভক্তির অন্যথাভাব বর্জ্জিত হইলে শুদ্ধস্বভাবই লক্ষিত হইবে। কেবল ভক্তি-শব্দটী ব্যবহার করিলে যে-অর্থ হয়, ঐ সমস্ত বিশেষণদ্বারা সেই অর্থই হইবে। তবে কি ভক্তিরসাচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামী অকারণ উত্তমা বিশেষণটী ব্যবহার করিয়াছেন?

উত্তর—না। যেমত অনেক স্থলে সমল জল দেখিতে পাওয়ায় জল-পানকর্ত্তা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, এই পানীয় জল কি নির্ম্মল (filtered)? সেইরূপ অনেক স্থলে মিশ্রা ভক্তি লক্ষিত হওয়ায় উত্তমা ভক্তির লক্ষণ করা আচার্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ রসাচার্য্য মহাশয় কেবল ভক্তিরই লক্ষণ করিয়াছেন। ছল-ভক্তি, প্রতিবিম্ব-ভক্তি, ছায়া-ভক্তি, কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি প্রভৃতি ভাবসকল যে ভক্তি নয় তাহা ক্রমশঃ বিচারিত হইবে।

ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইল যে, আনুকূল্য-ময় কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। এই শ্লোকে অনুশীলন শব্দটীর অর্থবিচারে 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকাকার শ্রীমজ্জীব গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন যে, অনু-শীলন শব্দের অর্থ দ্বিবিধ। আদৌ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিস্বরূপ কায়বাঙ্‌মানস-চেষ্টারূপ। দ্বিতীয়তঃ প্রীতিবিষয়াত্মক মনের ভাবরূপ। দ্বিবিধ হইলেও ভাবরূপ অনুশীলন চেষ্টারূপ অনুশীলনের অন্তর্গত। অতএব চেষ্টা ও ভাব উভয়ই পরস্পর উপমর্দ্দন করতঃ চেষ্টাই একমাত্র অনুশীলনের লক্ষণরূপে পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণসম্বন্ধে কায়বাচ্‌মানসীয় চেষ্টা আনুকূল্যাত্মিকা হইলেও ভক্তি-নাম লাভ করে। কৃষ্ণের প্রতি কংস-শিশুপালাদির ন্যায় অহরহঃ প্রতিকূল চেষ্টা থাকিলেও সে চেষ্টা ভক্তি-নাম প্রাপ্ত হয় না। অনুকূল চেষ্টাই ভক্তির ভজ্‌ধাতু হইতে ভক্তি-শব্দ সাধিত হয়। অতএব গরুড়-পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ
সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা
ভক্তিসাধনে ভূয়সী॥

এই শ্লোকানুসারে কৃষ্ণসেবাকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। জীব ও কৃষ্ণের সেবক-সেব্যভাবই নিত্য।

মূলে এক কৃষ্ণানুশীলন-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল ভক্তিশব্দের একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই চরম বিশ্রাম। শ্রীকৃষ্ণরূপ ও শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি অন্যান্য রূপেও ভক্তির ক্রিয়া হয়; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তির যতদূর পূর্ণ ক্রিয়া হয়, অন্যান্যরূপে তদপেক্ষা ন্যূনতা লক্ষিত হয়। এই বিষয়টী ভক্তির বিষয়বিচারে পরে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইবে। সম্প্রতি এই

পর্য্যন্ত জ্ঞাতব্য যে, ভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত ভক্তির বিষয়ান্তর নাই। তত্ত্ব ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব। স্বরূপতঃ তত্ত্ব এক ও অখণ্ড হইলেও জীবের তত্ত্বালোচনার অধিকার-তারতম্যক্রমে ঐ তত্ত্ব ত্রিবিধাকারে লক্ষিত হয়। কেবল জ্ঞানমার্গে যাঁহারা তত্ত্ব দর্শন করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা ব্রহ্ম বই আর চরমে কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা এই মায়িক জগতের গুণ-গণকে ব্যতিরেকভাবে চিন্তা করিতে করিতে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার যে আধ্যক্ষিক চেষ্টা করেন, তদ্দ্বারা সমস্ত মায়ার বিপরীত গুণগণকে সজ্জীভূত করত একটী অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিরবয়ব, নিরাকার, নির্ব্বিকার ব্রহ্মতে অবস্থিত হইয়া তত্ত্ব দর্শন করিয়াছি এইরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ মায়িক গুণগণের অভাব হইলেই যে বস্তু লাভ হয় ইহার প্রমাণ কি? আধ্যাত্মিক তার্কিকগণ নির্গুণ শ্রুতিগণকে প্রমাণ বলিয়া উক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর; তাঁহার শ্রোত্র নাই, তাঁহার অবয়ব নাই, এইরূপ নির্ব্বিশেষ শ্রুতিবাক্য অনেক আছে বটে; কিন্তু শ্রীকবিকর্ণপুরকৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-ধৃত শ্রীমৎ প্রভুপাদ-বাক্য দৃষ্টি করিলে ঐ তর্কের সম্পূর্ণ নিরসন হয়।

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা
সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

যে যে শ্রুতিবাক্য নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বের জল্পনা করে, সেই সেই শ্রুতিবাক্যেই সবিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। ভালরূপে শ্রুতিসমূহের সমন্বয় করিতে পারিলে সবিশেষ-তত্ত্বই বলবান্ হইয়া পড়ে। যথা,—কোনস্থলে শ্রুতি বলিলেন যে, তাঁহার কর, চরণ, শ্রোত্র নাই, কিন্তু তাহাতেই দৃষ্ট হইবে যে, তিনি সকলই করেন, সর্ব্বত্র গমন করেন এবং সমস্ত বিষয় শ্রবণ করেন। ইহার শুদ্ধ মীমাংসা এই যে, বদ্ধজীবগণের ন্যায় তাঁহার প্রাকৃত করচরণাদি নাই, তাঁহার যে নিত্য বিগ্রহ আছে, তাহা বিশুদ্ধ চিন্ময়, প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত।

ফলতঃ কেবল জ্ঞানমার্গে আলোচনা করিতে গেলে নিরাকার ব্রহ্মকেই চরম বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম এই যে, কেবল জ্ঞান প্রাকৃত বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ হইতে আমরা যে বোধ লাভ করি, তাহাকে যে সিদ্ধান্তই করা যাইবে তাহা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে অর্থাৎ হয় জড়ীয় সিদ্ধান্ত

হইবে নতুবা ব্যতিরেক সিদ্ধান্তদ্বারা জড়ের একটী বিপরীত তত্ত্ব গঠিত হইবে : চিন্ময় পরমতত্ত্ব তাহাতে দুর্ল্লভ। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে আধ্যাত্মিক জ্ঞানবাদীদিগের প্রাপ্য তত্ত্ব এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন,—

"প্রথমতঃ শ্রোতৃনামের বিবেকস্তাবানেব যাবতা জগদতিরিক্তং চিন্মাত্রং বস্তূপস্থিতং ভবতি। তস্মিংশ্চিন্মাত্রেপি বস্তুনি যে বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধাঃ ভগবত্ত্বাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তু তে বিবেকুং ন ক্ষমন্তে। যথা রজনী খণ্ডিনী জ্যোতির্মাত্রত্বেপি যে মণ্ডলান্তর্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদি-পরস্পর-পৃথগ্-ভূতরশ্মি-পরমাণুরূপা বিশেষা স্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুষস্তদ্বৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহতঃ কৃপাবিশেষণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ ন চ নির্ব্বিশেষচিন্মাত্র-ব্রহ্মানুভবেন তল্লীন এব ভবতি। ইদমেব স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ইত্যনেন শ্রীগীতা-সূক্তম্ স্বস্য শুদ্ধস্য আত্মনো ভাবো ভাবনা আত্মনাবিকৃত্য বর্ত্তমানত্বাৎ অধ্যাত্ম-শব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ।"

শ্রীজীব গোস্বামীর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, অতন্নিরসনবৃত্তিদ্বারা যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়, তখন মায়াতিরিক্ত চিন্মাত্র বস্তুর দিগ্‌দর্শন হয় মাত্র, কিন্তু তদ্‌গত যে চিদ্বিশেষ আছে তাহা দর্শন হয় না। তৎকালে যদি সবিশেষ-তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবগুরু লাভ হয় তবেই ব্রহ্মলয়রূপ অনর্থ হইতে রক্ষা হয়।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীভীম ও জরাসন্ধ

পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম মধ্যমপাণ্ডব ভীম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ। শ্রীভীম—আশ্রয়-বিগ্রহ ; তিনি আমাদের গুরু। তিনি আশ্রয়-জাতীয় শ্রীকৃষ্ণ। তিনি জগদ্‌গুরু। শ্রীকৃষ্ণই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। গুরু—কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণ দিতে পারেন। জীব ও মায়া কৃষ্ণ নহে। জীব চেতন হইলেও কৃষ্ণ নয়। শ্রীগুরুদেব বাহিরে দেখিতে মানুষের মত কিন্তু মানুষ নন, তিনি কপট-মানব। কৃষ্ণই কৃষ্ণকে জানেন ; জীব কৃষ্ণকে জানিতে পারে না, গুরু কৃপা করিয়া জানাইলে জানিতে পারে। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশ—কৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। গুরু কৃষ্ণ হইলেও গোপীনাথ বা রাধানাথ নহেন। গুরু কৃষ্ণকে সুখ দেন, নিজে সুখ চান না। গুরু জীবজাতীয় নহেন। শ্রীমাধ্ব-গণ অর্জ্জুন অপেক্ষা ভীমকেই গুরু বলিয়া জানেন। এই ভীমই ত্রেতাযুগে

হনুমদ্রূপে রাবণ বধ করিয়া সীতার সহিত রামের বিলাসের সহায়তা করিয়াছেন। শিষ্যের কাজ—গুরুর সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন করান। শ্রীহনুমান্‌জী অদ্বিতীয় বীর, তাঁহার মত বীর কেহ নাই। শ্রীভীম কলিযুগে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের মঙ্গলবিধান করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও কুন্তী—ইঁহারা সকলেই মহাভাগবত। ইঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণের সুখের জন্য ব্যস্ত। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ভোগবুদ্ধি বা পুরুষাভিমান নাই। ইঁহাদের শ্রীনাম-স্মরণে বা কৃপায় জীবের পুরুষাভিমান নষ্ট হয়। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণভক্ত। ইঁহারা নিত্য দ্বারকাবাসী। শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ড নহে। তিনি দ্বারকার ন্যায় সমান ঐশ্বর্য্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণাদেশে এই রাজসূয়-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহাই ভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাক্ষাৎ ভক্তিও যদি নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য কৃত হন, তবে তাহাকেও ভক্তি বলা যায় না। যাহাতে ভগবানের সুখ নাই, তাহা ভক্তি নহে।

একদিন রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানে তদীয় অভিপ্রায়ের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—"হে গোবিন্দ! আমি রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের এই যজ্ঞকার্য্য সমাধা করুন। যাঁহারা নিরন্তর আপনার অশুভনাশন পদযুগল দেহদ্বারা পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা ধ্যান ও বাক্যদ্বারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি কোনরূপ কাম্য বিষয়ের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তিগণেরও অলভ্য বিষয়সমূহও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে দেব-দেব! এই রাজসূয়-যজ্ঞে লোকসমূহ আপনার পাদপদ্ম-ভজনপ্রভাব দর্শন করুক এবং বিমুখ জনগণ ভক্ত ও অভক্তের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দেখুক। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, হে মহারাজ, আপনার সঙ্কল্প অতি উত্তম। এতদ্দ্বারা আপনার কীর্ত্তি সর্ব্বলোকে ব্যাপ্ত হইবে এবং উহা নিখিল ভূতগণের বাঞ্ছনীয়। আপনি যাবতীয় নৃপগণকে পরাভূত ও পৃথিবীকে বশীভূত করিয়া যজ্ঞের দ্রব্যসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করুন। আপনার ভ্রাতৃগণ লোকপালগণের অংশজাত এবং আপনি নিজে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া আমিও আপনার বশীভূত। আমার প্রতি যিনি আসক্তচিত্ত, এজগতে কোন দেবতাও তাঁহাকে তেজঃ, যশঃ, সৌন্দর্য্য

বা ঐশ্বর্য্যদ্বারা অভিভূত করিতে পারে না, মনুষ্যের কথা আর কি বলিব। ভগবদ্বাক্যশ্রবণে প্রীত হইয়া মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির সৃঞ্জয়বীরগণের সহিত সহদেবকে দক্ষিণ, মৎস্যদেশীয় বীরগণ-সহ নকুলকে পশ্চিম, কেকয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনকে উত্তরে এবং মদ্রবীরগণের সহিত ভীমসেনকে পূর্ব্বদিক বিজয়ের জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীসহদেবাদি সবলে নৃপতিগণকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় করতঃ প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন। দিগ্বিজয়ান্তে রাজা শ্রীযুধিষ্ঠির জরাসন্ধকে অপরাজিত শ্রবণ করিয়া তাহার পরাজয়ের জন্য উপায় চিন্তা করিলে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকথিত উপায় প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ—এই তিনজন ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধের নিবাসে গমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভক্ত রাজার নিকট আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং অতিথি-সেবার প্রভূত প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের প্রার্থনীয় বস্তু প্রদানের জন্য জরাসন্ধকে অনুরোধ করিলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদের অঙ্গে ধনুর্জ্যাঘাত-চিহ্ন-দর্শনে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও নিজদেহের বিনিময়েও তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমরা ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধাভিলাষে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এতদ্ব্যতীত আমরা অন্য কোন বিষয় কামনা করি না। অতএব যদি আমাদের প্রার্থনা-পূরণ সঙ্গত মনে হয়, তাহা হইল দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর। ইনি কুন্তীপুত্র ভীমসেন, ইনি তদীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন এবং আমি তোমার শত্রু কৃষ্ণ। শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া জরাসন্ধ উচ্চবাচ্য করতঃ বলিতে লাগিলেন,—"হে মূঢ়গণ, যদি যুদ্ধই তোমাদের প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে আমি তাহাই প্রদান করিব। হে কৃষ্ণ! তুমি মথুরাপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার ভয়ে সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে। সুতরাং তোমার ন্যায় যুদ্ধ-কাতর ও ভীরু ব্যক্তির সহিত আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি! এই অর্জ্জুনও অল্পবলশালী এবং বয়স ও শরীরে আমার তুল্য নহে। অতএব ইহাকেও যুদ্ধক্ষম মনে করি না। একমাত্র ভীমসেনই আমার তুল্য বলশালী যোদ্ধা বলিয়া মনে হইতেছে।" জরাসন্ধ এইরূপ বলিয়া ভীমসেনকে একটী গদা প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং অপর গদা গ্রহণ করিয়া নগরের বহির্ভাগে গমন করিল। তথায় পরস্পরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাহু, কটি ও পাদদেশের আঘাতে গদাদ্বয় বিনষ্ট হইল। তখন বীরদ্বয় মুষ্টিদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে পরস্পরকে তুল্য

বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটী বৃক্ষশাখা চিরিয়া ভীমকে জরাসন্ধ-বধের উপায় প্রদর্শন করিলেন। মহাবীর ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝিয়া জরাসন্ধকে পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূপাতিত করিলেন এবং নিজ পদদ্বারা একপদে আক্রমণপূর্ব্বক বাহুযুগলের দ্বারা অন্য পদ ধারণ করিয়া উরুদেশ হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে বিদারিত করিলেন। এইরূপে জরাসন্ধ নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া পূজা করিলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধরাজ্যের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়া জরাসন্ধকর্ত্তৃক আবদ্ধ রাজগণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের নিধন-বার্ত্তা অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বলিলেন যে, ত্রিলোকগুরুবৃন্দ ও লোকপালগণের সহিত নিখিল লোকসমূহ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অবনতমস্তকে বহন করিয়া থাকেন। তাদৃশ পরমেশ্বরের পক্ষে যুধিষ্ঠিরের আদেশ পালন অত্যন্ত বিসদৃশ; তবে পরানুগ্রহ-নিমিত্ত সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহার প্রভাবের বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না। এই বলিয়া তিনি ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি বেদ-নিপুণ সুযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের হোতৃরূপে বরণ করিলেন। তখন সপুত্র ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত বহু ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের লোক যজ্ঞদর্শনার্থ সমাগত হইল। সভ্যগণের মধ্যে অগ্রে পূজালাভের যোগ্য কে—এই বিচার উপস্থিত হইলে শ্রীসহদেব বলিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পূজাশ্রেষ্ঠ; যেহেতু তিনিই সর্ব্ব-দেবময়। তিনি অন্তর্য্যামিত্রে নিখিল জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য নিজমায়াবলে সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার অনুগ্রহবলেই মানবগণ বিবিধ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অশেষ শুভফললাভ করেন এবং তাঁহার পূজা করিলেই নিখিল ভূতগণের পূজাও সাধিত হয়। সভাস্থ সকলে শ্রীসহদেবের এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন এবং তাঁহার পাদ-প্রক্ষালনবারি ভার্য্যা, অনুজ, অমাত্য ও আত্মীয়গণের সহিত মস্তকে ধারণ করিলেন।

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না, কিন্তু সভ্যগণ কর্ণাচ্ছাদনপূর্ব্বক সভা ত্যাগ করিলেন; যেহেতু ভগবান্ অথবা তদ্ভক্তনিন্দা শ্রবণ করিলে নিন্দাকারী ও শ্রোতা উভয়েরই নরক হয়।

কৃষ্ণ-নিন্দা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য রাজগণ শিশুপালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে শিশুপালও যুদ্ধার্থ খড়্গ ধারণ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া বীরগণকে নিবারিত করিয়া সুদর্শন-চক্রদ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন। এই শিশুপাল পর-পর তিনজন্ম ভগবদ্বিদ্বেষ-দ্বারা অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করায় দেহাবসানে তন্ময়তা—সারূপ্য-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রাজা যুধিষ্ঠির সদস্য ও ঋত্বিক্‌গণকে প্রচুর দক্ষিণাদানপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তাদি হোম সমাধা করিলেন। ভগবান্ শ্রীদেবকী-নন্দন রাজসূয়-যজ্ঞ সমাপনান্তে মহিষীগণসহ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সদাচার

দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীবগণের মনোধর্ম্ম বিচার-প্রসূত দেহধর্ম্ম, কুল-ধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম প্রভৃতি বহু অনিত্য ধর্ম্মের প্রকাশ পায়। কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ধ্বংসশীল বা পরিবর্ত্তনশীল নহে—ইহা শুদ্ধ নিত্য সনাতন। দেহমন হইতে আত্মা পৃথক্ বস্তু। ভাগ্যবানজন বহু সুকৃতি-বলে সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ে তন্মুখ-নিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে এবং তাঁহারই কৃপাবলে জড়দেহ ও আত্মার পৃথকত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, কিন্তু মায়াবশতঃ সেই শুদ্ধ স্বরূপের পরিচয় বিস্মৃত হইয়াছে। ভোগবাসনায় অনাদিকাল হইতে মায়াদেবীর কারাগারে আবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপজনিত ক্লেশ অবিরত ভোগ করিতেছে। সাধু গুরুর কৃপায় পুনরায় জীব তাহার বন্ধন-দশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীভগবানের সেবানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি" —ইহাই মহাজন-বাক্য। শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্বাসীকে আশ্বাস দিয়া উপদেশ বাণী জানাইয়াছেন, "Back to God & back to home." বদ্ধ জীবগণ বাস্তুহারার ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সাধক-সাধিকা যখন পরমার্থ লাভের জন্য সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হন, তখন অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ-সাধনের মধ্যে সদাচার পালনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সদাচার ব্যতীত কাহারও ভজন-কার্য্য সিদ্ধ হয় না—সকল কার্য্যেই সদাচারের প্রয়োজন। "ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিদ্ধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ। তস্মাদ্ বস্তুং সর্ব্বত্র সদাচারো হপেক্ষাতে॥" (শ্রীহরিভক্তিবিলাস)।

সাধুগুরুবৈষ্ণবগণ জীবন্ত শাস্ত্র-স্বরূপ—তাঁহাদের সমস্ত কিছু আচার-বিচার শাস্ত্রানুমোদিত। তাঁহাদের হৃদয়ে কোন প্রকার দোষ নাই। সুতরাং সচ্ছন্দ তাঁহাদের সময়ে প্রযোজ্য হইয়া থাকে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আচার-আচরণই সদাচার। শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখিত হইয়াছে, সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছন্দঃ সাধুবাচকঃ। তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥”

নানাবিধ সদাচার পালনের মধ্যে আহার্য্য গ্রহণ-বিষয় সদাচার অন্যতম। বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বভাব বিকৃত প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং স্বভাবানুযায়ী সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের দ্বারা ভেদ স্বভাব হইয়া থাকে। ক্রম-পন্থানুসারে মায়ার ত্রিগুণকে অতিক্রম করা সম্ভব হইয়া থাকে। যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, সেইরূপ আহার্য্যের প্রতি রুচি জন্মে। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, আহারের সহিত ধর্ম্মের কি সম্পর্ক? শরীর ভাল রেখেই তবে ধর্ম্মাদি পালন—শরীর রক্ষা সমস্ত ধর্ম্ম সাধনের মূল। কিন্তু এজগতে যাহারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-তর্পণ এবং বিষয় ভোগই দুর্লভ মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করিয়া ‘খাও, পিও, মজা লুঠ’ এই আসুরিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়-রসনার তৃপ্তির জন্য সেই প্রকার অমেধ্য উগ্র প্রকৃতির অখাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে সুকৃতিবান ভাগ্যবান জানিতে পারেন এইসব বিষয় ভোগ প্রবৃত্তি তাহাদের মায়াবদ্ধ করাইয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া নানাবিধ দুঃখ-ক্লেশাদি ভোগ করাইতেছে —এই সকল ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য বিষয় ভোগ বর্জ্জনের বিশেষ প্রয়োজন।

যেস্থলে আহার্য্য গ্রহণের সঙ্গে মনের বৃত্তি ভেদ প্রকাশ করে সেইস্থলে আহার্য্য গ্রহণের বিষয় বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। দেহের সঙ্গে মনের নিকট সম্বন্ধ থাকায় পবিত্র আহার গ্রহণে মন পবিত্র হয়। "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধি”—ইহাদ্বারা জানা যায়, আহার শুদ্ধিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইয়া থাকে। শাস্ত্রাচার লঙ্ঘনপূর্ব্বক যাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইচ্ছামত ভোজন করেন তাহাদিগকে শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে আসুর-প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে।

কিছু কিছু শাস্ত্রাদিতে দেবদেবীর পূজায় মদ্যমাংসাদির ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু উহা মুখ্যবিধি নহে, পরন্তু প্রবৃত্তিমার্গীয় লোকদিগকে

নিবৃত্তিমার্গে আনিবার জন্যই ঐ ব্যবস্থাপত্র। বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বাভাবিক রুচি ইন্দ্রিয় তর্পণ ও বিষয়ভোগে; সুতরাং শাস্ত্র পুনরায় তাহাদের বিষয়ভোগে উৎসাহ দিবার জন্য বিধি দিবেন কেন? পরন্তু উহা বিষয়ভোগ হইতে ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হইবার জন্য কৌশলরূপে সাময়িক ব্যবস্থাপত্র মাত্র।

সাত্ত্বিক আহার গ্রহণে দেহ-মন নীরোগ, আয়ু-সুখ-বর্দ্ধক হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাস্থ্যকামীব্যক্তিগণ শরীর মন নীরোগ রাখিবার জন্য যত্নের সহিত এইরূপ খাদ্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হইবেন। ভক্তগণ তাঁহারা যে-বস্তু গ্রহণ করেন তাহা নির্গুণ বস্তু। নিরামিষ আহারজনিত যে পাপ, শ্রীভগবানে নিবেদিত হইলে উহার হিংসাজনিত পাপ সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায়। পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলেন, "অন্ন বিষ্ঠা, জলং মূত্রং যদ্ বিষ্ণুর নিবেদনং।" ভক্তগণের বিচার যথাযোগ্য ভোগ নাহি তথা রোগ" এই বিচারে শ্রীভগবানের নিবেদিত বস্তুসকল আদরের সহিত গ্রহণ করেন।

সদাচারের প্রত্যেকটী অঙ্গসুষ্ঠুরূপে পালন করিলেই শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে ইহার নিশ্চয়তা নাই। শ্রীভক্তিদেবী স্বতন্ত্রা ভক্তি মহাধন প্রদান করা বা না করা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত আছে, শ্রীমহাপ্রভু এক নিষ্ঠাপরায়ণ এবং কেবলমাত্র দুগ্ধ আহার করিত এইরূপ ব্রাহ্মণকে তাঁহার কীর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশাধিকার দান করেন নাই, কারণ তাহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির অভাব ছিল। সদাচার অঙ্গগুলি পালন করিতে করিতে নিষ্কপট চিত্তে শুদ্ধভক্তির জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন। সদাচার অঙ্গ পালনের দ্বারা সুকৃতি লাভ হইয়া থাকে এবং সুকৃতি যত প্রবল হইবে সাধুসঙ্গ ততই হইবে। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে বদ্ধজীবের হৃদয় শুদ্ধ হইবে এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের মুখনিঃসৃত বীর্য্যবতী শ্রীভগবানের অমৃতময়ী লীলারূপ-গুণগাথা শ্রবণে রুচি হইবে এবং শ্রীভগবানে সম্পর্ক স্থাপনপূর্ব্বক প্রেমের সহিত তাঁহার সেবানন্দ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহা-প্রভুর উপদেশ "অনাচার ছাড়ি লহ কৃষ্ণ নাম"— এই বাক্যে অত্যন্ত আদর করিয়া সাধক-সাধিকা পরমার্থ লাভের জন্য যত্নবান হইবেন।

—শ্রীমতী উমারাণী দে
চুঁচুড়া (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যকেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
৯০ম বার্ষিক তিরোভাব-তিথিতে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভক্তি-প্রজ্ঞায় উদ্ভাষিত কেশব মহারাজ।
ব্রজধাম-লীলাক্ষেত্রে করেন বিরাজ॥
জীবের কল্যাণ-ব্রতে তাঁর আগমন।
গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বিশ্বে অপূর্ব্ব মহান॥
ধ্যানে, জ্ঞানে, শিক্ষাদানে কর্ত্তব্য-পালনে।
তেজস্বী পুরুষসম নাহি ত্রিভুবনে॥
উজ্জ্বল আলোকে তাহা মহাজ্যোতির্ম্ময়।
ভক্ত-বাঞ্ছা-পূরণেতে নিয়ত সদয়॥
প্রভুপাদ-কৃপাধন্য মহাজ্ঞানীবর।
করুণার সাগর যিনি মহা শক্তিধর॥
মায়াবদ্ধ জড়জীবে করিতে উদ্ধার।
শ্রীচৈতন্য-মহামন্ত্র দেন বার বার॥
আবির্ভাবে তিরোভাবে তিনি সর্ব্বদাই—
সমভাবে বিরাজিত, লীন তাঁর নাই॥

—শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ, বিদ্যাভূষণ
(সাংবাদিক, পি, টি, আই)

আদর্শ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতারের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিয়াছেন,—

'আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পঃ)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আদর্শ ব্যতীত কখনও দুর্ব্বল জীব-কোটি শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। কি কর্ম্মরাজ্য, কি ভক্তিরাজ্য—উভয় ক্ষেত্রেই আদর্শ আবশ্যক। জগতে প্রত্যেকেই কোনও না কোনও আদর্শের দ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হয়। কর্ম্মী পুণ্যকার্য্য করিতে গিয়া যেরূপ কোনও না কোনও আদর্শ নিজ সম্মুখে স্থাপন করে, তদ্রূপ পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও কোনও একটী আদর্শ সম্মুখে স্থাপন করিয়া থাকে। পাপী ব্যক্তিও আদর্শ-ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে পাপকার্য্য করিতে পারে না। পৃথিবীস্থ বারবনিতাগণ স্বর্বেশ্যাগণকে তাহাদিগের আদর্শ করিয়া অধিকতর পাপ-কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে। নরেন্দ্রগণ দেবেন্দ্রগণকে আদর্শত্বে স্থাপন করেন। চার্ব্বাকপন্থীর যেরূপ আদর্শ আছে, জৈমিনীর অনুগ-গণেরও তেমনি আদর্শ আছে। শিশু আদর্শ না পাইলে কোনও শিক্ষাই লাভ করিতে পারিত না—শিশু আদর্শ অনুকরণ করিয়াই বাক্যোচ্চারণ ও আহার-বিহারাদি করিতে শিক্ষা করে। নর-শিশুকে তাহার জন্মাবধি ব্যাঘ্রাদি জন্তুর আদর্শের মধ্যে পালিত হইবার দৃষ্টান্তে ব্যাঘ্র-শাবকের ন্যায় তাহাতে হিংস্র স্বভাব, শব্দানুসরণ, আহার-বিহার-প্রবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে। শিশুকে শব্দশাস্ত্রে বা লিপি-শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইলে আদর্শ-শব্দ বা আদর্শ-লিপির আবশ্যক হয়; নতুবা শিশু শিক্ষা করিতে পারে না। যখন আমরা সন্তরণ শিক্ষা করি, তখন আমাদের জলে নামিতে বা নদীর প্রবাহে বহু দূর গমন করিতে ভয় হয়; কিন্তু যদি আমরা কোন ব্যক্তিকে বা বহু ব্যক্তিকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত বা আমাদের নিকট আদর্শ স্থাপন করিতে দেখি, তখন আমাদের সাহসের সঞ্চার হয় এবং আমরা ক্রমে ক্রমে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সন্তরণ-বিদ্যায় সুনিপুণ হইতে পারি। আমরা অক্ষজ রাজ্যে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণবগণকে 'জগদ্গুরু' বলা যায়। বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চপদস্থ, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে, অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

শুক্ল বস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
নন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥
প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২শ পঃ)

সাধু-শিক্ষা দুই প্রকার অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা উপদেশ এবং চরিত্র-দ্বারা অপরকে সাধু-চরিত্র শিক্ষা দেওয়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়,—"তুমি ভাল করিয়াও শিখাও অন্যেরে।

এই মত ভাল কর্ম্ম সেও যেন করে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে বলিতেছেন,—"হে বৈষ্ণবগণ, তোমাদের সাধু-চরিত্র অপরকে শিক্ষা দেও। তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ, উত্তম। কিন্তু জগজ্জীব তোমার ভ্রাতৃগণ তাহাদের অসৎ কার্য্যের দ্বারা পতন হইতেছে। তোমার কর্ত্তব্য এই যে, **তোমার সাধু-চরিত্র দেখাইয়া তাহাদিগকে তোমার চরিত্র অনুকরণ করাও।** তুমি যদি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হও, তবে ত্যাগী বৈষ্ণবের সম্বন্ধে আমি যে-সকল উপদেশ দিয়াছি, তাহা আচরণপূর্ব্বক অন্য গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে শিক্ষা দেও। তুমি যদি বৈষ্ণবগৃহস্থ হও, তবে গৃহী বৈষ্ণবকে আমি যে-সকল উপদেশ দিয়াছি ও স্বীয় চরিত্রের দ্বারা দেখাইয়াছি, তাহা আচরণ কর এবং অন্যান্য গৃহীদিগকে শিক্ষা দেও। বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ। তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। স্বীয় চরিত্র সর্ব্বত্র প্রকাশপূর্ব্বক শিক্ষা দেও। চরিত্র শুদ্ধ না হইলে কেহ 'বৈষ্ণব' পদবী পাইবার যোগ্য হন না। তোমরা শুদ্ধ চরিত্র, অতএব সর্ব্বদাই ভাল আচরণ করিয়া থাক। তাহা জগৎকে শিক্ষা দেও। সকল বৈষ্ণবই জগতের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। **কেবল কথার দ্বারা শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হয় না। চরিত্র-দ্বারা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কার্য্য।** দেখ, আমার জন্য কোন বিধি নাই। আমি স্বেচ্ছাময় ঈশ্বর। যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারি। তথাপি আমি দুরন্ত কলিকালে জীবের চরিত্র শোধন করিবার জন্য শ্রীশচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষা দিতেছি।—আমার বাল্যচরিত্রের দ্বারা বালক-দিগকে শিক্ষা দিয়াছি, গৃহস্থচরিত্রের দ্বারা গৃহিগণকে শিক্ষা দিয়াছি। সন্ন্যাস-চরিত্রের দ্বারা গৃহত্যাগী জনগণকে শিক্ষা দিয়াছি। তোমরা আমার চরিত্র অনুকরণ-পূর্ব্বক অন্যান্য জীবগণকে শিক্ষা দেও। যখন যে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ হয়, তখন আমার চরিত্র আলোচনা করিয়া স্বীয় চরিত্র গঠন কর।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশটী সকল বৈষ্ণবের পালন করা উচিত। **যিনি এই উপদেশ পালন করিতে চান না, তিনি মহা-প্রভুর বিরোধী।**" (শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬-১৯৮ পৃষ্ঠা)

পরমার্থ শিক্ষামন্দিরের শিক্ষগণের জন্য পরমার্থ-প্রবীণগণ কৃপাপূর্ব্বক আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিখিল সেবাদর্শের মূর্ত্তবিগ্রহ-স্বরূপ। অসদ্‌গুরু বা গুরুব্রুবের উপদেশ হইতে তাহার আচরণ ও আদর্শ পৃথক্ বলিয়া তাহার উপদেশ কার্য্যকরী হয় না—শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সাধিত হয় না। কিন্তু পরদুঃখদুঃখী সদ্‌গুরুর উপদেশ ও আদর্শ, প্রচার ও আচার সম্পূর্ণ একতাৎপর্য্যপর বলিয়া দুর্ব্বল জীবের পক্ষে তাহা পরম মঙ্গল-দায়ক অনুসরণ-যোগ্য হয়। দুর্ব্বল জীব ও সদ্‌গুরুর সেই আদর্শ আচারময় প্রচার উপেক্ষা করিতে পারে না—যখন উপেক্ষা করিবার কোন দুষ্প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন তাহার সম্মুখে আর শ্রীগুরুদেবের মহান্ আদর্শ থাকে না। জীব তখন আর একটী পতনোন্মুখের বা পতিতের আদর্শকে নিজ সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক তবে পতিতপাবন সদ্‌গুরুর পরম পাবন আদর্শকে উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু অসদ্‌গুরুর আদর্শে সর্ব্বদাই পতনোন্মুখতা থাকে বলিয়া জীব সহজেই তাহার পতনোন্মুখতা-প্রবৃত্তির মধ্যে আদর্শকে প্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করে এবং অধিকতর সহজ পিচ্ছিল অন্ধতমিস্রে পতিত হয়। পাশ্চাত্যদেশীয় একটী লৌকিক নীতিপূর্ণ পুস্তকে লিখিত আছে যে, কোনও বালকের গৃহে একটী আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তি এবং কতকগুলি পাপীর ছবি স্থাপিত ছিল। বালক যখন তাহার সেই গৃহাভ্যন্তরে কোন কুকর্ম্মে রত হইত, তখন সে প্রথমে সেই আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তিটীকে আবরণ করিয়া রাখিত, তবে সে ঐরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু পাপী ব্যক্তিগণের ছবি উন্মুক্তই থাকিত, তাহাতে সে পাপকার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর প্রেরণাই লাভ করিত। লৌকিক আদর্শেরই এইরূপ প্রভাব! অতিমর্ত্ত্য আদর্শের যে কত প্রভাব, তাহা ইয়ত্তাই করা যায় না। সদ্‌গুরুপাদপদ্মের সেবাময় আদর্শ ও অসদ্‌গুরু বা গুরুব্রুবের অসদাদর্শের রীতিও কতকটা উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আদর্শ দেখিয়াও যখন আমরা কোনও অপরাধময় কার্য্যে লিপ্ত হইতে যাই, তখন আমরা ঐরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শকে আবরণ করিয়া আমাদের সম্মুখে অন্য অসদ্-ব্যক্তির অসদাদর্শ স্থাপন-পূর্ব্বক ঐ সকল অসদাদর্শের সাময়িক প্রেরণা ও উত্তেজনায় ঐরূপ অপরাধময় কার্য্য করিয়া থাকি। ঐরূপ কার্য্যে আমাদের সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আদর্শ পরিহারই লক্ষিত হয়। সুতরাং সদ্‌গুরুপাদপদ্মের

আদর্শ সম্মুখে দেখিয়াও যদি কোন কোন দুর্ব্বল জীব বা অপরাধ-প্রবণ জীবের অন্যদিকে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তবে তাহা কখনই সদ্‌গুরু-আদর্শানুসরণ বা তাহাতে গুরুদেবের দোষ আরোপিত হইতে পারে না। উহা সদ্‌গুরুর আদর্শ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অসদাদর্শ বরণের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। সুতরাং আদর্শ মাত্রেরই অসামান্য প্রভাব; সদাদর্শের যেরূপ প্রভাব, অসদাদর্শেরও তদ্রূপ প্রভাব। তবে অসদাদর্শ আমাদের বর্ত্তমান বিকৃত স্বভাবের অধিকতর রুচিপ্রদ বলিয়া উহার প্রভাব আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপর অধিকতর বিক্রম-প্রকাশে সমর্থ।

সাধক ও অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য যে আদর্শের অত্যাবশ্যকতা স্বীকৃত, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? তবে সাধকগণ 'আদর্শ'কে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা ব্যক্তিগত অনর্থের দ্বারা নিয়মিত বা মর্ত্ত্য-বুদ্ধিতে আদর্শের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিলে আদর্শ সেই স্থানে আত্মগোপন করিয়া বঞ্চনার আদর্শ প্রকাশ করিবেন। নিত্যসিদ্ধগণের কোনও বাহ্য আদর্শের অপেক্ষা নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ পুরুষগণের বাহ্যে কোনও প্রকার আদর্শের প্রয়োজন প্রকাশিত হয় নাই। লৌকিক আচার্য্যব্রুবগণ তাঁহাদের আদর্শে ঐ সকল নিত্যসিদ্ধ মহাজনকে অন্বয়ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন নাই; তাঁহারাই ঐ সকল নিত্যসিদ্ধ মহাজনের আদর্শ দেখিয়া চমৎকৃত ও কেহ কেহ ধন্য হইয়াছেন। সেই সকল নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত সকল পাত্রের মধ্যেই তাঁহাদের নিজাভীষ্টের আদর্শ দেখিতে পাইতে নিত্য অভীষ্ট সেবায় নিযুক্ত। ঐ সকল স্বরূপ-রূপানুগবর আদর্শ-শিরোমণি শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর আদর্শেই নিত্য অনুপ্রাণিত। যাঁহাদের অন্তর ঐরূপ আদর্শে নিত্য অনুরঞ্জিত, তাঁহাদের বৈধ অনুশাসনরূপ বাহ্য আদর্শের আবশ্যকতা কি? নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতগণের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা রাগাত্মিক ব্রজ-জনের আদর্শে লুব্ধ, সেই সৌভাগ্যবন্ত সাধকগণেরও আদর্শানুসরণ এইরূপ,—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥ (চৈঃ চঃ ম ২২শ পঃ)

ব্যোমাসুর ও কেশীদৈত্য

একদিন কংসানুচর কেশীদৈত্য বৃহৎকায় অশ্বরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে গমন-পূর্ব্বক বিকট চীৎকারে সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসদভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার সমীপে গমন করিলেন। কেশী শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তী হইয়া পাদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিতে চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ উহার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহাকে চারিশত হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কিছুক্ষণ পর মূর্চ্ছিত কেশী চৈতন্য লাভ করিয়া মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক সক্রোধে কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণও হাসিতে হাসিতে তাহার মুখবিবরে স্বীয় বাম হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কেশী উহা চর্ব্বণ করিতে উদ্যত হইলে উত্তপ্ত লৌহের তাপ অনুভব করিল। হস্ত ক্রমে ক্রমে স্থূলাকার হইয়া উহার মুখমধ্যে বায়ুর গমনাগমন বন্ধ করিলে ঐ দুরন্ত দানব অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তদ্‌বিনাশার্থ কোনপ্রকার গর্ব্ব প্রদর্শন না করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি শ্রীনারদ তথায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভাবী লীলাসমূহ কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন,—"হে কৃষ্ণ, কাষ্ঠ-সমূহের মধ্যস্থিত অগ্নির ন্যায় আপনি সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ আত্মস্বরূপ। আপনার সঙ্কল্প অপ্রতিহত; অতএব আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিমান্। অসাধুগণের বিনাশ ও সাধুগণের রক্ষার জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে প্রভো! আপনি নরকাসুর ও মুরাসুরের বধ, স্বর্গ হইতে সবলে পারিজাত-বৃক্ষ হরণ, ইন্দ্রকে পরাজয়, নৃগরাজের উদ্ধার, জাম্ববতীসহ স্যমন্তকমণি গ্রহণ, যমপুর হইতে ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র আনয়ন, পৌণ্ড্রকাসুর-বধ, দন্তবক্র-বধ, শিশুপাল-বধ এবং দ্বারকায় অবস্থিত থাকিয়া আপনি যে সকল অদ্ভুত-কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, তাহা আমি দর্শন করিব।" শ্রীনারদ এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন।

ভগবান্ গোবিন্দও কেশী-দৈত্যকে বধ করিয়া সানন্দে গোপাল বালক-গণের সহিত পশুপালন করিতে লাগিলেন। এক সময় গোপালগণ পর্ব্বতের তটভাগে গোচারণ করিতে করিতে চৌর ও রক্ষকের অভিনয়-সহকারে চৌর্য্যবস্তুর সংগোপনরূপ লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। ঐ ক্রীড়ায় কতিপয় গোপাল চৌররূপে ও কতিপয় রক্ষকরূপে এবং অন্যান্য কতিপয়

মেষরূপে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেইসময় ময়-নামক দৈত্যের পুত্র অতিশয় মায়া-নিপুণ গোপাল-বেশধারী ব্যোমাসুর স্বয়ং চৌরলীলার অভিনয় করিয়া মেষলীলার আচরণকারী অনেক গোপালকে দূরে লইয়া যাইতে লাগিল। ঐ মহাদৈত্য অপহৃত গোপালগণকে পর্ব্বত-গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া শিলাখণ্ডে তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া দিল। এইরূপে ক্রীড়া-স্থলে কেবলমাত্র ৪।৫টী গোপাল অবশিষ্ট রহিল। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া গোপালহরণকারী অসুরকে সবলে গ্রহণ করিলেন। ব্যোমাসুর বহুচেষ্টা করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া দর্শক দেবগণের সমক্ষে তাহাকে পশুর ন্যায় নিশ্বাস রোধ করিয়া বধ করিলেন। অতঃপর পর্ব্বত-গহ্বরে আবদ্ধ গোপালগণকে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে প্রবেশ করলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের নির্য্যাণ

জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট শ্রীনামও দীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী, ভক্তিবিবেক মহোদয় বহুকাল অবিভক্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনে থাকিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে বিগত ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার (ইং ২।৩।১৯৩৪) দিবস শ্রীচৈতন্যমঠস্থ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে "সংস্কার-দীপিকা"নুসারে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণকরিয়া **ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ**-নামে পরিচিত হন। সারস্বত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার সহজ সরল অমায়িক ব্যবহারে চিরদিন মুগ্ধ ছিলেন। তিনি কখনও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সহিত, আবার কখনও পৃথক্‌ভাবে ভারতের বিভিন্নস্থানে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপৃত থাকিতেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের তদানীন্তন মঠরক্ষক অজাতশত্রু শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্র, গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সেবা-সচিব শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী,

কৃতিরত্ন (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ) এবং শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুশল (শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ) প্রভুবর্গের সহিত বিশেষভাবে স্নেহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভুই মহারাজকে মঠে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া চিরদিনই তাঁহাকে শিক্ষাগুরু ও বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ভগবদিচ্ছাক্রমে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ মিশনে বিভিন্ন গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্যভাব ও পত্রাদির আদান-প্রদান অক্ষুণ্ণ ছিল। পূর্ব্বজীবনেও ইঁহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতি শ্রীল তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা তাঁহার লেখনীই প্রমাণ করিবে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-মহারাজ ইং ১৯৪৯ সালে শ্রীগৌরপূর্ণিমা-দিবসে পারমার্থিক মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রকাশ করেন। তাহার ১ম সংখ্যা পাইয়া তিনি কৃতজ্ঞতা-সহকারে যে-পত্র ও শ্রীপত্রিকা-প্রশস্তি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই হৃদয়গ্রাহী;

"কেশব মহারাজ! নববর্ষের দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। আপনার নব নব উদ্ভাবনী-শক্তি প্রচারকার্য্যে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় সুবন্দোবস্তের কথা শ্রীমান্ বিপিন ও সুবোধের পত্রে জ্ঞাত হইয়াছি। প্রথিতযশা আপনি, আপনার কৃতিত্বের কথা কেইবা কীর্ত্তন না করেন? বাঞ্ছা না করিলেও অবাঞ্ছিত ভাবে প্রতিষ্ঠা আপনার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বিরত নহে। এতাদৃশ মহিমান্বিত হইয়াও মাদৃশ বরাকের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি দুর্লভ হইলেও সুলভ দেখিতেছি।"

"পরমারাধ্য প্রভুপাদ পতিত-পাবন। প্রচ্ছদপটে পাঠকের দুর্লভ দর্শন॥
শিরোভাগে শ্রীশের আয়ুধ সকল। কলি-কলুষ বিনাশিতে ধরে সর্ব্ববল॥
পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্রে পত্রী সুশোভিত। মধুর মৃদঙ্গ অঙ্কে গৌড়ীয় অঙ্কিত॥
প্রবন্ধে নিবন্ধে পত্রী হয়ে সুসজ্জিত। প্রতিষ্ঠাতার প্রজ্ঞান করে বিঘোষিত॥
হেন পত্রী পাঠাইয়াছ অনুগ্রহ করি। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাহা সদা যেন স্মরি॥"

শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য্যদেবের প্রকটকালীন শ্রীল তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ সশিষ্য কয়েকবারই নবদ্বীপে শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহাকে নবদ্বীপ মঠেই অবস্থানপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন। তাঁহার

অবর্ত্তমানে সমিতির অন্যান্য সেবকগণও অনুরূপ অনুরোধ জানাইতে থাকেন। কিন্তু অকিঞ্চন, কৃষ্ণৈকশরণ, অমানী মানদ-ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত উক্ত ত্রিদণ্ডী-যতি নিরপেক্ষ-নীতিরই আদর্শ প্রদর্শন করেন। তাঁহার অপ্রকটের কিছুকাল পূর্ব্বে সমিতির সেবকবৃন্দ অর্থানুকূল্যের দ্বারা তাঁহার কিছু সেবাসুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীপাদ শ্রীবিপিন বিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুবোধকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভুর পত্রদ্বয় আমাদিগকে যুগপৎ ব্যথিত ও বিরহে মুহ্যমান করিয়াছে। পরিব্রাজক-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ আর ইহ জগতে নাই। তিনি আমাদিগকে দুঃসঙ্গজ্ঞান করিয়া মরজগৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক গোলোকধামে শুভবিজয় করিয়াছেন, ইহা যেন বিশ্বাসযোগ্য নহে। মাননীয়া পরমা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দেবীর গৃহেই (পূর্ব্ব আনন্দপুরী, কবি রবীন্দ্র রোড্, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা) স্বামিজী-মহারাজ গত ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, (২১ নভেম্বর, ১৯৭৮) মঙ্গলবার দিবা ১২।১৫ মিঃ সজ্ঞানে শ্রীহরিস্মরণ-মুখে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার অনুরাগী অসংখ্য ভক্তবৃন্দ ব্যারাকপুরে উক্ত গৃহে ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর, শুক্রবার-দিবসে এই উপলক্ষে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতামুখে ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি-সহ বিরহ-উৎসব সুসম্পন্ন করেন। ভিন্ন প্রদেশে প্রচারে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার বিরহোৎসবে যোগদান করিতে না পারায় আমরা বিশেষ দুঃখিত।

স্বামিজী বহু পূর্ব্বই বাংলাদেশের যশোহরের অন্তর্গত বড়দিয়া নামক স্থানে এক সুরম্য মঠ বা প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁহার প্রাচীন সেবক ও নিত্যসঙ্গী শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভুসহ ঐ আশ্রমেই ভজন-সাধনে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার ন্যায় শ্রীনাম-ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণব সত্যই দুর্লভ। তাঁহার অপ্রাকৃত স্মৃতিশক্তি ও কবিত্ব-প্রতিভা সারস্বত গৌড়ীয়-সমাজে চিরপরিচিত ও সমাদৃত। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় তাঁহার গৌরব ও মহিমা বিস্তৃতরূপে বিঘোষিত আছে। স্বামিজী-মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত ও অনুরাগী ভক্তবৃন্দের সহিত আমরাও আজ সমভাবে স্নেহ-বঞ্চিত ও তাঁহার বিশেষ অভাব বোধ করিতেছি। তিনি নিত্যধাম হইতে আমাদিগকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, যাহাতে আমরা তাঁহার আদর্শ-অনুযায়ী সাধন-ভজনে উৎসাহ লাভ করি ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় অনুপ্রাণিত হইতে পারি।

—জনৈক বিরহী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন** গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) **উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের** উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৮৫ (ইং ৮ মার্চ্চ, ১৯৭৯) বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৪ মার্চ্চ) বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোলক্রোশ ধাম পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায়** প্রদত্ত হইল। ইতি—তাং ১৭।১।৭৮৫

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৩শে ফাল্গুন (ইং ৮।৩।১৯৭৯), বৃহস্পতিবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শান্তে **শ্রী**গৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৯।৩।৭৯), শুক্রবার ;—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ২৫শে ফাল্গুন (ইং ১০।৩।৭৯), শনিবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনি-স্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২৬শে ফাল্গুন (ইং ১১।৩।৭৯), রবিবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ২৭শে ফাল্গুন (ইং ১২।৩।৭৯), সোমবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং মুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ২৮শে ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।৭৯), মঙ্গলবার ;—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।**

৭। ২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৭৯), বুধবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)।**

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট পূর্ব্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

জ্ঞাতব্য—যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং যাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৭'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'৭৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **"কার্য্যাধ্যক্ষ"** অথবা **'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী—

১। সিদ্ধান্তরত্নম (ভাষ্য-পীঠকম্)—২-০০, ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) বার্ষিক—ভিক্ষা—৬-০০, ৩। শ্রীগৌড়ীয় গীতিগুচ্ছ—৪-০০, ৪। সংখ্যা-বাণী—০০-২৫, ৫। মায়াবাদের জীবনী—১-০০, ৬। প্রেম-প্রদীপ—২-৫০, ৭। প্রবন্ধাবলী—২-০০, ৮। শরণাগতি—০০-৭৫, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—০০-৫০, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—১-০০, ১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—২-৫০, ১২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১-০০, ১৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—১-০০, ১৪। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—২-৫০, ১৫। জৈবধর্ম্ম (বাংলা)।—১০-০০, ১৬। ঐ (হিন্দী)—১৫-০০, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী—১-০০, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—৩-০০, ১৯। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—১-০০, ২০। অর্চ্চন-দীপিকা—১-৫০, ২১। শ্রীশিছলদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১-৫০, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮-০০ ২৩। Shri Chaitanya Mahaprabhu—1.00.

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd. No. W. B/NDA-13

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ, পি।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী।

৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ।

৬। শ্রীশিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীমদ্ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ।

৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।

৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩/২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৯। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।

১০। শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ (দার্জ্জিলিং)
রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি, এ।

১২। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,—তুরা পোঃ, (গারো পাহাড়) মেঘালয়
রক্ষক—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী।

১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—পণ্ডিত শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ।

১৪। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ।

১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেওয়ানপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবসুদেবদাস ব্রজবাসী।